...n
...e of the...
...d colleg...
...ry
...a. N. Sa...
8. 12. 37

H.T.7
2
R.
No 7
Presented to the Library
of
The Calcutta Homoeopathic College
By
Dr. G. N. Sinha
8/12/37.
CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL
LIBRARY DEPT.
Presented to the Library
of the Calcutta Homoeopathic
Medical College
By
Dr. G. N. Sinha
8.12.37

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE.
LIBRARY DEPT.
615.5
CHAK
SKIN
407

চৰ্ম্মরোগ।

হোমিওপ্যাথি মতে চৰ্ম্মরোগ চিকিৎসা।

ডাক্তার রামগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

SKIN DISEASE.

BY

Dr. RAMGOPAL CHAKRAVORTI

মূল্য ৩৷৷০ মাত্র।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা ৭নং অপূর্ব্ব মিত্র রোড,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
সন ১৯৩৭ সাল।

Accession No. 6675
Date 27.09.2016

প্রাপ্তিস্থান

নিম্নলিখিত ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট অথবা কলিকাতার প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রেতার নিকট এই পুস্তক পাওয়া যাইবে।

৭ নং অপূর্ব্ব মিত্র রোড
পোঃ—কালিঘাট।
কলিকাতা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রিন্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭নং নিলমনি দত্ত লেন, কলিকাতা

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE
LIBRARY DEPT.

উৎসর্গ।

স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার।

নিবেদন।

চর্ম্মরোগের চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে যেরূপ সুসাধ্য অন্য কোনও প্রকার চিকিৎসায় সেরূপ নহে। কিন্তু বঙ্গভাষায় হোমিওপ্যাথি মতে চর্ম্মরোগ চিকিৎসার কোনও পৃথক গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কোনও কোনও গ্রন্থে অন্যান্য রোগের চিকিৎসার বিবরণের সঙ্গে চর্ম্মরোগের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহা অতি সামান্য এবং তদ্দ্বারা চর্ম্মরোগ চিনিয়া উহার প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করা কখনও সম্ভব পর নয়। সুতরাং অনেকেই প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া উদ্ভেদযুক্ত প্রায় সমস্ত চর্ম্মরোগকেই একজিমা সদৃশ কোনও পরিচিত রোগ সাব্যস্ত করেন এবং কতকগুলি পরিচিত সাধারণ ঔষধের মধ্যে কোনও একটির দ্বারা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উহার চিকিৎসা করিতে বাধ্য হন। এই প্রকারে প্রযুক্ত ঔষধের দ্বারা কখনও কখনও রোগ আরোগ্য হয় বটে, কিন্তু এই চিকিৎসা প্রণালী মোটেই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; অথচ এই অসুবিধার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কোনও সুবিধা, অনেক চিকিৎসকেরই হয় না। যদিও ইংরাজী ভাষায় এই সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে কিন্তু অনেক চিকিৎসক ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ এবং ঐ সমস্ত চিকিৎসা পুস্তকের মূল্য এত অধিক যে, অনেক ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেও উহা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক পরিবারে কেহ না কেহ এমনকি স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত একটি ঔষধের বাক্স রাখিয়া চিকিৎসা-পুস্তকের সাহায্যে শিশুদের সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, শিশুদের মধ্যেই চর্ম্মরোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। এমতাবস্থায় বিভিন্ন জাতীয় চর্ম্মরোগের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য এবং উহাদের প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচণের সহজ পদ্ধতি

সম্বলিত একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থের বড়ই অভাব ছিল। এই অভাব দূরীকরণার্থ বহু অনুসন্ধান এবং পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি।

এই গ্রন্থে প্রত্যেক চর্ম্মরোগের প্রকৃতি, গতি, লক্ষণ, উৎপত্তির কারণ, ভাবিফল, ভ্রমাত্মক পীড়ার সহিত উহাদের পার্থক্যের বিবরণ, অবস্থাভেদে উপযুক্ত ঔষধ ও তাহার শক্তি নির্ব্বাচন এবং রোগের সহিত তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণের সামঞ্জস্য, আনুসঙ্গিক চিকিৎসা, পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, অভিজ্ঞতার ফল এবং যে সমস্ত রোগ নির্ণয়ে অসুবিধা হয় তাহাদের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এই সকল চিত্রের সাহায্যে রোগ নির্ণয় সহজ সাধ্য হইবে। পুস্তকের শেষভাগে যে বিস্তৃত রিপার্টরী দেওয়া হইয়াছে উহাদ্বারা কেবল চিকিৎসক কেন, বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে, প্রত্যেক রোগের প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন।

যাহাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছি তাঁহারা যদি ইহাদ্বারা সামান্য সাহায্যও লাভ করেন তাহা হইলে আমার উদ্যম সার্থক মনে করিব।

কলিকাতা, শ্রীরামগোপাল চক্রবর্ত্তী।

২৫শে ভাদ্র, ১৩৪৪ সাল।

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE
LIBRARY DEPT.

১ম অধ্যায়।

		পৃষ্ঠা
১।	চিকিৎসকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ	১
২।	চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে কয়েকটি শব্দের অর্থ	৩
৩।	চর্ম্মরোগের শ্রেণীবিভাগ	৫

২য় অধ্যায়।

১।	একজিমা	৮
২।	হার্পিস্	২৭
৩।	জোষ্টার	৩১
৪।	লাইকেন	৩৫
৫।	একথিমা	৪০
৬।	ইরিথিমা	৪৪
৭।	পেম্ফাইগাস্	৪৯
৮।	পারপিউরা	৫৪

৩য় অধ্যায়।

১।	বসন্ত	৫৯
২।	জলবসন্ত	৮০
৩।	হাম	[illegible]

৪র্থ অধ্যায়।

১।	ইরিসিপেলাস্	৯৬
২।	ইম্পিটিগো	১০৭
৩।	পাচড়া	১১৩

৫ম অধ্যায়।

১।	ভিটাইলিগো	১১৭
২।	লেন্টিগো	[illegible]

CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE
LIBRARY DEPT.

৩।	চিল ব্লেইন	[illegible]
৪।	গর্ভকালী	১২২
৫।	ইক্‌থিয়োসিস্	১২২
৬।	কড়া	২২৬ 126
৭।	চুলউঠা	১২৭
৮।	খুসকী	১৩৪
৯।	উকুন	১৩৫
১০।	স্কোরিয়াসিস্	১৩৬
১১।	স্কোরোমানেওসাটোরাম্	১৩৭
১২।	নখের পীড়া নীচর	১৩৭
১৩।	আঙ্গুল হারা	১৪২
১৪।	রোজিওলা	১৪৭

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১।	কার্ব্বঙ্কল	১৪৯
২।	ফোড়া	১৫৫
৩।	আঞ্জন	১৬০
৪।	বয়োব্রণ	১৬১
৫।	কমেডো	১৬৯
৬।	বমফুস্কুড়ী	১৭০

৭ম অধ্যায়

১।	ক্যানসার	১৭২
২।	মোলাস্কাম	১৮৭
৩।	জট	১৮৮
৪।	আচিল	১৯০
৫।	কিলয়েড	১৯৪
৬।	গোদ	১৯৫

৭।	কজেষ্টোমা	১৯৭
৮।	মাংসার্ব্বুদ	১৯৮

৮ম অধ্যায়।

১।	অতিঘর্ম্ম	২০৩
২।	ঘর্ম্ম শূন্যতা	২১৪
৩।	ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ	২১৫
৪।	বর্ণযুক্ত ঘর্ম্ম	২১৬
৫।	রক্তঘর্ম্ম	২১৭
৬।	ঘর্ম্মকৃচ্ছ	২১৮
৭।	ইউরিড্রসিস্	২১৯
৮।	ঘামাচি	২২০

৯ম অধ্যায়।

১।	দদ্রু	২২১
২।	সোরাই এসিস্	২২৬
৩।	প্রুরাইগো	২৩২
৪।	প্রুরাইটাস্	২৩৫
৫।	শ্লৈষ্মিককণ্ডু	২৪৪
৬।	আর্টিকেরিয়া	২৪৬
৭।	ষ্ট্রফিউলাস্	২৫৫
৮।	স্ক্রফিউলা	২৫[illegible]

১০ম অধ্যায়।

১।	উপদংশ	২৬২
২।	রুপিয়া	২৮০
৩।	কণ্ডাইলোমেটা	২৮১
৪।	লুপাস্	২৮৪
৫।	কুষ্ঠ	২৮৭

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE
LIBRARY DEPT.
615.5
CHAK
SKIN

চর্ম্মরোগ

প্রথম অধ্যায়।

চিকিৎসকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ।

চর্ম্মের চৈতন্য, ঘর্ম্ম, ক্রিয়া এবং অন্যান্য বিধানের পরিবর্ত্তন হইলে অথবা উহার স্বস্থাবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটিলে চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয়।

মনুষ্য দেহের অন্যান্য অবয়ব ও যন্ত্র যে সব কারণে পীড়িত হয়, চর্ম্মরোগও সেই সব কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শৈশব এবং যৌবন কালে দেহের পুষ্টির বৈলক্ষণ্য ঘটিলে, শিশুদিগের খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক না হইলে, দন্তোৎগম কালে, স্থায়ী দন্ত উঠিবার সময়, বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে, এবং কোনও কোনও মৎস্য ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য দ্বারা চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কোনও কারণে হঠাৎ অত্যন্ত ভয় এবং মনের উত্তেজনা হইলেও এই রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে।

চর্ম্মরোগ দুই প্রকার, **সর্ব্বাঙ্গিক** এবং **স্থানিক**। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট এই পার্থক্যটী বড়ই আবশ্যকীয়; কারণ মনুষ্য শরীরের বিভিন্ন অবয়বের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে।

এতদ্দেশে পারদাদি সংযোগে প্রস্তুত নানাপ্রকার মলম, এবং তৈল ঔষধাদি দ্বারা চর্ম্মরোগ আরোগ্য করার প্রথা আছে, কিন্তু এই প্রথা একান্ত গর্হিত কারণ পারদাদি সংযুক্ত মলম ও ঔষধের দ্বারা চর্ম্মরোগ বিলুপ্ত হইলে, সেই রোগী অন্য কোনও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হয়, উহার যথেষ্ট প্রমান পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং এই প্রথা একান্ত বর্জ্জনীয়।

চর্ম্মরোগ অনেক প্রকারের, বিশেষতঃ উপদংশ পীড়ার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বহু জাতীয় চর্ম্মরোগ আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছে। যে সমস্ত চর্ম্মরোগ সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায়, সেইগুলি সম্বন্ধেই এই পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

চর্ম্মরোগ চিকিৎসার সময় চিকিৎসক রোগীর শরীর অনাবৃত করিয়া উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতঃ ইরাপসন্‌গুলি কোন জাতীয় তাহা ঠিক করিয়া লইবেন।

রোগীর বয়স, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীবন ধারণের রীতি, খাদ্য, পীড়ার উৎপত্তির কারণ, রোগী কখনও উপদংশ কিংবা গণোরিয়া পীড়ায় ভুগিয়াছে কিনা এবং ভুগিলে উহাতে কিরূপ চিকিৎসা হইয়াছিল, পীড়া কৌলিক কিনা এবং যাহাতে পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা জানিয়া লইতে হইবে।

সাধারণতঃ পাচকেরা একজিমা এবং ইরিথিমা, রুটি প্রস্তুত কারক, মুদি এবং ইট ঢালাই কারকেরা হস্ত পৃষ্ঠে লাইকেন, এবং যাহারা তুলা দ্বারা কাজ করে তাহারা আর্টিকেরিয়া এবং কশাইয়েরা হুইট্‌লো এবং ফোড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়; সুতরাং রোগীর ব্যবসা এবং সে কিপ্রকারেরকাজ করে তাহা জানিয়া লইতে হইবে।

রোগ নির্ণয়ের পক্ষে রোগীর বয়স খুব সাহায্য করে, কারণ জীবনের ছয় সপ্তাহের মধ্যে বংশগত উপদংশ প্রকাশ পায়, ইন্‌টারট্রিগো এবং মস্তকের একজিমা দেখা দেয়। সেইরূপ উপদংশজাত পেম্ফাইগাস্ শিশুর ছয়মাস বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে প্রকাশ পায় কিন্তু পরে নয়। শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে এবং দন্ত উঠার সময় একজিমা পীড়া হইয়া থাকে। সচরাচর ক্যান্‌সার পীড়া ৩০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে হয় না; সাধারণতঃ ৬০ বৎসর এবং তাহারও পরে হয়। উপদংশ এবং লুপুস্ সাধারণতঃ যৌবনেই হইয়া থাকে। পরাঙ্গ পুষ্ট কীট সংযুক্ত পীড়ানিচয় স্বভাবতঃ ২১।২২ বৎসর বয়সের পর বড় একটা হয় না। হার্পিস সারসিনেটাস্ পরিণত বয়সে হয়। পিটারাইসিস্, একজিমা, পেম্ফাইগাস্, প্রুরাইটাস্ এবং ক্যান্‌সার সচরাচর বৃদ্ধ বয়সে হয়। সুতরাং রোগ-নির্ণয়ের সময় রোগীর বয়সের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসাকালে সাধারণ সাবান ব্যতীত কোনরূপ ঔষধ সংযুক্ত সাবান ব্যবহার করা উচিৎ নয়। পীড়িত স্থান ভালরূপ পরিষ্কার করতঃ অলিভ্ অয়েলের দ্বারা পীড়িত স্থান ভিজাইয়া রাখা উচিৎ, কোনও রূপ মলম আদি ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

চর্ম্মরোগগ্রস্থ রোগীর পক্ষে কোনও রূপ গুরুপাক উত্তেজক খাদ্য, অধিক গরম মশল্লাযুক্ত খাদ্য কিংবা রসুন খাওয়া উচিৎ নয়। আতপ চাউলের অন্ন এবং নিরামিস্ আহারই প্রশস্ত।

চর্ম্মরোগ চিকিৎসাকালে রোগীর শারীরিক অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। চর্ম্মরোগে উচ্চ শক্তির ঔষধ দীর্ঘ সময় অন্তর ব্যবহার করা উচিৎ কারণ নিম্ন শক্তির ঔষধ এবং ঘন ঘন ঔষধ প্রয়োগে রোগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ ৩০শ শক্তির ঔষধ সপ্তাহে দুইবার এবং ২০০ শক্তির ঔষধ সপ্তাহে একবার দেওয়া উচিৎ। ঔষধ প্রয়োগে রোগ আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইলে, নিয়মিত সময় অতীত হইলেও ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ রাখা উচিৎ। ঔষধ প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইয়া কিছুদিন পর পুনরায় প্রকাশ পাইলে যে ঔষধ প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইয়াছিল, উহার যে শক্তির ঔষধে আরোগ্য হইয়াছিল, তাহা হইতে উচ্চ শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত চর্ম্মরোগে নিম্ন শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং উহা ঘন ঘন প্রয়োগ করা উচিত সেই সব রোগের নির্ব্বাচিত ঔষধের বিবরণের শেষভাগে ঔষধের শক্তির উল্লেখ করা হইল।

চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে কয়েকটি শব্দের অর্থ।

আল্সার (Ulcers)। কোনও রোগ হইতে যে ক্ষত জন্মে তাহাকে আল্সার বলে।

টিউবারকল (Tubercles)। ইহা চর্ম্মের গভীর প্রদেশস্থ, গোলাকার, মটর প্রমাণ নিরেট ফুস্কুড়ী। ইহা প্যাপিউল হইতে বৃহত্তর। আকার গত বৈষম্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

টিউমার (Tumours)। চর্ম্মের গভীরতর স্তর এবং নিম্নস্থ টিস্যু হইতে উৎপন্ন, হওয়া, কোমল অথবা কঠিন, অল্প বিস্তর সীমাবদ্ধ নানা আকৃতি এবং

গঠনের অর্ব্বুদ। ইহা সাধারণতঃ বৃহৎ আকার ধারণ করে এবং চর্ম্মের বর্ণ হ্ই থাকে, তবে কখনও কখনও, চক্‌চকে, গোলাপী ও লালাভ বর্ণও ধারণ করে।

নডিউল (Nodules)। চর্ম্মের নিম্নে যে কঠিন স্ফীতি হয় তাহাকে নডিউল বলে।

প্যাস্‌টিউল (Pastules)। পুঁয পূর্ণ ফুস্কুড়ীকে প্যাস্‌টিউল বলে।

প্যাপিউল (Papules)। চর্ম্মোপরি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীরেট ফুস্কুড়ী অথবা অপচ্যমান পীড়কা জন্মে, তাহাকে প্যাপিউল বলে।

ফিসার (Fissures)। কোনও পীড়া অথবা আঘাত হেতু যে রেখাকার ফাটা অথবা ক্ষত, উপত্বক অথবা চর্ম্মের গভীরতর ত্বককে জড়িত করে, তাহাকে ফিসার বলে।

ব্লেবস্‌ অথবা বুলি (Blebs or Bullae)। ইহা বৃহৎ আকারের ভেসিকল, অথবা ফোস্কার ন্যায় ইরাপসন্‌।

ভেসিকল (Vesicles)। পিনের মস্তক হইতে মটরাকৃতি, সাদা, হলুদ অথবা লালবর্ণ জল অথবা রসপূর্ণ ফুস্কুড়ী।

ম্যাকিউল (Macule)। চর্ম্মোপরি নানা আকৃতির এবং বর্ণের দাগ সমূহ যাহাতে চর্ম্মের স্বাভাবিক বর্ণের বৈলক্ষণ্য ঘটে। ইহাতে স্থানটী অসমান হয় না অথবা ঐস্থান হইতে কোনও স্রাব নিঃস্বরণ কি রসক্ষরণ হয় না।

স্কেল (Scales)। শল্ক, আঁইস্‌।

ক্রাষ্ট (Crust)। মামড়ী অথবা চটাপড়া। নাকের মধ্যে যে চটাপড়ে তাহাকেও ক্রাষ্ট বলে।

হুইল (Wheals)। ইহা চর্ম্মোপরি নানা আকৃতি ও গঠন বিশিষ্ট, সাদা, গোলাপী এবং লালাভ বর্ণের ক্রমশঃ অদৃশ্য হওয়ার স্বভাব যুক্ত, স্ফীত উচ্চ স্থান সমূহ।

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE
LIBRARY DEPT.

চর্ম্মরোগের শ্রেণী বিভাগ।

ম্যাকিউল (Macule) জাতীয় চর্ম্মরোগ অর্থাৎ যে রোগে চর্ম্মের উপর কলঙ্ক অর্থাৎ দাগ পড়ে। এই দাগ সাদা, লাল, হলুদ নানা প্রকারের হইতে পারে। ইহাতে চর্ম্ম অসমান হয়না অথবা উহা হইতে কোনও স্রাব নিঃসরণ কি রসক্ষরণ হয়না।

১। ইরিথেমা (Erythema)
২। এফিলিস্ (Ephelis)
৩। লেন্টিগো (Lentigo)
৪। লেন্টিগো ম্যালিগনা (Lentigo Maligna)
৫। লেপ্রসি (Leprosy)
৬। লিউকোডারমা (Leucoderma)
৭। লুপুস্ (Lupus)
৮। নিভাস (Naevus)
৯। পারপুরা (Purpura)
১০। উপদংশ (Syphilis)

যে সমস্ত চর্ম্মরোগে ভেসিকল্ (Vesicle) অর্থাৎ রস অথবা জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী দেখা যায়।

১। একজিমা (Eczema)
২। ডারমাটাইটিস্ (Dermatitis)
৩। ইরিথেমা (Erythema)
৪। ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas)
৫। ইম্পিটিগো (Impetigo)
৬। স্ক্যাবিস্ (Scabies)
৭। সুডানিমা (Sudanima)

৮। ভেরিসেলা (Varicella)

৯। ভেরিওলা (Variola)

১০। জোষ্টার (Zoster)

১১। হার্পিস্ (Herpes)

যে সমস্ত চর্ম্মরোগে বুলী (Bullae or Bulla) অর্থাৎ বড় বড় ভেসিকেলের আকৃতি ফোস্কা উঠে।

১। ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas)

২। লেপ্রসি (Leprosy)

৩। পেম্ফাইগাস্ (Pemphigus)

যে সমস্ত চর্ম্মরোগে পাস্‌টিউল (Pustule) অর্থাৎ পূঁয পূর্ণ ফুস্কুড়ী (ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ) উঠে

১। একনি (Acne)

২। একজিমা (Eczema)

৩। একথিমা (Ecthyma)

৪। উপদংশ (Syphilis)

৫। ডারমাটাইটিস (Dermatitis)

৬। ফোঁড়া (Furuncle)

৭। বসন্ত (Variola)

৮। স্ক্যাবিস্ (Scabies)

যে সমস্ত চর্ম্মরোগে প্যাপিউল (Papule or Pimple) অর্থাৎ নিরেট ফুস্কুড়ী অথবা অপচ্যমান পীড়কা প্রকাশ পায়।

১। আর্টিকেরিয়া (Articaria)

২। ইরিথেমা (Erythema)

৩। উপদংশ (Syphilis)

৪। একনি (Acne)

৫। একজিমা (Eczema

৬। প্রুরাইগো (Prurigo)

৭। মিলিয়াম (Milium)

৮। মোলাস্কাম (Molluscum)
৯। বসন্ত (Variola)
১০। লাইকেন (Licken Simple)
১১। লাইকেন প্লানাস্ (Licken planus)
১২। লুপুস্ (Lupus)
১৩। রুবিওলা (Rubeola)
১৪। স্ক্যাবিস্ (Scabies)
১৫। ষ্ট্রফিউলাস (Strophulous)
১৬। কজেন্থিমা (Zanthoma)

যে সমস্ত চর্ম্মরোগে টিউবারকল্ (Tubercle) অর্থাৎ গুটিকা উঠে। গুটিকা নিরেট কুঙ্কুড়ী হইতে বৃহত্তর কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে প্রায় একরূপ।

১। উপদংশ (Syphilis)
২। একৃনি (Acne)
৩। ফাইব্রোমা (Fibroma)
৪। ফ্রামবোয়েসিয়া (Frambœsia)
৫। কিলয়েড (Keloid)
৬। লেন্টিগো (Lentigo)
৭। লেপ্রসি (Leprosy)
৮। লুপুস (Lupus)

যে সমস্ত চর্ম্মরোগে স্কেলস্ (Scales) অর্থাৎ শল্ক উৎপন্ন হয়।

১। একথিওসিস্ (Ichthyosisl) পুরু শল্ক
২। উপদংশ (Syphilis) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্ক
৩। একজিমা (Eczema) মধ্যম আকারের শল্ক।
৪। ডারমাটাইটিস্ (Dermatitis) বৃহৎ শল্ক।
৫। পেম্ফাইগাস্ (Pemphigus Foliaceus) বৃহৎ শল্ক।
৬। পিটিরাইসিস্ (Pityriasis Simplex) সাদা শল্ক।
৭। পিটিরাইসিস্ রুব্রা (Pityriasis Rubra) সাদা শল্ক।
৮। লুপুস্ (Lupus) পরিষ্কার শল্ক লাগিয়া থাকে।

৯। সোরায়েসিস্ (Psoriasis) পুরু, সাদা, সংযুক্ত শল্ক।

যে সমস্ত চর্ম্মরোগে ফিসার (Fissure) অর্থাৎ চর্ম্ম ফাটিয়া যায়।

১। একজিমা (Eczema)

২। লেপ্রসি (Leprosy)

যে সমস্ত চর্ম্মরোগে ক্ষত (Ulcer) হয়।

১। ক্যানসার (Carcenoma)

২। লুপুস্ (Lupus)

৩। স্ক্রফিউলা (Scrofula)

৪। উপদংশ (Syphilis)

যে সমস্ত চর্ম্মরোগে টিউমার (Tumours) অর্থাৎ অর্ব্বুদ জন্মে।

১। কার্সিনোমা (Carcenoma epithelioma)

২। এলিফ্যান্টাইটিস্ (Elephantites)

৩। ফাইব্রোমা (Fibroma)

৪। প্যাপিলোমা (Papelloma)

৫। সারকোমা (Sarcoma)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

একজিমা (Eczema)

সমসংজ্ঞা—পামা, বেখাইজ, কাউর ঘা।

রোগ পরিচয়। চর্ম্মে প্রদাহ হইয়া ঐস্থানে দলবদ্ধ ভাবে কতকগুলি কণ্ডুয়ন যুক্ত ফুস্কুড়ী বাহির হইয়া, তাহা হইতে অধিক পরিমান রসক্ষরণ হইলে যে প্রদাহ জন্মে তাহাকে একজিমা বলে।

এই পীড়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত হয়। প্রথমে রসযুক্ত ফুস্কুড়ী প্রকাশ পাইয়া, অবশেষে চর্ম্মস্থূল এবং আঁইস যুক্ত হয়। ইহা হইতে আঠাবৎ রস-ক্ষরণ হয়, এবং উহা পীড়িত স্থানে শুকাইয়া চটা পড়ে; এইরূপ চটাকে মামড়ী অথবা নেড়মেড়ী পড়া বলে। ফুস্কুড়ীগুলি পূঁয পূর্ণ হইলে উহাকে ইম্পেটিগো বলে। এতদ্দেশে যত প্রকার চর্ম্মরোগ হয়, তাহাদের মধ্যে এক-জিমাই সর্ব্বপ্রধান।

এই পীড়া কখনও শরীরের একস্থানে এবং কখনও শরীরের বিভিন্নস্থানে প্রকাশ পায়। সচরাচর মস্তক, মুখমণ্ডল, হস্ত, পদ, জননেন্দ্রিয় এবং গুহ্যদ্বার এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। শিশুদের মস্তক এবং পায়ের রলা এই পীড়ার অতি প্রিয় স্থান। এই পীড়ায় কণ্ডুয়ন থাকে, কখনও বা চুলকানীর পরিবর্ত্তে জ্বালা হয়; আবার কখনও কখনও চুলকানী এবং জ্বালা উভয়ই থাকে। এই পীড়া শরীরের বিস্তৃত স্থান আক্রমণ করিলে, কোষ্ঠকাঠিন্য, বিবমিষা, মাথাধরা, জ্বর, পেট ও যকৃতের গোলযোগ হইয়া থাকে।

উৎপত্তির কারণ। পৈতৃক অর্থাৎ বংশগত, ভগ্নস্বাস্থ্য, আর্সেনিক, পারদ, এবং চিনি সংক্রান্ত কার্য্য করা, অত্যন্ত অগ্নির উত্তাপের নিকট বাস করা, পারদ সংযুক্ত মলম আদি ব্যবহার, উষ্ণজলে স্নান, অতিরিক্ত এবং উত্তেজক পদার্থ আহার কিংবা পরিমিত উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, শিশুদের দাঁত উঠা, ক্রিমি রোগ, স্ক্রফিউলা এবং রিকেটীক ধাতু এই পীড়া হওয়ার প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য।

অনেক সময় হাঁপানি, পেটের অসুখ প্রভৃতি পীড়া লুপ্ত হইয়া রোগী একজিমা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

কখনও কখনও এলোপ্যাথিক, কবিরাজী এবং অন্যান্য প্রকার মলম দ্বারা এই রোগ লুপ্ত করিলে সেই রোগী হাঁপানী, মূর্চ্ছা, পেটের অসুখ প্রভৃতি উৎ-কট ব্যাধিগ্রস্থ হয়।

এই পীড়া সকল বয়সের এবং সকল অবস্থার স্ত্রী এবং পুরুষকেই আক্রমন করিতে পারে। যাঁহারা কোষ্ঠ কাঠিন্য সহ অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহা-দেরও এই পীড়া হইতে পারে। **এই পীড়া সংক্রামক নহে।**

শরীরের যে অবয়ব এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং চর্ম্মে যে প্রকারে এই

পীড়া প্রকাশ পায় তদনুসারে ইহার শ্রেণী বিভাগ হয়, যথা—একজিমা এরি-থেমেটোসাম, একজিমা পাষ্টিউলোসাম, একজিমা প্যাপিউলো-সাম, একজিমা রুব্রাম্, একজিমা স্কোয়ামোসাম্ ইত্যাদি।

একজিমা এরিথেমাটোসাম
(Eczema Erythematosum)

সাধারণতঃ মুখমণ্ডল এবং জননেন্দ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানের চর্ম্ম এই রোগ-দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত স্থানের চর্ম্মস্থূল হয় এবং উহা হইতে রসক্ষরণ হয়। পীড়িত স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক পাতলা শল্ক যুক্ত হয়; কখনও বা ঐ স্থানের উপত্বক উঠিয়া যায় এবং আক্রান্তত্বক লোহিত, পীত অথবা বেগুনি রং ধারণ করে। এই পীড়া যেদিন চর্ম্মে দেখা দেয়, কখনও কখনও তৎপর দিনই তিরোহিত হইয়া পুনরায় প্রকাশ পায়। অধিক মানসিক পরিশ্রম, অপরিমিত আহার, উত্তাপ অথবা ঠাণ্ডা লাগান এবং সুরাপান বশতঃ এই পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে।

একজিমা ভেসিকিউলোসাম।
(Eczema Veciculosum)

প্রথমে চর্ম্মে উষ্ণতা অনুভব হইয়া আরক্তিম হয়, তৎপর ঐস্থানে জ্বালা এবং চুলকানী হইতে থাকে। ইহার পর পৃথক পৃথক অথবা একসঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়। কখনও কখনও এই সব ফুস্কুড়ী শুকাইয়া যায়, আবার কখনও উহাদের মাথাগুলি ছিড়িয়া গিয়া মামড়ী পড়ে এবং তাহা হইতে আঠাবৎ রস ক্ষরিত হইতে থাকে। অন্য কোনও চর্ম্মরোগে এইরূপ অধিক রস ক্ষরণ হয়না।

একজিমা পাষ্টিউলোসাম্।
(Eczema Pustulosum)

দুর্ব্বল চিত্ত এবং স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্ত যুবকেরা এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মস্তক এবং মুখমণ্ডলের চর্ম্মে এই পীড়া জন্মে

ইহার ফুস্কুড়ী গুলি জলপূর্ণ না হইয়া পূঁযপূর্ণ হয় এবং এই লক্ষণ দ্বারা একজিমা ভেসিকিউলোসাম হইতে এই পীড়াকে পৃথক করা যায়।

একজিমা প্যাপিউলোসাম।
(Eczema Papulosum)

এই পীড়া বাহু, উরু এবং দেহ কাণ্ডে অর্থাৎ ধড়ে প্রকাশ পায়। চর্ম্মের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার রক্তবর্ণ, বেগুনি অথবা মলিন বর্ণ বটি সমূহ প্রকাশ পায় এবং উহার ছাল উঠিয়া গেলে উহা হইতে রস ক্ষরণ হইতে থাকে। অন্যান্য জাতীয় একজিমা অপেক্ষা এই পীড়ার কণ্ডুয়ণ অত্যন্ত অধিক।

একজিমা রুব্রাম।
(Eczema Rubram)

এই পীড়া শরীরের সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইতে পারে, তবে সাধারণতঃ জঘন অর্থাৎ কটি এবং সন্ধি বন্ধনী গুলির সঙ্কোচক স্থানে ইহা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই পীড়া অন্যান্য জাতীয় একজিমা ভোগের পর প্রকাশ পায়। আক্রান্ত স্থানের চর্ম্মের উপত্বক উঠিয়া গিয়া ক্ষত জন্মে এবং উহা হইতে অনবরত রস রক্ষণ হইতে থাকে। কখনও কখনও উহাতে মামড়ী পড়ে।

একজিমা স্কোয়ামোসাম।
(Eczema Squamosum)

এই পীড়া শুস্ক শল্ক যুক্ত এবং অন্যান্য জাতীয় একজিমার শেষ ফল স্বরূপ প্রকাশ পায়।

একজিমা মার্জিনেটাম্
(Eczema Marginatum)

এই পীড়াকে কোশ দাদ্ বা কোচ দাদ বলে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা একটী দক্র রোগ, একজিমা নহে। ইহাকে Burmese ringworm বলা হয়। এই পীড়া উরুদ্বয়ের উপরিভাগে জন্মে এবং উহাতে অসহ্য চুলকানি হইয়া থাকে।

ভাবিফল। এই পীড়ার স্থায়ীত্ব কালের কোনও নিশ্চয়তা নাই। কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়, কখনও কয়েক মাস অথবা কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই পীড়া পুরাতন অবস্থায় শরীরে বিদ্যমান থাকে। কখনও চিকিৎসার দ্বারা পীড়া সম্পূর্ণ রূপে অদৃশ্য হইয়া কিছুদিন পর পুনরায় দেখা দেয়; কখনও কখনও পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইয়া থাকে। এই পীড়ার আর একটী আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে চিকিৎসার দ্বারা পীড়া আশানুরূপ আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং মনে হয় যে, শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে, কিন্তু বিশেষ কোনও উত্তেজনার কারণ না থাকা সত্ত্বেও পীড়া প্রথম অবস্থায় যে রূপ ছিল, হঠাৎ বর্দ্ধিত হইয়া, পুনরায় প্রায় তদনুরূপ হইয়া থাকে।

আক্রান্ত অবয়ব অনুসারে এই পীড়ার গতির বৈষম্য দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা মস্তক, বিশেষতঃ শিশুদের মস্তক আক্রান্ত হইলে, পীড়িত স্থান হইতে দুর্গন্ধ রসস্রাব হইয়া চুলগুলিকে জটা পাকাইয়া দেয়, যদি দৈবাৎ ইহার মধ্যে উকুন জন্মে, তবে সত্বরই উহাদের বংশ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া যে কণ্ডুয়ণ জন্মে তাহাতে রোগীর যন্ত্রণা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

ইহা শিশুদের মস্তক আক্রমন করিলে, মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং ফুস্কুড়ী, পূঁযপূর্ণ বটিকা অথবা কঠিন গ্রন্থির আকার ধারণ করে ও উহাতে অত্যন্ত উষ্ণতা ও কণ্ডুয়ণ অনুভব হয়। যদি কর্ণের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে ঐ স্থান ফাটা ফাটা হয়।

ইহা কোনও বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির মস্তক আক্রমণ করিলে, ইহার তীব্রতা ততটা বৃদ্ধি পায়না এবং পীড়িত স্থান হইতে অধিক রসও ক্ষরণ হয় না। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখ মণ্ডলে এই পীড়া হইলে ইরিথেমায় পরিণত হয়; কিন্তু শিশুদের পীড়ার মত অন্য কোনও জাতীয় একজিমায় পরিণত হয় না।

হস্ত এবং পদে এই পীড়া হইলে পীড়িত স্থান শুষ্ক লালবর্ণ এবং মসৃন দেখায়। হাত পায়ের তালুর সাধারণ দাগ গুলি বৃহদাকার ও সুস্পষ্ট দেখায় এবং এমত কতকগুলি দাগের উৎপত্তি হয়, যাহা পীড়িত হস্তপদের স্বাভাবিক অবস্থায় দৃষ্টিপথে পতিত হয়না। পীড়িত স্থান সমূহ ফাটিয়া, উহা হইতে সামান্য রস ক্ষরণ হয়। সাধারণ পুরাতন একজিমাতেই উপরোক্ত ল'

সমূই প্রকাশ পায়। হস্ত এবং পদের আর এক প্রকার তীব্র জাতীয় একজিমা দৃষ্ট হয়, যাহাতে হস্ত এবং পদের তালুতে অনেক গুলি ফুস্কুড়ী জন্মে কিন্তু ঐ সব স্থানের চর্ম্ম পুরু এবং শক্ত হেতু ঐ গুলি সহজে ফাটিতে পারেনা। অধিকন্তু যে পর্য্যন্ত উহাদের মধ্য হইতে রস ক্ষরিত হইয়া ছাল উঠিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত উহারা ক্রমে বড় হইতে থাকে।

পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষ সচরাচর ইরিথেনাস্ শ্রেণীর একজিমা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই দুই অঙ্গে ফুস্কুড়ী অথবা শল্কযুক্ত পীড়া কদাচ দৃষ্ট হয়।

কুচ্‌কী এবং পায়ের ভিতর প্রদেশই সিরেট ফুস্কুড়ীর প্রিয় স্থান, যদিও উহা সমস্ত শরীরেই এমনকি মুখ মণ্ডলেও উঠিতে দেখা যায়।

হাঁটুর নীচ হইতে পা পর্য্যন্ত কোনও স্থানের শীরা প্রসারিত হইলে এবং তাহাতে ক্ষত জন্মিলে ঐ ক্ষতের চতুর্দ্দিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে, ইরিথেমেটাস্ একজিমা সচরাচর হইতে দেখা যায়।

গুহদ্বারে একজিমা হইলে প্রায়ই পীড়িত স্থান ক্রমে ক্রমে ফাটিয়া ছোট বড় গর্ত্তে পরিণত হয়।

একজিমা বহুদিন পর্য্যন্ত শরীরে বিদ্যমান থাকিয়া পুরাতন রোগে পরিণত হইলে, পীড়িত স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক এবং লালবর্ণ ধারণ করে এবং উহা সাধারণ অবস্থা হইতে দুই তিন গুণ পুরু হইয়া চতুর্দ্দিকের চর্ম্ম হইতে অনেকটা উচু দেখায়।

কখনও কখনও ম্যালেরিয়া জ্বরের সঙ্গে এই পীড়া শরীরে প্রকাশ পায় এবং উভয় পীড়াই এক সঙ্গে আরোগ্য হয়।

একটী স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হওয়ার সময় তাহার স্ত্রী অঙ্গে একজিমা প্রকাশ পাওয়ার বিষয় উল্লেখ আছে।

ভ্রমাত্মক পীড়া। মস্তকের দদ্রুরোগের সহিত মস্তকের একজিমা রোগের সাদৃশ্য আছে, তজ্জন্য রোগের উৎপত্তির বিবরণ, পীড়িত স্থানের অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং পীড়ার গতি সম্বন্ধে তথ্য সমূহ, রোগী এবং তাহার আত্মীয়দের নিকট হইতে লইয়া পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে।

পীড়ার কারণ। এই রোগ সাধারণতঃ বাল্যকাল এবং যৌবনের প্রারম্ভে মস্তক, মধ্য বয়সে বক্ষ, পৃষ্ঠদেশ ও জননেন্দ্রিয় এবং বৃদ্ধ বয়সে নিম্ন অঙ্গ আক্রমণ করে।

উপদংশ ও গাউট রোগগ্রস্থ এবং গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ লোকদেরই এই পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা। পিতা মাতার এই পীড়া থাকিলে তাহাদের সন্তানের এই পীড়া হইয়া থাকে।

শিশুকে অধিক খাওয়ান, বারংবার খাওয়ান এবং শিশু যখন দুধ ছাড়িয়া অন্য খাদ্য গ্রহণ আরম্ভ করে, তখন তাহাকে বারংবার তাহার অনুপযোগী খাদ্য খাওয়াইলে, সুপ্রযোজ্য ঔষধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও এই পীড়া আরোগ্য হয় না।

শিশুর খাদ্য সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা লওয়া আবশ্যক। উহাকে অত্যন্ত গরম দুধ ও মিঠাই মণ্ডা দেওয়া উচিৎ নয়। অনাবশ্যক গরম জামা আদি পড়ান এবং শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে যতটুকু জল আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত জল ব্যবহার করা উচিৎ নয়; কারণ এই রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর জল সহ্য হয় না। রোগ পুরাতন হইলে সহ্যমত গরম জল দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিলে শুভ ফল পাওয়া যায়।

এই রোগের সঙ্গে ঘাড়ের পিছন দিকের গ্রন্থি স্ফীত হয় কিন্তু তজ্জন্য কোনও পৃথক চিকিৎসার আবশ্যক হয় না, উহা একজিমার আরোগ্যের সঙ্গেই অদৃশ্য হইয়া যায়।

সাবান অথবা হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্ ২ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা পীড়িত স্থান পরিষ্কার করিয়া অলিভ্ অয়েল দ্বারা ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পথ্যাপথ্য। যাহার যেরূপ পথ্য সহ্য হয় তাহাই আহার করা উচিৎ। আবশ্যকের অতিরিক্ত আহার করা উচিৎ নয় বরং কিছু ক্ষুধা রাখিয়া আহার করা উচিৎ। এই পীড়ায় নিরামিশ আতপান্ন আহারই প্রশস্ত। ইচ্ছা করিলে অল্প মাছ, মাংস খাওয়া যাইতে পারে তবে অধিক গরম মশল্লা ব্যবহার করা উচিৎ নয়। চা এবং কাফি বর্জ্জন করিলেই ভাল হয় অন্যথায় লাইট করিয়া প্রস্তুত করতঃ পান করা যাইতে পারে। কাঁকড়া, গলদা চিংড়ি, টকফল, অধিক লবণাক্ত খাদ্য, অধিক মশল্লাযুক্ত খাদ্য, ঠাণ্ডা খাদ্য, উগ্রমদিরা, এবং রাত্রি জাগরণ নিষিদ্ধ।

একোনাইট। রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির তরুণ একজিমা।

শরীরের স্থানে স্থানে সূচ ফুটান ব্যথা এবং মক্ষিকা দংশনের ন্যায় অনুভব। চুলকাইলে কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি হয় না। অস্থিরতা।

এপিস্। কিড্নীর দোষগ্রস্থ ব্যক্তির একজিমা। স্বল্প মূত্র, পিপাসা-হীনতা। ড্রপসীর (Dropsy) ভাব। চর্ম্মে হুল ফুটান বেদনা এবং জ্বালা। উত্তাপে বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা জল এবং নখ ঘর্ষণে উপশম।

এনাকার্ডিনাম্। মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং বক্ষস্থল, হস্তাঙ্গুলী, অক্ষিপত্র এবং অণ্ডকোষের তরুণ একজিমা। মস্তকোপরি গুটী, উহাতে স্পর্শানুভব। অত্যন্ত কণ্ডুয়ন, রাত্রে এবং নখ ঘর্ষণে বৃদ্ধি। মুখের চতুর্দ্দিকের চর্ম্ম উঠিয়া যায়। ওষ্ঠের চতুর্দ্দিকে লঙ্কার ঝালের মত জ্বালা। **পীড়া দক্ষিণ হইতে বামদিকে প্রসারিত হয়।**

এণ্টিম্ ক্রুড্। কণ্ডুয়ন যুক্ত ইরাপসন্, উহা সত্বরই পূযপূর্ণ হইয়া মামড়ীতে পরিণত হয়, এবং উহা সহজেই পড়িয়া যায়। মামড়ীর মধ্য হইতে রসযুক্ত সবুজ ক্ষতকর পূঁযস্রাব হয়। অত্যন্ত চুলকানি। পাকস্থলীর গোলযোগ। অত্যন্ত পিপাসা। শুভ্রলেপযুক্ত ন্যাপ আঁকা জিহ্বা। পুলটীস্ লাগাইলে, স্নানে, জলে কাজ করিলে, মদ্যপানে এবং সূর্য্যের উত্তাপে বৃদ্ধি।

এণ্টিম্ টার্ট। ব্রঙ্কাইটীস্ সহ একজিমা। নাসিকা, গ্রীবা, স্কন্ধ, কর্ণ, পৃষ্ঠ, বক্ষস্থল এবং বাহুর পূযবর্দ্ধক ইরাপসন্। অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। নিদ্রাহীনতা এবং বিবমিষা। শিশুর মেজাজ খিটখিটে। সর্ব্বদাই কোলে বেড়াইতে চায়। স্পর্শ করিলে কাঁদে। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড় ঘড় শব্দ।

এমন কার্ব্ব। হস্তপদের সন্ধিস্থলের একজিমা। গুহ্যদ্বার; জননেন্দ্রিয় এবং উভয় কুচ্কীর মধ্যে হাঁজিয়া যাওয়া। অত্যন্ত কণ্ডুয়ন, নখের দ্বারা আঁচড়াইলে জ্বালা করে এবং ফোস্কা পড়ে। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুর শিশু। পীড়িত স্থান ধৌত করিতে নারাজ। ঠাণ্ডা এবং গরম পুলটীস্ লাগাইলে বৃদ্ধি।

এমন মিউর। হাত, হাতের কব্জী এবং স্কন্ধের ইরাপসন্। হাতের আঙ্গুলের চামড়া উঠিয়া যায়। আঙ্গুলে বিশেষতঃ উহার মাথায় ফোস্কা। মুখ মণ্ডলের এবং কোমরের একজিমা। অত্যন্ত জ্বালা, ঠাণ্ডা প্রয়োগে হ্রাস। কোষ্ঠ বদ্ধতা। মোটা এবং ঢিলে লোকের পীড়ায় অধিক উপযোগী।

এরাণ্ডো। (Arundo Maurit) বক্ষস্থল, উর্দ্ধশাখা এবং কর্ণের পশ্চাতের পীড়া। অসহ্য চুলকানি। সড়্ সড়্ করা অনুভব বিশেষতঃ কোমর এবং স্কন্ধে। শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

*****এলুমিনা।** কণ্ডুয়ণ যুক্ত শুষ্ক ফুস্কুড়ী। অসহ্য কণ্ডুয়ণ। বৃদ্ধ, রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং যাহাদের একজিমার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তাহাদের পক্ষে উপযোগী। আর্দ্র শল্ক, মামড়ী এবং বেদনাযুক্ত পীড়া; কপালের পার্শ্বদ্বয়ে উহার আধিক্য। চুলকাইলে উহা হইতে রক্ত বাহির হয়। আঙ্গুলের নখ গুলি ভঙ্গপ্রবণ।

আর্সেনিক। মুখমণ্ডল, মস্তক, পদ এবং জননেন্দ্রিয়ে শুষ্ক শল্ক এবং দাহযুক্ত একজিমা হইতে সময় সময় দুর্গন্ধময় ক্ষতকর রসস্রাব হয়। ভয়ানক জ্বালা এবং কণ্ডুয়ণ। জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ লেপ। পুরাতন একজিমা। স্থানের স্থানের চুল পড়িয়া যায়। কপালে এবং চুলের ধারে ধারে শল্ক যুক্ত ইরাপ্‌সন। মূত্রে ইউরিয়ার অভাব। মধ্য রাত্রের পর বৃদ্ধি। উত্তাপ প্রয়োগে উপশম।

আর্জেণ্টাম-নাইট্রাম। শিশুদের জননেন্দ্রিয়ের একজিমা। অত্যন্ত প্রস্রাবের বেগ। যে সব শিশু অতিরিক্ত মিষ্ট খাইতে চায় তাঁহাদের পক্ষে বেশী উপকারী।

ইথুজা। শিশুদের দাঁত উঠার সময় ইরাপসন্ হইতে সহজেই রক্তস্রাব। উত্তাপে এবং বিছানার গরমে জ্বালা এবং চুলকানির বৃদ্ধি।

বেলাডোনা। শিশুদের দাঁত উঠার সময়ে একজিমা এবং উহাতে তড়কার ভাব থাকিলে। মুখ এবং ঘাড় অর্থাৎ যে সমস্ত স্থান অনাবৃত থাকে সেই সব স্থানে ঘর্ম্ম হয়।

ব্যারাইটা কার্ব্ব। চটাপড়া সিক্ত একজিমা তৎসহ চুল উঠিয়া যায় এবং উহার নিকটস্থ গ্লাণ্ড সমূহ এবং গ্রীবা ও নিম্ন মাড়ীর গ্লাণ্ড গুলি স্ফীত হয়। মোটা বিষাদ পূর্ণ শিশু যাহারা নূতন লোক দেখিলে ভয়পায় ও যাহাদের সহসা সর্দ্দি লাগে ও টন্‌সিল বাড়ে, তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

বোভিষ্টা। হাতের পাতার অপর পৃষ্ঠের, মুখ এবং নাকের ছিদ্রের নিকটের, উরু এবং হাঁটুর ভাঁজের একজিমা। ভিজা কণ্ডু। জলদ্বারা ধৌত করিলে ও গরমের সময় বৃদ্ধি। চুলকাইলে আরামবোধ হয় না। শিস্তি বন বন মূত্র

ত্যাগ করে। কোষ্ঠবদ্ধ। ঘর্ম্মে পেঁয়াজের গন্ধ। কাঁইচি অথবা অন্য কোনও যন্ত্র ধরিলে আঙ্গুলের চামড়ায় টোস্ পড়ে। উপরের ওষ্ঠ ফোলা। **গরম ঋতুতে বৃদ্ধি।** রুটী প্রস্তুত কারক ও মুদীর পীড়া।

ব্রোমিয়াম্। একজিমায়, মাথার উপরে একটী টুপীর আকৃতি দেখা যায়, উহা দেখিতে কদর্য্য এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ রসানি ঝরে। গলায় ও নীচের চোয়ালের প্রাণ্ড পাথরের ন্যায় শক্ত ও ফোলা। বগল এবং গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থলের ভিজা কণ্ডু! লোহিতবর্ণ মূত্র (High Coloured)। মুখ শুস্ক। মস্তকের চামড়ার নীচে সড় সড়ানী অনুভব।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির শল্কযুক্ত পুরাতন একজিমা। শুষ্ক অথবা সিক্ত মামড়ী। গ্রীবা, মস্তক, মুখমণ্ডল, কর্ণের উপরে এবং পশ্চাতে, জননেন্দ্রিয়ে, নাভি প্রদেশে, হস্ত এবং চামড়ার ভাঁজের পুরাতন একজিমা। যাহাদের পায়ের তলা ঠাণ্ডা ও সহজেই সর্দ্দী লাগে। যে সব স্ত্রীলোকের তাড়াতাড়ি ঋতু হয় ও অনেক রক্ত স্রাব হয়, যে সব শিশুর পেট বড়, পাতলা চুল এবং যাহাদের প্রচুর ঘর্ম্ম হয় তাহাদের পক্ষে উপযোগী। কণ্ডুয়ন তত বেশী নয়। কিন্তু দাঁত উঠার সময় শিশু ঘুম হইতে উঠিয়া মাথা চুলকাইয়া রক্ত বাহির করে। জল লাগিলে ইরাপসনের বৃদ্ধি কিন্তু শিশু জল ঘাঁটিতে ভালবাসে।

ক্যালাডিয়াম্। পর্য্যয়ক্রমে একজিমা এবং হাঁপানি। নড়িতে চড়িতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। নিদ্রা যাইবার সময় মাথা ঘোরা। কপাল, বক্ষস্থল এবং যোনির একজিমা। ঘর্ম্মে যন্ত্রণার হ্রাস।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্। রক্তশূন্য, বিকৃত অস্থি এবং স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত শিশুর একজিমা। চর্ম্ম শুষ্ক, হস্তে ঘর্ম্ম। মস্তকে অল্প চুল অথবা চুল উঠিয়া যায়।

ক্যানথারিস্। মূত্র যন্ত্রের রোগের সহিত এই রোগ হইলে। কণ্ডু প্রথমে একটী ক্ষুদ্র স্থানে হইয়া অনেক স্থানে প্রসারিত হয়, উহাতে খুব জ্বালা ও চুলকানি থাকে। উহা হইতে জলের মত রস ক্ষরিত হয়। চুল উঠিয়া যায়। ঘর্ম্মে মূত্রের গন্ধ। এই কণ্ডু প্রায়ই দক্ষিণ অঙ্গে প্রকাশ পায়। হস্ত স্পর্শে যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং শয়নে হ্রাস।

কার্ব্ব-ভেজ। অর্শ ও পেট ফাঁপা সহ একজিমা। সুপাচ্য খাদ্যও পেটে সহ্য হয় না। বিকৃত ধাতু। জল এবং গরমে বৃদ্ধি।

কষ্টিকাম্‌। বাত অথবা গাউট রোগগ্রস্থ ব্যক্তির একজিমা। নাকের ডগায় ফুস্কুড়ী এবং মামড়ী। পীড়িতস্থান ফুলিয়া যায় এবং জ্বালা করে। নাসিকার ছিদ্রের মধ্যে এবং স্কন্ধে রসগুটী জন্মে। স্তনের বোঁটার চতুর্দ্দিকে ফুস্কুড়ী, উহা ক্ষতে পরিণত হয়। অত্যন্ত অস্থিরতা। শিশু অন্ধকার ঘরে এবং একা থাকিতে ভয় করে। খোলা বাতাসে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। বিছানার গরমে হ্রাস।

ক্লেম্যাটিস্‌। কণ্ডুগুলি লাল এবং আর্দ্র। শুক্লপক্ষে প্রদাহ যুক্ত হয় এবং কৃষ্ণ পক্ষে শুকাইয়া যায়। মস্তকের পশ্চাতের দিকের এবং ঘাড়ের পীড়া, উহা কখনও কখনও মুখ মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। শরীরে গণোরিয়া বিষযুক্ত ব্যক্তি। জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি।

ক্রিয়োজোট। স্তনের একজিমা। নখ ঘর্ষণের পর ভয়ানক জ্বালা। গুঁটীগুলি বড় বড়।

***ক্রটন্‌।** সমস্ত প্রকারের একজিমা যাহাতে অন্য কোনও রোগের সংশ্রব নাই। কণ্ডুগুলি লেপা। অত্যন্ত চুলকায়, কিন্তু রোগী জোরে চুলকাইতে পারে না, কারণ তাহাতে জ্বালা করে, তজ্জন্য হস্তদ্বারা ঘসিলেই চুলকানি নিবৃত্তি হয়। সমস্ত শরীরে, মস্তক হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত একজিমা। মুখমণ্ডল, অক্ষিপত্র, অণ্ডকোষ এবং জননেন্দ্রিয়ের পীড়া। গ্লাণ্ডের স্ফীতি এবং বেদনা।

কুপ্রাম্‌। একজিমা বসিয়া গিয়া অথবা এই পীড়ার সহিত তড়্‌কা।

কোনিয়াম। বৃদ্ধলোক যাহাদের মাথাঘোরা রোগ আছে তাহাদের শরীর অত্যন্ত উত্তাপিত হইয়া একজিমা দ্বারা আক্রান্ত হইলে। মুখমণ্ডল, বাহু ও যোনি পিড়ির (Mousveneris) একজিমা। মূত্র হইতে হইতে থামিয়া যায়। মাথা ঘুড়াইলে, উপরের দিকে তাকাইলে এবং বিছানায় পাশ ফিরিলে মাথা ঘোরে। আটাল রসক্ষরণ হয়। নখ ঘর্ষণে বৃদ্ধি।

ক্যামোমিলা। শিশুদের কুচ্‌কীর মধ্যে হাজিয়া যাওয়া। আঁচড় লাগিলেই সেইস্থান পাকিয়া ওঠে। ঘর্ম্ম হইলেই সেইস্থান চুলকায়। শিশু অশান্ত, কোলে কোলে থাকিতে চায়।

সাইকুটা। পুরুষের চিবুকের একজিমা। কোনও ইরাপসন্‌ বসিয়া যাওয়া এবং সেইহেতু স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতা। ক্ষৌরকণ্ডু।

ডালক্যামেরা। ঋতুবতী হওয়ার অনতিপূর্ব্বে মুখমণ্ডল এবং শরীরের অন্যান্য শাখার একজিমা। উহা হইতে জলের ন্যায় স্রাব এবং নখঘর্ষণে রক্তস্রাব। একজিমা অদৃশ্য হইলে মুখমণ্ডলে অবিরাম বেদনা এবং হাঁপানি। সকালে বমন এবং উদ্গার, ঠাণ্ডা জল খাইতে ইচ্ছা। যাহারা সহজেই চটিয়া উঠে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শীত ঋতুতে, ঠাণ্ডা লাগিলে, সর্দ্দি লাগিলে এবং সন্ধ্যাকালে বিশ্রামে বৃদ্ধি। গরম বাতাসে ঘোরা ফেরায় হ্রাস।

ফ্লোরিক-এসিড্। মুখ মণ্ডল, মস্তক, গ্রীবা এবং বক্ষস্থলের একজিমা। কণ্ডুয়ন এবং জ্বালাসহ শুষ্ক ইরাপসন্। পীড়িত স্থান ধৌত করিলে হাজিয়া যায় এবং বেদনা করে। নখগুলি ভঙ্গ প্রবণ।

গ্রাফাইটিস্। মোটা মেদ পূর্ণলোক, যাহাদের সহজেই সর্দ্দি লাগে, নিয়মিত সময়ের অনেক পরে স্বল্প রজঃস্রাবশীলা স্ত্রীলোক, যাহাদের চর্ম্মশুষ্ক এবং যাহাদের কখন ঘর্ম্ম হয় না তাহাদের কর্ণের উপর ও পৃষ্ঠ, মস্তক, হাতের তালু, শরীরের বন্ধনীর ভাজ এবং গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিকের একজিমা। উহা চুলকাইলে ক্ষতবৎ বোধহয়। আঠার মত রসক্ষরণ হয়, দুর্গন্ধ হয়, কখনও কখনও উহাতে পূঁয হয়। পীড়িত স্থানের চর্ম্ম পুরু হয় এবং ফাটে। হাত পায়ের নখ মোটা হয়। মাথায় একজিমা, উহাতে মামড়ী পড়িয়া চুল জড়াইয়া যায়। মুখ এবং চক্ষের কোন্ ফাটিয়া যায়। বিশ্রামে, ঠাণ্ডায়, সন্ধ্যা বেলায় এবং বাম দিকে বৃদ্ধি। এইটা এই রোগের একটি প্রধান ঔষধ। লাইকোপোডিয়ামের পর এই ঔষধ ভাল খাটে।

হিপার-সালফার। মস্তক, জননেন্দ্রিয়, চর্ম্মের ভাঁজ, অণ্ডকোষ, কর্ণের পশ্চাৎ এবং উরুর একজিমা। সকালবেলা নিদ্রা হইতে উঠিলে ভয়ানক চুলকায়। পূঁযযুক্ত দুর্গন্ধ রসক্ষরণ, চর্ম্মের অসুস্থাবস্থা, সামান্য আঁচড় লাগিলেই ঐস্থান পাকিয়া উঠে। পুরাতন স্থানের উপরে নূতন পীড়কার উৎপত্তি হইয়া উহার বিস্তার। প্রধান ক্ষতের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচ্যমান পীড়কা। মধ্যরাত্রির পর নিদ্রাহীনতা। রাত্রে ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি। ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ও গরমে উপশম। পারদ অপব্যবহারের মন্দ ফল। হাত, পা ঠাণ্ডা। কোন মলম ব্যবহারের পর বিশেষ উপযোগী। গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি। গ্রীবা এবং মস্তকের ফোঁড়া। উহাতে অত্যন্ত স্পর্শানুভব।

CUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL LIBRARY DEPT.

হাইড্রাস্টিস্। কেশের প্রান্তে সম্মুখ কপালের একজিমা। ঠাণ্ডা হইতে গরমে আসিলে বৃদ্ধি। মস্তক এবং মুখ মণ্ডলে মামড়ী পড়ে, উহা উঠাইলে লাল কাঁচা ঘা বাহির হয়। ভাল হজম হয়না। কখনও কোষ্ঠবদ্ধ কখনও বা উদরাময়। ধুইলে কস্ বাহির হয়। অর্শ রোগীর একজিমা।

হাইপারিকম্। মুখ মণ্ডল এবং হস্তের একজিমা। উহাতে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন সহ হলুদ মিশ্রিত সবুজ মামড়ী। কাপড় ছাড়িলে ত্রিকাস্থি প্রদেশে অত্যন্ত চুলকানি। চর্ম্ম কর্কশ।

জগল্যান্-সিনার। (Juglans ciner)। হাত এবং হাতের কব্জার পামা। একটী আক্রমন আরোগ্য হইতে না হইতে পুনরাক্রমন দেখা দেয়। সমস্ত শরীর ভয়ানক চুলকায়। হাত ব্যবহার করিলেই চুলকায় ও রসস্রাব হয়, উহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। দক্ষিণ স্কন্ধে সূচ ফুটান ব্যথা। সর্দ্দি কাশী সহ অজীর্ণতা। গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি।

ক্যালি-আর্স। পুরাতন শুষ্ক একজিমা। বাহুর চর্ম্ম স্বাভাবিক হইতে পুরু এবং কর্কশ। গরমে চুলকায় এবং সড়সড় করে। কখনও কখনও সন্ধি সকল ফাটা ফাটা হয়।

ক্যালি-কার্ব্ব। যাহাদের কৃস্ কৃস্ দুর্ব্বল, যাহাদের ঠাণ্ডা সহ্য হয় না এবং সহজেই সর্দ্দি লাগে। কণ্ডুগুলি প্রথমে শুষ্ক থাকে কিন্তু চুলকাইলে রস নির্গত হয়। চর্ম্ম শুষ্ক। চক্ষের উপর পাতা থলীর ন্যায় স্ফীত। সামান্য ঘর্ম্ম। শরীরে হলুদ বর্ণ শল্কযুক্ত গোটা, বিশেষতঃ তলপেট এবং স্তনের বোটার চতুর্দ্দিকে, উহাতে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। রাত্রি ২টা হইতে ৩টার মধ্যে, বিশ্রামে ও শীতলতায় বৃদ্ধি। গরমে হ্রাস।

ক্যালি-ব্রুম্। রসস্রাবী (Sebaceous) এবং ঘর্ম্মাবহী (Sudoreferous) গ্লাণ্ডের একজিমা হেতু উহার প্রত্যেকটীতে এক একটী ফোড়া হয় এবং তাহাতে শল্কযুক্ত ইরাপসন্ প্রকাশ পায়। মস্তকের পিটারাইসিস্ সহ পদের আর্দ্র পামা।

ক্যালি-মুর। টীকা লওয়ার পর একজিমা। পীড়িত স্থানের চর্ম্ম প্রদাহিত এবং উহা হইতে সাদা, অস্বচ্ছ, পূঁয এবং মিউকাস্ সংযুক্ত স্রাব হয়। মূত্র কৃচ্ছতা অথবা মূত্র সম্বন্ধে গোলযোগ হেতু একজিমা। ক্ষৌর কণ্ডু। শিশুদের ইন্টারট্রিগো। নাসিকা, কর্ণ এবং চক্ষু হইতে ঘন সাদা অথবা হলুদ পিচ্ছিল শ্লেষ্মা ক্ষরণ।

ক্রিয়োজোট। স্তনের একজিমা। নখ ঘর্ষণের পর ভয়ানক জ্বালা। গুঁটি গুলি বড় বড়।

ল্যাকেসিস্। পায়ের নিতান্ত একগুঁয়ে (obstinate) পামা। উহাতে বেদনা। হাত পায়ের তালুতে জ্বালা। স্ত্রীলোকের রজঃনিবৃত্তি কালের একজিমা।

লাপ্পা-মেজর। দুর্গন্ধ ভিজে হলুদের আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের কণ্ডু। কণ্ডুগুলি মাথা হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। প্রায় সমস্ত চুলই উঠিয়া যায়। কণ্ডুগুলি এত চুলকায় যে ছেলের হাত বন্ধ করিয়া না রাখিলে বড় বড় মাংসকণা উঠিয়া ক্ষতে পরিণত হয়। বগলের গ্লাণ্ড ফোলে এবং পাকে। ফোড়া হওয়ার স্বভাব।

লিডম্। মদ্যপায়ী এবং বাতের রোগীর একজিমা। যে সব অঙ্গ কাপড়ে ঢাকা থাকে সেই সব স্থানের পীড়া। মনে হয় যেন পীড়িত স্থানের উপর দিয়া উকুন হাটিতেছে। বেদনা পা হইতে আরম্ভ হইয়া উপরের দিকে ধাবিত হয়। ইরাপসন্ বায়ুনলী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে অত্যন্ত আক্ষেপিক কাশি হয়। আমোদ প্রমোদ করার পরই যে একজিমা হয় তাহাতে এই ঔষধ উপকারী। চলাফেরা এবং উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

লাইকো পোডিয়াম্। কণ্ডুগুলি প্রথমে মস্তকের পশ্চাৎদিক্ হইতে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। চুলকাইলে উহা হইতে রক্ত পড়ে। মাথার পশ্চাতে, মুখে, ঘাড়ে, হাতে এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর পামা যাহা সহজে আরোগ্য হয় না (obstinate)। পুরু চটা পড়ে ও উহা হইতে দুর্গন্ধময় স্রাব নির্গত হয়। ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠ বদ্ধ, অল্প আহারেই পেট ভরিয়া যায়। বিকালে ৪টা হইতে ৮টায় এবং আর্দ্র পোলটীস্ (Poul ice) লাগাইলে বৃদ্ধি হয়।

*মার্কিউরিয়াস্-সল্। যে সব লোকের সহজেই ঘর্ম্ম হয় কিন্তু উহাতে রোগের উপশম হয় না তাহাদের সর্ব্বপ্রকার একজিমা। মস্তকের একজিমা। চুলকাইলে চতুর্দ্দিক প্রদাহযুক্ত হইয়া উঠে। হরিদ্রা বর্ণের চটা পড়ে ও হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। মুখ দিয়া লালা পড়ে। জিহ্বায় দাঁতের দাগ বসে। রাত্রে বিছানার গরমে বৃদ্ধি, সকালে হ্রাস। সবুজ বর্ণ মলসহ উদরাময়।

Accession No. 6675
Date 27.09.2016

মার্কিউরিয়াস্-আইওড্। অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া সুফল না পাইলে এবং রোগের সহিত উপদংশের সংস্রব থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহারে ফল হয়। একজিমার সহিত গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা। সমস্ত শরীরে অত্যন্ত চুলকানি। রাত্রে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়স্-পেরেসিপ্ রুবার্। (Merc. Precip. Ruber.) চুল সংযুক্ত স্থানের এবং গুহ্যদ্বারের ফাটা ফাটা সহ একজিমা। নাভিস্থলের একজিমা। মৃদু চুলকানি। মামড়ীর নীচ্ হইতে পূঁযস্রাব। গ্লাণ্ডের স্ফীতি।

✓**মেজেরিয়ম।** শরীরের অস্থিময় মেদপূর্ণ স্থানের চর্ম্মোপরি একজিমা হইলে তাহাতে এই ঔষধ অধিক উপকারী। মামড়ী প্রথমে ঈষৎ লোহিত পরে চা খড়ির মত দেখায়। নাসারন্ধ্রে, নাসিকার নিকট ও ওষ্ঠদেশে মধুচক্রাকার চিপিটীকা জন্মে। মাথায় হইলে চুলে জটা পাকায় এবং উহার নিচে দুর্গন্ধ পূঁয ও উকুন জন্মে। কণ্ডুগুলি ভ্রূ, অবশেষে ঘাড় ও গলা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। অত্যন্ত চুলকায় এবং চুলকানির পর জ্বালা করে। শরীর অনাবৃত করিলে ও বিছানার গরমে বৃদ্ধি। সর্ব্বদা শীত শীত বোধ। অত্যন্ত পিপাসা, অল্প জল পান। মলিন মূত্র। স্ক্রফিউলাস্ ধাতু।

ন্যাট্রাম কার্ব্ব। হাতের পৃষ্ঠের একজিমা। সমস্ত শরীরে মক্ষিকা বিচরণের ন্যায় চুলকানি। শুষ্ক, বিদারিত ও কর্কশ চর্ম্ম।

✓**ন্যাট্রাম-মুর।** কর্ণের পশ্চাতে, ঘাড় এবং মাথার পশ্চাতে, চুলের সীমান্ত প্রদেশে, গুহ্যদ্বার, হাটু ও হাতের কনুয়ের নিচে, চামড়ার ভাজে ও এককর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত পামা। কণ্ডুগুলি হইতে অবিরত ক্ষতোৎপাদক রস ঝড়ে। উহাতে কেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কণ্ডুগুলি ক্ষতকর ও জ্বালা কর। পূঁযও হয়। অক্ষিপুট ক্ষতযুক্ত। ওষ্ঠ ও মুখের কোন্ ফাটা। জিহ্বা সাদা লেপাবৃত। লবণাক্ত খাদ্য ভালবাসে। মল সহজে নির্গত হয়না, গুহ্যদ্বার ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়। সকালে মাথা ধরে। প্রস্রাবের পর প্রস্রাবদ্বার জ্বালা করে। সকালবেলা, শারীরিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি, শয়নে হ্রাস।

ন্যাট্রাম-সলফ্। প্রচুর রসস্রাবী পামা। এই রস আটা যুক্ত নয়, জলীয়। ক্ষৌর কণ্ডু।

নাইট্রিক্-এসিড্। গৌণ উপদংশ জনিত ও পারদ সেবন অথবা তৎসংযুক্ত মলম ব্যবহারের পরবর্ত্তী ও গাউট্ রোগীর একজিমা। গুহ্যদ্বারে পামা যাহাতে মলত্যাগের পর অনেক সময় পর্য্যন্ত বেদনা থাকে এবং রাত্রে চুলকায়। মস্তক, কর্ণ এবং জননেন্দ্রিয়ের পীড়া। মুখমণ্ডলের রসস্রাবী পীড়কা। বাম হস্তের ভিতরের দিকের পীড়কা। দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হইয়া পায়ের তলায় বেদনা। তীক্ষ্ণ গন্ধযুক্ত মূত্র। ক্ষতগুলি হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়। সাব্ ম্যাক্সিলারি গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি। কাল বর্ণের বৃদ্ধ লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। টন্সিলের পুরাতন পীড়া। শিশু মিষ্ট দ্রব্য অত্যন্ত ভালবাসে।

মস্কা জগ্যান্যান্স। কণ্ডুগুলি চুলকানি ও জ্বালা যুক্ত। কর্ণের পশ্চাতে অধিক হয়। যেখানে দেখা যায় যে স্থানটী কাটা কাটা হইয়া উহার উপর একজিমা হইয়াছে, উহা হইতে যে রস ঝড়ে তাহা কাপড়ে লগিলে উহা চট্‌চটে শক্ত হয়, তখন এই ঔষধ উপযোগী। স্কন্ধের উপর এবং যকৃৎ প্রদেশে বড় বড় রক্ত ফোস্কা, উহাতে ভয়ানক বেদনা। সন্ধ্যা এবং রাত্রে কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি।

অলিএণ্ডার। মস্তকে আর্দ্র শল্কযুক্ত ইরাপসন্ উহাতে কণ্ডুয়ন। কর্ণের পশ্চাতে দুর্গন্ধযুক্ত আর্দ্রস্থান এবং সম্মুখে লালবর্ণ এবং কর্কশ। চর্ম্মে অত্যন্ত স্পর্শানুভবতা, পরিধেয় বস্ত্রের ঘর্ষণও সহ্য হয় না। শিশুর মস্তকে রসপূর্ণ ফুস্কুড়ী নিচয়, উহার নিকটস্থ চর্ম্ম মসৃণ ও চক্‌চকে। তাহার কোনও কোনও স্থানে সিরাম্ দেখা যায়। চুলকাইলে জ্বালা করে এবং চুলকানির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগী সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, দুঃখিত এবং খিট্‌খিটে। একজিমার সহিত এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট উদারাময় থাকিলে আরও উপকার হয়।

অকজ্যালিক-এসিড। অধিক মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার মন্দ ফল। রোগের বিষয় চিন্তা করিলে চুলকানির বৃদ্ধি। জলপূর্ণ ফুস্কুড়ীসহ চর্ম্মে অত্যন্ত স্পর্শানুভবতা।

পেট্রোলিয়ম। মস্তক, মুখমণ্ডল, কর্ণের পশ্চাত, অণ্ডকোষ, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়, হাত, পা এবং পায়ের পাতায় কণ্ডু বাহির হয়। একজিমার উপরিভাগ কাঁচা ও আর্দ্র এবং তদুপরি মামড়ী পড়ে। কখনও কখনও উহা জলপূর্ণ ফুস্কুড়ীর ন্যায় জন্মে, তৎপর উহার উপর পুরু আবরণ পড়ে ও উহা হইতে পূয ক্ষরণ হয়। চর্ম্ম ফাটা ফাটা বিশেষতঃ হস্ত পৃষ্ঠের।

পায়ের অঙ্গুলীর মধ্যে ইরাপসন্ এবং দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, চুলকাইলে অগ্নির ন্যায় জ্বালা করে। হস্তের চর্ম্ম ফাটা এবং দেখিতে কদাকার। পায়ের অঙ্গুলীর মধ্যে ও কুচ্‌কীতে এই পীড়া হইলে বিশেষতঃ উহার সঙ্গে শরীরে উপদংশ কি গণোরিয়ার দোষ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ডাঃ ডিউয়ি বলেন এই ঔষধের ১২ × সেবনে কর্ণের পশ্চাতের একজিমা আরোগ্য হয়। আমাদের চিকিৎসায় ২টী রোগীর গণোরিয়াসম্ভূত কোঁচদাদ এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে। খোলা বাতাস, ঝড় বৃষ্টি এবং শীত ঋতুতে বৃদ্ধি। গরম ও গরম বাতাসে উপশম।

ফাইটোলাক্কা। ইরিথেমার ন্যায় সামান্য উচুপনা ফুস্কুড়ী নিচয়। উহাতে চুলকানি কিন্তু চুলকাইলেই যন্ত্রণা হয়। চর্ম্ম শুষ্ক এবং গরম। দাদ, স্কোর কণ্ডু। গ্লাণ্ড প্রদাহিত এবং ফুলা।

পাইপার-মেথষ্টিকাম্। (Piper methystecum) চর্ম্ম শুষ্ক, শল্কযুক্ত, ফাটা ফাটা এবং ক্ষতযুক্ত বিশেষতঃ হস্ত এবং পদের ন্যায় যে সব স্থানের চর্ম্ম পুরু।

পাইপার-নাইগ্রাম। (Piper Nigrum) ওষ্ঠের উপরের একজিমা।

✱ **সোরিনাম।** শুষ্ক শল্কযুক্ত ইরাপসন্। একজিমার কণ্ডুগুলি শীত ঋতুতে প্রকাশ পায় এবং গরমের সময় অদৃশ্য হয় ও তাহাতে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। রোগাকৃশ শিশু যাহাদের গাত্রচর্ম্ম দেখিতে অপরিষ্কার এবং উহাতে এত দুর্গন্ধ যে স্নান করিলেও তাহা দূর হয় না। যখন কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ঔষধে কাজ করে না তখন এই ঔষধ ও সল্‌ফরের মধ্যে যেটী খাটে সেইটী দেওয়া উচিৎ। সাধারণতঃ তরুণ পীড়ায় সলফর এবং পুরাতন পীড়ায় সময় সোরিনাম্ ব্যবহার হয়।

রসটক্স্। পীড়কার চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ মণ্ডল, অত্যন্ত চুলকানি, জ্বালা, ঝিনঝিনি। রাত্রে বৃদ্ধি। **গো-বীজে টীকা লওয়ার পর পীড়া হইলে এই ঔষধ আরও উপযোগী।** মস্তকের পীড়কাগুলি আর্দ্র, পুরু এবং রসপূর্ণ চটা পড়া। উহা ঘাড় পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং উহাতে চুল খাইয়া ফেলে। অণ্ডকোষ এবং কুচকীর মধ্যের একজিমা। উহা হইতে যথেষ্ট রসস্রাব হয়। শিশুর মুখের দুর্গন্ধ পীড়কা, উহা আর্দ্র এবং উহাতে শক্ত মামড়ী পড়ে। শিশু অশান্ত, সর্ব্বদাই বিশেষতঃ মধ্যরাত্রে কোলে বেড়াইতে চায়। হুলফুটান চিড়িকমারা ব্যথা। ঋতুর পরিবর্ত্তন, বিশেষতঃ আর্দ্র এবং শীত ঋতুতে বৃদ্ধি।

রসভেনে নেটার। শরীরের উর্দ্ধশাখার রসপূর্ণ ফুস্কুড়ী নিচয়। হস্তের অঙ্গুলীর উপরে দলবদ্ধ জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কাটা ফাটা। উপরের ওষ্ঠ ফোলা ও উহাতে রসপূর্ণ ফুস্কুড়ী। শীতকালে হাতের পৃষ্ঠে শুষ্ক ইরাপসন্ প্রকাশ পায় এবং বসন্তকাল পড়িলেই অদৃশ্য হয়। চুলকান, গরম অথবা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে বৃদ্ধি।

সার্সা পেরিলা। পারদের অপব্যবহারের পর একজিমা। মুখমণ্ডল এবং নাসিকার উপর পীড়কার উৎপত্তি হইয়া উহাতে মামড়ী পড়ে। ভয়ানক চুলকায়। শরীর গরম হইলে ও রাত্রে চুলকানির বৃদ্ধি। শিশু অত্যন্ত কাঁদে এবং বিরক্তি প্রকাশ করে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ও খুব গরমের সময় বৃদ্ধি।

সিপিয়া। শরীরের নানাস্থানে, মুখমণ্ডলে, বাহু, কর্ণ, পৃষ্ঠ, হস্ত, কুচকী, পদ ও জননাঙ্গে, গুহ্যদ্বার, বগল ও অন্যান্য চুলযুক্ত স্থানের একজিমা। গর্ভাবস্থার প্রসূতাবস্থায় ও স্তন্য দানাবস্থার একজিমা (during pregnency & nursing)। চুলকায়, চুলকাইলে জ্বালা করে। চর্ম্মের উপর দিয়া পিপিলীকা চলিতেছে এইরূপ অনুভব। রাত্রি ৩ টায় ঘুম ভাঙ্গে, তৎপর অনেকক্ষন জাগিয়া থাকিতে হয়। খোলা বাতাসে এবং ঠাণ্ডা জল লাগাইলে বৃদ্ধি। সাধারণতঃ গরমে উপশম। গাত্রে কপিস্ বা আরক্ত চিহ্ন। ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষেই অধিক উপকারী।

সাইলিসিয়া। কর্ণের পশ্চাতে, অণ্ডকোষে, হাতে এবং মস্তকের পশ্চাৎ দিকের একজিমা। চুলকায়, জ্বালাকরে ও উহা হইতে কখনও কখনও পূঁয বাহির হয়। কণ্ডুগুলি কখনও বা আর্দ্র কখনও শুষ্ক আইস্ যুক্ত। দিনের বেলায় ও সন্ধ্যায় খুব চুলকায় কিন্তু রাত্রে চুলকানি বড় একটা থাকে না। বৃহৎ উদর, শীর্ণ দেহ ও খিট্‌ খিটে মেজাজ, ক্ষীণ গুল্ফ সন্ধি এবং সকালে মস্তকে অতিশয় ঘর্ম্ম বিশিষ্ট গণ্ডমালা গ্রস্থ শিশু, যাহাদের পদ এবং জননেন্দ্রিয়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি। উষ্ণতায় হ্রাস।

ষ্টেফিসেগ্রিয়া। কণ্ডুগুলি প্রায়ই শুষ্ক ও তাহার উপর মামড়ী পড়ে। মামড়ীর নিম্ন হইতে হরিদ্রা বর্ণের ঝাঁজযুক্ত পূঁয বাহির হয়। চুলকাইলে ত্বক উঠা মাত্র ঐ স্থানে পূঁয পূর্ণ ফুস্কুড়ী সকল তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হয় ও উহা ফাটিয়া যায়। চুলকানি আরম্ভ হইলে ঐ স্থান চুলকাইলে উহার চুলকানি নিবৃত্ত হইয়া অন্য স্থান চুলকাইতে থাকে। এইটী এই ঔষধ প্রয়োগের একটী বিশেষ

লক্ষণ। শরীরের প্রায় সমস্ত স্থানের একজিমায় এই ঔষধ উপকারী। কিন্তু মুখ ও মস্তকের পীড়ায়ই বিশেষ উপকারী। মামড়ীর নিচে পোকা পড়ে ও দুর্গন্ধ হয়। পারদের অপব্যবহার হইতে পীড়ার উৎপত্তি হইলে উহা আরও উপকারী। খোলা বাতাসে বেড়াইলে হ্রাস।

সালফর। মাথার পশ্চাৎ দিকে, ঘাড়ের উপর, চুলের শেষ সীমায় এবং এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত একজিমা। অত্যন্ত চুলকায়, চুলকাইলে অত্যন্ত সুখানুভব হয়, কিন্তু তৎপর ভয়ানক জ্বালা করে এবং উহা হইতে সহজেই রক্ত এবং ঘন পূঁযস্রাব হয়। চিবুকের চতুর্দ্দিক এবং পায়ের অঙ্গুলীর নীচে হলুদ মামড়ী পড়ে, উহা চুলকায় এবং জ্বালা করে। যে সব লোকের চর্ম্ম অপরিষ্কার ও দেখিতে কদাকার ও যাহাদের পা রাত্রে জ্বালা করে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপকারী। শিশু স্নান করিতে অনিচ্ছুক, অপরিষ্কার থাকিতে ভালবাসে। বিছানার গরমে, স্নান করিলে, আর্দ্র পুলটীস্ লাগাইলে ও রাত্রে বৃদ্ধি। গরমে, শুষ্ক বায়ুতে ভ্রমণে এবং প্রাতে বিছানা ছাড়িলে উপশম।

সলফিউরিক-এসিড্। গনোরিয়ার বিষ যাহাদের শরীরে আছে তাহাদের একজিমায় এই ঔষধ উপযোগী। ইহাতে যে স্থানে চুলকান যায় ঐ স্থানের চুলকানি থামিয়া অন্য স্থান চুলকাইতে থাকে।

সমবুল্। (Sumbul) শিশুদের মস্তকের বামদিকের একজিমা।

টেরিবিন্থিনা। শিশুদের কর্ণের সম্মুখ দিকের একজিমা, উহাতে চক্ষু আক্রমণ করে। পর্য্যায়ক্রমে একজিমা এবং কর্ণ প্রদাহ।

থুজা। মস্তকে শল্কযুক্ত কণ্ডু, উহা উভয়দিকের কপাল, ভ্রূ, কর্ণ এবং ঘাড় পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। কণ্ডুগুলি চুলকায় ও ব্যথাকরে এবং চুলকানের পর অত্যন্ত জ্বালা করে। শরীরের অনাবৃত স্থানসমূহে ঘর্ম্ম হয়, উহাতে মধুর গন্ধ। আবৃত স্থানে ঘর্ম্ম হয়না। দুর্গন্ধ যুক্ত পদ ঘর্ম্ম।

গোবীজে টীকা লওয়ার পর একজিমা বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা, আর্দ্র করিলে ও বিছানার গরমে রাত্র ৩টার সময় বৃদ্ধি। আস্তে আস্তে ঘর্ষণে; গরম জল দিলে এবং সর্দ্দি হইলে হ্রাস।

ভ্যাকসিনেশন। এই ঔষধ ব্যবহারে এই পীড়া কখন কখন আরোগ্য হইয়া থাকে।

ভিনকা-মাইনর। মস্তক, মুখমণ্ডল, কর্ণের পশ্চাৎ এবং উভয় নাসারন্ধ্র যে স্থানে প্রভেদ হইয়াছে ঐ স্থানের একজিমা। আর্দ্রকণ্ড, উগ্র রাত্রে অত্যন্ত চুলকায় তৎপর দুর্গন্ধ রস ঝড়ে ও চুল জড়াইয়া যায়। মামড়ী পড়ে, পূঁয হয় ও পোকা পড়ে।

ভাওলা-ট্রীকলার। একজিমা ইম্‌পেটিজিনোইডাস্ (Impetiginoids) চুলকায় এবং জ্বালা করে, বিশেষতঃ রাত্রে। পুরু মামড়ী পড়ে, রস ঝড়ে ও উকুন জন্মে। গ্রীবার (cervical) গ্রান্থ ফোলে। মূত্রে বিড়ালের মূত্রের গন্ধ। ষ্ট্রকিউলাস্ শিশুদের মুখের দুর্গন্ধ কণ্ডু।

হার্পিস। Herpes.

সমসংজ্ঞা। ইন্দ্রবিদ্ধ।

এই পীড়ায় চর্ম্মোপরি কিঞ্চিৎ বড় বড় জলপূর্ণ উদ্ভেদ দলবদ্ধভাবে উঠে। ইহার উদ্ভেদগুলি একজিমার উদ্ভেদের ন্যায় সম্মিলিত থাকেনা, পৃথক পৃথক ভাবে উঠে এবং পীড়িত স্থানের চর্ম্ম প্রদাহ যুক্তহইয়া লাল বর্ণ হয়। উদ্ভেদগুলিতে প্রথমে পরিষ্কার এবং পরে দুগ্ধবর্ণ স্রাব জন্মে। এই পীড়ার উদ্ভেদ-গুলি আরোগ্য হইয়া উহার উপর মামড়ী পড়ে।

হার্পিস ফেসিয়ালিস (Herpes facialis)। সাধারণতঃ এই পীড়া কপালে, নিম্নস্থ মুখমণ্ডলে, মুখের কোণে, ওষ্ঠে, নাসারন্ধ্রে এবং মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রকাশ পায়।

হার্পিস লেবিয়ালিস (Herpes Labialis) অথবা **(Hydroa febrilis)**। ইহাকে সাধারণতঃ জ্বর ঠুঁটো (Feverblister) বলে। সবিরাম ও অন্যান্য জ্বরে ওষ্ঠের চতুর্দ্দিকে এই পীড়া প্রকাশ পায়। ইহাতে বেদনা থাকে না, সামান্য জ্বালা ও কণ্ডুয়ন হয়। এই পীড়ার ফুস্কুড়ী ২।১ দিনের পর ফাটিয়া উহা হইতে সামান্য রক্তযুক্ত জল স্রাব হইয়া, স্থানটী শুকাইয়া যায় কিন্তু কোনও দাগ থাকে না। এই পীড়া সব বয়সের লোকেরই হয় তবে শিশু এবং স্ত্রীলোকেরই অধিক হয়। ইহা মুখের একদিক অথবা উভয় দিকেই হইতে পারে।

হার্পিস ফ্লিক্‌টিন্‌ইভস (Herpes phlyctenoids)। এই পীড়া কপাল এবং চক্ষের পাতার উপর প্রকাশ পায়।

হার্পিস প্রিপিউসিয়ালিস (Herpes Preputialis) অথবা (Progenitalis)। পুরুষদের এই পীড়া ২০ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে হইতে দেখা যায় এবং তাহার পর কাহাকেও প্রথনবার এই পীড়াক্রান্ত হইতে সচরাচর দেখা যায় না। এই পীড়া লিঙ্গমুণ্ড এবং উহার আবরক চর্ম্মোপরি প্রকাশ পায়। পোতা এবং জননেন্দ্রিয়ের উপরও এই পীড়া হইতে দেখা যায়। ইহার ক্ষুদ্রুড়ীগুলি পিনের মাথার মত কখনও বা মটরের মত হয় এবং ৩।৪টী হইতে ১২টী পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়; ইহা হইতেই এই পীড়াকে উপদংশ পীড়ার শ্যাঙ্কার হইতে পৃথক করা যায়।

হার্পিস ভল্‌ভারিস (Herpes Vulvaros)। এই পীড়া স্ত্রীলোকের বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠে অথবা ভগাঙ্গুরের চর্ম্মোপরি হইয়া থাকে। ইহাও অন্যান্য জাতীয় হার্পিসের ন্যায় অল্পদিন স্থায়ী হয়।

হার্পিস প্রজেনিট্যালিস (Herpes progenitalis)। সাধারণতঃ অন্য কিছুর সঙ্গে ধর্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে বেদনা হয় না। ইহার প্রত্যেক আক্রমণ কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। পুরুষদের পক্ষে প্রত্যেকবার স্ত্রী সংসর্গের পর রোগের পুনরাক্রমণ হইতে পারে। অশ্চর্য্যের বিষয় এইযে অবিবাহিত পুরুষ, যাহারা অনিয়মিত ভাবে যাহার তাহার সহিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, তাহাদের অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষদের এই পীড়ার পুনরাক্রমণ অনেক কম।

স্ত্রীলোকদের ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে এই পীড়া হয়। বেশ্যাদেরই এই পীড়া অধিক হয়। বিবাহিত অথবা কুমারীদের রজঃস্বলার গোলযোগ না হইলে, এই পীড়া প্রায়ই হয় না।

ডাঃ সুনড্যাম্ বলেন, নিউমোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত রোগীর প্রদাহিত ফুস্‌ফুসের উত্তেজনা হেতু উপরোষ্ঠে একপ্রকার হার্পিস্ বাহির হয়।

ভ্রমাত্মক পীড়া। কোনও বস্তুর সহিত ঘর্ষণে উৎপন্ন অথবা উপদংশ সম্ভূত ক্ষত হইতে প্রকৃত হার্পিস প্রজেনিট্যালিস্ নির্ণয় করিয়া লওয়া একটু শক্ত। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ক্ষতের উৎপত্তির কারণ জানিয়া লইলে আর কোনও সন্দেহের কারণ থাকিবেনা।

একোনাইট। প্রথমাবস্থায় ইহার সহিত সর্দ্দিজ্বর থাকিলে। লালবর্ণ বড় বড় ফুস্কুড়ী উহাতে কটু জল ভরা। চর্ম্মের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ কপাল, মুখমণ্ডল এবং গ্রীবাতে আলপিনের মস্তকের আকৃতি এক একটি স্বতন্ত্র ফুস্কুড়ী, উহাতে রক্তযুক্ত জল ভরা। কয়েক দিন পরে উহারা শুকাইয়া যায়।

এগনস-ক্যাষ্টস। চিবুকের হার্পিস্। চুলকায়। ভিজিলে বৃদ্ধি।

এল্নাস-রুব্রা (Alnus Rubra)। পুরাতন পীড়া।

এপিস। কণ্ডুগুলি লেপা এবং বড় বড়। ব্যথা ও জ্বালা করে। ওষ্ঠের জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী। শীত কাটা।

আর্সেনিক। প্রায় সর্ব্বপ্রকার হার্পিসেই উপকারী। অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনা। হার্পিসের লেপা ইরাপসন্ উহাতে অত্যন্ত জ্বালা, বিবমিষা, অত্যন্ত অবসন্নতা ও অস্থিরতা। চুলকাইলে এবং মধ্য রাত্রের পর বৃদ্ধি। গরমে এবং মস্তক উচু করিয়া শয়নে হ্রাস।

অরম-মুর। লিঙ্গাগ্র চর্ম্ম এবং যোনী কপাটের (prepuce & vulva) পীড়া। অত্যন্ত চুলকানি।

বিউফো। ঠাণ্ডা লাগার পর হার্পিস।

বোরাক্স। গণ্ডস্থল, চিবুক এবং নিতম্বের পীড়া।

কষ্টিকাম। লিঙ্গাগ্র চর্ম্মের নিচে জ্বালা যুক্ত কণ্ডু। উহা ক্ষতে পরিণত হইয়া পুঁয হয়। মুখের জ্বালাযুক্ত কণ্ডু, উহা হইতে হাজাকর রস স্রাব হয়।

ক্যান্থারিস। বেদনাজনক জ্বালাকর বড় ফোস্কা। দক্ষিণ দিকের পীড়া। প্রস্রাবের দোষ থাকিলে আরও উপকারী।

ক্লিম্যাটীস্। নীচ ওষ্ঠে ফোস্কা। উহাতে কণ্ডুয়ণ অথচ চুলকাইলে উপশম বোধ হয় না। শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস। যাহাদের শরীরে প্রমেহ বিষ লুপ্ত আছে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অধিক উপকারী।

কোনায়াম। গ্রন্থি পাথরের ন্যায় শক্ত এবং স্ফীত। মুখমণ্ডল, বাহু এবং পৃষ্ঠের আর্দ্রশল্ক, খুস্কী ও কণ্ডুয়ন যুক্ত হার্পিস্। মক্ষিকার দংশনের মত হুল বিদ্ধবৎ জ্বালা। সর্ব্বদাই কেবল একস্থানে একটী হুল বিদ্ধবৎ জ্বালা অনুভব হয়।

গ্রাফাইটীস্। স্বল্প রজঃ স্রাব বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদের পীড়া। জিহ্বার অগ্রভাগে ও নিম্নপার্শ্বে জ্বালাযুক্ত ফোস্কা। চর্ম্মের শুষ্কতা। বাম দিকের

পীড়ায় অধিক উপকারী। নাভি হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বড় বড় ফোস্কা, উহাতে গাত ছোয়াইলে জ্বালা করে।

হেমামেলিস্। নাসিকার উপরের হার্পিস্। নাসিকা দিয়া অত্যন্ত রক্ত পড়া।

হেলিবোরস্। ওষ্ঠের উপর সাদা জল পূর্ণ ফুস্কুড়ী। মুখে ঘা। স্ক্রফুলাস্ ধাতুগ্রস্থ শিশু।

হিপার সালফর। যে হার্পিস পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডল, হস্ত, লিঙ্গাগ্র, হাটু এবং কনুয়ের ভাঁজের হার্পিস্। রাত্রে এবং শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি। হস্ত স্পর্শে যন্ত্রনা হয়। অত্যন্ত চুলকানি ও উহার সঙ্গে নিউর‍্যালজিক্ বেদনা। অসুস্থ ত্বক সামান্য আঁচড় লাগিলে পুঁষ উৎপন্ন হয়। পুরাতন ক্ষত স্থানের উপরে নূতন পীড়কার উৎপত্তি। প্রধান ক্ষতের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা। পারদের অপব্যবহারের পর।

আইরিস্। পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু পীড়া। যকৃতে ব্যথা। রাত্রে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। শরীরের দক্ষিণদিকের পীড়া।

ক্যালি-বাই। সর্দ্দিলাগার পর পীড়া। নাক দিয়া সর্দ্দি পড়ে। দুচ্ছেদ্য রজ্জুবৎ স্রাব নিঃস্বরণ। অত্যন্ত চুলকায় তৎপর বাহু এবং পদে পীড়কার উৎপত্তি হয়। গরমের সময় বৃদ্ধি, শীত ঋতুতে হ্রাস।

মারকিউরিয়স্-সল্। লিঙ্গাগ্র চর্ম্মের হার্পিস্, উহাতে পুঁষ হয়, রক্তস্রাব হয়। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বের পীড়কাতেও এই ঔষধ উপকারী। রাত্রে ঘর্ম্ম হয়। রাত্রি এবং শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

মস্কস্। হিষ্ট্রিয়া রোগ গ্রস্থ ব্যক্তিদের হার্পিস্, উহাতে অত্যন্ত জ্বালা। শীঘ্র এবং অত্যন্ত অধিক রজঃস্রাব।

মেজেরিয়ম্। হার্পিস্ জোষ্টার। পীড়িত স্থানে ব্যথা হয়, উহা বিদ্যুতের ন্যায় আসে এবং যায়। পীড়িত স্থান বোধশূন্য হয়। পীড়া আরোগ্যের পর যে নিউর‍্যাল্‌জিয়ার বেদনা থাকিয়া যায় এই ঔষধ তাহাতেও উপকারী।

ন্যাট্রম-মিউরিয়েটিকম্। জ্বর রোগাক্রান্ত হইলে হার্পিস্। ওষ্ঠ, শরীরের ভাজে এবং জিহ্বার উপর, অণ্ডকোষ এবং উরুতে হার্পিস্, উহা

আর্দ্র এবং উহাতে চুলকানি ও বেদনা। গরমে বৃদ্ধি। শয়নাবস্থায় ও খোলা বাতাসে হ্রাস।

নাইট্রিক-এসিড। গোঁফ, আঙ্গুলের ফাঁসা, নাসাপক্ষের উপর এবং উরুর বাহির দিকের পীড়ায় উপকারী। খোলা বাতাসে এবং বায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি। শয়নে ও শীতল বায়ুতে হ্রাস। জিহ্বা শুষ্ক এবং কাটা কাটা।

পেট্রোলিয়ম। ঘাড়, বুক, অণ্ডকোষ, উরুর ভিতরদিকে, গুহ্যদ্বার জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান, হাটু এবং পায়ের গোড়ালীর পীড়া। চুলকাইতে চুলকাইতে ঘা হয়। খোলা বাতাস ও ঘর্ম্মে বৃদ্ধি। গরমে হ্রাস।

হ্ন্যসটক্স। শরীরের রোমাবৃত স্থানের পীড়া। ডান দিকের পীড়াতেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। পর্য্যায়ক্রমে হার্পিস, বক্ষবেদনা এবং রক্তাতিসার। সর্ব্বদাই চুলকাইতে হয়। চুলকাইলে জ্বালা করে কিন্তু চুলকানির নিবৃত্তি হয় না। ঘর্ম্ম হইলে যন্ত্রনার বৃদ্ধি হয়। শীতের সময়ই পীড়া হয়; গরমের সময় কদাচিৎ। যাহাদের বাত আছে তাহাদের পীড়া।

সিপিয়া। ওষ্ঠের চতুর্দ্দিকের পীড়কা। চুলকাইলেই জ্বালা করে। ঋতুস্রাব, গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানাবস্থায় পীড়া।

সালফর। চুলকানি এবং জ্বালা যুক্ত, মুখ, নাক এবং চক্ষের চতুর্দ্দিকের হার্পিস্। হাত এবং পায়ের তালু গরম। বিছানার গরম, আর্দ্র পুলটিস্ ও জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি।

সারসাপেরিলা। লিঙ্গাগ্রচর্ম্মের হার্পিস্। পারদের অপব্যবহারের পর।

উপাস। (Upas) উপরের ওষ্ঠের বামদিকের হার্পিস্।

জোষ্টার। Zoster.

যুবা ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। শরীরের কোনও সীমাবদ্ধ স্থানে প্রদাহ হইয়া তথায় দলবদ্ধ ভাবে ফুস্কুড়ী উৎপন্ন হয়। এই সব ফুস্কুড়ী প্রথমে রসপূর্ণ হইয়া পরে কখনও কখনও পূঁয এবং রক্তযুক্ত সিরামে পরিণত হয়। ফুস্কুড়ীগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া পীড়িতস্থানে মামড়ী

পরে। অনেক সময় একদল ইরাপসন্ আরোগ্য হওয়ার পরে অপর একদল প্রকাশ পায়, তখন উহাতে জ্বালা হয়। মুখমণ্ডলে এই পীড়া প্রায়ই হয় না।

শরীরের স্নায়ুর অবস্থিতি স্থানে এই পীড়া জন্মে। ইহা সচরাচর বক্ষঃস্থল, তলপেট, স্কন্ধ, বাহু, উরুদেশ এবং পদ আক্রমণ করে। ইহা কচিৎ কখনও মুখ মণ্ডলে হয়। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, **এই পীড়া প্রায়ই শরীরের একদিক আক্রমণ করে,** যদিও এই রীতির ব্যাতিক্রম হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাদ্বারা কোনও ব্যক্তি দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হয় না। এই পীড়া জিহ্বার একধারে, একচক্ষু অথবা একটী গণ্ডস্থল আক্রমণ করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ স্বরূপ কাহারও কাহারও মৃদু জ্বর হয়, কাহারও জ্বরের সঙ্গে নিউর‍্যালজিয়া থাকে। কখনও ইহাদের একটীও না দেখা দিয়া প্রথমেই ফুস্কুড়ীগুলি দেখা দেয়।

পীড়িত স্থানটী প্রথমে লালবর্ণ হইয়া একটু ফুলা ফুলা হয়, ইহার উপর ৪টী হইতে ১২টী পর্য্যন্ত ফুস্কুড়ী পৃথক ভাবে দলে দলে প্রকাশ পায়। কখনও বা একদল উঠার পর আর একদল উঠে। কখনও ফুস্কুড়ী উঠে না কেবল পীড়িত স্থানটি লালবর্ণ ধারণ করিয়া ফুলিয়া উঠে। এই প্রকারে সমস্ত দলগুলি গাত্রে প্রকাশ হইতে বহুদিন লাগে।

প্রায় এক সপ্তাহ পর ইরাপসন্ গুলি ফাটিতে আরম্ভ হয়, তখন উহাতে বেদনা অনুভব হয়। ইহার পর শুকাইয়া ছালগুলি পড়িয়া গেলে চর্ম্মের উপর একটী দাগ থাকিয়া যায়। রোগ আরোগ্যের সময় এক প্রকার নিউর‍্যাল্‌জিয়া হয়, উহা কখনও মৃদু কখনও বা খুব উগ্র হয় এবং ইহা পীড়া আরোগ্যের পরও থাকিয়া যায়। কোনও কোনও রোগীর নিউর‍্যাল্‌জিয়ার পরিবর্ত্তে পীড়িত স্থানে মৃদু অথবা তীব্র কণ্ডুয়ন জন্মে এবং উহা অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

সুস্থ ব্যক্তির এই পীড়া হইলে তাহার কোনও ভয়ের কারণ থাকে না, কিন্তু বৃদ্ধ অথবা দুর্ব্বল লোকের এই পীড়ার ইরাপসন্ ক্ষতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

মস্তকে এই পীড়া হইলে, বিশেষতঃ উহার সহিত পঞ্চম স্নায়ুর শাখা

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE.
LIBRARY DEPT.

২নং চিত্র।

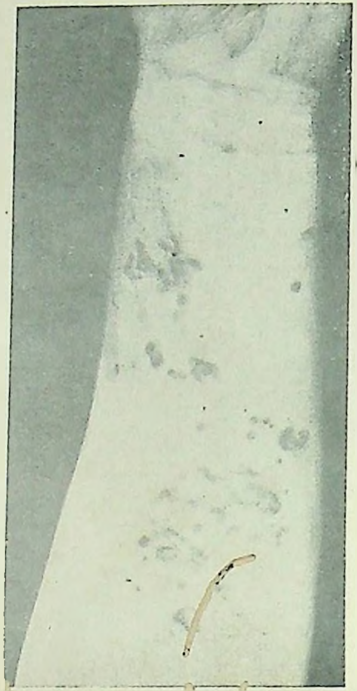

লাইকেন। ৩৮ পৃষ্ঠা। Licken

১নং চিত্র।

জোষ্টার। ৩৩ পৃষ্ঠা। Zostar.

সমস্ত যাহাদের সহিত চক্ষুর সংযোগ আছে, তাহাদের সম্বন্ধ থাকিলে, চক্ষের শ্বেত পটলে ক্ষত অথবা দৃষ্টিহীনতা জন্মিতে পারে।

রোগের কারণ। ঠাণ্ডা লাগাইলে, প্লুরসি পীড়ার সংশ্রবে, প্রবল আঘাত পাওয়ার পর এবং আভ্যন্তরিক আর্সেনিক সেবনের পর এই পীড়া জন্মিতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ ভোগের সময়, অথবা পরে, এই পীড়া হইতে পারে।

১নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

একোনাইট। পীড়ার প্রথম অবস্থায়। জ্বরের সঙ্গে নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা।

এপিস্। ফুলাসহ জ্বালা এবং হুল ফুটান বেদনা। বড় বড় রসপূর্ণ ফুস্কুড়ী। উহা কখন কখন লেপা। ঠাণ্ডা প্রয়োগে হ্রাস।

আর্সেনিক। ইরাপসন্ গুলি লেপা অর্থাৎ লাগালাগি। উহাতে অত্যন্ত জ্বালা। নিউর‍্যালজিয়া। দুর্ব্বলতা। মধ্য রাত্রের পর এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে বৃদ্ধি। ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পক্ষে অধিক উপযোগী।

ক্যান্থারিস। বড়ফোস্কা। স্পর্শ করিলে জ্বালা। জ্বালা এবং হুল ফুটান বেদনা। দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক। খোলা বাতাসে বৃদ্ধি।

সিস্টুস্ (Cistus)। পৃষ্ঠদেশের জোষ্টার। নিউর‍্যালজিয়ার লক্ষণ। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া।

কম্নোক্ল্যাডিয়া। পদের জোষ্টার। বাতের বেদনা। বিশ্রামে বৃদ্ধি, চলাফেরায় হ্রাস।

ডাল ক্যামেরা। ভিজা বাতাস লাগিলে, সর্দ্দি হওয়ার পর অথব ঝড় বাতাসের পূর্ব্বে জোষ্টার প্রকাশ পায়। ইরাপসন্ গুলি আর্দ্র এবং উহাতে পূঁয হয়। ইরাপসনের নিকটস্থ গ্লাণ্ডের ফুলা। ঋতুস্রাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ইরাপসন্।

গ্রাফাইটিস। শরীরের বাম দিকের জোষ্টার। মেরুদণ্ড হইতে নাভি পর্য্যন্ত বড় বড় ফোস্কা। হস্তস্পর্শে জ্বালা। ঘরের ভিতরে থাকিলে বৃদ্ধি। খোলা বাতাসে হ্রাস। শুষ্ক চর্ম্ম, উহাতে ক্ষত হওয়ার স্বভাব। গৌরবর্ণ স্থূলকায় ব্যক্তি।

আইরিস্। পাকস্থলির গোলযোগ হেতু জোষ্টার, বিশেষতঃ শরীরের দক্ষিণ দিকের পীড়া। যকৃতে বেদনা। নিউর্যালজিক্ বেদনা।

ক্যালি-মুর। জোষ্টার; শরীরের অৰ্দ্ধাংশে জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী, উহা বেণ্টের মত দেখায়। জিহ্বায় সাদা লেপ।

ক্যালমিয়া। জোষ্টার আরোগ্যের পর মুখমণ্ডলের নিউর্যালজিক্ বেদনা। রাত্রে বৃদ্ধি। বুক্ ধরফরানি। বাতের বেদনা।

ল্যাকেসিস্। বসন্ত ঋতুর পীড়া। ফুস্কুড়ী গুলি মলিনবর্ণ ধারণ করে এবং উহাতে বেদনা হয়। নিদ্রার পর উপসর্গের বৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়স্। শরীরের দক্ষিণ দিকের পীড়া, তলপেট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। রাত্রে বিছানার গরমে বৃদ্ধি। পূঁয জন্মে। সহজেই ঘর্ম্ম হয় কিন্তু উহাতে রোগ উপশম হয় না।

মেজেরিয়ম্। বৃদ্ধদিগের পীড়া। সর্ব্বদাই শীত বোধ। নিউর্যালজিক্ বেদনা। রাত্রি ৯টায় বৃদ্ধি। যে স্থানে নখ দ্বারা আঁচড়ান যায়, জ্বালা তথা হইতে শরীরের অন্যস্থানে যায়। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া।

ন্যাট্রম-মিউর। অন্য রোগ ভোগ করা কালীন এই পীড়ার ইরাপসন্ বাহির হওয়া।

প্রুনাস্-স্পাইনোসা (Prunus spinosa) ৩০ x। জোষ্টারের ইরাপসন্ গুলি অদৃশ্য হওয়ার পর নিউর্যালজিয়ার বেদনা।

হ্রাসটক্স। নখ ঘর্ষণে জ্বালা এবং বেদনার বৃদ্ধি। চর্ম্মের লালবর্ণ সহ ক্ষুদ্র জালাকর ফুস্কুড়ী। লেপা রসগুটী। শীত ঋতুতে বৃদ্ধি। বিশ্রামকালে বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা। বিছানায় এপাশ ওপাশ করায় নিদ্রার ব্যাঘাত। শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় জলে ভিজা হেতু পীড়ার উৎপত্তি।

র্যানানকিউলাস্ (Ranun culus bulb)। বাত রোগীর পীড়া। নিউর্যালজিয়ার পরবর্ত্তী পীড়া। ঋতুর পরিবর্ত্তনে রোগের বৃদ্ধি।

সেমপার ভিভাম্ টেক্ট (Sempervivum tect)। উৎকট পীড়া। আভ্যন্তরীক এবং বাহ্যিক প্রয়োগ।

থুজা। কেবল বস্ত্রাবৃত স্থান সমূহে ইরাপসন্ সহ জোষ্টার। আস্তে আস্তে ঘর্ষণে হ্রাস। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবং আহারের পর বৃদ্ধি। শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু।

জিঙ্ক। জোষ্টার প্রকাশ পাওয়ার পর নিউর‍্যালজিয়া। পীড়িত স্থানে হাত বুলাইলে বেদনার হ্রাস। সন্ধ্যার সময় এবং আহারের পর বৃদ্ধি।

জিঙ্কাম্-ফস। অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে, সাহিত্যানুরাগী লোকদের ব্রেইন ফ্যাগ্ হওয়ার পরবর্ত্তী জোষ্টার।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা। পিপারমেণ্ট অয়েল লাগাইলে জোষ্টারের বেদনা সত্বর অপসারিত হয়।

লাইকেন। Liken

ইহা এক প্রকার সংক্রামক পুরাতন চর্ম্মরোগ বিশেষ। আমাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, গ্রীষ্ম ঋতু এবং শরীরে অতিশয় উত্তাপ লাগিলে এই পীড়া জন্মে। এই রোগ, সম্মুখ বাহু, হাঁটু হইতে পা পর্য্যন্ত, নিতম্ব, উরু প্রভৃতি স্থূল চর্ম্ম-বিশিষ্ট স্থান সমূহ আক্রমণ করে। ইহাতে পূঁয অথবা কোন প্রকার রসানি উৎপন্ন হয় না, কিন্তু কণ্ডুয়ন থাকে।

এই পীড়াকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা (১) **লাইকেন সিমপ্লেকস** (২) **লাইকেন রুব্রা** (৩) **লাইকেন প্লানাস**।

লাইকেন সিমপ্লেকস। Liken Simplex

গ্রীষ্মকালেই এই পীড়া দেখা যায় এবং একই ব্যক্তি ইহাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়। গ্রীবা এবং উরুদেশে চিনা কাউনের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইরাপসন্ প্রকাশ পায়, তাহাতে কণ্ডুয়ন থাকে, এবং প্রায় এক সপ্তাহ পর অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রথম দল অদৃশ্য হওয়ার পর অপর একদলের উৎপত্তি হয়, এইরূপ এই পীড়া প্রায় মাসাবধি শরীরে স্থায়ী হয়। ইহার গুটী গুলি কাটিয়া গেলেই অদৃশ্য হয় কিন্তু উহাতে কোনও ক্ষত হয় না। সুচিকিৎসায় এই পীড়া ২।৩ সপ্তাহের মধ্যেই আরোগ্য হয়।

লাইকেন রুব্রা (Licken Rubra)। লাইকেন প্ল্যানাসের ন্যায় এই পীড়াতেও শরীরে একপ্রকার ফুস্কুড়ী বাহির হয়। লাইকেন প্ল্যানাসের

গুটী গুলির মাথা থ্যাবড়াপনা হয়, ইহার গুটীর উপরটা ছুচ্‌লোপনা হইয়া উঠে কিন্তু উহাদের মাথায় কাল দাগ থাকে না। ইহার গুটীগুলি আপনা আপনি ফাটেনা, বরং উহারা রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার শরীরে একই ভাবে বর্ত্তমান থাকে। গুটীগুলি প্রথমে পৃথক পৃথক ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্কদ্বারা আবৃত থাকে। উহাদের ধারে নূতন গুটী সকল আবির্ভাব হইয়া কিছুদিন পর উচ্চ লালবর্ণ, শল্কযুক্ত চক্রাকারে পরিণত হয়। রোগীর শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। পীড়িত স্থান চুলকায়।

ভাবিফল। এই পীড়ার ভাবিফল মোটেই আশাপ্রদ নয়। অধিকাংশ স্থলেই পীড়া মৃত্যু পর্য্যন্ত রোগীর শরীরে বিদ্যমান থাকে।

এই পীড়া সকল বয়সের লোকেরই হইতে পারে। পাচক, রুটী প্রস্তত কারক, মুদি এবং যাহারা ইট প্রস্তুত করে, তাহাদেরই এই পীড়া অধিক হয়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই এই পীড়ার আধিক্য দেখা যায়।

এই পীড়ায় শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক এবং পুরু হয়। ইহার গুটীকাগুলি চক্রাকৃতি ধারণ করে, চুলকায় এবং উহার মধ্যে শির্ শির্ করে। এই পীড়ার সঙ্গে খোস্ রোগের ভ্রম হইতে পারে। ইহার ফুস্কুড়ী গুলি একই আকারের, কিন্তু খোস্ পাচড়ার ফুস্কুড়ী নানা আকারের হয়। এই পীড়া বাহুর বাহির দিক্ এবং হস্তের পৃষ্ঠ আক্রমন করে। কিন্তু খোস্ অঙ্গুলীর মধ্যেও জন্মে। এই পীড়া পায়ের তলায় হয় না, মুখ মণ্ডলে হয় কিন্তু খোস্ কখনও মুখমণ্ডল আক্রমন করে না।

এলুমিনা। মুখমণ্ডলে রক্তবর্ণ পীড়কা। ঘাড় এবং পৃষ্ঠের পীড়কা। সমস্ত শরীরে অসহ্য চুলকানি বিশেষতঃ বিছানার গরমে।

এমন-মিউর। হস্তের পৃষ্ঠে ফুস্কুড়ী উঠিয়া পর দিবস চর্ম্ম উঠিয়া যায়।

এণ্টিম-ক্রুড্। দক্ষিণ স্কন্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পীড়কা। পরিপাক শক্তির ক্ষীণতা।

এনাথেরিয়াম (Anatherium)। কণ্ডুয়ন ও জালা সহ রক্তবর্ণ পীড়কা।

আর্সেনিক। পুরাতন পীড়া। জালা এবং কণ্ডুয়ন।

বেলেডোনা। হস্তের পীড়ায় উপকারী।

বোভিষ্টা। পায়ের তলায় রক্তবর্ণ পীড়কা।

ব্রায়োনিয়া। তলপেট এবং দাবনার রোগ।

কাস্‌টানিয়া ভেস্কা (Castanea Vesca)। দক্ষিণ উরু, বাম কর্ণের পৃষ্ঠ এবং উপরৌষ্ঠের বামদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা।

ক্যালাডিয়াম। স্ত্রীলোকদের যোনীর উপরস্থ লোমাবৃত স্থানের পীড়া (monoviniris), উহাতে হাত ছোয়াইলে কষ্ট হয়।

ক্রিয়োজোট। সমস্ত কপাল ভুট্টার দানার ন্যায় পীড়কার দ্বারা ঢাকিয়া যায়।

লিডাম। সমস্ত শরীরে লাল ভুট্টার দানার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পীড়কা। মদ্যপায়ীদের পীড়া।

মারকিউরিয়স। উভয় ওষ্ঠের পীড়া। অত্যন্ত চুলকানি। চুলকানির পর জ্বালা।

ন্যাবুলাস-সার্প (Nabulus sarp)। নাকের চতুর্দ্দিকের, উপরৌষ্ঠ এবং বক্ষস্থলের পীড়কা। উহাতে কণ্ডুয়ন।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব। মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠের পীড়কা। নাসিকার উপরস্থ শ্বেত বর্ণ পীড়কা।

নক্সভমিকা। ঘাড় এবং মুখমণ্ডলের রক্তবর্ণ পীড়কা। হুলবিদ্ধবৎ চুলকানি।

প্লান্টেগো। উরুর ভিতর দিকের শক্ত এবং সাদা বর্ণের থেতলান গোছের অসংলগ্ন পীড়কা। উহার কতকগুলির মস্তকে রক্তবর্ণ চিহ্ন বিশিষ্ট।

ফাইটোলাক্কা। বাম পদের উপর চুলকানি যুক্ত পীড়কা। রাত্রের প্রথমার্দ্ধে বৃদ্ধি।

রুমেক্স। পায়ের ডিমের (calves of leg) রক্তবর্ণ পীড়কা। চুলকানিযুক্ত বিশেষতঃ পোষাক ছাড়ার পরক্ষণে।

সিপিয়া। মুখমণ্ডলের ঘন ঘন পীড়কা। পায়ের এবং সন্ধিস্থান সমূহের ভাঁজের পীড়কা।

সালফর। উভয় উরুর ভিতর দিকের সাদাসিদে রোগ (in Simple cases)।

সালফর-আইওড্। নাসিকা চিবুক এবং বাহুর রক্তবর্ণ পীড়কা।

টিলা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ পীড়কা। চুলকাইলে আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালা করে।

লাইকেন প্ল্যানাস (Licken Planus)। ইহাদের-আকৃতি চীনা কাউনের ন্যায় কিছু চেপ্টা, ইহা পৃথক পৃথক ভাবে দলবদ্ধ হইয়া জন্মে। এই পীড়া আরোগ্য হইলে পীড়িত স্থানের চর্ম্মে কালদাগ অথবা গর্ত্তপনা হইয়া থাকে।

পীড়ার স্থান। সচরাচর সম্মুখ বাহুতে কি কব্জীর উপর দিকে, কোমর, তলপেটের নিম্নার্দ্ধদেশ, নিতম্ব, হাঁটুর চতুর্দ্দিক, পিণ্ডিকা (Calf of leg), কোমরের চতুর্দ্দিকে কাপড় পরার দাগের মধ্যে, হস্ত এবং পদের তালু, জিহ্বা, গণ্ডস্থল, মুখ এবং গলার ভিতর এই পীড়া হইতে দেখা যায়। ইহা একটী পুরাতন পীড়া। কখন কখন ইহা শরীরের এক পার্শ্ব আক্রমন করে, আবার কখনও শরীরের উপরার্দ্ধের এক পার্শ্ব এবং নিম্নার্দ্ধের অপর পার্শ্ব আক্রমণ করে।

এই পীড়ার কোনও ধাতুগত লক্ষণ নাই এবং ইহা রোগীর পক্ষে তত বিরক্তিকর নয়।

ভাবিফল। এই পীড়ার ক্ষত যত বড় হয়, আরোগ্য হইতে তত বিলম্ব হয়। এই পীড়ায় জীবনের ক্ষতি হয় না এবং অনারোগ্যও নয়।

ইহাতে অত্যধিক কণ্ডুয়ন থাকিলে এক টুকরা কাপড় গরম জলে ভিজাইয়া, উহা চিপিয়া পীড়িত স্থানে লাগাইলে আশু উপকার হয়।

২নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

এগারুকস। চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ মণ্ডলসহ ছোট ছোট ফুস্কুড়ী নিচয়। অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। মনে হয় যেন বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা ছুচ্ চর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। শিথিল ত্বক এবং পেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে অধিক উপকারী।

এণ্টিম্-ক্রুড। এই পীড়ার প্রধান আভ্যন্তরিক প্রযোজ্য ঔষধ।

আর্সেনিক। পুরাতন পীড়া। চুলকাইলে ব্যথা এবং জ্বালা করে। নিশ্বাসের কষ্ট, দুর্ব্বলতা ও অবসাদ।

চিনিনম্-আর্স। বিস্তৃত আকারের রোগ যাহাতে শীর্ণতা (marasmus) আনে। পাকস্থলীর পুরাতন গোলযোগ।

আইওডিয়ম্। বাহু, বক্ষ এবং পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক রক্তবর্ণ ফুস্কুড়ী। উহা উঠার সময় মনে হয় যেন সমস্ত শরীরে ঝাঁকি মারিতেছে। শীর্ণতা। রাক্ষসে ক্ষুধা। কর্কশ শুষ্ক ত্বক।

ক্যালি-বাই। সম্মুখ বাহুতে অপচ্যমান পীড়কা। শরীরে বাতের বেদনা। স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

লিডম্। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ কপালে রক্তবর্ণ উদ্ভেদ। উভয় পদতলের পৃষ্ঠে অসাধারণ চুলকানি। বিছানার গরমে বৃদ্ধি।

নক্স জগল্যানস। মুখমণ্ডল, ঘাড়, স্কন্ধ এবং পৃষ্ঠে রক্তবর্ণ পীড়কা।

পটাসিয়াম্-আইওড্। মুখমণ্ডল ও ঘাড়ের লাইকেন। গ্রাণ্ডের বিবৃদ্ধি। সর্ব্বাঙ্গের শীর্ণতা।

সারসা-প্যারিলা। শুষ্ক রক্তবর্ণ উদ্ভেদ। শীত অনুভব সহ চুলকানি ও জ্বালা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। মুখমণ্ডল এবং কর্ণের পশ্চাতের পীড়া। চুলকাইলে জ্বালা করে। চর্ম্ম কর্কশ।

সলফর-আইওড। নাসিকা, চিবুক এবং বাহুর চুলকানি যুক্ত পীড়কা। পুরাতন রোগ।

লাইকেন স্ক্রফিউলোসোরাম (Licken Scrofulosorum)।

এই পীড়াগ্রস্থ লোকদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৫ জনই স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্থ, তখন এই পীড়াকে **লাইকেন স্ক্রফিউলোসোরাম** (Licken Scrofulosorum) বলা হয়। ইহার উদ্ভেদগুলি কটা অথবা হলুদ বর্ণের চিনা কাউনের ন্যায় এবং উহাতে কখনও রস জন্মে না। এই সমস্ত উদ্ভেদ লোম কূপের মধ্যে জন্মিয়া চক্রাকার ধারণ করে এবং ক্রমে পাতলা শল্কের দ্বারা আবৃত হয়। ইহাতে মৃদু কণ্ডুয়ন থাকে কিন্তু চুলকাইতে ২ পীড়িত স্থান ক্ষত বিক্ষত করিতে ইচ্ছা হয় না।

এই পীড়া কাণ্ড, বক্ষস্থল, উদর এবং পৃষ্ঠে প্রকাশ পায় কিন্তু প্রায়ই শরীরের শাখা সমূহে হয় না। এই পীড়ার গতি অত্যন্ত মন্দ এবং শরীরে ক্রমে ক্রমে বহুদল প্যাপিউল্ প্রকাশ পাইয়া এক সঙ্গে বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পুরাতন কণ্ডুগুলি সম্পূর্ণ রূপে বর্দ্ধিত হওয়ার

পর, যে সমস্ত স্থানে পূর্ব্বে কণ্ডু উঠে নাই সেই সমস্ত স্থানে, এমনকি মুখমণ্ডল এবং শাখা সমূহে নীলের আভাযুক্ত লালবর্ণ নূতন কণ্ডু সকল প্রকাশ পায়। এই সকল কণ্ডু দেখিতে সাধারণ বয়োব্রণের সদৃশ এবং ইহাদের কতকগুলিতে পূঁয জন্মে। ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত কণ্ডু অদৃশ্য হইয়া পীড়িত স্থানে মলিন দাগ থাকিয়া যায় এবং পীড়িত স্থানের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গের চর্ম্ম উঠিয়া যায়। এই পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জনই স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্থ বিশেষতঃ শিশু। ইহাদের নিম্ন চোয়ালের (Sub maxillary), গ্রীবার (Cervica), এবং বগলের (axillary) গ্রন্থি স্ফীতি, অস্থিক্ষত, অস্থিনাশ এবং কৃমি রোগগ্রস্থ হইতে দেখা যায়। **স্ক্রফিউলা এবং এই পীড়ার একই চিকিৎসা।**

এক্‌থিমা। Ecthema.

সচরাচর শরীরের শাখা সমস্তে, গ্রীবা, বক্ষ, নিতম্ব এবং উরুতে এই পীড়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ উপদংশ এবং বিকৃত ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তি দিগেরই এই রোগ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রদাহযুক্ত, বৃহৎ মটরবৎ, পূঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ী নিচয়, পৃথক পৃথক ভাবে চর্ম্মোপরি প্রকাশ পায়। এই ফুস্কুড়ীগুলি পীতবর্ণ পূঁযবৎ পদার্থ এবং কাল রক্তপূর্ণ থাকে। এই প্রকার পূঁযবটী পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাওয়ায় পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কিছুদিনের মধ্যে ফুস্কুড়ীগুলি শুকাইয়া উহার উপর চটা পড়ে এবং এই চটা উঠাইলে উহার নীচে ক্ষত দেখা যায়। মুখ মণ্ডলে এই পীড়া প্রায়ই দেখা যায় না।

মৃদুজ্বর তৎসঙ্গে কখন কখন গলক্ষত সহ, তরুণ একথিমা রোগের সূত্রপাত হয়। প্রথমে পীড়িত স্থানটিতে উত্তাপ এবং জ্বালা অনুভব হয়, তৎপর প্যাচ্ লালবর্ণ ধারণ করিয়া শক্ত এবং পরিষ্কার এরিওলাযুক্ত উচ্চ হইয়া প্রকাশ পায়। এই পীড়ার গুটিগুলি কোনটি মটরের ন্যায় এবং কোনটি তাহা হইতে কিছু বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। গুটিগুলি সত্বরই পাকিতে আরম্ভ করে এবং তখন উহাতে তীব্র বেদনা জন্মে। দুই তিনদিন মধ্যেই উহা হইতে স্রাব হইতে থাকে, তৎপর ঐগুলি শুকাইয়া মামড়ী পড়ে। প্রায় এক সপ্তাহ পরে মামড়ী গুলি পড়িয়া গিয়া ঐ সব স্থানে কাল দাগ থাকিয়া যায়। এইরূপ অনেকগুলি

দাগ পড়িলে উহাতে কণ্ডুয়ন জন্মে এবং তাহাতে রোগীর নিদ্রার বড়ই ব্যাঘাত হয়। কখন কখন এই রোগে গ্রন্থিস্ফীত হয় এবং ছোট ছোট ফোঁড়া জন্মে। কোন কোনও রোগীর পুনঃ পুনঃ দলে দলে পাস্‌টিউল্ উঠিয়া রোগটিকে পুরাতন আকারে পরিণত করে, তখন পীড়া বহুদিন স্থায়ী হয়।

পুরাতন পীড়ার বটীগুলি কঠিন, পূঁযপূর্ণ এবং বেদনাদায়ক হয়। যে স্থানে উহা জন্মে সে স্থান ফুলা দেখায়। এই পীড়া কোনও বৃদ্ধ লোকের পদে প্রকাশ পাইলে, উহা ক্লেশদায়ক ক্ষতে পরিণত হয়।

শৈশব হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই এই পীড়া হইতে পারে। সাধারণ জাতীয় পীড়া ভগ্নস্বাস্থ্য এবং ভাল খাওয়া পড়ার অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির কোনও উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শে হইতে পারে; এই হেতু যাহারা পাঁচড়া এবং উকুণ প্রবলতায় ভুগিতেছে, এই পীড়া তাহাদেরও হইতে পারে। কিন্তু যাহারা চুলকানি, একজিমা, অথবা অন্য কোনও রোগ ভোগ করিতেছে তাহাদের কদাচিৎ হইতে দেখা যায়।

রোগের কারণ। অন্যায় রূপে খাওয়ান, ভগ্নস্বাস্থ্য মাতার অথবা নার্সের স্তন্যপান, পাঁচড়া রোগাক্রান্ত, ময়লা জামা কাপড় ব্যবহার এবং সেঁত সেঁতে ঘরে বাস হেতু শিশুদের, এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্লান্তি, কোনও তরুণ রোগভোগের মন্দফল, কুখাদ্য আহার, অভাবগ্রস্থতা, যে সব কাজে চর্ম্মে উত্তেজনা জন্মে সেই সব কাজ করা, ব্যাভিচারিতা, অপরিষ্কার থাকা, রাত্রি জাগরণ, যে স্থানে অল্প জায়গায় বহুলোক বাস করে সেইস্থানে বাস হেতু যুবা এবং বৃদ্ধ দিগের এই পীড়া হইতে পারে।

ভাবিফল। বৃদ্ধদিগের পীড়ায় পচন আরম্ভ হইলে এই পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতে পারে, নচেৎ বিশেষ কোনও ভয়ের কারণ নাই।

ভ্রমাত্মক পীড়া। পেম্ফাইগাস্ এবং ইম্পিটীগোর সহিত এই পীড়ার ভ্রম হইতে পারে; এই সব পীড়ার কোস্কাগুলিতে পূঁয হয় না কিন্তু এই পীড়ার কোস্কাগুলি পূঁয পূর্ণ।

এনাকার্ডিয়াম। রক্তবর্ণ কঠিন পূঁযবটী; নখ দ্বারা আঁচড়াইলে কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি। খিট্‌খিটে, রাগী এবং মানসিক বলশূন্যতা।

এণ্টিম-ক্রুড্। মোটা লোকের স্তনগুলের পীড়া। পীত এবং কটা

বর্ণের মামড়ী। নিশ্বাস গ্রহণের সময় বাতাস নাকে ঠাণ্ডা বোধ হয়। আহারে অপ্রবৃত্তি। টক খাইতে ভাল বাসে। স্নানে বৃদ্ধি। খোলা বাতাসে হ্রাস।

এণ্টিম-টার্ট। লালবর্ণ মণ্ডল পরিবেষ্টিত পূঁযবটী। উহাতে কটা বর্ণের মামড়ী পড়ে এবং শুকাইলে বড় দাগ থাকিয়া যায়। বিবমিষা সহ ঘুমের ভাব। ঢেকুরে গন্ধকের স্বাদ। দুধ খাইতে অনিচ্ছা। টক খাইতে ইচ্ছা।

আর্সেনিক। অত্যন্ত জ্বালাকর লাল অথবা সাদা পূঁযবটী, কাল পূঁযবটী উহাতে চিবানের মত ব্যথা, জ্বালা ও চুলকানি থাকে। অত্যন্ত ক্ষত। মস্তকোপরি, কপাল, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে, গণ্ডস্থল, বাহু, স্কন্ধ এবং বুকের উপর দিকের পীড়া, উহাতে ঘন মামড়ী পড়ে এবং উহা আরোগ্যের পর বড় বড় দাগ থাকিয়া যায়। শীতে বৃদ্ধি এবং গরমে উপশম।

অরম্। মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং বক্ষস্থলের একথিমা। রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত এবং বিষণ্ণ।

বেলেডোনা। পূঁযপূর্ণ বটিকা গুলি শুভ্র মণ্ডলাবৃত। কণ্ডূয়ণ এবং জ্বালা সহ অত্যন্ত স্পর্শানুভবকতা।

ক্যালেডিয়াম। সাদা পূঁযবটী গুলি লাল মণ্ডলাবৃত। হস্ত স্পর্শ করিলে বেদনা করে। দিবসে ঘুমাইলে যন্ত্রণার হ্রাস।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। ইরাপসন্ উঠার সময় শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয়। পিপাসা হয় কিন্তু ক্ষুধা হ্রাস হয়। স্ক্রফিউলাস্ শিশু এবং দাঁত উঠার সময় এই পীড়া হইলে এই ঔষধ উপযোগী।

ক্যান্থারিস্। ইরাপসন্ উঠার সময় অথবা পরে ক্ষত অথবা গ্যাংগ্রিন হইবার স্বভাব। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও কৃশতা।

সাইকিউটা। মুখমণ্ডলের পূঁযপূর্ণ জ্বালাকর ইরাপসন্, উহাতে পীত বর্ণের মামড়ী পড়ে।

ক্রটন। পূঁযবটীকা গুলি লেপা এবং জ্বালাকর। উহা হইতে স্রাব হয়। ধূসর এবং কটা মামড়ী পড়ে বিশেষতঃ তলপেটের উপরস্থ পীড়ায় সমস্ত শরীরের চর্ম্মে জ্বালা, চুলকাইলে বেদনা করে তজ্জন্য নখ ঘর্ষণ করিতে সাহস হয়না। পান, আহার, এবং পায়খানা করিবার পর বৃদ্ধি। নিদ্রান্তে হ্রাস।

সাইক্ল্যামেন। পায়ের তলা এবং পদাঙ্গুলীর পীড়া।

জগল্যান্‌স্‌-সিনেরিয়া। সমস্ত শরীরের প্রায় লেপা ইরাপসন্। পূঁযবটীগুলি বড় এবং ঘন ও মুখ মণ্ডলের গুলি শুকাইয়া যায় কিন্তু শরীরের শাখা সমূহের বটিকা গুলির অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। শুইয়া অথবা বসিয়া কোন অবস্থায়ই শান্তি বোধ করে না। মামড়ীগুলি চুলকাইয়া ছিড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু চুলকান মাত্র বেদনা হয়।

হিপার-সলফর। ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট ফুস্কুড়ী উঠিলে এই ঔষধ উপকারী। হস্তস্পর্শে স্পর্শানুভবকতা।

ক্যালি-বাই। প্রথম অবস্থায় পূঁযবটীগুলির মস্তকে কটা বর্ণের ছোট মামড়ী থাকে এবং উহা সমস্ত শরীরে উঠে। আঙ্গুলের নখের গোড়ায় যে বটিকা উঠে উহা হস্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। বসন্তের গুটিকার মত এই গুটীকার মধ্যস্থান, একগাছি রোয়া লইয়া উঠে। গুটিকাগুলি অনেক সময় ফাটিবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া যায় এবং উহাতে যে চটা পড়ে তাহাতে জ্বালা ও হূল ফুটান ব্যথা থাকে। এই চটার নীচে শুষ্কক্ষত থাকে, উহা এক পক্ষ-কালের মধ্যে শুকাইয়া যায় কিন্তু একটু নীচুপনা ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে পীড়ার বৃদ্ধি। মোটা সোটা শিশু এবং যাহাদের চুল পাতলা তাহাদের পীড়ায় উপকারী।

ক্যালি-হাইড্রো। সমস্ত শরীরে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ গুটিকা উঠা। অত্যন্ত পিপাসা সহ সর্দ্দিজ্বর। খোলা বাতাসে থাকিতে ভালবাসে।

ক্রিয়োজোট্। বড় বড় চক্‌চকে পূঁযবটী। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। মনে হয় যেন সমস্ত শরীরের চর্ম্মে বিশেষতঃ মুখমণ্ডল এবং চিবুকে ক্ষত হইয়াছে। বিশ্রামে বৃদ্ধি।

ল্যাকেসিস্। বাহুদ্বয় এবং শরীরের বামদিকে পীড়ার আধিক্য। ধাতুগত পীড়া। নিদ্রার পর বৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়স্। ঘন গুটিকা সমস্ত পাকে। কখনও কখনও উহা হইতে সহজেই রক্ত বাহির হয় এবং কটুরস ঝড়ে অথবা বেদনা করে, শূন্যগর্ভ হইয়া থাকে, তৎপর উচুপনা শুষ্ক চিহ্ন থাকিয়া যায়, ঐ গুলি স্পর্শ করিলে বেদনা অনুভব হয়। বিছানার গরমে চুলকায় এবং জ্বালা করে। সহজেই খুব ঘর্ম্ম হয় কিন্তু উহাতে রোগের উপশম হয়না।

নাইট্রিক-এসিড্। গুটিকাগুলি স্পর্শ করিলেই মনে হয় যেন উহাদের মধ্যে কাঁটা বিঁধিতেছে।

পেট্রোলিয়ম্। চুলকানি ও জ্বালাযুক্ত গুটিকা। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। বাতাস লাগাইলে বৃদ্ধি। গরমে হ্রাস।

পাইপার-নিগ্রাম (Piper Nigram)। বড় পূঁযবটী। শুকাইয়া গেলে মুখমণ্ডলে দাগ থাকে।

হ্রাসটক্স। যে স্থানে পূঁযবটী উঠে ঐ স্থানটী লাল হয়। গুটিকাগুলি কালবর্ণের, উহাতে শক্ত মামড়ী পড়ে, চুলকায় ও জ্বালা করে। রাত্রে, শীতকালে এবং ঝড় বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধি।

সিকেল্-কর। বিকৃত ধাতুগ্রস্থ স্ত্রীলোক যাহাদের গাত্রচর্ম্ম দেখিতে কদাকার। বাহু এবং পদের পীড়া, উহা গ্যাংগ্রীনে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়। গরমের সময় বৃদ্ধি। শীত ঋতুতে হ্রাস।

সাই-লিসিয়া। সমস্ত শরীরের বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাৎ দিকের পীড়া। স্পর্শানুভবকতা। গুটিকাগুলি আস্তে আস্তে বাহির হয়; উহা পাকে না অথবা শুকায় না। চুলকাইলে জ্বালা এবং বেদনা করে। গরম খাদ্য ভালবাসে না। ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি। গরমে হ্রাস।

সলফর। সমস্ত শরীর ব্যাপি বিশেষতঃ মস্তকের উপরিভাগের শুষ্ক, পুরু, লোহিতবর্ণ গুটিকা, উহাতে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। হাত ছোয়াইলে কষ্ট হয়। রোগী স্নান করিতে অনিচ্ছুক। বিছানার গরমে বৃদ্ধি।

থুজা। গুটিকাগুলিতে পূঁয জন্মে। বিশেষতঃ শরীরের নিম্ন শাখার পীড়া। আস্তে আস্তে ডলিয়া দিলে উপশম বোধ হয়।

ট্যাবেকাম্। গ্রীবা এবং ঊর্দ্ধ শাখায়ই ইরাপসনের আধিক্য। শ্রান্তি, অবসাদ এবং দুর্ব্বলতা। নড়াচড়ায় বিবমিষার বৃদ্ধি।

ইরিথিমা। (Erythema).

ইরিথিমা নিজে কোনও রোগ নয়, ইহা অন্য কোনও পীড়ার লক্ষণ মাত্র। শরীরের কোন স্থানে রক্তাধিক্যতা হেতু লালাভ হইয়া উঠে। ইহা অনেক কারণ

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE
LIBRARY DEPT.
D

৪নং চিত্র।

ইরিথেমা, মালটিফরমি। ৪৫ পৃষ্ঠা। Erythema multiformy.

৩নং চিত্র।

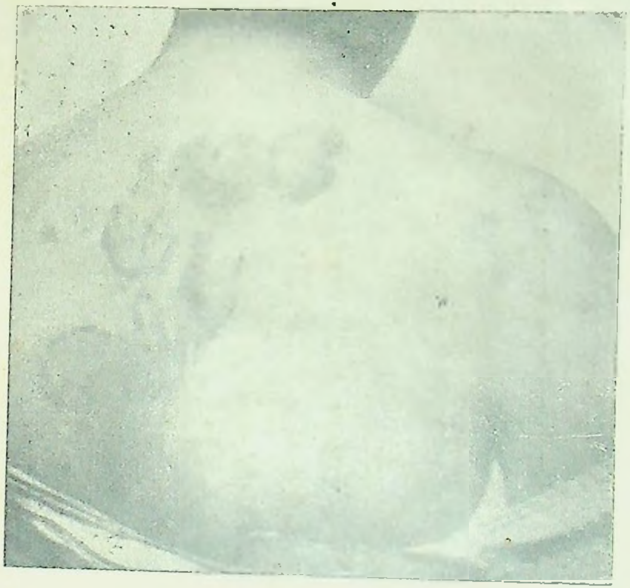

ইরিথেমা। ৪৫ পৃষ্ঠা। Erithema:

বশতঃ হইতে পারে। সাধারণতঃ এই পীড়া দুই জাতীয়, (১) ইরিথিমা মালটি ফরমি (২) ইরিথিমা নডোসাম।

৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

ইরিথিমা মালটিফরমি (Erythema Multiforme)

এই পীড়া শিশু এবং যুবক যুবতী দিগের হস্ত, চরণের পৃষ্ঠদেশে, বাহু, পদ এবং কপালের কোনও সীমাবদ্ধ স্থানে চক্রাকার লালবর্ণ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। ইহা এক সময়ে একটী অথবা অনেকগুলি হইতে পারে এবং ইহার ব্যাস ½ ইঞ্চি হইতে পারে। এই সমস্ত প্যাচ্ মধ্যে যে গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাহাকে প্যাপিউল অথবা টিউবার কিউলস্ (Papules or Tubercles) বলে। মধ্যমাকৃতির চেপ্টা টিউবার কিউলস্ গুলির উপর কখনও কখনও ফুস্কুড়ী জন্মে এবং উহা হইতে রক্তক্ষরণও হইয়া থাকে। ইহাতে সামান্য কণ্ডুয়ন, জ্বালা যন্ত্রণা এবং জ্বরভাব হইয়া থাকে। দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই ইহা অদৃশ্য হইয়া যায়। কখনও কখনও একদল অদৃশ্য হইলে আর একদল শরীরে প্রকাশ পায়, আবার কখনও কখনও একদল শরীরে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আর একদল দেখা দেয়।

আহার এবং জড়ায়ুর গোলযোগ এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য। ইহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দিগকেই অধিক আক্রমণ করে এবং বসন্ত ঋতুতেই অধিক হয়। কেহ এই পীড়া দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে, সেই ব্যক্তি পরবর্ত্তী বৎসরে ঠিক সেই সময় ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। হস্তের অঙ্গুলীতে এই পীড়া হইলে উহা অনেকটা খুজলীর মত দেখায়।

৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

ইরিথিমা নডোসাম্ (Erythema Nodosam).

এই জাতীয় পীড়া অতিশয় গুরুত্ব পূর্ণ এবং বিরল। ইহা সাধারণতঃ যুবতী স্ত্রীলোকদের জড়ায়ুর গোলযোগ হেতু অধিক হয়; তবে যুবকদের যে হয় না এমত নহে। ইহা সাধারণতঃ জানু হইতে পায়ের গোড়ালীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রকাশ পায়, আবার কখনও কখনও উরু এবং তদূর্দ্ধ স্থানেও হইয়া থাকে।

ইহা রক্তবর্ণ ছোট ডিম্ব অথবা ডুমুরের আকারে চর্ম্মোপরি প্রকাশ পায়; ক্রমে উহাদের বর্ণ নীলাভ হইয়া হরিৎ এবং পরে পীতবর্ণ ধারণ করে। এই সমস্ত ইরাপসন্ স্পর্শ করিলে, বেদনা অনুভব হয়। এই সব ইরাপসন্ হইতে কখনও কখনও রক্তস্রাব হয় ও পীড়িত স্থান গুলি থেৎলাইয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভব হয়। কখনও কখনও এই সব ইরাপসন্ পাকিয়া উহাতে পূঁয জন্মে, কিন্তু এইটী অতি বিরল। ইরাপসন্গুলি উঠার সময় রোগীর জ্বরভাব হয় কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাহা হয় না। উহা সংখ্যায় প্রায় চার পাঁচটী হয়, আবার কখনও কখনও নয় দশটীও হইয়া থাকে। এই পীড়ার সহিত বাতের ব্যারামের খুব সম্বন্ধ আছে এবং প্রায়ই ইহার সহিত সন্ধিস্থান ফুলিয়া উহাতে বেদনা হয়।

সচরাচর এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যেই আপনা আপনি পীড়িত স্থান হইতে মৃত চর্ম্ম উঠিয়া পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কখনও পুনঃপুনঃ আক্রমণ হেতু পীড়া বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে।

পীড়ার কারণ। অজীর্ণ রোগ, বাত রোগ, ঋতুস্রাবের বিশৃঙ্খলতা, দাঁত উঠা এবং চর্ম্মের কোমলতা এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য। যাহাদের শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু, তাহাদেরই এই রোগ অধিক হয়।

শয্যাক্ষত (Bed sore. Decubites).

কোনও কঠিন রোগ ভোগ করা কালে, বহুদিন যাবৎ বিছানায় শয়নাবস্থায় থাকিলে, শরীরের উচ্চহাড় যুক্ত স্থানে, ক্ষত হইয়া থাকে। ইহাও এক জাতীয় ইরিথিমা মধ্যে গণ্য হয়।

ইনটারট্রিগো। Intertrigo.

এই পীড়া চর্ম্মের ঘর্ষণে উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলোকদের দোদুল্যমান স্তনদ্বয়ের নিচে, শিশুদিগের গলার চারিধারে চর্ম্মের ভাঁজ মধ্যে, উভয় জঙ্ঘার মধ্যে এবং হাঁটুর ভাঁজে অত্যন্ত ছন্‌ছনে লাল বর্ণ ধারণ করিলে উহাকে ইনটারট্রিগো বলে, ইহাও ইরিথিমা জাতীয় পীড়া। অত্যন্ত গ্রীষ্মের দিনে হাঁটিতে হাঁটিতে উভয় নিতম্বের মাঝখানে এই পীড়া জন্মিতে পারে।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা। একভাগ হাইড্রাস্‌টীস্‌ মাদার টিংচার নয়, ভাগ গ্লিসারিন্‌ সংযোগে পীড়িত স্থান ভিজাইয়া রাখিলে উপকার হয়।

একোনাইট। সূর্য্যের তাপ লাগিয়া পীড়ার উৎপত্তি।

ইথুজা। শরীরের কাণ্ড প্রদেশ এবং বাম পদে বেগুনি আভা যুক্ত রক্তবর্ণ দাগ সমূহ প্রকাশ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গীক অলসতা।

এইল্যানথাস (Ailanthus)। কপাল প্রদেশের কৃষ্ণবর্ণ ইরাপসন্‌।

আর্সেনিক-আইওড। মুখমণ্ডলের ইরিথিমারই অধিক উপযোগী।

বেলেডোনা। চর্ম্মের উপরে লোহিত বর্ণ স্ফীত চক্র সমূহ। সমস্ত শরীরে অসমান লালবর্ণ দাগ। এইরূপ দাগ শরীরের উর্দ্ধ ভাগ এবং মুখমণ্ডলেই অধিক।

বার্বেরিস্‌। দক্ষিণ স্কন্ধ, বাম উর্দ্ধবাহু, হস্তপৃষ্ঠ এবং হাতের কব্জিতে, কোনও স্থান থেত্‌লাইয়া গেলে যে রূপ দাগ হয় সেইরূপ নানা বর্ণের দাগ।

ব্রায়োনিয়া। দন্তের মাঢ়ীর অস্থিতে রক্তবর্ণ, গোলাকার গরম স্থান সমূহ।

চেলিডোনিয়াম্‌। সম্মুখ বাহু এবং মুখমণ্ডলে গোলাকার লোহিত বর্ণ দাগ সমূহ। উহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিলাইয়া যায়।

ক্লোরাল-হাইড্রেট। সমস্ত শরীরের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ অথবা নীল বর্ণ ইরিথিমা। চাপদিলেও অদৃশ্য হয় না। সমস্ত শরীরে কণ্ডুয়ন।

ক্রোকাস্‌-স্যাট্‌। মুখ মণ্ডলের সীমাবদ্ধ দাগ সমূহ। উহাতে জ্বালা ...র।

কণ্ডুল্যাঙ্গ। মুখ মণ্ডল এবং বাহুতে ইরিথিমার দাগ। উহাতে জ্বালা করে।

জেলসিমিয়াম্‌। মুখ মণ্ডলে হামের ন্যায় স্ফোটক বিশিষ্ট ইরাপসন্‌।

গছিপাম্‌ (Gossipium)। হাঁটুর চারিধারে এবং জঙ্ঘার উপরে লোহিত বর্ণ বেষ্টনির দ্বারা ঘেরা গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সমূহ। উহা অত্যন্ত চুলকায়।

ল্যাকটিক-এসিড্‌। পায়ের সম্মুখ দিকে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ফুস্কুড়ী সমূহ। সামান্য জ্বালা কিন্তু চুলকানি নাই। ঠাণ্ডায় হ্রাস। ইরাপসনগুলি সকালে ৮টার সময় খুব উজ্জ্বল দেখায়।

লরোসিয়ারাস্। যে সমস্ত স্থানে ইরিথিমা হয়, ঐ সব স্থান পরে মলিন লোহিত ও বেগুনি রঙ্গে পরিণত হয়।

মারকিউরিয়স্-সল্। সম্মুখ বাহু এবং উরুতে হালকা লোহিত বর্ণ চক্রাকৃতি স্থান সমূহ। নখ ঘর্ষণে চুলকানির অবসান হইয়া জ্বালায় পরিণত হয়। শিশুর জঙ্ঘার পীড়া, তৎসহ ক্ষতোৎপাদক উদরাময়।

মেজেরিয়ম্। বৃদ্ধদের পদের ইরিথিমা।

নক্সভমিকা। মুখ মণ্ডলের ফুস্কুড়ী। উহা মদ্যপানের পর জ্বালা করে।

ফাইটোলাক্কা। মলিন লোহিত বর্ণ এবং যন্ত্রণাপ্রদ ইরিথিমাযুক্ত দাগ সমূহ।

পাল্‌সেটিলা। মস্তকোপরি ইরিথিমা। পদ এবং পায়ের গোড়ালিতে মলিন নীল অথবা লোহিত বর্ণ ইরাপসন্।

স্যাবাডিলা। বাহুতে রক্তবর্ণ লম্বাদাগ সমূহ। ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি।

গ্রাফাইটীস্। কর্ণের পশ্চাতের পীড়া।

সলফার। শিশুর জঙ্ঘার পীড়া তৎসহ ক্ষতোৎপাদক উদরাময়।

বোরাক্স। শিশুর জঙ্ঘার পীড়া তৎসহ ক্ষতোৎপাদক উদারাময়।

শয্যাক্ষত জন্য।

জিঙ্ক। মেরুদণ্ডের নিম্নস্থ অস্থি এবং উরুর উপরের অস্থির ক্ষত।

ফ্লোরিক এসিড্। যে সব স্থানে ঘর্ম্ম হয়, ঐ সব স্থানের ক্ষত।

কার্ব্বভেজ। তাড়াতাড়ি পচনাবস্থায় পরিণত (কার্ব্বলিক এসিড্ পাইরোজেন)।

ব্যাপ্টেসিয়া। ক্ষত হওয়া (কার্ব্ব-এসিড্)। টাইফয়েড জ্বর হেতু ক্ষত।

হিপার। শয্যাক্ষত সহ ফোড়া হওয়া (মার্ক, সোরিণাম, সাইলিসিয়া)।

আর্নিকা, কার্ব্ব-ভেজ, সালফ্-এসিড্, চায়না, হেমোমেলিস্, পালস্, ফ্লুয়োরিক্-এসিড।

ইন্‌টারট্রিগোর জন্য। ক্যাল-কার্ব্ব, কষ্টিকম্, কার্ব্ব-ভেজ, ক্যামো, গ্রাফা, হিপার, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, পেট্রল, পলস্, সিপিয়া, সলফর।

পেম্ফাইগাস। Pemphigus.

সমসংজ্ঞা—বিম্বিকা, বুলি (Bullae)

এই পীড়া স্তন্যপায়ী শিশু এবং বালকদিগকেই অধিক আক্রমন করে। যুবকেরাও কখনও কখনও ইহাদ্বারা আক্রমিত হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধ অথবা কোনও ঔষধের দ্বারা যে রূপ ফোস্কা হয় এই পীড়াতেও শরীরের স্থানে স্থানে, সেইরূপ ফোস্কা জন্মে। শরীরের প্রায় সমস্ত স্থানেই, বিশেষতঃ হস্ত, পদ, পৃষ্ঠ এবং উদরে, প্রথমে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা বিশিষ্ট আরক্তা জন্মিয়া, তদুপরি স্বচ্ছ ফোস্কা প্রকাশ পায়। ফোস্কাগুলির আকৃতি মটরের ন্যায়, কখনও কখনও ডিম্বের ন্যায় বৃহৎ হয়। এই সমস্ত ফোস্কার অভ্যন্তরস্থ রস প্রথমে স্বচ্ছ থাকে, তৎপর দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র এবং অস্বচ্ছ দেখায়। এই সব ফোস্কা ফাটিয়া গিয়া উহা হইতে রস ক্ষরণ হইতে থাকে। কখনও বা উহা ভিতরে শুষ্ক হইয়া ফোস্কার উপরিস্থ চর্ম্ম কুচ্‌কিয়া যায়। ফোস্কা গুলি কখনও পৃথক পৃথক ভাবে, কখনও বা লেপালেপি ভাবে প্রকাশ পায়।

পুনঃপুনঃ দলবদ্ধ ভাবে ফোস্কাগুলি নির্গমন হওয়ায় এই পীড়া বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। সাংঘাতিক জাতীয় পীড়ায় প্রায় এক মাসের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

সাধারণতঃ, আমাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হেতু এবং পৈত্রিক উপদংশ রোগ হইতে, এই পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। এই পীড়া সহ মৃদুজ্বর ও শরীরে গ্লানি অনুভব হয়।

এই পীড়া সময় সময় অতি আস্তে আস্তে আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হয় আবার কখনও কখনও ইহা বহুমাস এবং বহুবৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তখন ইহা পুরাতন পীড়ায় গণ্য হয়।

শিশুদিগের দুই জাতীয় পেম্ফাইগস্ হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে **পেম্ফাইগাস্ একুটস্ নেওনেটোরাম** (Pemphigus Acutus neonetorum) শিশুর জন্মের দুই সপ্তাহের মধ্যে উহার শরীরে প্রকাশ পায়। ফোস্কা সমস্ত শরীরেই উঠে, তবে উহাদের গতি অতি মৃদু। দ্বিতীয় জাতীয় পীড়া **তরুণ চর্ম্ম পুষ্পিকার** (Aculiexanthemeta) সাদৃশ্যতা পূর্ণ হয়।

এই পীড়া মনুষ্যের, সমস্ত অবয়বই আক্রমণ করে, তবে মস্তক, হস্ত এবং পায়ের

তালু এই রোগের দ্বারা পীড়িত হইতে বড় একটা দেখা যায় না। কখনও কখনও সরলান্ত্র, যোনিদ্বার প্রভৃতির ভিতরের মিউকাস্ ঝিল্লিও এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

পেম্ফাইগাস্ ভল্গারিস্ (Pemphigus vulgaris)

ইহাতে ছোট বড় নানা প্রকার ফোস্কা নিচয় শরীরে প্রকাশ পায়। উহাদের আকৃতি কবুতরের ডিম্বের ন্যায় বৃহৎ হইতে পারে। ইহা এক সময়ে একটী অথবা অনেক গুলি উঠিতে পারে এবং পুনঃ পুনঃ এইরূপ ফোস্কা উঠিয়া রোগ বহু দিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে।

এই রোগের ফোস্কাগুলি অত্যন্ত ছড়ান, পাতলা এবং আঠাল রসে পূর্ণ এবং অনেক দিবস পর্য্যন্ত অক্ষত অবস্থায় থাকে। কখনও কখনও ফোস্কার ভিতরের রস শুকাইয়া উহার উপত্ত্বক চর্ম্মের সঙ্গে লাগিয়া যায়। কিন্তু উহা অধিক দিবস ঐ ভাবে থাকে না, কারণ যখন উহার নিচে নূতন একটী স্তরের সৃষ্টি হয়, তখনই পুরাতন চামড়াটী পড়িয়া যায়।

প্রায়শঃই ফোস্কা ফাটিয়া চামড়া সরিয়া গিয়া উহার নীচে লাল বর্ণ কাঁচা স্থান বাহির হয় এবং উহা হইতে রক্তযুক্ত রস স্রাব হয়। অতঃপর যখন উহার মধ্যে একটী শক্ত স্তর জন্মে তখন ক্রমে ক্রমে এই স্রাব বন্ধ হয়।

কখনও কখনও এই ফোস্কা একক প্রকাশ পাইয়া উহা বিলীন হওয়ার পর, আর একটী প্রকাশ পায়। অল্প সময়ের মধ্যে অথবা অনেক দিবস পর পর এইরূপ হইতে থাকে, আবার কখনও সপ্তাহান্তে অথবা মাসান্তে একসঙ্গে কতকগুলি ছোট ছোট ফোস্কা প্রকাশ পাইতে থাকে।

ভাবিফল। এই পীড়া চিকিৎসা সত্ত্বেও বহু বৎসর যাবৎ শরীরে বিদ্যমান থাকিয়া অবশেষে আপনা আপনিই আরোগ্য লাভ করে, অথবা প্রায়ই রোগীর জীবন নাশ করে।

পেম্ফাইগাস ফোলিয়াসিয়াস (Pemphigus foleaceus)।

ইহা অতি মারাত্মক রোগ। এই জাতীয় ফোস্কার কতক অংশ জলপূর্ণ হয়, অবশিষ্ট অংশ শিথিল অবস্থায় থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নিকটস্থ

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE
LIBRARY DEPT.

৫নং চিত্র।

পেমফাইগাস। ৫১ পৃষ্ঠা। Pemphigus.

৬নং চিত্র।

ইম্পিটিগো। ১০৯ পৃষ্ঠা। Impetigo.

অন্যান্য ফোস্কার সহিত মিলিত হইয়া একটী বৃহদাকার, থ্যাবড়া, জলপূর্ণ অর্ব্বুদের আকার ধারণ করে। এই পীড়ার আক্রমণের সঙ্গে রোগীর দুর্ব্বলতা এবং বলক্ষয় হইতে থাকে। ইহাতে প্রায়ই রোগীর জীবন নাশ হয়।

কোনও কোনও স্থলে এই পীড়ায় রোগীর শরীরে মাত্র একটী ফোস্কার আবির্ভাব হইয়া, উহা ক্রমে বিস্তারিত হইয়া সমস্ত অবয়বের চামড়া উঠিয়া গিয়া বাদামী রঙ্গের মামড়ী দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত হইয়া যায়। এই পীড়া হইলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত।

এই রোগের কারণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।

ভাবিফল। এই পীড়া আরোগ্য হইলেও খুব আস্তে আস্তে আরোগ্য হয়। প্রায়ই এই পীড়ায় পুনরাক্রমণ হইতে দেখা যায়। বৃদ্ধেরা এই পীড়াক্রান্ত হইলেই এবং শিশুদের পীড়ায় রোগীর শরীরে যদি ক্ষত জন্মে, তবে আরোগ্যের আশা থাকে না বলিলেই হয়। রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর চিকিৎসার ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে।

ভ্রমাত্মকপীড়া। এই পীড়ার সঙ্গে অন্য কোনও রোগের বিশেষ সাদৃশ্য নাই; তবে একজিমা রোগে কখনও কখনও রোগীর হাতে, দ্বিতীয় অবস্থায় ফোস্কা জন্মে, কিন্তু পেম্ফাইগাসে ফোস্কা হস্তে এবং হস্তের অঙ্গুলীতে বড় একটা হয় না এবং রোগীর অন্যান্য অবয়বে, একজিমা বিদ্যমান থাকে। একথিমা ক্যাকেটিকাস্ রোগের গুটীগুলি রক্তযুক্ত রসে ভরা, উহাতে রীতিমত কোনও ফোস্কা হয় না, উহার মামড়ী গুলি পুরু ও কদর্য্য এবং ক্ষত গুলি গর্ত্তপনা। রুপিয়া রোগের ফোস্কাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং থ্যাবড়া। উহার ভিতর রসে ভরা, উহার মামড়ী গুলি উঁচু, মলিন বর্ণ এবং পুরু কিন্তু এই পীড়ার ক্ষত গভীর এবং অপরিস্কার। পিটিরাইসিস্ রুব্রার সঙ্গে এই রোগের সাদৃশ্য আছে কিন্তু উহাতে কখনও বড় ফোস্কা জন্মিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। উহার শল্কগুলি ক্ষুদ্রতর এবং উহা যে রীতিতে একটীর উপর অপরটী স্থাপিত হয়, তাহার একটী স্বতন্ত্রতা আছে।

কখনও কখনও ইম্পিটাইগো কণ্টাজিওসায় ফোস্কা গুলি কিছু বৃহদাকার ধারণ করে কিন্তু পেম্ফাইগাসের ফোস্কার মত বিস্তৃত হয় না। এই ফোস্কা থ্যাবড়া আকৃতি বিশিষ্ট এবং উহার মধ্যে পুঁয জন্মিয়া চেপ্টা হরিৎ বর্ণ মামড়ী পড়ে।

৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

এমন-মিউর। দক্ষিণ স্কন্ধের উপর মটরের আকার ফোস্কা। উহা চুলকায়। বক্ষস্থলের স্থানে স্থানে জ্বালা, শীতবোধ বিশেষতঃ চলিবার সময়। শরীর মোটা সোটা অথচ পা সরু।

এনাকার্ডিয়াম। সমস্ত শরীর স্কারলেটিনার ন্যায় লোহিত বর্ণ এবং উহার উপর পিনের মস্তকের আকৃতি হইতে মটরাকৃতি বহু সংখ্যক ফোস্কা। চুলকায়। রাত্রে, সন্ধ্যায় ও বিছানার গরমে বৃদ্ধি।

আর্সেনিক। কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কা, জ্বালা ও কর্ত্তন বৎ বেদনা। পেম্ফাইগাস্-ফলিয়েসিয়াস্ রোগ পুরাতন ও গ্যাংগ্রিনে পরিণত হইলে। অস্থিরতা ও টাইফয়েড লক্ষণ।

বেলেডোনা। করতলে ও টিবিয়াতে জলপূর্ণ কুস্কুড়ী। উহাতে এত ব্যথা হয় যে রোগী যন্ত্রনায় চীৎকার করিতে থাকে। সন্ধ্যায় শীতবোধ, উভয় বাহুতেই অধিক এবং মস্তকে গরম অনুভব হয়।

ব্রায়োনিয়া। হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হওয়ায়, এই পীড়া হইলে।

ক্যান্থারিস্। চর্ম্মোপরি ফোস্কা উহা ইরিসিপেলাস্ প্রদাহযুক্ত। কণ্ডুয়ন অপেক্ষা জ্বালা অধিক। ফোস্কাগুলি রসপূর্ণ। শরীরের দক্ষিণ দিকেই পীড়ার আধিক্য। স্পর্শে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা। প্রস্রাবের গোলযোগ।

ক্যালথাপ্যালাস্ট্রীস্ (Calthapalastris)। বৃহৎ ফোস্কা, উহার চতুর্দ্দিকে অঙ্গুরীয়বৎ রক্তবর্ণ। **তৃতীয় দিবসে মেড় মেড়ী** পড়ে। অত্যন্ত চুলকায়।

কষ্টিকাম। গ্রীবা এবং বক্ষের দক্ষিণ দিকে এবং পৃষ্ঠে ছোট বড় ফোস্কা। উহা ক্রমে চেপ্টা আকৃতি ধারণ করে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। শরীরে তাপ ও ঘর্ম্ম। শিশুর প্রায়ই গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি হয়। হাঁচিতে ও নাক ঝাড়িতে অসাড়ে মূত্র -ত্যাগ। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।

চিনিনাম্-সলফ্। চর্ম্মোপরি ছোটবড় সংযুক্ত কালবর্ণ ফোস্কা সমূহ উঠার পর ক্ষত হইয়া শুষ্কভাব ধারণ করে ও উহার উপর চটা পড়ে।

ক্লোরাল্। ফোস্কাগুলির চতুর্দ্দিকে কৈশিক নাড়ী থাকা হেতু রক্তবর্ণ দেখায়।

কোপেইবা। পেম্ফাইগাস্ হইতে দুর্গন্ধ রস ক্ষরিত হয়। উহাদ্বারা প্রথমে মিউকাস্ঝিল্লি ও পরে চর্ম্ম আক্রান্ত হয়।

ক্লেমেটিস্। জ্বালা, দপ্ দপ্ কর বেদনা, হাজাকর হল্‌দে কস যুক্ত ফোস্কা। অতিশয় শীর্ণতা।

চায়না। ফোস্কাগুলির ভিতরের রস জলবৎ তরল, হাজাকর ও দুর্গন্ধযুক্ত। গ্যাংগ্রিন হইবার আশঙ্কা থাকে। স্নায়ুর অত্যন্ত উত্তেজক পীড়া।

ক্রোটেলাস। যে পেম্ফাইগাস্, রোগীর নিস্তেজ টাইফয়েড অবস্থায় হয়। উহার ফোস্কা গুলি কাল রক্ত পূর্ণ থাকে। উহা গ্যাংগ্রিনে পরিনত হওয়ার আশঙ্কা হয়।

ডালক্যামরা। ফোস্কা গুলিতে জ্বালাকর বেদনা। অস্থিরতা, তৃষ্ণা এবং শীর্ণতা। ফোস্কা গুলি ফাটিয়া প্রসারণশীল ক্ষতে পরিণত হয়।

গুম্মিগাটি (Gummi gutti)। অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আইওডিন। পারদের অপব্যবহারের পর পীড়ার উৎপত্তি। গ্যাংগ্রিনে পরিণত হইতে থাকে।

ক্যালি-কার্ব্ব। জ্বালা, কণ্ডুয়ন এবং সুচফোটান বেদনা। প্রসারণশীল ফোস্কা।

ল্যাকেসিস্। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ফোস্কা। গ্যাংগ্রিনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। নিদ্রিতাবস্থায় ছটফট করা ও বিলাপ করা। নিদ্রান্তে যন্ত্রনার বৃদ্ধি।

মার্ককর। উপদংশজ পেম্ফাইগাসে উপকারী।

মারকিউরিয়স্। প্রসারিত হওয়ার স্বভাব যুক্ত বৃহৎ ফোস্কা, উহা হইতে জ্বালাকর কসানি স্রাব হয়। অত্যন্ত ঘর্ম্ম উহাতে রোগের উপশম হয় না। রাত্রে বৃদ্ধি।

ন্যাট্রাম্-কার্ব্ব। ফোস্কাগুলি হইতে পুঁযপূর্ণ রস বাহির হয়। শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক, কর্কশ এবং ফাটা ফাটা।

ন্যাট্রাম্-সল্ফ। সমস্ত শরীরে জলপূর্ণ ফোস্কা অথবা ফুস্কুড়ী।

ন্যাট্রাম্-মুর। জলের ন্যায় কষানি সহ ফোস্কা।

ফস্ফরাস্। কঠিন বেদনা যুক্ত ফাটিবার উপযুক্ত ফোস্কা, উহাতে কণ্ডুয়ন থাকেনা। লম্বাকৃতি শিশু যাহারা সন্ধ্যা বেলায় ঠাণ্ডা বোধ করে, যাহাদের হস্ত ও বাহু অবশ বোধ হয় এবং খাদ্য বমি হইয়া উঠিয়া যায়। যাহাদের শরীরের সামান্য ক্ষত হইতে অধিক রক্ত পড়ে।

ফস্‌ফরিক-এসিড্‌। হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে গভীর কঠিন ফোস্কা। পদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ফোস্কা। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে দুর্ব্বল ব্যক্তির পীড়া। অত্যন্ত অবসন্ন এবং অনাবিষ্ট।

র‍্যানান্‌ কিউলাস্‌ বাল্‌ব (Ranuuculas bulb)। হাতের অঙ্গুলীর উপরিস্থ ফোস্কা পুনঃপুনঃ দেখা যায়। দুর্গন্ধময় চট চটে রস বাহির হয়। এই রস যে স্থানে লাগে তথায় ক্ষত হয়। নবজাত শিশুদের পীড়ায় এই ঔষধ-অধিক উপযোগী।

র‍্যানান কিউলাস্‌ (Renuuculas scle)। ভেসিকল এবং ক্ষত হইতে পাতলা, ক্ষতকর হলুদবর্ণ কসানি স্রাব হয়। উহাতে চুলকানি, খোচান এবং কামড়ান বেদনা। স্নায়ু দুর্ব্বলতা ও উৎকণ্ঠা সহ নিদ্রাশূণ্যতা।

হ্রাসটক্স। জলবৎ অথবা দুগ্ধবৎ রসযুক্ত একত্র সংলগ্ন ফোস্কা নিচয়। অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে। চর্ম্ম হইতে খোলসের মত উঠিয়া যায়।

র‍্যাফেনাস্‌। বুকের উপরস্থ জলপূর্ণ ফোস্কা নিচয়। উহাতে বেদনা অথবা প্রদাহ থাকে না

স্ক্রফিউলেরিয়া-নোড (Scrophularia nod)। কর্ণের চারিপার্শ্বে এবং মধ্যের পেম্ফাইগস্‌ সদৃশ ফোস্কা।

সিপিয়া। হস্ত এবং বাহুর পীড়া। সর্ব্বাঙ্গে ভার বোধ। ঠাণ্ডা বায়ু সহ্য হয় না। সন্ধি সমূহে বেদনা।

থুজা। দুর্গন্ধ এবং শক্ত হওয়ার স্বভাব যুক্ত পেম্ফাইগাস ফোলিয়েসাম্‌।

টার্টার-এমেটিক। রক্তযুক্ত কসানি পূর্ণ ভেসিকল। উহা ফাটে এবং সঙ্কুচিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করতঃ ক্ষতে পরিণত হয়। পাকস্থলীর গোলযোগ।

পারপিউরা। purpura.

সমসংজ্ঞা—ধুম্রোগ, ভূশীতাদ।

এই পীড়ায় নানা আকারের রক্তপূর্ণ দাগ সমূহ শরীরের চর্ম্মের স্থানে স্থানে হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া, উহারা সত্বরই ধুম্রবর্ণ ধারণ করে। এই সমস্ত

দাগ শরীর হইতে অনুচ্চ এবং মসৃণ দেখায়। উহাতে অঙ্গুলীর দ্বারা চাপ দিলে ঐ স্থানের রক্ত সরিয়া যায় না। ইহা চুলকায় না, পাকিয়া পূঁয সঞ্চয় হয় না অথবা পীড়িত স্থানের ছাল উঠিয়া যায় না। এই সমস্ত দাগ শরীরে প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গিক সামান্য অথবা গুরুতর অসুস্থতা অনুভব হয়।

এই পীড়াকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(১) **সাধারণ পারপিউরা (Purpura Simplex)**

(২) **বাতজ পারপিউরা (Purpura Rheumatica)**

(৩) **রক্তস্রাবী পারপিউরা (Purpura Haemorrhagica)**

উগ্রজাতীয় পীড়ার দাগগুলি শরীরে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই, রোগী প্রায়ই গলক্ষত দ্বারা আক্রান্ত হয়।

সাধারণ পারপিউরা অতি মৃদু জাতীয় পীড়া। ইহার সহিত শারীরিক কোনও অসুস্থতা প্রায়ই প্রকাশ পায় না। তবে কখনও কখনও ক্ষুধামান্দ্য এবং শরীর অসুস্থ বোধ হয়। এই পীড়ায় আলপিনের মস্তক অথবা উহা হইতে কিছু বৃহৎ আকারের উজ্জল, লালবর্ণ দাগ সমূহ, হঠাৎ চর্ম্মোপরি প্রকাশ পায়। প্রায়ই এই সমস্ত দাগ শরীরের নিম্ন শাখায় প্রকাশ পায়, তবে কখনও কখনও ইহা সম্মুখ বাহুতেও প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। দাগগুলি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাওয়ার পর, ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে থাকে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। কোনও কোনও স্থলে, এইরূপ দাগ পুনঃ পুনঃ উঠিতে থাকে, এবং চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ হইতে থাকে কিন্তু এই প্রকার রোগীর সংখ্যা অতি বিরল।

বাতজ পারপিউরার লক্ষণগুলি, সাধারণ পারপিউরার সমতুল্য, তবে উহাতে পার্থক্য এই যে ইহাতে রোগীর শরীরে বাতের বেদনা এবং গ্রন্থির স্ফীততা জন্মে এবং জ্বরসহ ধাতুগত বিশৃঙ্খলার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার গতি সামান্য পারপিউরা হইতে কিঞ্চিৎ উগ্র।

রক্তস্রাবীপারপিউরা। পীড়া প্রথমে সামান্য পারপিউরার মতই শরীরে প্রকাশ পায় কিন্তু পরে, ধাতুগত শারীরিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া

মুখমধ্য, দাঁতের গোড়া, ফুস্‌ফুস্‌, কিড্‌নী প্রভৃতি যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং শরীরাভ্যন্তরে রক্তস্রাব হইয়া, চর্ম্মের উপর অনেক স্থান ব্যাপিয়া কালিমার উৎপত্তি হয়। অপর পক্ষে পীড়া শারীরিক অসুস্থতা সহ প্রকাশ পাইয়া, উৎকট আকার ধারণ করে। এই জাতীয় পীড়ার দাগগুলি শরীরের প্রায় সমস্ত অবয়বেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় তবে সাধারণতঃ প্রথমে উহারা কাণ্ড এবং শাখাতেই প্রকাশ পায়। উগ্র আকার ধারণ করা সত্ত্বেও, এই পীড়া কয়েক সপ্তাহ অথবা কয়েক মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়। মারাত্মক পীড়ায় মুখ, আমাশয় প্রভৃতি হইতে রক্তস্রাব হইয়া রোগী অবসন্ন হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

এই পীড়া সব বয়সের স্ত্রী এবং পুরুষের হইতে পারে, তবে ১০ বৎসর হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ হইতে দেখা যায়। সুস্থ, হৃষ্টপুষ্ট এবং দুর্ব্বল ও শীর্ণ ব্যক্তিদের সমভাবে এই পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে।

পীড়ার কারণ। শরীরে ম্যালেরিয়া বিষের অবস্থান, পটাসিয়াম্‌ আইওডাইড, স্যালিসিলেট এবং ক্লোর‍্যাল প্রভৃতির ইন্‌জেকসন্‌ লওয়া, শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং পুষ্টিকর প্রচুর খাদ্যের অভাব এই রোগ উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য। অত্যন্ত রক্ত শূন্যতা, শীতাঙ্গ, বসন্ত, রক্তের বিষাক্ততা, টাইফাস্‌, উপদংশ, বৃক্ক প্রদাহ প্রভৃতি রোগ ভোগ কালীন অথবা পরে এই পীড়া প্রকাশ পাইতে পারে। গণোরিয়া হইতে উৎপন্ন বাতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া, মেরুদণ্ডের মজ্জার প্রদাহ এবং লোকোমোটর এটাক্‌সিয়া রোগ হইতেও এই পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়াও এই পীড়া প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে।

পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যায়াম্‌, বিমল বায়ুতে ভ্রমণ এবং সূর্য্যতাপ সেবন, সুপথ্য।

আর্নিকা। স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর আঁতুর ঘরে শরীরে হলুদ-লাল এবং রক্ত মিশ্রিত নীলবর্ণ দাগ।

আর্সেনিক। সময় সময় শরীরে বেগুনি রঙ্গের দাগ সমূহ বিশৃঙ্খল ভাবে দেখা দেয়। শরীরে অসহ্যদাহ, অস্থিরতা, নিদ্রায় অচেতন, শ্বাসকৃচ্ছতা এবং মানসিক যাতনা। বক্ষস্থল, গ্রীবা, পেট, জননেন্দ্রিয় এবং উরুতে বেগুনি রঙ্গের দাগ সমূহ। ফুস্‌ফুস্‌, বক্ষাবরক ঝিল্লি, হৃদাবরক ও হৃদপিণ্ডে কালশিরা দাগ।

বাপটেসিয়া। সমস্ত শরীরে বেগুনি রঙ্গের গোলাকার দাগ সমূহ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। সর্ব্বদাই শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। শরীরে মৃষ্টবৎ বেদনা ও অসুস্থ বোধ।

বারবেরিস। দক্ষিণ স্কন্ধ অথবা বাম উপর বাহু, মস্তক এবং হাতের কব্জীর পশ্চাতে বেগুনি রঙ্গের দাগ সমূহ। মূত্রাশয়ের পীড়া। সুস্থ ব্যক্তির পীড়া।

ব্রায়োনিয়া। বাহুতে মটরের আকৃতি অথবা উহা হইতে একটু বড় গোলাকার চেতনা বিহীন রক্তবর্ণ দাগ সমূহ। খিটখিটে, উৎকন্ঠিত, বিছানায় উঠিয়া বসিলেই বমি আসে এবং মূর্চ্ছা হয়। নাসিকা ও শরীরের অন্যান্য দ্বার হইতে রক্ত পড়া। হামের সময়ের পীড়া।

চায়না। শরীরে বেগুনি রঙ্গের দাগ সমূহ। অত্যন্ত অনুভবাধিক্য। সর্ব্বশরীরে ছিন্নবৎ বেদনা, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম বিশেষতঃ রাত্রে। জণ্ডিস্, অবসন্নতা। নিয়মিত সময়ে বৃদ্ধি।

চিনিনাম্-সলফ্। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, দাঁতের গোড়া হইতে রক্তস্রাব, রক্ত বাহ্য। বেগুনি রঙ্গের পীড়কা। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। ঠিক নিয়মিত সময়ে রোগের উৎপত্তি।

ক্লোরাল্। শরীরে বেগুনি রঙ্গের দাগ সমূহ। দন্তের শিথিলতা। জিহ্বায় ফোস্কা, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং উহা হইতে সর্ব্বদাই জল পড়ে। চক্ষুর পাতা পড়িয়া যাওয়া। সমস্ত শরীরের অবসন্নতা। চর্ম্মে অত্যন্ত স্পর্শ লোপ, শরীরের গ্রন্থিগুলির উপরে অথবা নীচে অত্যন্ত বেদনা। আর্দ্র শীত ঋতুতে এবং সামান্য মদ্য পানেও বৃদ্ধি।

কোকোয়া (Cocoa)। চর্ম্মের নীচে একটী পিনের মস্তকের পরিমাণ কালশিরা দাগ। আঙ্গুলের উপরে ঐরূপ দাগ।

ক্রোটালুস। শরীরের সমস্ত দ্বার দিয়া রক্তস্রাব। সমস্ত শরীরে কম্পন সম্বলিত দুর্ব্বলতা। ক্ষীণ এবং সূত্রাকার নাড়ী। শরীরের চর্ম্ম ঠাণ্ডা এবং স্পর্শানুভব শূন্য। মুখ মণ্ডলের পাণ্ডুরতা। হৃদপিণ্ড উল্‌টিয়া পড়ার মত দুর্ব্বলতা। কাল রক্ত শরীরের সমস্ত দ্বার দিয়া চুয়াইয়া বাহির হয়, উহা জমাট বাঁধেনা।

এরিজিরণ (Erigeron)। নাসিকা, জরায়ু এবং শরীরের অন্যান্য

স্থান হইতে উজ্জ্বল লাল টক্‌টকে রক্তস্রাব। রক্ত থাকিয়া থাকিয়া পতিত হয়। যখন কোনও সুপ্রযোজ্য ঔষধে উপকার হয় না তখন এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখা উচিৎ।

হ্যামামেলিস্‌। হেমরেজিক পারপিউরা নাসিকা হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব। **শীরা হইতে রক্তস্রাব।** রক্ত অপ্রবল (**Passive**), উহার রং একটু কাল ও চাপ চাপ। সমস্ত শরীরে আঘাত লাগার মত টান ভাব। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অতিশয় শ্রান্তি ও আলস্য। বৃদ্ধ বয়সে রক্তের গুণের বৈলক্ষণ্য বশতঃ রক্তস্রাব।

ল্যাকেসিস। চর্ম্মে কাল এবং লোহিত বর্ণের ডোরা দাগ। অতিশয় শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি। পদতল বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। বেড়াইবার সময় মাথা ঘোরে। চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ আন্দোলিত শিখা দর্শন।

শরীরে ঈষৎ বেগুনি কাল রংয়ের দাগ সমূহ। স্ত্রীলোকের রজঃনিবৃত্তি কালের পীড়া। গ্যাংগ্রিন হওয়ার স্বভাব।

মার্কিউরিয়স। শরীরের চর্ম্মে নীলাভ লাল দাগ সমূহ। উহা চতুর্দ্দিকে ঘোরাল কিন্তু মধ্যস্থলের বর্ণ হালকা।

ফসফরাস। শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা (**Petechise**)। অতিশয় স্নায়বিক দৌর্বল্য। শরীরের সর্ব্বস্থানের সহজে রক্তস্রাব প্রবণতা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে অধিক রক্ত নির্গত হয়। হৃদপিণ্ড এবং শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় গোলযোগ। স্থানে স্থানে গ্যাংগ্রিন। এলবিমিন্থুরিয়া। পদে নীল আভা যুক্ত লোহিত বর্ণ দাগ সমূহ।

হ্রাসটক্স। সামান্য পারপিউরা। পায়ের গোড়ালীর ভিতর দিকে গাঢ় পাটকিলে রংয়ের দাগ সমূহ। সন্ধি সমূহের বাত, বিশ্রামে বৃদ্ধি। অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিলে পদের গুল্‌ফ দেশ স্ফীত হয়। সমস্ত শরীরে জ্বালা, কণ্ডুয়ন বিশেষতঃ রাত্রে। নিদ্রাশূণ্যতা এবং অস্থিরতা।

রসভেন (Rhusven)। বেদনা যুক্ত ছোট ছোট কালশিরা দাগ। দাঁতের মাড়ী হইতে রক্ত স্রাব। রক্তমূত্র। শরীরে ছিন্নবৎ বেদনা ও দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ বিশ্রাম সময়ে। সমস্ত শরীরে জ্বালা এবং চুলকানি, বিশেষতঃ রাত্রে। অনিদ্রা এবং অশান্তি।

সিকেল কর। শরীরের নানা দ্বার হইতে রক্তস্রাব। বেগুনী রংয়ের পীড়কা। মলিন রক্তপূর্ণ পীড়কা। অত্যন্ত অবসন্নতা, কখনও কখনও মূর্চ্ছা। ক্ষীণ সুত্রবৎ নাড়ী। আশঙ্কা ও মৃত্যুভয়। তাপে উপশম।

টেরিবিন্‌থিনা। নাসিকা হইতে প্রবল রক্তস্রাব। রক্তময় মূত্র। শরীরে আরক্ত পীড়কা। বৃক্ককের পীড়া। সেঁতসেতে স্থানে বাসের মন্দ ফল।

সলফিউরিক-এসিড। সম্মুখ বাহুতে নীলবর্ণ দাগ সমূহ। সমস্ত দ্বার হইতে মলিন পাতলা রক্তস্রাব। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। সর্ব্বশরীরে কম্পানুভব, অথচ প্রকৃত কম্প পরিশূণ্যতা। বৃদ্ধদিগের রোগেই অধিক উপযোগী।

ভেরেট্রেম ভিরিডি। সামান্য পারপিউরা। অঙ্গে তড়িতের ন্যায় আঘাত অনুভব। দ্রুত নাড়ী, মন্দবেগ বিশিষ্ট শ্বাস। রক্তপ্রধান ধাতু।

তৃতীয় অধ্যায়।

এপিডেমিক এবং স্পর্শসংক্রামক রোগ সমূহ।

বসন্ত।

সমসংজ্ঞা। স্মল্ পক্স (small pox), ভেরিওলা (veriola), মসুরিকা, শীতলা গুটী, আদৎ বা জাতি বসন্ত, ইচ্ছা বসন্ত।

এই পীড়ায় প্রথমে জ্বর হইয়া শরীরে গুটী বাহির হইয়া উহাতে জল এবং তৎপর পূঁয সঞ্চার হইয়া থাকে। উহারা সাধরণতঃ শরীরের অনাবৃত স্থান এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর প্রকাশ পায়। উহাদের গতি অতি দ্রুত হয়। গুটী

গুলিতে পূঁয হওয়ার পর উহা ফাটিয়া যায় এবং তথায় মামড়ী পড়ে। মামড়ী গুলি শুকাইয়া পড়িয়া যায় কিন্তু ঐ সব স্থানে চিরকালের জন্য দাগ থাকিয়া যায়।

ইহা একটি ভীষণ স্পর্শসংক্রামক এবং এপিডেমিক রোগ। রোগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে কোনও সময়ে ইহা সংক্রামিত হইতে পারে। কিন্তু গুটী গুলিতে পূঁয সঞ্চার হওয়ার প্রাক্কালেই, রোগীর সংস্পর্শে যাহারা আসে, তাহাদের পক্ষে বিপদ সঙ্কুল সময়। রোগের অঙ্কুরায়মান অবস্থায় যখন একটী গুটীও রোগীর শরীরে প্রকাশ পায় না, তখনও এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সংক্রামকতার সংখ্যা খুব বিরল। ইহার ছোঁয়াচে শক্তি নানা প্রকারে বিস্তার হইতে পারে। রোগীর রক্ত, পুঁয, মামড়ী,পীড়িত স্থানের শুষ্ক চর্ম্ম, ব্যবহৃত কাপড়, বিছানা দ্বারা রোগ বিস্তার হইতে পারে। রোগীর চর্ম্ম হইতে যে সব সক ও মামড়ী উঠিয়া পড়িয়া যায়, উহা এই রোগের সংক্রামকতা বহন করার একটী প্রধান উপাদান বলিয়া গণ্য, কারণ পীড়িত চর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি, কাপড়, বিছানা, গৃহের আসবাব, দেওয়াল এবং গৃহ পালিত জন্তুর গায়ে লাগিয়া স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। এই রোগের ছোঁয়াচে শক্তি এত প্রবল এবং এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় যে, রোগী পীড়িতাবস্থায় গাড়ী, পাল্‌কি, নৌকা প্রভৃতি যে সব যান ব্যবহার করে, উহা দ্বারা এবং ডাকের চিঠিপত্র এবং টাকা পয়সার দ্বারাও এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে।

এই রোগে স্ত্রী এবং পুরুষকে সমভাবে সকল বয়সেই আক্রমন করে। শিশুদের মধ্যেই এই রোগে আক্রমন এবং মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। মাতার গর্ভাবস্থায় এই রোগ হইলে গর্ভস্থভ্রূণও ইহার দ্বারা আক্রমিত হইতে পারে কারণ শিশুকে এই পীড়া অথবা শরীরে এই পীড়ার দাগ সহ জন্মিতে দেখা গিয়াছে। গর্ভবতী মাতার এই পীড়া না হওয়া সত্ত্বেও সন্তান জন্মিলে তাহার শরীরে বসন্তের দাগ দেখা গিয়াছে, ইহাতে এই প্রতীয়মান হয় যে, মাতার পীড়া এত মৃদু হইয়া ছিল যে, তাহার শরীরে ইরাপসন্ উঠিলেও চিনিতে পারা যায় নাই। কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রূণ, রোগের তাপ সহ্য করিতে পারে নাই।

আরক্তজ্বর (Scarlet fever), হাম জ্বর এবং টাইফয়েড জ্বর ভোগ কালীন

বসন্ত রোগের আক্রমন নাও হইতে পারে, ইহা ব্যতীত অন্য কোন তরুণ অথবা পুরাতন পীড়া বসন্তের আক্রমন অবরোধ করিতে পারে না।

বসন্তের গুটীর সাধারণতঃ পাঁচটী অবস্থা। প্রথমাবস্থায় শরীরের রোগের বিষ সংক্রামন হওয়ার পর ৫ হইতে ২০ দিন মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়, ইহাকে **অঙ্কুরায়মান** (incubation) অবস্থা বলে। দ্বিতীয় অবস্থায় চর্ম্মে লাল লাল দাগ প্রকাশ পায়, উহাকে **ম্যাকিউল** (macu'ge) বলে। তৃতীয় অবস্থায় এই দাগ গুলি ক্রমশঃ উচ্চ এবং কঠিন হইয়া উঠে, তখন উহাকে **প্যাপিউল** (Papule) বলে। চতুর্থ অবস্থায় উহাদের মধ্যে রস জমে তখন উহাকে **ভেসিকল** (Vasicle) বলে। পঞ্চম অবস্থায় এই রস পূঁযে পরিণত হয় এবং গুটী গুলির মস্তক নিচু হইয়া নাভীবৎ দেখায়, তখন উহাকে **প্যাসটিউল** (Pastule) বলে। এই সব প্যাসটিউল কখনও কখনও ফাটিয়া গিয়া অথবা শুকাইয়া গিয়া, উহার উপর মামড়ী পড়ে, ইহাকে **ইনক্রাসটেসন্** (Incrustation) অবস্থা বলে।

এই রোগ সাধারণতঃ তিন প্রকার।

১। **ভেরিওলা ভেরা** (Variola vera)। ইহা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) **ছিটা বসন্ত** (discrete) অথবা বিশ্লিষ্ট বসন্ত। (খ) **লেপা বসন্ত** (Coufluent) অর্থাৎ সংযুক্ত অথবা শ্লিষ্ট বসন্ত। (গ) **অর্দ্ধ সংযুক্ত** (Semi confluent or coherent) বসন্ত লেপা বসন্তের মধ্যেই গণ্য হয়।

২। **রক্তদল বসন্ত** (Variola haemorrhagica)। ইহা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) **পারপুরা ভেরিওলসা** (Purpura variolosa), (খ) **ভেরিওলা হেমরেজিকা পাষ্টুলোসা** (Variola haemorrhagica pustulosa)

(৩) **ভেরিওলয়েড** (Varioloid)। গোবীজে টীকা লওয়ার পর বসন্ত।

বসন্তের অঙ্কুরায়মান অবস্থা (Inculation period) ১৪ দিন। সাধারণতঃ ১২ দিনই সর্ব্ববাদী সম্মত, তবে কখনও কখনও ইহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শারীরিক অথবা মানসিক কোনও বৈলক্ষণ্যতা

নাও হইতে পারে ; তবে প্রায়ই রোগী অসুস্থতা বোধ করে। বসন্তের বিষ টীকা দ্বারা (by Inoculation) শরীরে প্রবেশ করাইলে ছয় হইতে নয় দিনের মধ্যে প্রাথমিক লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়।

আক্রমনাবস্থায় (Invasion stage) শীতসহ প্রবল জ্বর হইয়া প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাত্রতাপ ১০২ হইতে ১০৩।৫ পর্য্যন্ত উঠে। শরীরে অন্য প্রকারের ইরাপসন্ উঠার জ্বর হইতে এই জ্বর অতি প্রবলতর। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গাত্রতাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ১০৫।১০৬ পর্য্যন্ত উঠে। জ্বরের সঙ্গে শিরঃপীড়া, কোমরে বেদনা, শাখা সমূহে বেদনা, বিবমিষা, বমন, গলায় বেদনা, আলোকাতঙ্ক, মুখ মণ্ডল রক্তাভ, ক্যারোটিড (Carotid) স্পন্দন এবং কখনও কখনও বিকারের ভাব প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে গলগহ্বর এবং টনসিলের প্রদাহ জন্মে। এই প্রদাহ স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া স্বরভঙ্গ এবং কাশি হয়।

জ্বর প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিরঃপীড়া দেখা দেয় এবং উহা সর্ব্বদার তরে লাগিয়া থাকে। এই শিরঃপীড়া, কোমরের অতি তীব্র বেদনা এবং তৎসহ এপিডেমিক বিদ্যমান থাকিলে, এই তিনটী এই রোগ চিনিবার প্রধান লক্ষণ। কোমরের বেদনার তীব্রতা, এই রোগের তীব্রতা নিরুপণের প্রধান সহায়। ইরাপসন্ প্রকাশ পাইতে থাকিলেই এই বেদনার হ্রাস হয়।

কোনও কোনও রোগীর পাকস্থলীর গোলযোগ এত অধিক হয় যে, তজ্জন্য অতি উৎকট্ বমন হইতে থাকে এবং উহা তাহার পক্ষে ভয়ানক কষ্টদায়ক হয়।

আক্রমনাবস্থায় স্নায়বিক লক্ষণ এই রোগের একটি বিশেষ অঙ্গ, তজ্জন্য শিশুদের পীড়ার প্রথম হইতেই কন্‌ভালসন্ হয়। হৃদপিণ্ডের অবসন্নতা এবং অচৈতন্যকর নিদ্রা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় ইরাপসন্ উঠার পূর্ব্বেই শিশুর মৃত্যু হয়।

আক্রমনাবস্থায় কখনও কখনও শরীরের স্থানে স্থানে এক প্রকার ফুস্কুড়ী উঠে। অনেকে বলেন এইরূপ ফুস্কুড়ী উঠিলে বসন্ত রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত মৃদু হয়, মোট কথা এইরূপ ইরাপসন্ যে সব অবয়বে উঠে, সেই সব অঙ্গে আদত বসন্ত তত বেগে আক্রমন করে না।

আক্রমনাবস্থার তীব্রতার উপর রোগের ভাবী তীব্রতা নির্ভর করে না। রোগ প্রথমে তীব্র হইলেও, পরে মৃদুভাব ধারণ করে এবং প্রথমে মৃদু থাকিয়া পরে তীব্র আকার ধারণ করে; তবে সাধারণতঃ রোগ প্রথমে মৃদু থাকিলে, বরাবরই মৃদু থাকে।

জ্বর প্রকাশ পাইবার তৃতীয় দিবসে শরীরে গুটীকা প্রকাশ পাইতে থাকে। কখনও কখনও উহা চতুর্থ দিনেও প্রকাশ পায়। ইহা প্রথমে ম্যাকিউল্ অবস্থায় দেখাদিয়া সত্বরই প্যাপিউল আকার ধারণ করে। **প্রথমে ইহা কপালে চুলের নীচে এবং হাতের কব্জীতে প্রকাশ পায়।** ইহারা সংখ্যায় অধিক হইলে প্রথমে উহাদিগকে হামের ন্যায় দেখায়। আট হইতে ষোল ঘণ্টার মধ্যে, উহা শরীরের অন্যান্য অবয়বে প্রকাশ পায়, কিন্তু ঐ সমস্ত অবয়বে উহাদের সংখ্যা কম। গুটিগুলি প্রকাশ পাওয়ার একদিন পর রোগী চর্ম্মের নীচে গুলি বিদ্ধের ন্যায় অনুভব করে। দ্বিতীয় দিবসে উহাতে রস সঞ্চার আরম্ভ হইয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উহারা রসে পূর্ণ হয়। এই সময় উহাদের মস্তকগুলি নিচু হইয়া গিয়া উহাদিগকে এক একটী নাভিবৎ দেখায়। অষ্টম অথবা নবম দিবসে উহাদের মধ্যে পূঁয জন্মে। পূঁয সঞ্চার হইলেই উহাদের মস্তকগুলি পুনরায় উঁচু হইয়া উঠে এবং উহারা পীতবর্ণ ধারণ করে। ইরাপসন্ গুলির ক্রম বিকাশের সহিত উহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানের চর্ম্ম প্রদাহিত হইয়া ফুলিয়া উঠে। রোগীর নাসিকা প্রদাহান্বিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং মুখ দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতে হয়। গলার ব্যথা, স্বরভঙ্গ এবং শুষ্ক কাশিও হইতে পারে। তখন খাদ্য এবং পানীয় গিলিতে কষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টকর হইয়া ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। জ্বরের তীব্রতা এবং নাড়ীর গতির অনুপাতে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুততা অধিকতর হয়। কখনও কখনও শ্বাস কৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়। রোগীর মুখ মণ্ডল ভীষণ আকার ধারণ করে, চক্ষু লালবর্ণ হইয়া বুজিয়া যায় এবং উহা হইতে পিচুটী নির্গত হয় ও অত্যন্ত আলোকতঙ্ক হয়। রোগীকে চিনিতে পারা যায় না। হস্ত, পদ এবং জননেন্দ্রিয়ের অবস্থাও বিকৃত এবং বিরক্তিজনক হয়। গুটিগুলিতে পূঁয সঞ্চারের সময় অথবা উহার অনতিপূর্ব্বে পুনরায় জ্বর হয়, উহাকে **সেকেণ্ডারি (Secondary) ফিভার** বলে। শরীরের তাপ দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া, এই জ্বর

আক্রমনাবস্থার জ্বর হইতেও তীব্রতর হয়। শরীরের তাপ ১০০ এবং কঠিন পীড়ায় তাহারও উপরে উঠে। সন্ধ্যার সময় রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রোগের গতি সন্তোষজনক হইলে প্রত্যেক দিন তাপ কিছু কিছু নামিয়া রোগের উগ্রতার হ্রাস হইয়া, দুই, তিন অথবা অষ্টম দিবসে স্বাভাবিক হয় (Normal being reached in a period ranging from two, three to eight days)।

পূঁয সঞ্চারের সময় যে জ্বর হয়, তাহার সঙ্গে শিরঃপীড়া, নিদ্রাহীনতা, শরীরে বেদনা এবং প্রায়ই ডিলিরিয়ম্ দেখা দেয়। এই বিকারের প্রধান উপসর্গ এই হয় যে, রোগী তাহার অথবা অন্য কাহারও ক্ষতি করিতে পারে সুতরাং এমত সময়ও উপস্থিত হইতে পারে, যখন রোগীকে আটকাইয়া রাখার আবশ্যক হয়।

এই রোগের ইরাপসন্ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিশেষতঃ শরীরের রন্ধ্রস্থান সমূহেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু **সাধারণতঃ গুহ্যদ্বার, যোনী এবং প্রস্রাব দ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অক্রান্ত হয় না।**

একাদশ অথবা দ্বাদশ দিবসে গুটিগুলি শুকাইতে আরম্ভ হয় এবং ইহাতে এক হইতে দুই সপ্তাহ সময়ের আবশ্যক হয়। পূঁযবটীকাগুলি ফাটিয়া পূঁয শুকাইয়া মামড়ী পরে। হাতপায়ের তালু এবং মুখ মণ্ডলের কতকাংশে অধিক মামড়ী পড়ে। কণ্ডুগুলি শুষ্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রক্তাভবর্ণ ও ফুলাভাব তিরোহিত হইতে থাকে এবং মামড়ীগুলি পড়িয়া যাইতে থাকে। ক্ষতগুলি গভীর হইলে, ঐ সব স্থানে এক একটী নিচুপণা দাগ থাকিয়া যায় এবং উহার বর্ণ ক্রমে সাদা হয়, কিন্তু ক্ষতগুলি যদি গভীর না হয় তবে আপাততঃ এক একটী সাদা শুষ্ক দাগ হইয়া উহা ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়।

রোগের সুরু হইতে উহা আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত রোগের তীব্রতার তারতম্যানুসারে, তিন হইতে চারি সপ্তাহ সময়ের আবশ্যক।

মামড়ীগুলি শুষ্ক হওয়ার সময় অত্যন্ত কণ্ডুয়ন হয় এবং উহা নখ দ্বারা আঁচড়াইবার প্রবৃত্তি বলবৎ হয়। কাহারও কাহারও ধারণা, এই চুলকানির জন্য রোগাক্রান্ত স্থানে গর্ত্তপনা (Pitting) হইয়া থাকে, কিন্তু সেটা ভুল, তবে ইহা দ্বারা প্রদাহের বৃদ্ধি হইতে পারে।

মামড়ী গুলি শুষ্ক হওয়ার সময় সাধারণতঃ কোনও জ্বর থাকে না কিন্তু যদি ঐ সময় জ্বর হয়, তবে ইরিসিপেলাস্ প্রভৃতি কোনও জটিল অবস্থার উদ্ভব হইবে, এইরূপ মনে করিতে হইবে।

পূর্ব্ব বর্ণিত লক্ষণ নিচয় সাধারণতঃ ছিটা (Discrete) জাতীয় বসন্তেই হইয়া থাকে।

লেপা বসন্ত (Variola Confluence) ইহা অতি মারাত্মক রোগ। গুটী গুলি যুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়া তৎপর একটার ভিতর অপরটা প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহার আক্রমণাবস্থা খুব তাড়াতাড়ি সাধিত হয় তজ্জন্য ছিটা বসন্তের গুটী গুলি প্রকাশ পাইতে যত সময় লাগে, ইহাতে তাহা অপেক্ষা কয়েক ঘণ্টা কম সময় আবশ্যক হয়। আক্রমণাবস্থার লক্ষণ গুলি মৃদু হইলেও ইরাপসন্‌গুলি দ্রুত প্রকাশ পাইলে, রোগ গুরুতর বলিয়া সন্দেহ করিতে হইবে। ইহাতে শরীরের তাপ অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া ১০৬° অথবা ১০৭° হয়। কখনও কখনও ইহা হইতেও তাপ উচ্চে উঠার বিষয় জানা গিয়াছে। ইরাপসন্ উঠিয়া শরীরের তাপ পড়িয়া যাইতে ৪৮ হইতে ৬০ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় কদাচ লাগিতে পারে না। ইরাপসন্ গুলির বিশেষ প্রকৃতি এই যে উহারা মুখমণ্ডল, শাখা এবং কাণ্ড একসঙ্গে প্রকাশ পায়। প্রথম যে দিন উহারা প্রকাশ পায় সেই দিনই গ্রীবা, মুখমণ্ডল এবং হস্ত প্রভৃতি অবয়বে এত ঘন হইয়া প্রকাশ পায় যে, একটির সঙ্গে অপরটি লাগিয়া যায়। তৎপর দিবস শরীরের চর্ম্ম ফুলা ফুলা হয় এবং গুটী গুলিতে রস সঞ্চার হয়। ইহার পর সমস্ত গুটীগুলি সম্মিলিত হইয়া উহাতে শীঘ্র শীঘ্র পুঁয সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়; এই প্রকারে সমস্ত মুখখানি ক্ষতযুক্ত হইয়া উগ্র মামড়ী দ্বারা আবৃত হয়। এই রোগ অতি সাংঘাতিক।

গুটীগুলির সংখ্যাধিক্যতার উপরেই যে কেবল পীড়ার গুরুত্ব নির্ভর করে তাহা নহে, মুখমণ্ডলের উপর রোগের উপদ্রবের তীব্রতাও আর একটি গুরুতর লক্ষণ। **শরীরের অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষা কেবল মুখমণ্ডলের ইরাপসন্ গুলিই যদি অধিকতর লেপা হয়, তবে অত্যন্ত ভয়ের কারণ থাকে। শরীরের কাণ্ড-দেশের ইরাপসন্ গুলি যদি অধিক লেপা হয়, তবে সেরূপ রোগ কমই আরোগ্য হয়।**

আক্রমণের উগ্রতা, ইরাপসন্ গুলির একের অন্যের সহিত লাগালাগি ভাব,

উহাদের দ্রুত প্রকাশ পাওয়া, উহাদের সংখ্যাধিক্যতা, শীঘ্র শীঘ্র এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া, অত্যন্ত অবসন্নতা, টাইফয়েডের পরিষ্কার লক্ষণ সমূহ বিশেষতঃ বিকারাবস্থা, স্বরযন্ত্র এবং গলকোষের উপদ্রবের লক্ষণ সমূহের বৃদ্ধি। ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, প্লুরিসি, হৃদবেষ্ট প্রদাহ, খাদ্যদ্রব্য গলধকরণে কষ্ট, কর্ণমূল প্রদাহ, বমি, উদরাময় এবং এলবুমেন্থুরিয়া প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা, ছিটা বসন্ত হইতে ইহাকে পৃথক করা যায়। এই পীড়ার যে কোনও অবস্থায়, মৃত্যু ঘটিতে পারে; এমন কি ইরাপসন্ প্রকাশ পাওয়ার পুর্ব্বেও রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু প্রায় রোগীরই মামড়ী শুকাইবার সময় মৃত্যু ঘটে। যাহারা আরোগ্য হয় তাহাদের শরীরে বহুদাগ থাকিয়া যায়।

ভেরিওলা হেমরেজিকা (Variola haemorrhagica)।

শতকরা সামান্য সংখ্যক রোগীতেই এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে ইরাপসন্ গুলির মধ্যে রক্ত জন্মে। পীড়ার যে কোনও অবস্থায়, এই রক্ত প্রকাশ পাইতে পারে। রোগের প্যাপিউল অবস্থায় প্রথমভাগে, উহাতে রক্ত দেখা দিলে, উহাকে **পারপুরা ভেরিওলোসা** (Purpura variolosa) বলে। প্যাসটিউল অবস্থায় পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত, যদি রক্ত দেখা না যায় তবে উহাকে **ভেরিওলা হেমারেজিকা প্যাসটুলোসা** (Variola haemorrhagica pustulosa) বলে। রক্ত সমস্ত ইরাপসন্ মধ্যে অথবা শরীরের কোনও নির্দ্দিষ্ট অংশে প্রকাশ পাইতে পারে। **ইরাপসনে রক্ত যত শীঘ্র দেখা দেয় এবং শরীরের যত অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া দেখা দেয়, রোগের অবস্থা ততই অশুভ বলিয়া মনে করিতে হইবে।**

রক্তদল বসন্ত অথবা পারপুরা ভেরিওলোসা (Purpura variolosa) রোগে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই, সাধারণতঃ দ্বিতীয় রোগীর দিবসেই মৃত্যু ঘটিতে পারে, অথবা পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত রোগী জীবিত থাকিতে পারে। এই রোগে দ্বিতীয় দিবসে ইরাপসন্ বাহির হয়। ইহার প্যাপিউল গুলির বর্ণ কাল এবং এই রোগে শরীরের স্থানে স্থানে চর্ম্মের নীচে রক্ত জমিয়া যায় এবং এই অবস্থা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, চক্ষু আদি কোমল স্থানে সমধিক রূপে প্রকাশ পায়। তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে শরীরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে রক্তস্রাব

হইতে থাকে। রোগীর সমস্ত শরীর আরক্ত নীলবর্ণ ধারণ করে এবং উহার আকৃতি ভয়ঙ্কর হয়। এই রোগেও, ইরাপসন্ প্রকাশ পাওয়ার পুর্ব্বেই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। কোনও কোনও রোগীর, রোগের প্রথম অবস্থারই প্রলাপ এবং অবসাদ প্রকাশ পায় কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত মানসিক অবস্থার ব্যাতিক্রম হয় না।

ভেরিওলা হেমরেজিকা প্যাসটুলোসা (Variola haemorrhagica pustulosa) এই পীড়া ভেসিকল অথবা প্যাস্টিউল অবস্থা পর্য্যন্ত সামান্য (discrete) বসন্তের ন্যায়ই বর্দ্ধিত হয়; তৎপর ইরাপসনে রক্ত দেখা দিয়া, রোগের গুরুত্ব প্রকাশ করে। **রক্ত যত শীঘ্র দেখা দেয় ততই অমঙ্গল মনে করিতে হইবে।** এই পীড়াতেও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে রক্তস্রাব হয়; কিন্তু পারপিউরিক জাতীয় পীড়ার ন্যায় তত অধিক সংখ্যক রোগীর এরূপ হয়না।

স্ত্রীলোকের এই পীড়া হইলে, উহার গর্ভপাত, সন্তান প্রসব অথবা ঋতুস্রাবের হেতু জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয়। এই পীড়া প্রায়ই আরোগ্য হয় না এবং প্রায়ই ৬ হইতে ৯ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। ডাঃ অসলার প্রভৃতি বলেন, রোগের ভেসিকুলার অবস্থায়, ইরাপসন্‌গুলি ফাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব হওয়ার পর, পীড়া আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে।

ভেরিওলয়েড (Varioloid)। যাহারা পুর্ব্বে বসন্ত রোগে ভুগিয়াছে এবং যাহাদের গোবীজে টীকা হইয়াছে তাহাদের পীড়া। এই জাতীয় পীড়ার অবস্থাগুলি (Stages) অতি মৃদু ভাবাপন্ন। এই পীড়ার প্রথম অবস্থা, মারাত্মক জাতীয় পীড়ার মতই প্রবল হইয়া প্রকাশ পায়, তবে ইহার অবস্থাগুলি অত্যন্ত অনিয়মিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার ইরাপসন্‌গুলি প্রথমে শরীরের উপেক্ষিত স্থানে প্রকাশ পাইতে পারে। ইহা দ্বিতীয় দিবসে এবং কখনও কখনও চতুর্থ দিবসে প্রকাশ পায় এবং খুব তাড়াতাড়ি অথচ মৃদুভাবে রূপান্তরিত হয়। সেকেণ্ডারী জ্বর সামান্য অথবা মোটেই হয় না। এই পীড়া আরোগ্য হইলে শরীরে কোনও দাগ থাকে না।

অর্দ্ধসংযুক্ত (Semi coflnuent or coherent)। ইহাও লেপা জাতীয় বসন্তের অন্তর্ভুক্ত। যদিও ইহার গুটী অপরটীর ভিতর প্রবিষ্ট হয় না কিন্তু ছিটা বসন্তের মত ইহার গুটীগুলি গণনা করা যায় না। লেপা জাতীয় পীড়ার ন্যায় ইহা তত মারাত্মক নয়।

নিম্নলিখিত আরও কয়েক জাতীয় বসন্ত আছে, তবে উহাদের রোগীর সংখ্যা অতি বিরল।

দলবদ্ধ বসন্ত (Corymbose)। ইহা আঙ্গুরের ন্যায় শরীরের স্থানে স্থানে দলে দলে প্রকাশ পায়। ইহাও মারাত্মক রোগ মধ্যে গণ্য।

আঁচিল জাতীয় বসন্ত (Wart pox)। টিকা লওয়ার পর এই পীড়ার ইরাপসন্ প্রকাশ পায় এবং উহাতে পূঁয হওয়ার পূর্ব্বেই শুকাইয়া যায়। ইহা মৃদু জাতীয় পীড়া।

সহযোগী বসন্ত। উপদংশ, ক্ষয়কাশ, আমাশয় প্রভৃতি রোগসহ বসন্ত হইলে উহার অনেক রূপান্তর হয়।

উপসর্গ এবং পরিণাম।

কর্ণ মধ্যে পীড়া হইলে রোগী বধির হইতে পারে। বায়ুণলী আক্রান্ত হইলে উহা ফুলিয়া শ্বাসনলীর দ্বার বন্ধ হইয়া রোগী মারা যাইতে পারে। স্বর যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া উহাতে ক্ষত জন্মিলে তরুণাস্থির বিনাশ হইতে পারে। চক্ষুতে পীড়া হইলে উহা নষ্ট না হইলেও উহার কর্ণিয়া চিরদিনের তরে অস্বচ্ছ হইতে পারে। ব্রঙ্কাইটীস্, নিউমোনিয়া, ইরিসিপেলাস্, শরীরের স্থানে স্থানে গ্যাংগ্রীণ, গ্লাণ্ডের স্ফীতি এবং কোনও কোনও রোগীর নিউরাইটীস্ (neuritis) হইয়া, পক্ষঘাতে পরিণত হইতে পারে।

ভ্রমাত্মক পীড়া। এই রোগ সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে, ইহার লক্ষণগুলি এত স্পষ্ট হয় যে, অন্য রোগের সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে না, কিন্তু ইহার প্রাথমিক অবস্থায় ইহা চেনা বড়ই কঠিন, তজ্জন্য চিকিৎসকেরা। এপিডেমিকের সময়, অন্য পীড়াকে এই রোগ ভ্রমে, চিকিৎসা করিয়া থাকেন। হঠাৎ তীব্রজ্বরের বিকাশ, অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং কোমরের বেদনা, পীড়িত ব্যক্তির গ্রামে কি তৎসন্নিকটে বসন্ত রোগের আবির্ভাব এবং রোগী পূর্ব্বে টীকা না লওয়া, এই কয়টী বিষয় হইতে এই রোগ চিনিয়া লওয়া সহজ হয়।

মারাত্মক জাতীয় বসন্ত, যাহাতে ইরাপসন্ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই রোগীর মৃত্যু ঘটে, উহাতে চিকিৎসকের ভ্রম হওয়ার অধিক সম্ভাবনা কিন্তু

খুব যত্ন সহকারে রোগীকে পরীক্ষা করিলে, উহার কপাল এবং হাতের কব্জীর চর্ম্মের নীচে গুলি বিদ্ধবৎ অনুভব বিদ্যমান থাকা প্রকাশ পাইবে।

অনেক সময় হামজ্বরের সঙ্গে বসন্ত রোগের ভ্রম হয়। হাম হইলে সমস্ত মুখ মণ্ডল এবং পৃষ্ঠে এক সময়ে ইরাপসন্ প্রকাশ পায়। ইরাপসন্ উঠার পূর্ব্বে যে জ্বর হয় উহার সহিত সর্দ্দী কাশী থাকে। এই পীড়ার বিকাশাবস্থার উপসর্গ গুলি, বসন্ত রোগের বিকাশাবস্থার উপসর্গ হইতে মৃদুতর হয়। চর্ম্মের নীচে গুলি বিদ্ধবৎ অনুভব হয় না। চর্ম্মের প্রদাহিত স্থানগুলি হস্ত দ্বারা টিপিলে যদি প্যাপিউলগুলি অনুভব না হয় তবে উহা হাম এবং অনুভব হইলে উহা বসন্তের ইরাপসন্ বলিয়া জানিতে হইবে। চর্ম্মোপরি হামের ইরাপসন্ উঠিলে, উহা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে, ইরাপসন্গুলি ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া পুনরায় প্রকাশ পায়। কিন্তু বসন্তের ইরাপসন্ সেরূপ হয় না।

জল বসন্তের সঙ্গে বসন্ত রোগের ভ্রম হইতে পারে। জল বসন্তের আক্রমণ অতি মৃদু গুটীগুলি রসপূর্ণ হইয়া শরীরের যে সব অবয়ব কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে, সেই সব স্থানে অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় এক দলের পর অন্য দল প্রকাশ পায় এবং **পৃষ্ঠদেশেই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ পায়।** গুটীগুলি একটী মাত্র পাতলা উপত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে এবং উহা নখাঘাতে বিদীর্ণ হইতে পারে। উহারা ভেলভেটের মত কোমল, কতকগুলি বর্দ্ধিত হয় এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাকিয়া যায়। উহারা শুষ্ক হইতে আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে উহাদের মস্তক নিচু হইয়া নাভির আকার ধারণ করে না। দুই হইতে চারিদিনের মধ্যে উহাতে মামড়ী পড়িতে আরম্ভ হয়; মামড়ীগুলি পাতলা, খয়ের বর্ণ, চূর্ণনীয় হয় এবং উহারা পড়িয়া গেলে ঐ স্থানে লাল দাগ থাকিয়া যায়। অপর পক্ষে বসন্তের গুটীগুলি প্যাপিউল আকৃতিতে প্রকাশ পায়, টিপিলে শক্ত এবং খনখন বলিয়া অনুভব হয়, মনে হয় যেন কতকগুলি বালিরগুলি চর্ম্মের নীচে রহিয়াছে। **উহারা প্রথমে মুখ মণ্ডলে, চুলের অব্যবহিত নীচে এবং হাতের কব্জীতে প্রকাশ পায়।** ভেসিকেল অবস্থায় পরিণত হইলে, নাভির আকৃতি ধারণ করে। উহাদের আবরণ অত্যন্ত কঠিন, উহা নখদ্বারা বিদীর্ণ হয় না। শরীরের যে সব অঙ্গ বাহিরে থাকে, যেমন

মুখ মণ্ডল, হস্ত এবং বাহু, তথায়ই প্রকাশ পায় এবং উহারা সমস্তই সম আকৃতি বিশিষ্ট। তৎপর উহারা প্যাস্‌টিউলে পরিণত হয়। উগ্র প্রকৃতির রোগে, ইরাপসন্‌গুলির সমস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে প্রায় ১২ অথবা তদূর্দ্ধ দিন লাগে এবং মৃদু প্রকৃতির রোগে ৫।৬ দিন লাগে। ইহার মামড়ীগুলি পুরু মলিনবর্ণ এবং উহারা পড়িয়া গেলে ঐ সব স্থানে সাদা শুষ্ক দাগ থাকিয়া যায়। এই সমস্ত অসাদৃশ্যতা থাকা সত্বেও যদি রোগ ঠিক করা সম্ভব না হয়, তবে রোগীকে পৃথক ভাবে রাখিয়া অপেক্ষা করা উচিৎ।

উপদংশের গোটার সহিত এই রোগের ভ্রম হইতে পারে। উপদংশের ইরাপসন্ যখন জর এবং শরীরের নানাস্থানে বেদনা হইয়া প্রকাশ পায় এবং উহারা প্যাপিউল অবস্থায় বাহির হইয়া প্যাস্‌টিউলে পরিণত হয়, তখন রোগ চেনার আরও অসুবিধা হয়। উপদংশের ইরাপসন্ একসঙ্গে বাহির না হইয়া দলে দলে বাহির হয়। উহাদের এইরূপ দলে দলে বাহির হওয়া, প্যাপিউলগুলির অগ্রভাগের কতকাংশে রস সঞ্চার হইয়া পরে উহা পূঁযে পরিণত হওয়া, প্রত্যেকটী ভেসিকলের তলদেশ শক্ত এবং বর্দ্ধিত আকার ধারণ করা, উহাদের মস্তক নাভি মণ্ডলের আকার ধারণ না করা, উহাদের কতকগুলি ক্ষতে পরিণত হওয়া, ইরাপসন্‌গুলির মৃদুগতি এবং তৎসহ উপদংশের ইতিহাস এবং অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্ণয়ে অসুবিধা হয় না।

ইম্পিটিগো কণ্টাজিওসার সহিত মৃদু বসন্ত রোগের ভ্রম হইতে পারে। ইহাতে জ্বর হয় না, মুখ মণ্ডল এবং হস্তে খুব অল্প ইরাপসন্ উঠে উহা প্রায়ই ভেসিকুলার অথবা ফোস্কা আকারে প্রকাশ পাইয়া সত্বরই পাস্‌টুলার অবস্থায় পরিণত হইয়া শুকাইয়া মামড়ী পড়ে।

ভাবিফল। ইহা অতি ভয়ানক ব্যাধি। অনেকেই বলেন যে ইহাতে শতকরা ৩০।৩৫টী রোগীর মৃত্যু হয়। এই রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে কোন সময় রোগীর মৃত্যু হইতে পারে কিন্তু ৮ম হইতে ১১ দিবসের মধ্যেই অনেকের মৃত্যু ঘটে। রোগীর বয়স, সাধারণ স্বাস্থ্য, অবস্থা এবং উপসর্গের প্রখরতার উপর রোগের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে। গুটীগুলি ভালরূপ উঠিলে, রক্তস্রাব এবং গ্যাংগ্রিণ প্রভৃতি উপসর্গ হইয়া বিপদ ঘটিবার সম্ভবনা। গর্ভাবস্থায় এই পীড়া হইলে, প্রায়ই গর্ভস্রাব হইয়া প্রসূতির মৃত্যু

হয়। শিশুদের প্রথম দন্ত উঠার সময় এই পীড়া হইলে এমন কি ছিটা বসন্ত হইলেও ভয়ের কারণ হয়। বসন্তের গুটী নাকের উপরে উঠিলে, সেটা অমঙ্গলের চিহ্ন, আমাদের দেশে এইরূপ প্রবাদ আছে। পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষে এই রোগ সংঘাতিক হয়। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই রোগ তত মারাত্মক হয় না। এপিডেমিকের উগ্রতা অথবা মৃদুতার উপর এই রোগের ভাবীফল অনেকটা নির্ভর করে।

চিকিৎসা। গোবীজে টীকা দিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে অথবা আক্রমিত হইলেও উহার লক্ষণগুলি অতিশয় মৃদু হয়। শরীর সুস্থ থাকিলে নবজাত শিশুর ৩ মাস বয়সে টীকা দেওয়া যাইতে পারে। বসন্তের এপিডেমিক উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ টীকা লওয়া উচিৎ।

হোমিওপ্যাথিক ম্যালেন্‌ড্রিয়াম্ (Malandrium) এবং ভিরিওলাম (veriolum) প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিলে বসন্তের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। আমরা এপিডেমিকের সময় ম্যালেন্‌ড্রিয়াম ৩০ শক্তি সপ্তাহে দুই ডোজ্ অথবা ২০০ শক্তি এক ডোজ্ দিয়া বেশ ফল পাই। এই রোগের প্রতিষেধক ঔষধগুলির মধ্যে ম্যালেন্‌ড্রিয়ামকেই অনেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করেন।

পথ্যাপথ্য। রোগীর শুশ্রূষা ভালরূপ হওয়া আবশ্যক কিন্তু প্রায়ই তাহা হয় না কারণ অনেকেই ভয়ে রোগীর নিকট যাইতে চাহে না। রোগীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় এবং আলো-বাতাসযুক্ত পৃথক ঘরে রাখা উচিৎ, কিন্তু যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, কারণ ঠাণ্ডা লাগিলে নিউমোনিয়া হইতে পারে। গুটীগুলি যাহাতে সহজে পরিণতি লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে চেষ্টা করা উচিৎ। রোগীর বিছানা নরম হওয়া এবং উহার পরিধেয় কাপড় আদির প্রত্যহ পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। উহার ব্যবহৃত অপরিষ্কার বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলাই সুবিধাজনক। রোগীর আলোকাতঙ্ক হইলে, উহাকে, অপেক্ষাকৃত অন্ধকার গৃহে রাখা উচিত, কিন্তু ঐ ঘরে উপযুক্ত বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকা চাই। শীতের সময় বসন্ত হইলে গৃহে অগ্নি রাখিয়া গৃহের তাপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পটাস্ পারম্যাঙ্গানেট, কারবলিক্ এসিড্ লোশন্ এবং ফেনাইন্ গৃহমধ্যে এবং আসেপাশে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। গুটিগুলি পাকিয়া উঠিলে উহা গালিয়া দেওয়া উচিত।

অত্যন্ত অধিক ক্ষত হইলে উহার উপর বার্লী অথবা এরারুট ছড়াইয়া দেওয়া উচিৎ ; উহাতে পীড়িতস্থান ঠাণ্ডা থাকে।

রোগের প্রথম অবস্থায় সহজ পাচ্য হাল্কা খাদ্য এবং ঠাণ্ডা পানীয় দিতে হইবে ; তৎপর রোগ আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশী যবের মণ্ড ইহার পক্ষে ভাল পথ্য। ঈষদুষ্ণ গরম জলে রোগীর শরীর মুছাইয়া দেওয়া উচিৎ। মস্তক ও কোমরের বেদনা, গরমজলের ফোমেণ্ট্ করিলে উপশম হয়।

একোনাইট। রোগের প্রথম অবস্থায় অথবা দ্বিতীয় অবস্থায় প্রথমে প্রবল জ্বর, অত্যন্ত অস্থিরতা, পৃষ্ঠ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, মৃত্যুভয়, নাড়ি চঞ্চল। অত্যন্ত পিপাসা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

এমন-কার্ব্ব। রক্তস্রাব স্বভাব। মলদ্বার, নাসিকা, দন্তের মাঢ়ী প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব। গলায় পচা ক্ষত। গুটীগুলি বসিয়া যাওয়ার জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। রক্তদল বসন্তেও এই ঔষধ উপকারী। ৩য়, ১২শ, ৩০শ শক্তি।

এমন-মিউর। ইরাপসন্গুলি কাণ্ড এবং শরীরের ঊর্দ্ধ শাখাসমূহ ভালরূপ উঠা, কিন্তু শরীরের নিম্ন শাখার পাতলা। গলক্ষতসহ গলাফুলা। রক্তস্রাব ৩য়, ৩০শ শক্তি।

এনাকার্ডিনাম। বসন্ত রোগের পর স্মৃতিশক্তি লোপ এবং পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

এণ্টিমনিয়াম্-ক্রুড্। পাকস্থলীর উত্তেজনা। জিহ্বার পুরু সাদা লেপ। মেজাজ অত্যন্ত খিট্খিটে। বমি। আক্রমণের প্রারম্ভে (prodominal Stage) উপকারী।

এণ্টিম্-টার্ট। ইরাপসন্গুলি রীতিমত প্রকাশ পায় না অথবা বসিয়া গিয়া ফুস্ফুসে প্রদাহ। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট। রোগীর মুখমণ্ডল নীল অথবা বেগুনী রং ধারণ করে। তন্দ্রাচ্ছন্ন, পেশীর স্পন্দন, গলায় ঘড়্ঘড়া কাশীসহ ব্রঙ্কাইটাস্ অথবা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। কোমরে অসহ্য ব্যথা। পাকস্থলীর গোলযোগ। ডাঃ ডিউই বলেন যে অনেকে এইটাকে বসন্তের প্রতিশেধক ঔষধ মধ্যে গণ্য করেন। বসন্তের গুটি বসিয়া যাওয়ার পর উদরাময়। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

এপিস্। চর্ম্মে এবং গলার অভ্যন্তরে ইরিসিপেলাসের ন্যায় রক্তবর্ণ ও স্ফীত ও তাঁহাতে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা ও জ্বালা। পিপাসা হীণতা। মূত্রাধিক্য, স্বল্পমূত্র অথবা মূত্রাভাব। রোগের শেষ অবস্থায় অথবা ইরাপসন্ বসিয়া গেলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট সহ কম্প, মনে হয় যেন তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। য়্যালবুমিনুরিয়া। অত্যন্ত অস্থিরতা। অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ এবং ফুলা। তালু এবং টন্‌সিলে শুষ্ক ক্ষত। বিবমিষা ও বমন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক। অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত উত্তাপ, অস্থিরতা এবং ছটফটানি। নাড়ী দ্রুত এবং ক্ষীণ, প্রবল তৃষ্ণা, পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণ জলপান। হৃদপিণ্ডের গতি অনিয়মিত। মৃত্যুভয়। অতি শীঘ্র অত্যন্ত অবসন্নতা। জিহ্বা লালবর্ণ কাটাকাটা। বসন্তের গুটিকাগুলি বসিয়া যাওয়া এবং তাহাদের চতুঃপার্শ্বের এরিওলা উজ্জল হইয়া উঠা। গুটিকাসহ লাল লাল পিটিকি সমস্ত গাত্রে দেখা যায়। গুটীকাগুলি রীতিমত বাহির না হওয়ায় টাইফয়েড লক্ষণ। রক্তদল বসন্ত। গুটী উঠার শেষভাগে উপসর্গগুলি মুখমধ্যে এবং গলনলীতে স্থানান্তরিত হয়। ৩য়, ১২শ, ৩০শ শক্তি।

ব্যাপ্টেসিয়া। টাইফয়েড লক্ষণ। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ। রক্তস্রাব গুটিকাগুলি টন্‌সিল, তালু, আলাজিভ্ এবং নাসারন্ধ্রে ঘন হইয়া বাহির হয় কিন্তু চর্ম্মোপরি খুব অল্প বাহির হয়। মুখে পচাগন্ধ ও অত্যন্ত লালানিঃসরণ। আমাশয়। অত্যন্ত অবসন্নতাসহ পৃষ্ঠদেশের নিম্নার্দ্ধে অত্যন্ত বেদনা। এই প্রকার রোগী ব্যাপটেসিয়া ব্যবহারে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া পুষ্টীকর খাদ্য গ্রহণ এবং উহা হজম করিতে সক্ষম হয়। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

বেলাডোনা। রোগের প্রথম অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতাসহ প্রবল জ্বর। চর্ম্ম এবং মিউকাস্ অতি স্ফীতিভাবাপন্ন। শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি। মূত্রকৃচ্ছ্রতা। মূত্রাশয়ের আক্ষেপ। নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা কিন্তু নিদ্রা হয় না। ডিলিরিয়ম্ এবং কনভাল্‌সন্। চক্ষু উঠা। চক্ষু রক্তবর্ণ এবং উহাতে আলোক সহ্য হয় না। পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত ব্যথা। গলার উভয় পার্শ্বের ধমনী লাফাইতে থাকে। টন্‌সিলে প্রদাহ ও ব্যথা। তরলবস্তু পান করিতে গেলে উহা নাসিকা দিয়া বাহির হয়। অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ। পীড়ার শেষ অবস্থায় গুটীকাগুলি শুকাইয়া যাইবার সময় উহাতে অত্যন্ত চুলকানি হইলে এই ঔষধে উহা নিবারিত

হয়। ডাঃ হিউজ এবং বার বলেন রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ একোনাইট অপেক্ষা অধিক প্রযোজ্য। ৩য়, ৩০শ এবং বিকারে কদাচিৎ ২০০ শক্তি।

ব্রায়োনিয়া। গুটীকাগুলি বাহির হইতে বিলম্ব হয় অথবা উহা উঠিয়া সহসা বিলুপ্ত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় পাকাশয়ের উত্তেজনা এবং গুটীকাগুলি উঠার পর উদরী হওয়া। প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর, অত্যন্ত শিরঃপীড়া। খিটখিটে স্বভাব। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণাহীনতা কিম্বা অনেকক্ষণ অন্তর অধিক পরিমাণ জলপান করে। কোষ্ঠবদ্ধ। অস্থির নিদ্রাসহ কোঁকান। শরীরে ব্যথা। গুটিকাগুলি রীতিমত বাহির না হইতে পারায় বক্ষস্থল আক্রান্ত। বিছানায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে গা বমি বমি ও মূর্চ্ছা। মাথার যন্ত্রণা। নড়াচড়ায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যামফর। হঠাৎ দ্রুতগতিতে অবসন্ন হইয়া পড়া এবং তৎসঙ্গে হিমাঙ্গ হওয়া। গুটিকাগুলি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া শরীর শীর্ণভাব ধারণ করে এবং পাস্‌টিউল্‌গুলি শুকাইয়া যায়। নাড়ী দুর্ব্বল এবং প্রায় বোধগম্য হয় না। জীবনী-শক্তির হ্রাস তজ্জন্য দম আটকাইয়া আসে। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করে। অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ। রোগীর শরীর অত্যন্ত শীতল তাহা সত্ত্বেও গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না। ৩য়, ৩০শ, ২০০ শক্তি।

ক্যান্থারিস্। গুটীকা গুলির মধ্যে রক্ত দেখা যায়। রক্ত প্রস্রাব। প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা। মূত্র কৃচ্ছ্। সমস্ত পাকাশয় যন্ত্রে জ্বালা বোধ। প্রবল পিপাসা কিন্তু কোনও তরল বস্তু পান করিতে অনিচ্ছা। মুখ, অন্ত্র, নাসিকা, প্রস্রাবদ্বার, জননাঙ্গ প্রভৃতি হইতে রক্তস্রাব। ৬ষ্ঠ ৩০শক্তি।

কার্ব্বলিক-এসিড্। গুটীকা গুলিতে অসহ্য কণ্ডুয়ন এবং জ্বালা। অত্যন্ত অবসাদ, ঘ্রাণশক্তির অত্যাধিক প্রখরতা। গুটিকাগুলি ক্ষতে পরিণত হয়। সমস্ত স্রাবে দুর্গন্ধ। গুটীকাগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া কুচকিয়া শুকাইয়া যায়। পুঁয হওয়ার সময় এই ঔষধে জ্বরের প্রখরতার হ্রাস করে এবং মুখ ও গলার কষ্ট লাঘব করে। মূত্র ধরিয়া রাখিলে মলিন বর্ণ ধারণ করে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহাতে য়্যালবুমন্ পাওয়া যায়। ডাঃ মিডিল্‌টন্ এই ঔষধ বসন্ত রোগে এমনকি রক্তদল বসন্ত রোগেও একটী প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা আবশ্যক। ৩য়, ৩০শক্তি।

ক্যালকেরিয়া-সলফ্। গুটিকাগুলি হইতে পূঁয স্রাব হয়। ৩য়, ৩০শক্তি

কার্ব্ব-ভেজ। বসন্ত পীড়ায় সহজেই রোগীকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল, রোগী অনবরত বাতাস চায়। মুখমণ্ডল কদাকার। গুটীকাগুলি বেগুনে এবং চকচকে দেখায়। নাড়ী ক্ষীণ এবং অনুভব করা যায় না। শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত জমে। হাঁটু হইতে পা পর্য্যন্ত বরফের ন্যায় শীতল। ৬ষ্ঠ ৩০শক্তি

ক্যামমিলা। শিশু খিট খিটে, সর্ব্বদা ঘ্যান ঘ্যান করে। নানা দ্রব্যের জন্য বায়না ধরে কিন্তু উহা পাইলে লয় না। কোলে থাকিতে চায়। বসন্ত পীড়ায় শিশুর এইরূপ মানসিক লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

চায়না। রক্তস্রাবি বসন্ত। বেদনা যুক্ত প্রচুর ভেদ হইয়া অত্যন্ত অবসাদ অবস্থা। বসন্ত রোগে সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হওয়ার পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতা। ৩য় ৩০, ২০০ শক্তি।

সিমিসিফিউগা। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় সমস্ত গাত্রের মাংস পেশীতে বেদনা। কটিদেশে ভার বোধ। গুটীকা উঠার সময় জ্বরে অনিদ্রা, মানসিক উত্তেজনা, মনে হয় যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে। বিবমিষা, কোমরে বেদনা, নড়া চড়ায় বৃদ্ধি। সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত হুল বিদ্ধবৎ চুলকানি। মুখগহ্বর ও তালু কৃষ্ণবর্ণ। কেহ কেহ বলেন এই ঔষধ কঠিন রোগকে সহজ করে, পাসটিউলগুলি বাড়িতে দেয় না এবং ক্ষত চিহ্ন হ্রাস করিতে সক্ষম হয়। ৩য় ১২শ ৩০ শক্তি।

কফিয়া। পীড়ার প্রথমাবস্থায় অস্থিরতা সহ পিত্ত বমন। ৩য়, ৩০ শক্তি।

কুপ্রম। ইরাপসন্ উঠার পূর্ব্বে কনভালসন্, বমন, ডিলিরিয়ম এবং প্রগাঢ় নিদ্রা। হঠাৎ গুটী বসিয়া গেলে কলেরার ন্যায় উদরাময়। পেটে অসহ্য বেদনা সহ ভেদ বমন। মাংস পেশীতে আক্ষেপ। ৩য়, ৩০শক্তি।

ক্রোটালুস। রক্তদল অথবা রক্তস্রাবী বসন্ত। গুটিগুলি বাহির হইতে পারে না কিন্তু শরীরের নানা দ্বার হইতে রক্তস্রাব হয়। জিহ্বা গাঢ় পাংশুটে শুষ্ক, অথবা হলদে লেপাবৃত ডগা এবং উভয় পার্শ্ব লাল। তন্দ্রা সহ বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা। দুর্দ্দমনীয় পিপাসা। প্রস্রাব গাঢ় এবং পরিমাণে অল্প। সর্ব্বাঙ্গ

বিশেষতঃ শাখা সমূহ শীতল। সর্ব্ব শরীরে কম্প সহ দুর্ব্বলতা ৩য়, ৩০ শক্তি।

ডিজিটেলিস। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য। সমস্ত শরীরে প্রবল জ্বালাকর উত্তাপ। চর্ম্মে কণ্ডুয়ন। অত্যন্ত পিপাসা। মুখ শুষ্ক তৎসহ গলদেশে বেদনাসম্বলিত কণ্ঠাবরোধ। চক্ষু লালবর্ণ। আলোকাতঙ্ক। হৃদ কম্পণ। প্রবল শিরঃপীড়া, উহার বেদনা পদদ্বয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ফেরাম্। রোগ আরোগ্যের পর মুখমণ্ডলের অগ্নিতুল্য আরক্ততা। (স্যাবডিলা)। ৩য়, ৩০ শক্তি।

জেলসিমিয়ম্। স্নায়বিক লক্ষণের আধিক্য, ; ও স্নায়বিয় কম্পণ অস্থিরতা। রোগের প্রথমাবস্থায় যন্ত্রনাপ্রদ প্রখর জ্বর। কখনও কখনও তৎসহ তড়কা। বিবমিষা এবং বমন। ক্ষীণ এবং সূক্ষ্ম নাড়ী। অত্যন্ত নিদ্রালুতা এবং অবসন্নতা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

হ্যামামেলিস। রক্তস্রাবী বসন্ত। রক্ত কালো। নাক এবং দন্তের মাড়ী হইতে কাল রক্ত স্রাব। কখনও কখনও রক্ত বমন। রক্ত বাহ্য। জড়ায়ু হইতে রক্তস্রাব। শরীরে পিটিকি নামক বেগুনি রংয়ের পীড়কা। কটিদেশে ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় ব্যথা তৎসহ জানুতে ভার বোধ। টাইফয়েড অবস্থা। কোষ্ঠবদ্ধতা। Q, ৩য়, ৩০ শক্তি।

হিপার। বসন্তের গুটী গুলিতে পুঁয জন্মিলে যদি ঘুংড়ি কাশি বিদ্যমান থাকে এবং যদি কাসিলে গয়ার না উঠে। গ্রন্থি নিচয়ের স্ফীতি এবং তন্মধ্যে পুঁয। কিছু খাইবার সময় এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত চিড়িক মারা ব্যথা। স্বর ভঙ্গ। ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য হয় না। ৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০ শক্তি।

হাইড্রাসটীস। ইরাপসন্ গুলি চুলকায় এবং উহার মধ্যে সড় সড় করে। মুখমণ্ডল স্ফীত। গলার অভ্যন্তরে ক্ষত এবং সেই ক্ষত গুলি কৃষ্ণবর্ণ ফুস্কুড়ী নিচয়ে পূর্ণ। কটিদেশে ভার বোধ এবং কন্‌কনানি ব্যথা। অত্যন্ত অবসাদ। পদদ্বয় দুর্ব্বল এবং উহাতে চিবানি। কোষ্ঠবদ্ধতা। নাড়ী ধীর এবং কম্পমান।

এই ঔষধও সিমিসিফিউগার ন্যায় বসন্তের গর্ত্ত নিবারক ঔষধ অর্থাৎ বসন্তের গর্ত্তগুলি পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক উভয় বিধ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

মাদারটিংচার দুই ড্রাম, ১০ আউন্স পরিমিত জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত-স্থানের উপর প্রয়োগ করিবে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

হাইড্রোসায়াসিক-এসিড্। মারাত্মক বসন্ত। গুটীগুলি বাহির হইবার সময় হইতেই কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট। শরীরের ভিতর এবং বাহিরে, তাপের হ্রাস। মস্তক গরম কিন্তু শাখাপ্রদেশ এবং পদদ্বয় ঠাণ্ডা। নাড়ি দ্রুত এবং সরু। চৈতন্যলোপ এবং অবসন্নতা ও পতনাবস্থা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

হাইওসিয়ামাস্। বসন্তের গুটীকাসমূহ সময় মত বাহির না হইয়া বিলম্বে বাহির হয়, তাহাতে অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, যথা ক্রোধ, উদ্বিগ্নতা, ডিলিরিয়ম হয় এবং সময় সময় এইগুলি প্রবলবেগে আবির্ভাব হয়। রোগী সর্ব্বদাই বিছানা হইতে উঠিয়া যাইতে চাহে এবং গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়। অস্থির নিদ্রা। সামান্য জ্বর। শুক আক্ষেপিক কাসি, বসিলে উহার হ্রাস। গলার নলী সঙ্কুচিত হওয়ায় গলাধঃকরণে কষ্ট। রাত্রিতে অসাড়ে মলত্যাগ। প্রস্রাব বন্ধ। কথনও কথনও ফুস্কুড়ীগুলি দলে দলে বাহির হয় (vasicles coming out in crops) ৩য়, ৩০ শক্তি।

ইপিকাক। গুটীকাগুলি বাহির হইবার সময় অতীব উত্তেজনাসহ অনবরত বমন। কাশিলে শ্লেষ্মা উঠে না। ক্ষুধা তৃষ্ণার হ্রাস। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-মুর। গুটীকা গঠনে বাধা দেয়। টীকা দেওয়ার দোষে পীড়ার উৎপত্তি। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-ফস্। গলিত অবস্থা। অত্যন্ত দুর্গন্ধ। অবসন্নতা এবং অচৈতন্য অবস্থা। দূষিত রক্তজ্ঞাপক দুর্ব্বলকর লক্ষণ। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-সল্ফ্। পীড়ার শেষ অবস্থায় মামড়ী অথবা চিপিটীকা পড়িয়া যাওয়ার এবং নূতন সুস্থ চর্ম্ম নির্ম্মাণের সহায়তা করে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ম্যালান্ড্রিয়াম্। এই ঔষধ বসন্ত রোগের একটী প্রধান প্রতিশেধক ঔষধ। ইহা দ্বারা সেকেণ্ডারী (suppurative) জ্বরের বেগ হ্রাস হয়। ইহার ৩০ শক্তিই এই রোগে বিশেষ কার্য্যকরী। অনেক কৃতবিদ্য চিকিৎসক এই ঔষধ বসন্ত রোগের আক্রমণ নিবারক এবং আরোগ্যদায়ক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। মূত্রে দুর্গন্ধ। ৩০, ২০০ শক্তি।

মার্কিউরিয়স্। গুটীকাগুলি পাকার পর এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

মুখে গন্ধ এবং লালাস্রাব। মস্তকে রক্তাধিক্যের ভাব। আমাশয় ও উদরাময়সহ পেটে বেদনা ও কোঁথপাড়া বিশেষতঃ পীড়ার শেষ অবস্থায়। অত্যন্ত ঘর্ম্ম হওয়া সত্ত্বেও রোগের উপশম হয় না। জিহ্বা স্ফীত ও আর্দ্র। গলায় ক্ষত ও ব্যথা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ন্যাট্রম্-মূর। অত্যন্ত লালাস্রাব। গুটীকাগুলি লেপা। নিদ্রাচ্ছন্নতা। ৩০ শক্তি।

ওপিয়ম্। নিদ্রাচ্ছন্নতা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড়ঘড়ি শব্দ। সম্পূর্ণ জ্ঞানাভাব। মস্তকের প্যারালিসিসের ভাব। মুখমণ্ডল স্ফীত ও কাল্‌চেলাল। চর্ম্ম উষ্ণ। শয্যা শক্ত লাগে তজ্জন্য শয়ন করিতে কষ্টবোধ করে। অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষু। কোষ্ঠবদ্ধ, কখনও কখনও পাতলা কাল মল। প্রস্রাব বন্ধ। বিছানা হাতড়ায়। বৃদ্ধ এবং শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ফস ফরাস্। বসন্তের গুটীকাগুলি রক্তপূর্ণ। বক্ষস্থলে বেদনাসহ শুষ্ক, কষ্টকর কাসি। ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব। ব্রঙ্কাইটীস্। পৃষ্ঠদেশে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, তজ্জন্য রোগী নড়িতে চড়িতে চায় না। বারংবার মূর্চ্ছার ভাব। অত্যন্ত শিরঃপীড়া তৎসহ ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা। শ্রবণশক্তির হ্রাস। জিহ্বা ময়লায় আবৃত, শুষ্ক, অবশ এবং ফাটাফাটা। আলোকাতঙ্ক। টাইফয়েডের অবস্থাযুক্ত বসন্ত, এমন কি রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই টাইফয়েডের ভাব। নিউমোনিয়া। ৩য়, ১২শ, ৩০ শক্তি।

ফস্‌ফরিক-এসিড্। টাইফয়েড লক্ষণসহ, সংযুক্ত অথবা লেপা বসন্ত। গুটীকাগুলিতে পূঁয না জন্মিয়া ঐগুলি বড় বড় ফোস্কার পরিণত হইয়া ফাটিয়া ক্ষত জন্মে। রোগী বোকার ন্যায় পড়িয়া থাকে, কিছু চাহে না এমন কি জলও চাহে না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া ব্যতীত আর কোনও কথা বলে না। রোগী শূন্যে কোন বস্তুর অন্বেষণে হাতড়ায়। অত্যন্ত অস্থিরতা। মৃত্যুভয়। জলের ন্যায় পাতলা ভেদ। ৩য়, ৩০ শক্তি।

হ্রাসটক্স। টাইফয়েড অবস্থা। জিহ্বা শুষ্ক, সাদা, লেপাবৃত, কিন্তু পার্শ্বদ্বয় এবং অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। ওষ্ঠ এবং দন্ত ময়লাযুক্ত। অত্যন্ত অস্থিরতা। দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া যাইতে চায়। সংযুক্ত বা লেপা বসন্তসহ প্রথমে চক্ষের স্ফীতি থাকে কিন্তু পরে ঐগুলি কুচ্‌কিয়া গিয়া কালবর্ণ ধারণ

করে। গুটীকার অভ্যন্তরে রক্ত সঞ্চয়। মলত্যাগ কালে উরুতে ছিড়িয়া যাওয়ার ন্যায় ব্যথা। রক্তময় মল। স্থিরভাবে থাকিলে পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক বেদনা, নড়াচড়া করিলে উহার হ্রাস। ৩য়, ৩০ শক্তি।

স্যারাসেনিয়া (Sarracenia)। অনেকের মতে মারাত্মক বসন্ত রোগের সকল অবস্থায়ই ইহা একটী প্রধান ঔষধ। ইহাতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ও মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, অতিক্ষুধা, প্রচুর বমন এবং দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হয়। এই ঔষধের বিশেষ কোনও বিশ্বাসযোগ্য লক্ষণ এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। ৩য়, ৩০ শক্তি।

সাইলিসিয়া। বসন্তের গুটীকাগুলিতে পূঁয হওয়া অবস্থায় রোগীর বলক্ষয় করে এবং গুটীকাগুলি শুকাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। এই পীড়া দ্বারা গুরুতররূপে আক্রমিত হওয়ার পর অস্থিক্ষত এবং নালীক্ষত হইয়া উহা হইতে পাতলা পূঁয স্রাব হয় এবং হাড়ের টুক্‌রা খসিয়া পড়ে। ৩০, ২০০ শক্তি।

সোলেনাম-নাই (Solanum Nig)। রক্তযুক্ত বসন্তে উপকারী। ৩০ শক্তি।

ষ্ট্রামোনিয়ম্। ইরাপসন্ বাহির হইবার পূর্ব্বে সমস্ত মুখমণ্ডলের স্ফীতিসহ বিকারে বিড়্‌বিড়্ করা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

সালফর। গুটীকাতে পূঁয জন্মিলে অথবা উহা শুকাইবার সময় মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম। পীড়ার অনিয়মিত গতি। সুপ্রযোজ্য ঔষধপ্রয়োগে ফল্ না দর্শিলে অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার দুই এক ডোজ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রবল কণ্ডুয়নসহ জ্বালা। ঠাণ্ডায় সুস্থবোধ। ৩০ শক্তি।

থুজা। গুটীকাগুলির চতুষ্পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল পরিবেষ্টিত। গলায় ব্যথা। মুখমণ্ডল ফুলাফুলা, উপর বাহু, হস্তের অঙ্গুলী এবং হস্তে ব্যথা। গলায় ব্যথা এবং ভার বোধ। পাস্‌টিউলগুলি দুগ্ধবৎ সাদা এবং চেপ্টা, উহাস্পর্শে ব্যথা। টীকা লওয়ার মন্দফল। এই ঔষধ সময় মত, বিশেষতঃ গুটীকাগুলি পাকার সময় ব্যবহারে বসন্তের দাগ বিলীন হইয়া যায়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ভ্যাকসিনাইনাম্। বসন্তরোগের আক্রমণের ভয় মনে জন্মিলে এই ঔষধ দিলে উপ্‌কার হয়। পীড়ার আক্রমণের পর এই ঔষধ ব্যবহারে পীড়ার উগ্রতা অনেক পরিমাণে নষ্ট করে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ভেরিওলাইনম্। রোগীর গলার মধ্যস্থ লক্ষণাধিক্যতার উপর এই ঔষধের ব্যবহার নির্ভর করে। ইহাতে রোগের উগ্রতা নষ্ট করে। পাস্‌টাউলগুলি রীতিমত না উঠিলে উহার সাহায্য করে। গুটীগুলি শুষ্ক করে এবং বসন্তের দাগ নষ্ট করে। ইহা প্রতিশেধকরূপেও ব্যবহৃত হয়। ডাঃ জার বলেন তিনি কেবল ইহার ৩০ শক্তি দ্বারা এই রোগ আরোগ্য করেন। আবশ্যক হইলে ২।১ ডোজ সলফর মধ্যে মধ্যে দেন এবং ইহা দ্বারা চিকিৎসায় বসন্তের দাগও থাকে না। বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় মনে ভয়ের সঞ্চার। ৩০, ২০০ শক্তি।

ভেরেট্রম্-ভিরিডি। প্রবল জ্বর। শরীরে অত্যন্ত বেদনা। অস্থিরতা। ম্যাক্রোটিনের (Macrotin) সহিত এই ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে গুটিগুলি চ্যাপটা হইয়া শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। ৬ষ্ঠ ৩০ শক্তি।

ভেরেট্রম্-এলবাম। অত্যন্ত গা বমি বমি এবং বমন সহ হঠাৎ আক্ষেপ ও শয্যাশায়ী অবস্থা। পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে ইচ্ছা সহ গলার ভিতর জ্বালা অত্যন্ত ঘর্ম্ম। অত্যন্ত স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অধিক উপযোগী। ৩য় ১২শ, ৩০ শক্তি।

জিঙ্কাম-মেটা। প্রথম হইতে শীর্ণতা এবং অবসন্নতার জন্য ইরাপসন্ গুলি বাহির হওয়ার প্রতিবন্ধকতা হইলে এবং রাত্রি জাগরণ ও মানসিক উদ্বিগ্নতার জন্য স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতা জন্মিলে এই ঔষধ উপকারী।

মুখশুষ্ক, তালু, আলজিব, জিহ্বা, টনসিল, সরডিস্ নামক ময়লা যুক্ত। নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ। বিকারের লক্ষণ হইলে রোগী সর্ব্বদা পা দুইখানি নাড়িতে থাকে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

জল বসন্ত Chicken Pox।

সমসজ্ঞা।—**ভেরিসেলা (Varicella), স্পিউরিয়াস ভেরিওলা (Spurious variolia), সোয়াইন পক্স (Swine pox) রসগত মসূরিকা।**

ইহা রসপূর্ণ গুটিকা বিশিষ্ট অত্যন্ত সংক্রামক পীড়া। কেহ কেহ বলেন যে ইহা এবং আদত বসন্ত একই বিষ হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এটি ভুল ধারণা, কারণ এই রোগের আক্রমন কাহাকেও বসন্তের

আক্রমন হইতে মুক্তি দিতে পারে না অথবা বসন্তের আক্রমন এই পীড়ার আক্রমন হইতে মুক্তি দিতে পারে না এবং ইহাদের একটীর এপিডেমিক অপরটীর এপিডেমিকের পূর্ব্বে এবং পরে হইতে দেখা যায়। শিশুরাই এই রোগের দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। দুই হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুই অধিক আক্রান্ত হয়। কখনও কখনও বয়স্করাও এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমরা ৬৫ বৎসর বয়ক একটী ভদ্রলোককে এই পীড়া দ্বারা সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। এই রোগ অতি ছোঁয়াচে এবং সর্ব্বদাই এপিডেমিক আকারে প্রকাশ পায়। টীকা লইলেও ইহার আক্রমন হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না।

ইহার গুটী প্রথমে কয়েকটী মাত্র অথবা কয়েক শত, একসঙ্গে উঠে। তৎপর ক্রমে ক্রমে দলে দলে প্রকাশ পাইয়া মটর কড়াই প্রমান হয়। ৪৮ হইতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জলবৎ রস সঞ্চার হইয়া উহারা টলটলে দেখায়। ৫ হইতে ৬ দিবসের মধ্যে শুকাইয়া উহাদের উপর বাদামী বর্ণের মামড়ী পড়ে। মামড়ী গুলি পড়িয়া গেলে ঐ সব স্থান মসৃণ হয়। কখনও কখনও শরীরের স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক গুটী পাকিয়া উহাতে পুঁয জন্মে। নখ দ্বারা আঁচড়ানের জন্যই এইরূপ হয় বলিয়া অনুমান হয় এবং যে গুটীগুলি নখদ্বারা আঁচড়ান হয়, উহা শুকাইয়া উহার মামড়ী পড়িয়া গেলে, চর্ম্মে চিরস্থায়ী দাগ থাকিয়া যায়। এই রোগের ভোগ কাল সাধারণতঃ ৭ হইতে ১০ দিবস।

সচরাচর এই রোগের অঙ্কুরায়মান অবস্থা ৮ দিন ধরা যায়, কেহ কেহ বলেন ১০ হইতে ১৮ দিন। ইহার ইরাপসন্ প্রথমে কাণ্ড বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে এবং মস্তকের চুলের মধ্যে প্রকাশ পায়। ইরাপসন্ গুলির গতি অতিশয় মন্দ উহারা কখনও দলবদ্ধ অবস্থায় কখনও ছিটা অবস্থায়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়। ইরাপসন্ পৃষ্ঠে এবং মস্তকে উঠার পর মুখমণ্ডল এবং শরীরের অন্যান্য শাখায় উঠে।

এই রোগদ্বারা আক্রমনের পূর্ব্বে, আলস্য, সামান্য শিরঃপীড়া, জ্বর এবং কাশি হয়। গাত্র তাপ ১০১ এর অধিক উঠে না। উহা ইরাপসন্ উঠিয়া গেলেও কখনও কখনও থাকিতে পারে।

এই রোগের ইরাপসন্ গুলি প্রথমে ছিটা অবস্থায় পিনের মস্তকের

আকৃতিতে চর্ম্মের উপর প্রকাশ পাইয়া পরে মটরের আকারে পরিণত হয়। উহা ক্বচিৎ কখনও লেপা আকার ধারণ করিলেও শরীরের কোনও কোনও স্থানে মাত্র দুই তিনটী একত্র মিলিয়া যায়। ইহার গুটীগুলি বসন্তের গুটীর ন্যায় নাভির আকৃতি ধারণ করে না তবে গুটি খুব বৃহদাকারের হইলে, কোন কোনটী ঐ রূপ আকৃতি ধারণ করে।

এই রোগদ্বারা দ্বিতীয় বার বড় কেহ আক্রান্ত হয় না। এই রোগ কোনও রোগীকে বসন্ত রোগের অনতি পূর্ব্বে, মধ্যে অথবা পরেই আক্রমন করিতে পারে।

বসন্ত রোগের সহিত এই রোগের যে সমস্ত পার্থক্য আছে, তাহা বসন্ত রোগের অধ্যায়ে বিশদ ভাবে দেখান হইয়াছে। মৃদু প্রকৃতির বসন্ত এবং উগ্র প্রকৃতির জল বসন্ত, প্রথম অবস্থায় পৃথক করা বড়ই কঠিন। জল বসন্তের ইরাপসন্ কাণ্ডে অধিক উঠে, মুখমণ্ডল, হস্ত এবং শাখা সমূহে অল্প উঠে অথবা কখনও কখনও মোটেই উঠে না। গুটিকার মাথা প্রায়ই নাভির ন্যায় গর্ত্ত পনা হয় না।

ভাবিফল। ইহা মৃদু প্রকৃতির রোগ, সত্বরই আরোগ্য হয়। চুলকান উচিৎ নয়।

পথ্যাপথ্য। লঘু পথ্য, জল বার্লী অথবা দুধ সহ বার্লী। আরোগ্য হইলে নিমের পাতা ও হলুদ বাটিয়া তিল তৈল সহ গাত্রে দিয়া রোগীকে স্নান করাইতে হইবে। নিম পত্র সহ জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা গাত্র ধৌত করার পদ্ধতি আমাদের দেশে আছে। উহা উপকারক।

একোনাইট। রোগের প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর, মৃত্যুভয়, অস্থিরতা এবং পিপাসা। ৩য় ৩০ শক্তি।

এণ্টিম্-টার্ট। একোনাইটের পর। বক্ষে শ্লেষ্মা ঘড়্ ঘড়্ করে। শিশু খিট্‌খিটে। বমন, কোমরে ব্যথা। গুটীকা পাকার উপক্রম। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

এপিস্। গুটীকা বাহিরের পর উহাতে অত্যন্ত চুলকানী। পিপাসা হীণতা। চক্ষের পাতা ফুলা। গুটীকা বাহির হইতে বিলম্ব তৎসহ পাকস্থলীর গোলযোগ এবং পিত্যাধিক্যতার লক্ষণ। ৩০ শক্তি।

বেলেডোনা। একোনাইটের লক্ষণসহ মস্তকের প্রদাহ। সর্ভিক্যাল গ্লাণ্ডের স্ফীতি। গলায় বেদনা এবং শিরঃপীড়া। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ব্রাইয়োনিয়া। গুটী কোনও কারণে বাহির হয় না, অথবা বাহির হইতে বিলম্ব হয়। প্রবল তৃষ্ণা, শরীরে ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ। নড়াচড়ায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-মিউর। নাক দিয়া সাদা চটচটে সর্দ্দীস্রাব। গুটীকাগুলিতে সাদা ঘনরস জন্মিলে এই ঔষধে উপকার হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

মার্ক-সল্। জ্বর বিরামান্তে গুটীগুলি পাকার উপক্রম। মুখ আর্দ্র এবং দুর্গন্ধযুক্ত। মুখ হইতে লালাস্রাব। গুটীকাগুলি আকারে বড় এবং উহাতে অত্যন্ত পূঁয। কুন্থন এবং মূত্র কৃচ্ছ্রতা। গ্রন্থিস্ফীতি। পিপাসা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

হ্রাসটক্স। গুটীকাগুলি জলপূর্ণ, শরীরে ব্যথা, গ্রন্থিস্ফীতি। জিহ্বার ডগা এবং উভয় পার্শ্বে লাল। নাসিকা হইতে জলীয় স্রাব। কর্ণমূল প্রদাহ। ইরাপসন্ উঠিতে বিলম্ব, তৎসহ পাকস্থলীর গোলযোগ এবং পিত্তাধিক্যতা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

হাম। Measles.

সমসংজ্ঞা—রোমান্তী, লুন্তী, ফেরা, রুবিওলা (Rubeola), মরবিলাই (Morbilli), রুগিয়োলি (Rugeole), কেয়ারা।

ইহা একপ্রকার উদ্ভেদসহ সংক্রামক জ্বর। এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করার প্রায় ৮ দিবস পর, প্রথমে সামান্য সর্দ্দীর লক্ষণ, হাঁচি, নাসিকা হইতে জল পড়া, চক্ষু আরক্ত এবং উহা হইতে জল পড়া প্রভৃতি উপসর্গের সহিত জ্বর হয় এবং শরীরে উদ্ভেদ সম্পূর্ণরূপে উঠিলে জ্বর ছাড়িয়া যায়। এই রোগ প্রায় সকলের নিকটেই সুপরিচিত।

অন্যান্য উদ্ভেদ সংক্রান্ত রোগের ন্যায় ইহারও ৪টী ক্রম আছে।

(১) **অঙ্কুরায়মান অবস্থা।** (২) **আক্রমন অবস্থা।**
(৩) **উদ্ভেদ অবস্থা।** (৪) **চর্ম্ম নির্ম্মোচন অবস্থা।**

সুস্থ শরীরে এই রোগের বিষ টীকাদ্বারা প্রবেশ করাইয়া জানা গিয়াছে যে এই রোগের অঙ্কুরায়মান অবস্থা ১২ হইতে ১৪ দিন কখনও কখনও ১ সপ্তাহ হইতে তিন সপ্তাহ সময় লাগে। এই সময়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের, বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় না তবে কোনও কোনও পরিণত বয়স্ক রোগীর নিকট জানা গিয়াছে যে, তাহাদের ক্ষুধামান্দ্য এবং অবসাদ প্রভৃতি হইয়াছিল।

আক্রমনাবস্থায় রোগীর শিরঃপীড়া, কোমরে এবং শাখা সমূহে বেদনা, শীত এবং কম্পসহ জ্বর হয়। কখনও কখনও বিবমিষা, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়, গলা বেদনা, এবং তড়কা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আক্রমণের পর ২।৩ দিন জ্বর প্রায় সহজ জ্বরের ন্যায় চলে। গাত্রতাপ ১০১।১০২এর উপরে উঠে না। জ্বরের সহিত প্রায় সমস্ত রোগীরই সর্দ্দি হয়। হাঁচি, নাসিকা দিয়া জল পড়া, গলার ব্যাথা কখনও কখনও কানে ব্যাথা, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং সজল হয় এবং সর্দ্দি হইতে বিরক্তিকর কাসি জন্মে। চতুর্থ দিবসে ইরাপসন্ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। উহা **প্রথমে মুখমণ্ডলে, কর্ণেরচতুর্দ্দিকে এবং গলায় উঠিয়া** ক্রমে কাণ্ড এবং শাখা সমূহে বিস্তারিত হয়। ষষ্ঠ দিবসে রোগের সমস্ত উপসর্গগুলি শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। ইরাপসন্ উঠার সহিত ৪র্থ দিনে জ্বর বৃদ্ধি পায়। উদরাময় পূর্ব্বে না থাকিলেও কাহারও কাহারও তখন দেখা দেয়। ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম দিবসে সমস্ত উপসর্গই তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হইতে থাকে। জ্বর কমিয়া যায়, ইরাপসন্গুলি ম্লান হয়। ইহার পর শরীর হইতে সক্কের মত চর্ম্ম উঠিয়া যায়।

হামের সহিত যে জ্বর হয় উহা হঠাৎ প্রকাশ পায় এবং উহার গতি অতি দ্রুত হয়। সাধারণতঃ শরীরের তাপ ১০২ থাকে, কখনও কখনও উহা ১০৪ পর্য্যন্ত উঠে। মৃদুরোগে ১০০ উপর উঠে না। কন্‌ভালসন্ হইলে স্বভাবতঃ উহা ইরাপসন উঠার অনতিপূর্ব্বেই হয়। চতুর্থ দিবসে ইরাপসন উঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা ঐরূপ থাকিয়া ছাড়িয়া যায় **ইহার পরেও যদি জ্বর থাকে, তবে কোনও জটিল উপসর্গের উদ্ভব হওয়া সন্দেহ করিতে হইবে।**

হামের সহিত যে সর্দ্দি হয় উহাতে প্রথমে নাসিকা শুষ্ক বোধ হয়। তৎপর হাঁচি ও জলপড়া আরম্ভ হয়। গলার বেদনা ও গলকোষ কাঁচা কাঁচা অনুভব হয়। চক্ষু প্রদাহিতএবং লালবর্ণ হয় এবং উহা হইতে জল পড়ে। প্রদাহ স্বরযন্ত্র

কণ্ঠনলী এবং বায়ুনলী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া কাহারও কাহারও স্বরভঙ্গ হয়। ইহারপর কাসি একটী প্রধান এবং বিরক্তিকর উপসর্গমধ্যে গণ্য হয়। ইরাপসন উঠার সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলির তীব্রতার বৃদ্ধি হয়। অনেক রোগীর কাশিই ভয়ানক বিরক্তিকর হয়।

ইরাপসন্ সাধারণতঃ ৪র্থ দিবসে উঠে। কখন ৩য় অথবা পঞ্চম দিবসেও উঠিয়া থাকে তবে ইহার সংখ্যা অতি বিরল। প্রথমে মুখমণ্ডলে চর্ম্মের উপর সামান্য সামান্য উচু গোলাপী রং প্রকাশ পায়, কখনও কখনও উহাতে একটু নীলের আভা থাকে। ইরাপসনগুলি ছিটা অথবা লেপা অবস্থায় উঠে। মুখের ইরাপসন স্বভাবতই লেপা হয়। মুখমণ্ডল হইতে কাণ্ড এবং শাখাসমূহে উহারা বিস্তৃত হয়, কিন্তু মুখমণ্ডলে যত অধিক সংখ্যক ইরাপসন উঠে, অন্যান্য স্থানে তত উঠে না। অঙ্গুলীর দ্বারা চাপ দিলে ক্ষণিকের তরে উহারা অদৃশ্য হয়। ইরাপসনগুলি প্রথমে যেস্থানে প্রকাশ পায়, আরোগ্যের সময় সেইস্থানেরগুলিই প্রথমে অদৃশ্য হয়। তৎপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্কাকারে প্রায়ই ঘর্ম্মের সহিত পড়িয়া যায়।

কৃষ্ণবর্ণ হাম (Black Measles) এই রোগে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে ইরাপসনগুলির মধ্য দিয়া রক্তস্রাব হয়। ইহা অতি সাংঘাতিক রোগ। বিকৃত ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং যাহারা অপরিষ্কার থাকে তাহারাই এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। গৃহস্থের বাড়ীতে এই রোগ খুব কম হয়। সৈন্যাবাস এবং যে সব স্থানে অধিকলোক একসঙ্গে বাস করে, সেই সব স্থানেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

কখনও কখনও এই পীড়ায় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও হইতে দেখা যায়। ইরাপসন প্রথমে মুখমণ্ডলে না উঠিয়া শরীরের অন্য কোনও স্থানে উঠিতে পারে। কখনও কখনও স্বাভাবিক ইরাপসনগুলির মধ্যে মধ্যে জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী অথবা ফোস্কা দেখা দেয়। **ফোস্কা উঠিলে রোগ শক্ত বলিয়া সন্দেহ করিতে হইবে।** কখনও কখনও **এই পীড়ার সহিত আদৌ সর্দ্দি থাকে না** (Sinecatawho) এবং কখনও কখনও **ইরাপসন্ প্রকাশ পায় না** (Sineeruptione)।

এই রোগের সহিত যে সর্দ্দি হয় তাহা হইতে অনেক গুরুতর উপসর্গের উদ্ভব

হয় এবং অনেক সময় উহাই রোগীর, বিশেষতঃ বিকৃত ধাতুগ্রস্ত এবং দুর্ব্বল শিশুর মৃত্যুর কারণ হয়। **ইরাপসন্‌গুলি অদৃশ্য হওয়ার পরও জ্বর বিরাম না হইলে নিউমোনিয়ার আক্রমণ সন্দেহ করিতে হইবে।** রোগীর শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস এবং অন্য কোনও প্রকারে ঠাণ্ডা লাগাই এই উপসর্গের উৎপত্তির কারণ। এই হেতু কখনও কখনও ইরাপসনগুলি অদৃশ্য হইতে বিলম্বও হয়।

এইরোগে চক্ষু এবং কর্ণপটই প্রদাহান্বিত হয়। চক্ষের শুক্লমণ্ডল এবং কণিনিকা আক্রান্ত হয়। কখনও কখনও স্ক্রফিউলাস, অপ্‌থ্যালমিয়া হইতে দেখা যায়। সন্দিহেতু মধ্যকর্ণ প্রদাহিত হয় কিন্তু উহাতে পূঁয জন্মে না, সুচিকিৎসার অভাবে রোগী কালা হইতে পারে।

পাকস্থলীর গোলযোগ হইয়া মুখগহ্বরের প্রদাহ এবং উদরাময় কখনও কখনও হইয়া থাকে। কোনও কোনও এপিডেমিকের স্বভাবসিদ্ধ, উদরাময় দেখা দেয়। কখনও বা কোষ্ঠবদ্ধ দূর করার জন্য রেচক ঔষধ সেবন করা হেতু উদরাময়ের সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও শরীরে, ক্ষতের উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে বিকৃত ধাতু বিশিষ্ট লোকদেরই এইরূপ হয়।

কোরিয়া, এপিলেপ্‌সি এবং চর্ম্মরোগ, এই রোগ ভোগ হেতু আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

সর্ব্ব বয়সেই এই রোগ হইতে পারে, তবে দেখা গিয়াছে যে যৌবনে পদার্পন করার পর খুব কম লোকেরই এই পীড়া হইয়া থাকে। রোগের আক্রমন হইতে এইরূপ মুক্তি পাওয়ায় সঙ্গে বয়সের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে বাল্যকালে এই রোগাক্রান্ত হওয়ায় এইরূপ মুক্তির কারণ বলিয়া অনুমান হয়। **ছয় মাসের কম বয়সের শিশু এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না।** অনেক সময়ই দেখা গিয়াছে যে এক পরিবারের সমস্ত শিশু আক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশু আক্রান্ত হয় নাই। গর্ভস্থভ্রূণ এই পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

কোনও স্থানে হামের এপিডেমিক আরম্ভ হইলে উহা অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে এবং যে বয়সের লোকের এই পীড়া হয় সেই বয়সের কোনও ব্যক্তিই ইহার আক্রমন হইতে রক্ষা পাওয়ার আশা করিতে পারে না। ইহা প্রত্যেক অবস্থায়

সংক্রামিত হইতে পারে। অনেকেই বলেন, রোগীর যখন সর্দ্দি হয় তখন সে অন্যের পক্ষে বিপদজনক হইয়া পড়ে। এই পীড়ার সংক্রামকতা এত প্রখর যে কোনও পরিবারে অথবা প্রতিষ্ঠানে ইহা একবার ঢুকিলে, কিছুতেই ইহার প্রসারতার খর্ব্ব করা যায় না। **ইহার বিষ সাধারনতঃ বাতাসের সঙ্গে নাসিকার দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। সংস্পর্শ এবং বস্ত্রাদির দ্বারা এই রোগ স্থানান্তরিত হইতে পারে।**

এই রোগের ২য় দ্বিবসে জর কম হইয়া, ইরাপসন্ বাহির হওয়ার সঙ্গে ৪র্থ দিবসে উহার বৃদ্ধি হয়। কেবল এই বিশয় হইতেই বসন্ত এবং কার্লেটিনা রোগ হইতে এই রোগকে পৃথক করা যায়, বিশেষতঃ হামের ইরাপসন্ অঙ্গুলীরদ্বারা চাপ দিলে ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায়, অন্য কোনও রোগের ইরাপসন্ তদ্রূপ হয় না।

এপিডেমিকের সময় পলসেটিলা ৩০ শক্তি একডোজ সেবনে হামের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশে অনেকেই এই রোগকে সামান্য মনে করিয়া তুচ্ছ করেন। চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী রোগীকে সাবধানে রাখিলে জটীল উপসর্গ সংযুক্ত শক্ত রোগও আরোগ্য হয়। কিন্তু অসাবধান হইলে মৃদু রোগেও হঠাৎ জটীল উপসর্গের আবির্ভাব হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। **বৃদ্ধবয়স, অতিশয় জনাকীর্ণ স্থান এবং শীত ঋতুতে এই রোগ অধিক অপকারী।**

পথ্যা পথ্য। রোগীকে আলো বাতাস যুক্ত গৃহে পৃথক ভাবে রাখিতে হইবে। রোগীর গাত্রে যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে তৎবিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। প্রত্যহ রোগীর শরীর ঈষদুষ্ণজলে তোয়ালে ভিজাইয়া স্পঞ্জ করিয়া দিতে হইবে এবং উহার বিছানার চাদর বদলাইতে হইবে। রোগীর আলোকাতঙ্ক থাকিলে, ঘরে আলো প্রবেশের পথ বন্ধ করিতে হইবে।

দুধবার্লী, সাগু, টাটকা ফল এবং প্রচুর পরিমানে ঠাণ্ডাজল দেওয়া যাইতে পারে। জর যাওয়ার পর পীড়কাগুলি অদৃশ্য হইলে নিমপাতা সিদ্ধ গরমজল দ্বারা রোগীর গাত্র উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দেওয়া উচিৎ। পেটের অসুখ থাকিলে গন্ধভাদালের ঝোল এবং এরারুট। অধিক সর্দ্দি কাশি না থাকিলে

ঘোল দেওয়া যাইতে পারে। গাত্রের মরা চর্ম্ম পড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত উহাকে বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিৎ নয়। রোগীর চক্ষু উঠিলে ঈষদুষ্ণজলে কিঞ্চিৎ দুধ মিশাইয়া দিবসে ২।৩ বার চক্ষু ধৌত করা উচিৎ।

একোনাইট। রোগের প্রারম্ভে। অত্যন্ত জ্বর, নাড়ী পূর্ণ, শক্ত ও দ্রুত। অত্যন্ত পিপাসা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠা। চক্ষু আরক্তিম জলপূর্ণ। আলোক সহ্য হয় না। শরীরে শুষ্ক দাহকর তাপ। নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া। রোগী সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করে। শারীরিক এবং মানসিক অস্থিরতা। মৃত্যুভয়। নাকের মূলদেশে কষ্টকর চাপ বোধ। শৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ সহ শুষ্ক কষ্টকর কাশি। কাসিবার সময় সর্ব্বশরীর ঝাঁকিতে থাকে। বক্ষস্থলে চিড়িক মারা বেদনা। হাঁচি সহ সর্দ্দি। অন্ত্র এবং পাকস্থলীতে ব্যথা সহ বমি এবং উদরাময়। দন্ত কিড় মিড় করা। শয্যায় উঠিয়া বসিলে মাথা ঘোরে। ৩য় শক্তি।

এইল্যান্থাস্ (Ailenthus)। গলার বাহিরে এবং ভিতরে স্ফীতি শুষ্ক কাশি। নাসিকা হইতে অধিক পরিমাণে পাতলা রস ও রক্ত যুক্ত স্রাব নিঃসরণ। দন্ত ক্লেদাবৃত। গ্রীবা পৃষ্ঠের স্ফীততা এবং বেদনা। গলার স্ফীতি। কর্ণমূল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ৩য় ৩০ শক্তি।

এণ্টিম্-ক্রুড। জিহ্বার সাদা পুরু কোটিং। কর্ণে বেদনা। পাকস্থলীর অসুস্থতা। মুখে পঁচা স্বাদ। খাদ্য বস্তুর স্বাদ যুক্ত ঢেকুর। শিশু খিট্‌খিটে উহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং উষ্ণ। বিকার, প্রলাপ, আলস্য ও নিদ্রালুতা। অক্ষুধা। মুখে তিক্ত স্বাদ। কবিতা বলা। ৩য় ৩০ শক্তি।

এমন-কার্ব্ব। অত্যন্ত সর্দ্দী, তৎসহ নাসিকা বন্ধ প্রায়। হাম বসিয়া যাওয়া হেতু শ্বাস কষ্ট। মনে হয় যেন গলার ভিতর চাঁছিয়া দিয়াছে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

এণ্টিম্-টার্ট। হাম উঠিয়াই বসিয়া যায় অথবা রীতিমত বাহির হইতে পারে না। মস্তকে যন্ত্রণা এবং তন্দ্রাচ্ছন্নতা। শ্বাস কৃচ্ছতা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ। কাশি তরল কিন্তু গয়ার আদৌ উঠেনা। মস্তিষ্ক, পাকাশয়, অন্ত্র এবং শ্বাস যন্ত্র আক্রান্ত। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

এপিস্-মেল। হাম এত ঘন হইয়া উঠে যে উহাতে সমস্ত শরীর লেপিয়া

চর্ম্মে স্ফীতি জন্মায়। চক্ষের পাতা রক্তবর্ণ, ফুলা ও শোথযুক্ত। কোনও কোনও রোগীর চক্ষের নীচের পাতা জলপূর্ণ থলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। উদ্ভেদগুলি গোলাপী, রক্তবর্ণ এবং গাঢ়। বিকারে প্রলাপ বকা। তন্দ্রার ভাব বিদ্যমান থাকিলে কখনও কখনও তন্দ্রার মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠা। হুপিং কাশির ন্যায় প্রবল কাশি। গাঢ় লাল বর্ণের সামান্য প্রস্রাব। প্রাতঃকালে সবুজ বর্ণ মলযুক্ত উদরাময়। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক। দুষ্টহাম। ইরাপসন্‌গুলি কাল্‌চে বর্ণের, অথবা ইরাপসন্ বসিয়া যাওয়া। চর্ম্ম শুষ্ক খস্‌খসে। মুখশ্রী বিকৃত। অত্যন্ত মানসিক এবং শারীরিক অস্থিরতা। মৃত্যু ভয়। তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জলপান। দুই প্রহর রাত্রের পর পীড়ার বৃদ্ধি। চক্ষে জ্বালা এবং ব্যথা, আলো সহ্য হয় না। বমন, উদরাময়, মলে দুর্গন্ধ। বিকারের ভাব এবং অত্যন্ত অসাড় অবস্থা। শরীরে পিটিকিয়া (যেন রক্ত জমিয়া চর্ম্ম মধ্যে লাল লাল দাগ হইয়াছে)। অত্যন্ত হাঁচি, নাসিকা হইতে সর্দ্দী নির্গত হওয়ায় ওষ্ঠদেশ হাজিয়া যায়। দুষ্টহাম এবং রক্তস্রাবী হামে এইটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

বেলেডোনা। চক্ষু ও মুখ মণ্ডল রক্তবর্ণ। নিদ্রাতুর কিন্তু নিদ্রা হয় না। নিদ্রা হইতে চমকিয়া লাফাইয়া উঠে। জিহ্বা ও গলনলী উজ্জ্বল লাল, ঢোক গিলিতে কষ্ট। পৃষ্ঠদেশে প্রবল বেদনা। মাথা ধরা সহ নাসিকার শুষ্কাবস্থা। হাঁচি, স্বরভঙ্গ, এবং গলায় ব্যথা। জিহ্বায় গাঢ় সাদা লেপ। শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি। বক্ষস্থলে যন্ত্রণা এবং নিশ্বাসে কষ্ট। কখনও কখনও তড়্‌কা এবং অত্যন্ত পিপাসা। ৩য়, ৩০, বিকারে কখনও কখনও ২০০ শক্তি।

ব্রাইয়োনিয়া। কোন কারণ বশতঃ হাম সম্যকরূপে বাহির হইতে না পারিলে ব্রাইয়োনিয়া দিয়া আমরা অনেক রোগীতে আশাতীত ফললাভ করিয়াছি।

শুষ্ক কাসি, শ্বাস কষ্ট এবং দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস। বক্ষে সূচী বিদ্ধবৎ চিড়িকমারা বেদনা। কাসিতে কাসিতে কখনও কখনও শিশুগণ কাঁদিয়া উঠে, বমি করে এবং প্রস্রাব করিয়া ফেলে। কোষ্ঠবদ্ধ। সমস্ত অঙ্গে বাতের ব্যথা। মুখ শুষ্ক, পিপাসার অভাব, অথবা প্রবল পিপাসা। অনেক-

ক্ষণ অন্তর অধিক পরিমাণ জলপান। বিছানায় উঠিয়া বসিলে গা বমি বমি ও মূর্চ্ছা। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। পেশী অথবা কোনও অঙ্গের স্পন্দন। হাম বসিয়া গিয়া দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা সহ খেঁচুনী। খেঁচুনীর পর অত্যন্ত কাসি এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট।

হাম বসিয়া গিয়া ব্রঙ্কাইটীস্ অথবা নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ফলপ্রদ। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্যাম্ফার। হাম বসিয়া যাওয়া অথবা দুষ্ট ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট অবস্থায় পরিণত হওয়া। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ও তন্দ্রা। মুখমণ্ডল ফেকাসে। চর্ম্ম নীল এবং বরফের ন্যায় শীতল অথচ অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা। প্রস্রাব কষ্টকর এবং যন্ত্রণাপ্রদ, পেশীর স্পন্দন এবং আড়ষ্ট ভাব। শ্বাস কষ্ট, নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষীণ। ৩য়, ৩০ শক্তি।

কার্ব্ব-ভেজ। হাম রীতিমত বাহির না হওয়ায় অনেক দিন রোগ ভোগ করা। থাইসিসের মত কাশি। দুর্গন্ধ গয়ার, শরীর জীর্ণশীর্ণ। কপালে ভ্রুর উপরিভাগে মাথা ধরা। কাশির সময় মস্তকে চিড়িকমারা বং ব্যথা। অক্ষি পত্রের ধার চুলকায়। স্বরভঙ্গ। হামের পরবর্ত্তী কষ্টকর কাশি। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

কফিয়া। অবিরত গলা খুক্‌খুকে শুষ্ক কাশি। কাঁদিলে গলা ভাঙ্গিয়া যায়। চর্ম্ম এবং অন্যান্য অঙ্গের স্পর্শ সহিষ্ণুতা। কম্প, পেশীর আক্ষেপ। দন্ত কিড়্‌মিড়্ করা। স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রাহীনতা। নিদ্রাহীনতা সহ মুখমণ্ডলে গরম বোধ ও ঘর্ম্ম। উদ্ভেদগুলি রীতিমত না উঠায় শরীরে চুলকানী। এই ঔষধে হাম রীতিমত উঠিয়া স্নায়ুমণ্ডল স্নিগ্ধ করিয়া সুনিদ্রা আনয়ণ করে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ক্রোটালুস্। কাল্‌চে হাম। লেপা হামসহ মুখমণ্ডলের স্ফীতি। প্রবল জ্বর। চক্ষু এবং নাসিকা অত্যন্ত প্রদাহিত। ফুস্‌ফুস্ এবং গলনলী প্রায়ই আক্রান্ত হয় না। প্রলাপ। রক্তস্রাব হইলে উহা দুর্গন্ধ যুক্ত। ইরাপসন্‌গুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত শরীরে থাকে অথবা শরীরের স্থানে স্থানে দাগের ন্যায় পুনরায় দেখা দেয়। মুখ এবং জননেন্দ্রিয়ের পচনশীল ক্ষত। ৩য়, ৩০ শক্তি।

কুপ্রম-এসিটাস্ (Cuprum Actes)। হাম উঠার পর ব্রঙ্কাইস্টী

সহ প্রলাপ। বাড়ী যাইতে চায়। বিবমিষা, বমন, শীতল জল পানে উপশম। হঠাৎ হাম মিলাইয়া যাওয়া (এমন কার্ব্ব, ব্রাইয়োনিয়া) এবং কন্ভালসন্। ওষ্ঠ এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ। জিহ্বা এবং মুখ লাল। কেবল রাত্রে গয়ার উঠে। নিদ্রার মধ্যে কথা বলে, গালি দেয়, এপাশ ওপাশ করে, শরীর মোচড়ায় এবং চীৎকার করে। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

কুপ্রম-মেটা। নিদ্রাভঙ্গ হইলে ভীতি। বিকারে চীৎকার করে অথবা বিড়্বিড়্ করে। মুখমণ্ডল নীলবর্ণ। বমি ও কাঠ বমি। অঙ্গের স্পন্দন। ৩য়, ৩০ শক্তি।

চেলিডোনিয়াম্। হাম রোগের সহিত ব্রঙ্কাইটীস্ অথবা নিউমোনিয়া। নাসাপক্ষদ্বয় প্রসারিত ও সঙ্কুচিত। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

চায়না। হামের পরবর্ত্তী উদারাময়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ড্রসেরা। হামের পর হুপিং কাশির ন্যায় আক্ষেপযুক্ত কাশি। বুকের পাঁজড়ায় কসিয়া ধরার মত, তজ্জন্য কাসিতে অক্ষম। কাশিবার সময় বক্ষস্থলের উভয়দিক চাপিয়া ধরিতে হয়। কখনও কখনও রক্তযুক্ত অথবা পূঁযযুক্ত গয়ার। বিকালে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। ৩০ শক্তি।

ডালক্যামেড়া। ঠাণ্ডা জলীয় বাতাস লাগিয়া অথবা জলে ভিজিয়া হাম বসিয়া যাওয়া। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ইউফ্রেসিয়া। নাসিকা হইতে প্রভূত জলীয় সর্দ্দি পড়া (উহা ক্ষতোৎপাদক নহে) এবং চক্ষু দিয়া প্রচুর গরম ক্ষতকর জলপড়া এবং চক্ষুতে প্রদাহ। চক্ষুতে আলো সহ্য হয় না। কেবল দিবসে কাসি। ইরাপসন্ উঠার পূর্ব্বে দপ্দপ্ কর মাথা ব্যথা। সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। খোলা বাতাসে উপসম। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ইউপেটোরিয়াম-পারফোলিয়েটাম। সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা। তৃষ্ণা সহ পিত্ত বমন। সর্দ্দিসহ হাঁচি, স্বরভঙ্গ, প্রবল মাথাধরা। সন্ধ্যার সময় কাশিসহ বুকে ব্যথা। কাশিবার সময় হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিতে হয়। চোখে আলোক সহ্য হয় না। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ফেরম-ফস্। হাম রোগের সকল অবস্থায়ই এই ঔষধ প্রয়োজ্য বিশেষতঃ

হাম উঠার পূর্ব্বাবস্থায় অথবা কেবল প্রারম্ভে ইহাদ্বারা সুফল পাওয়া যায়। ফুস্ ফুস্, চক্ষু, নাসিকা এবং কর্ণ প্রদাহান্বিত হইলেও উহাতে উপকার দর্শে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

জেলসিমিয়ম। একোনাইট ব্যবহারের পর ইরাপসন উঠিলে। নাক দিয়া উষ্ণ জল পড়ে, উহাতে নাসিকা এবং উপর ওষ্ঠ হাজিয়া যায়। নিদ্রালুতা সহ জ্বর, তাপ অল্প কিন্তু পিপাসা থাকে না। পৃষ্ঠ এবং মেরুদণ্ডে শীতানুভব। গলা এবং বক্ষস্থলে ব্যথা। স্বরভঙ্গ। জিহ্বা আর্দ্র এবং সাদা লেপাবৃত। দক্ষিণ নাসারন্ধ্র বন্ধপ্রায়। কিছু গিলিবার সময় কর্ণে চিড়িক মারা ব্যথা। শুষ্ক ঘ্যান ঘেনে কাশি। গলায় ক্ষত এবং শ্লেষ্মা সঞ্চিত। ৩য়, ১২শ ৩০ শক্তি।

হিপার-সলফ্। স্বরভঙ্গ সহ কাশি। বোধ হয় যেন গলার ভিতর চাঁচিয়া গিয়াছে। কর্ণে চিড়িক মারা ব্যথা, নাসিকা ঝাড়িলে কর্ণের মধ্যে খচ খচ শব্দ হয়। হাম রোগে এই ঔষধ খুব কম ব্যবহার হয়। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ইপিকাক। অত্যন্ত ধীরে ধীরে উদ্ভেদ বাহির হয় এবং তৎসঙ্গে বক্ষস্থলে কষ্ট বোধ। প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে খুক্ খুক্ করিয়া কাশে এবং তৎ সঙ্গে গলায় ঘড় ঘড় যুক্ত তরল মিউকাসের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বদাই গা বমি বমি এবং পাকস্থলীতে অসুস্থতা বোধ। অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন নিশ্বাস। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-বাই। কর্ণে, বিশেষতঃ বাম কর্ণে উগ্র চিড়িক মারা বেদনা আরম্ভ হইয়া তালু এবং গ্রীবা পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। তৎসহ গ্রন্থির স্ফীতি। কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূঁযস্রাব। চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং চক্ষু মেলিতে জ্বালা। চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলের স্ফীতি এবং উহাতে ফুস্কুড়ী জন্মে। পুরাতন গণোরিয়া রোগ সংসৃষ্ট চক্ষু উঠা এবং উহা হইতে পূঁযস্রাব। নাসিকা হইতে আঠা আঠা সবুজ রঙ্গের শ্লেষ্মা স্রাব, নাসিকার ক্ষত এবং স্পর্শ সহিষ্ণুতা। উদরাময় এবং সামান্য কুন্থন। প্রবল কাশি সহ বমন। গলা ঘড় ঘড় সহ আঠা যুক্ত দড়ার ন্যায় গয়ার উঠে। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-মিউর। কর্কশ কাশি, গ্রন্থি স্ফীতি, জিহ্বা সাদা অথবা ধূসর বর্ণ লেপাবৃত। প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায় এই ঔষধ খুব ফলপ্রদ। হামের

পর সাদা পাতলা মলসহ উদরাময়। গলা ফুলা এবং কর্ণে কম শুনা। কৃমির জন্য পাছা চুলকান। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-সলফ। 'হাম সহসা অদৃশ্য হইয়া গায়ের চর্ম্ম শুষ্ক এবং খসখসে ভাব ধারণ করা। এই ঔষধ উদ্ভেদগুলি পুনরায় উঠানের সাহায্য করে। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-হাইড্রো-আইওডিয়ম্। অত্যন্ত উৎকট হাঁচি সহ নাসিকা হইতে ক্ষতোৎপাদক শ্লেষ্মা পড়া। চক্ষুতে জ্বালা ও জল পড়া। আস্তে আস্তে ঘন্ ঘন শুষ্ক কাশি এবং ঈষৎ হরিৎ মিশ্রিত সাদা গয়ার উঠা। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ল্যাকেসিস্। নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমান জল পড়া, উহাতে নাসাপুট এবং ওষ্ঠ হাজিয়া যায় ও স্ফীত হয়। চক্ষু দিয়া জল পড়া। ইরাপসনগুলি ধীরে প্রকাশ পায় কিংবা কাল অথবা নীলবর্ণ ধারণ করে। দন্ত সরডিস্ নামক ময়লায় আবৃত। জিহ্বা বাহির করিতে পারে না। গলার ভিতর ক্ষতবৎ ব্যথা কিন্তু সর্দ্দি স্রাব আরম্ভ হইলে ব্যথার উপশম। কিছু গিলিবার সময় বাম কর্ণে বেদনা। রাত্রে আক্ষেপ যুক্ত শুষ্ক কাশি। ঘুমের পর বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

মার্কিউরিয়স্। গ্রীবার গ্রন্থি সমূহ ফুলা তজ্জন্য কিছু গলধঃকরণে কষ্ট। গলার ব্যথা ও টনসিলে ক্ষত। প্রচুর পরিমানে শ্লেষ্মা স্রাব এবং নিশ্বাসে দুর্গন্ধ। চক্ষে জ্বালা ও চক্ষু হইতে জল পড়া। পাকাশয়ের উর্দ্ধদিকে অত্যন্ত ব্যথা। প্রচুর ঘর্ম্ম কিন্তু উহাতে রোগের কিছুমাত্র উপসম হয় না। কোষ্ঠ বদ্ধতা অথবা উদরাময়। রক্তের দাগ যুক্ত আমাশয়। মুখে দুর্গন্ধ। ৩য়, ৩০ শক্তি।

নক্সভমিকা। নাক বন্ধ। কাশি সকালে সরল ও সন্ধ্যায় শুষ্ক। শুষ্ক কাশি সহ মাথা ব্যথা। দিবা নিদ্রা। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ফস্ফরাস্। কষ্টকর কাশি, বক্ষে চাপ বোধ। শুষ্ক কাশি সহ বমি বমি ভাব অথবা বমি করা। বক্ষস্থলে সূচ ফোটানর মত ব্যথা। উহা, কাশিলে অথবা নিশ্বাস প্রশ্বাস লইলে বৃদ্ধি। অচৈতন্যতা সহ টাইফয়েড লক্ষণ নিচয়। জিহ্বা সরডিস্ ময়লায় লেপাবৃত। পাতলা মল সহ বেদনা শূণ্য উদরাময়। স্বরভঙ্গ অথবা বসিয়া যাওয়া। নিদ্রান্তে সমস্ত উপসর্গের উপশম। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শক্তি।

পালসেটিলা। সাধারণ এবং সহজ হাম। চক্ষে প্রদাহ এবং আলোকাতঙ্ক। নাসিকা হইতে হলুদবর্ণ ঘন সর্দ্দি স্রাব। রাত্রিতে দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে কন-কন্ করা, দপ দপ করা ও চিড়িক মারা বৎ বেদনা। মুখ শুষ্ক অথচ পিপাসা হীনতা। কাশি রাত্রে শুষ্ক এবং দিবসে তরল। শ্রবন শক্তি এবং ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস। সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে শুষ্ক কাশি বিশেষতঃ শায়িত অবস্থায় থাকিলে। কাশির জন্য শিশু শয্যায় উঠিয়া বসে। চক্ষু চুলকায়। হামের পর পুরাতন তরল কাশি। রাত্রে পেট ডাকিয়া উদরাময় এবং হামের পরবর্ত্তী উদরাময়।

ডাঃ ক্যারিংটনের মতে জ্বর থাকা পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিৎ নয়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

রাসটক্স। অত্যন্ত অস্থিরতা ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন। শরীরে ব্যথা। বারংবার হাঁচি সহ নাসিকা হইতে গরম হাজাকারক সর্দ্দি পড়ে। বিকারের লক্ষণ। শুষ্ক খুস্ খুসে কাশি। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ষ্টিক্টা। অবিশ্রান্ত শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, সন্ধ্যায় এবং রাত্রে বৃদ্ধি, বক্ষে চাপানুভব, মনে হয় যেন ফুসফুসের মধ্যে কোনও কঠিন বস্তু জমাট বান্ধিয়া আছে। নাসিকার মূলদেশে ভার বোধ। চক্ষু উঠা সহ উহা হইতে অধিক পরিমাণ মৃদুস্রাব। নিদ্রাহীনতা। হামের পরবর্ত্তী শুষ্ক কাশি।

আমরা বহু রোগীর হামের পরবর্ত্তী শুষ্ক কাশি এই ঔষধের ৩০ শক্তির দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

স্যাবাডিলা। প্রবল হাঁচি, উহাতে উদরে ঝাঁকি লাগে। সম্মুখ মস্তকে প্রবল বেদনা। কাশিবার সময় বক্ষস্থলে সূচ বিদ্ধবৎ ব্যথা। অক্ষিপত্র লাল বর্ণ। চক্ষে ব্যথা সহ জলীয় স্রাব। চক্ষু ছল্ ছলে, জলে ভরা এবং উহাতে জ্বালা। নাসিকার চুলকানি সহ প্রচুর সর্দ্দিস্রাব। কখনও দক্ষিণ, কখনও বাম নাসারন্ধ্র বন্ধ। গলায় ব্যথা এবং গলধঃকরণে কষ্ট। জ্বর। পিপাসা হীনতা। জিহ্বায় হলদে লেপ এবং ক্ষত। মুখ মণ্ডলে উত্তাপ সহ শরীরে শীতানুভব। ৩য়, ৩০ শক্তি।

সিলা। হামের মধ্যে উদরাময়। কাল অথবা পাংশুটে রংয়ের হড় হড়ে দাস্ত অত্যন্ত দুর্গন্ধ। ইনভলান্টারী। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ষ্ট্রামোনিয়াম। ইরাপসন না উঠিলে, উঠিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইলে, অথবা হাম উঠার পূর্ব্বে রোগী ইন্দুর এবং মূষিক সংযুক্ত ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে এবং ভয়ে পলাইতে ও বিছানার বাহিরে যাইতে চেষ্টা করে। শ্বাসনালীর আক্ষেপ সহ গলাধঃকরণে কষ্ট। অস্থিরতা সহ হাত পা ছোঁড়া। অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং গলা শুকাইয়া যাওয়া। শিশু ঘুমের মধ্যে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০ শক্তি।

সল্‌ফর। হামের ইরাপসন ঠিকমত বাহির হয় না তজ্জন্য পুরাতন কাশি, উদরাময় ও আমরক্ত। কর্ণ হইতে পূঁযস্রাব, কানে কম শুনা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ভেরেট্রম-এলবাম। হামের বর্ণ পিংশে, উহা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। রক্তস্রাব কিন্তু উহাতে কষ্টের উপশম হয় না। ভিতরে জ্বালাকর উত্তাপ এবং বাহিরে ললাট, হস্ত পদ ও নাসিকা বরফের ন্যায় শীতল। নাড়ী ঘন গতি বিশিষ্ট দুর্ব্বল এবং পর্য্যায় যুক্ত। ৩য়, ১২শ, ৩০ শক্তি।

ভেরেট্রম-ভিরিডি। হামের প্রথমাবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট সহ জ্বর। কাশি, শ্বাসকৃচ্ছতা এবং বক্ষস্থলে বেদনা। হাম উঠার পূর্ব্বে কনভালসন্‌। ৩য়, ৩০ শক্তি।

জিঙ্কাম। জীবনী শক্তির খর্ব্বতা তজ্জন্য শিশুর হামের ইরাপসন শরীরের বাহিরে আনিবার শক্তির অভাব। নিদ্রার মধ্যে চীৎকার করে এবং ঘুম ভাঙ্গিলেই ভয়ে জড়সড় হয়। পদদ্বয় সঞ্চালিত। ৩য়, ৩০ শক্তি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইরিসিপেলাস। Erysepelus.

সমসংজ্ঞা। বিসর্প, নারাঙ্গা, সিন্দুরে, মহাবিষ, বনফোস্কা, বনাগ্নি, সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ ফায়ার (St. Andrews fire)।

এই পীড়া সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) **ইডিও প্যাথি** অর্থাৎ **স্বয়ম্ভুত** এবং (২) **ট্রমেটিক** অর্থাৎ **অভিঘাতিক**।

শরীরের কোনওস্থানে অস্ত্র করার পর অথবা কোনও স্থানে ক্ষত হইলে তজ্জন্য যে বিসর্প জন্মে তাহাকে ট্রমেটীক বিসর্প বলে।

আপনা আপনি শরীর গত কারণ হইতে যে বিসর্প জন্মে, তাহাকে স্বয়ম্ভূত (idiopathic) বিসর্প বলে। ইহা ৮ প্রকার।

১। **সহজ বিসর্প** (Simple continuos)। ইহা শরীরের গভীরতর প্রদেশ আক্রমন করে না, চর্ম্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

২। **অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাযুক্ত** (Milliary) **বিসর্প**।

৩। **বৃহৎ ফোস্কা যুক্ত** (Phycteonous) **বিসর্প**। এই পীড়া অতিশয় সাংঘাতিক। সাধারণতঃ ইহা কোনও ক্ষত হইতে উৎপন্ন হয়।

৪। **শোথযুক্ত** (Edocm tous) **বিসর্প**।

৫। **ফ্লেগ্ মোনাস** (phlegmonous) **বিসর্প**। ইহাদ্বারা গাত্র চর্ম্মের নিম্নস্থ গভীর প্রদেশ সমূহ এবং কৌষিক ঝিল্লি (cellulor tissue) সমূহ আক্রান্ত হয়।

৬। **পচনশীল** (Gangrenous) **বিসর্প**। ইহাতে পীড়িত স্থানটি পচিয়া যাইতে থাকে।

৭। **বিচরণশীল** (Eratic) **বিসর্প**। ইহা এক স্থানে না থাকিয়া চলিয়া বেড়ায়। এই জাতীয় রোগে পীড়িত স্থান অধিক স্ফীত এবং খুব লাল বর্ণ হয় না। ইহাতে মৃদু জ্বর হয় কিন্তু এই পীড়া অধিকদিন স্থায়ী হয়। মুত্রাশয়ের পীড়া, গাউট্ এবং বাত গ্রস্ত ব্যক্তি এবং বৃদ্ধদের এই পীড়া অধিক হয়।

৮। **পরিবর্ত্তনশীল** (metaslatic) **বিসর্প**। ইহা আক্রান্ত স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া, স্থানান্তরে প্রকাশ পায়।

এই শ্রেণী বিভাগ কৃত্রিম বলিয়া মনে হয় এবং ইহা কার্য্যক্ষেত্রে সব সময় উপকারে আসে না, কারণ দেখা গিয়াছে যে একই রোগীর শরীরে এক সময়ে একস্থান ফুলা, অপর স্থান মসৃণ এবং উজ্জ্বল, তৃতীয় স্থান ভিসিকেল দ্বারা আবৃত এবং অন্য স্থান গ্যাংগ্রিন যুক্ত; ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে একই রোগীর গাত্রে প্রায় সমস্ত জাতীয় পীড়ার লক্ষণের আবির্ভাব হইতে পারে।

শরীরের কোনও অংশের চর্ম্ম প্রথমতঃ রক্তবর্ণ উত্তাপ যুক্ত হয়, ইহার পর ঐ স্থান স্ফীত হইয়া বিস্তারিত হয় এবং এই স্ফীতি নিম্ন চর্ম্মের গভীর প্রদেশে প্রসারিত হয়। পীড়িত স্থানে স্পর্শদেশ, জ্বালা এবং যন্ত্রণা যুক্ত টানিয়া ধরার ন্যায় বোধ হয়। পীড়িত স্থানে রস সঞ্চার হয়, উৎকট রোগে চর্ম্মের নীচে পূঁয উৎপত্তি হইতে দেখা যায় এবং কোনও কোনও স্থলে পীড়িত স্থানটী ক্ষতে পরিণত হয়। পীড়িত স্থানের চর্ম্ম আরক্ত অথবা বেগুনী বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু উহার উপর চাপ দিলে সাদা দেখায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় পূর্ব্ববর্ণ প্রাপ্ত হয়। নিকটবর্ত্তী লিম্ফাটীক্ গ্লাণ্ড এবং শিরা, উপশিরা এই রোগাক্রান্ত হইয়া, সমস্ত শরীরে পূঁয ছড়াইয়া পড়ে। প্রদাহিত স্থানে লিম্ফ্ না জন্মায়, প্রদাহ ছড়াইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে জ্বর হয়। সাধারনতঃ এই পীডা দ্বারা মিউকাস্ মেম্ব্রেণস্ এবং সিরাম টীস্থ আক্রান্ত হয়।

কঠিন পীড়ায় রোগীর রক্ত কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে এবং উহা জমাট বাঁধে না। ফুস্ ফুস্ মধ্যে রক্তাধিক্যতা এবং প্রদাহ জন্মে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্বকের নিম্নস্থ বিধানতন্তু আক্রান্ত হয় এবং পূঁয উৎপন্ন হইয়া রোগ বহুদিন স্থায়ী হয়। ইহাকেই **ফ্লেগমোনাস** (phlegmonous) বিসর্প বলে। ইহার রক্ত বর্ণ অথবা বেগুনী রং চাপ প্রদানে অদৃশ্য হয় না। ইহাতে দপ্ দপ্ কর বেদনা ও জ্বালা থাকে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে।

রোগাক্রমণের সময় তীব্রজ্বর, কম্প, শিরঃপীড়া, কোমর এবং শাখা সমূহে বেদনা, জিহ্বা ক্লেদাবৃত, অক্ষুধা, বিবমিষা, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, স্বল্পমূত্র, গলায়

বেদনা এবং কখনও কখনও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। প্রদাহিত স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা জন্মে এবং উহা হইতে পীতবর্ণ রস ক্ষরিত হয়। এই রোগের অঙ্কুরায়মান অবস্থা ১০ হইতে ১৫ দিন।

পীড়িত স্থানের প্রদাহ এবং স্ফীতির তীব্রতার অনুপাতে অন্যান্য উপসর্গের ও কম বেশী হয়। সকল রোগীরই জ্বর হয়। দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় দিবসে, পীড়িত স্থান অধিকতর রক্তবর্ণ ও স্ফীত হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বর বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রারম্ভে শরীরের তাপ ১০৪।১০৫ ডিগ্রী উঠে এবং তৃতীয় দিবসে উহা ১০৬ হইতে ১০৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। তখন নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১০০ হইতে ১২০ পর্য্যন্ত হয়। জ্বর প্রায় ক্ষেত্রেই সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি পায়, সুনিদ্রা হয় না, রোগী স্বপ্ন দেখে এবং কখনও কখনও বিকার গ্রস্ত হয়। রোগ সহজ হইলে ৪র্থ দিবস হইতে প্রদাহ এবং স্ফীতি কমিতে আরম্ভ করে। প্রথমে যে স্থান আক্রমিত হইয়াছিল, সেই স্থানের ফুলা এবং প্রদাহ প্রথমে কমে; এবং এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে কমিয়া পীড়িত স্থান শুকাইয়া, ঐ সব স্থানের চামড়া উঠিয়া যায়। ইহাতে ৮ দিবস হইতে ১৫ দিবস লাগে। একটী রোগীর চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত ১০৩ হইতে ১০৫ পর্য্যন্ত জ্বর ছিল এবং তাহা সত্ত্বেও রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, ডাঃ গুডনো এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এইরূপ আরোগ্য হয় না। উগ্র প্রকৃতির রোগে ফোস্কাগুলি আকারে বৃহৎ হইয়া স্থানে স্থানে ছড়াইতে থাকে এবং উহার মধ্যে হলুদ বর্ণের রস জন্মে। এই সব ফোস্কা ফাটিয়া ক্ষতে পরিণত হয় এবং কখনও কখনও পীড়িত স্থান পচিয়া গভীর ক্ষতে পরিণত হয়। প্রায়ই ফোস্কাগুলি ছড়াইয়া নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, গলকোষ এবং স্বরযন্ত্র আক্রমণ করে। শ্বাস নলীর স্ফীতি উৎপাদন করায় শ্বাসোপনলী আক্রান্ত হইয়া রোগীর নিউমোনিয়া হয়। কখনও কখনও এই পীড়া কর্ণমধ্য, নাসিকা এবং মুখমধ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। মুখমণ্ডলে এই পীড়া হইলে অনেক সময় কপাল এবং চক্ষের পাতায় স্ফোটক হইয়া তন্মধ্যে পূঁয জন্মে, তজ্জন্য চক্ষু ফুলিয়া যায়; এইটী একটী গুরুতর লক্ষণ কারণ ইহাতে চক্ষু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হইলেও উহার দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হইতে পারে। মুখমণ্ডলের পীড়ার শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। রোগীর মনে নানা চিন্তার উদয়

হয়, অনেক সময় রোগী পাগলের মত প্রলাপ বকে। এই সব লক্ষণ রাত্রিকালেই বৃদ্ধি পায়। জিহ্বা শুভ্র লেপাবৃত এবং শুষ্ক হয়, এবং জ্বর অধিক দিবস ভোগ করিলে জিহ্বা কাল বর্ণ ধারণ করে। কঠিন পীড়ায় মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগী অঘোর নিদ্রার অভিভূত হয়। কোনও কোনও রোগীর অনিচ্ছাজনিত উদরাময় এবং এলবুমিনুরিয়া হয়। শেষোক্ত লক্ষণটী অর্দ্ধ বয়সের পরবর্ত্তী বয়সের রোগীরই অধিক হইতে দেখা যায়। ইহাতে রোগীর প্লীহা, যকৃত এবং কিড্‌নি কোমল হয় এবং উহাতে রক্তাধিক্যতা হয়।

এই রোগ আরোগ্য হইলেও রোগীর শরীরে পুনরাক্রমণের স্বভাব থাকিয়া যায়, সেই হেতু কেহ কেহ এই রোগের দ্বারা সময় সময় আক্রান্ত হন। এই প্রকার পুনরাক্রমণ প্রায়ই মুখমণ্ডল এবং শরীরের নিম্নশাখায় হইতে দেখা যায়। ইহাকে **habitual erysepelus** বলে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হেতু পীড়িত স্থানের চর্ম্ম, বিশেষতঃ পদে এই পীড়া হইলে, চিরস্থায়ী ভাবে পুরু হইয়া যায়।

এই রোগ হওয়ায় রোগীর শরীরের অন্যান্য চর্ম্মরোগ এমন কি টিউমার পর্য্যন্ত আরোগ্য হইতে পারে।

রোগের কারণ। এই রোগ কখনও কখনও অত্যন্ত সংক্রামক এবং স্পর্শসংক্রামক হয়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা নাও হইতে পারে। ষ্ট্রেপ্টোককাইস্ (streptococus) নামক অনুদেহী পদার্থ এই পীড়ার মূল কারণ বলিয়া গণ্য হয়। জ্ঞাত সারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক শরীরের কোনও স্থানের অবদরণ, খোঁচালাগা, সামান্য ক্ষত, শারীরিক যন্ত্রাদির অবিশ্রান্ত ক্ষয়, এই পীড়া হওয়ার সাহায্যকারী কারণ মধ্যে গণ্য। মুখ মধ্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, গলগহ্বর, নাসিকা, নাসারন্ধ্র প্রভৃতিতে খোঁচা লাগিয়া ক্ষতযুক্ত হইলে, উহা এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য হয়। ক্ষত, ঘর্ষণ দ্বারা ত্বকের ছাল যাওয়া, অবদরণ, নাকের মধ্যে ফাটা, কান ফোড়ান এবং অন্য কোনও প্রকার আঘাত, এই পীড়া বিকাশ হওয়ার সাহায্য করিতে পারে। ভগ্নস্বাস্থ্য, সর্ব্বাঙ্গীক দুর্ব্বলতা, মদ্যপান, কোনও যান্ত্রিক রোগ হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ, মোট কথা যাহাতে জীবনী শক্তি খর্ব্ব এবং ক্ষীণ হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস হয়, তাহাতেই পীড়া বিকাশের সাহায্য করে।

এই পীড়া যাহাদের ২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স, তাহাদেরই এবং

স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ রজঃস্বলাবস্থায় অধিক হয়। শীত হইতে গ্রীষ্ম কালেই অধিক লোক এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়।

শরীরের অনাবৃত স্থানে, শরীরের কোনও সামান্য ক্ষত যাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করা যায় নাই তথায় মক্ষিকা অথবা অন্য কোনও পোকার সংস্পর্শে, এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে; ইহাও মনে হয়, শরীরের চর্ম্মের উপরিভাগেও বিষ লাগিলে এই পীড়া হইতে পারে। কোনও অবদরণ স্থান, অস্থিময় গহ্বরের স্ফোটক, পুরাতন ঘা এবং সামান্য আচড়, যাহা এই রোগ প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বেই শুকাইয়া যায়, তাহা দ্বারা ইহার বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে।

ভাবিফল। শরীরের অন্যান্য অবয়ব হইতে মস্তকের পীড়াই গুরুতর। মস্তকের পীড়ায় রোগীর চুল পড়িয়া যায় কিন্তু পুনরায় নূতন চুল উঠে।

মস্তিষ্ক বিষাক্ত এবং প্রদাহিত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত শরীরে তীব্রতাপ থাকা হেতু অবসন্নতা, গ্যাংগ্রিণ, দুর্ব্বল শরীরে রোগ ভোগ এবং মধ্য বয়সের পরের পীড়ায় আরোগ্যের সংখ্যা কম। সদ্যজাত শিশুর এই পীড়া হইলে শিশু প্রায়ই রক্ষা পায় না।

পথ্যাপথ্য। রোগীকে আলো বাতাসযুক্ত পৃথক গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর অধিক নড়াচড়া করা উচিৎ নয়। যাহাতে রোগীর শরীরে বল থাকে তৎপক্ষে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দুধ এবং অন্যান্য বলকর তরল খাদ্য এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল দিতে হইবে। শরীরের তাপ অত্যধিক হইলে ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে ভিজাইয়া উহা দ্বারা শরীর মুছিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মাথার রোগ হইলে কঠিন পীড়ায় মাথার চুল কাটিয়া ফেলা উচিৎ।

প্রসূতি রোগী এবং যে সব রোগীর গাত্রে ক্ষত আছে এইরূপ রোগীকে পরীক্ষা করার সময় চিকিৎসকের সাবধান হওয়া আবশ্যক।

একোনাইট। রোগের প্রারম্ভে অত্যন্ত জ্বর। মৃত্যুভয়। অস্থিরতা। পিপাসা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

এইলেন্‌টাস্। টাইফয়েড লক্ষণ যুক্ত বিসর্প। পীড়কার বর্ণ ধূম্রবৎ। মস্তকের পশ্চাৎদিকে (occipital) শিরঃপীড়া, তৎসহ গোলযোগ পূর্ণ বুদ্ধি। অজ্ঞানতা ও বোধ শূন্যতা। তন্দ্রা এবং শয্যাশায়ী অবস্থা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

এমন-কার্ব্ব। বৃদ্ধদিগের বিসর্প হইয়া বিকারের লক্ষণ। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং দুর্ব্বলতা (পীড়কা বাহির হইতে থাকা সময়ে), নিস্তেজ অবস্থা। গ্যাংগ্রিণ অবস্থার প্রবণতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এন্থ্রাসিনাম্। পচনশীল (gangreneous) বিসর্পসহ টাইফয়েড অবস্থা। মাথা ঘোরা এবং মাথার যন্ত্রণা। ডিলিরিয়ম ও অচৈতন্যভাব। অত্যন্ত নিস্তেজ ও শয্যাশায়ী অবস্থা। মূর্চ্ছা ও প্রচুর ঘর্ম্ম। অল্প নিদ্রা। নিদ্রা আদৌ আরামপ্রদ নহে, উহা কতকটা আচ্ছন্ন ভাবের সমতুল্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

এপিস্। মুখমণ্ডলের শোথযুক্ত বিসর্প, উহা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে যায়। দক্ষিণ চক্ষুর নিকটস্থ কোন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডলের বাম দিক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এই বিসর্পের রং পিংশে লাল (উজ্জ্বল লাল-বেল্; কৃষ্ণাভ লাল-রস, ঘন নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ—ল্যাকেসিস্)। এপিস্, বেল, হ্রাস এবং ল্যাকেসিস্ এই চারিটী ঔষধ এই পীড়ায় বিশেষ উপযোগী। উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। চক্ষের পাতা ফুলিয়া জলপূর্ণ থলের ন্যায় দেখায়। আক্রান্ত স্থানের বর্ণ কাল অথবা কিঞ্চিৎ বেগুনে, উহাতে জ্বালা, হুল বিদ্ধবৎ অথবা খোঁচানবৎ ব্যথা এবং স্পর্শে যন্ত্রণাদায়ক। প্রবল জ্বর সহ রুক্ষ চর্ম্ম, তৃষ্ণা অথবা তৃষ্ণার অভাব। মেনিন্জাইটীস্ হওয়ার উপক্রম। নিদ্রালুতা অথচ বেশী ঘুমাইতে পারে না। রোগী স্থিরভাবে থাকে না। মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে। স্থানে স্থানে পচন আরম্ভ। আঘাতজনিত বিসর্প। বারংবার আক্রমণশীল পুরাতন পীড়া। প্রদাহযুক্ত বিসর্প। মুখমণ্ডল ও মস্তকের ত্বকের বিসর্প। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

আর্কটিয়ম্-লাপ্পা (Arctium Lappa)। এই ঔষধ অধিক দিন ব্যবহারে পুরাতন বিসর্প রোগ আরোগ্য হয়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

আর্নিকা। ধাতুগত বিসর্প, উহা অতি ধীর গতি বিশিষ্ট। পচনশীল বিসর্প, কিন্তু উহাতে অঙ্গুলীর চাপদিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়। বিসর্প বৃহৎ ফোস্কায় পরিণত হয়। স্থানটী স্ফীত, উষ্ণ, শক্ত, চক্চকে, গাঢ় লাল। রোগীর বায়ুপ্রধান ধাত তজ্জন্য কোনও কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। মার খাইলে

অথবা কঠিন পরিশ্রম করিলে যেরূপ ক্লান্তি এবং যন্ত্রণা হয় এই বেদনাও রোগীর নিকট সেইরূপ মনে হয়। ৩য়, ১২শ, ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক। প্রবল জ্বালাসহ বেদনা, মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থান পুড়িয়া যায়। অত্যন্ত অস্থিরতা। বিকারের লক্ষণ। মৃত্যুভয়, প্রবল পিপাসা, পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জল পান করে। বিসর্পের পচনাবস্থা বিশেষতঃ নিম্নশাখার সন্ধিস্থান সমূহের নিকটবর্ত্তী স্থানে। অন্ত্রে বেদনা এবং রক্তস্রাব। ৩য়, ১২শ, ৩০ শক্তি।

বেলেডোনা। আক্রান্ত স্থান স্ফীত, উজ্জ্বল লাল এবং মসৃণ। প্রবল জ্বর এবং আক্রান্ত স্থানে দপ্‌দপে বেদনা। মেনিনজাইটীস্ হওয়ার উপক্রম, ডিলিরিয়ম্, ভয় পাইয়া জাগ্রত হওয়া, দাঁত কড়্‌মড় করা, রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে। মস্তক উষ্ণ, পদদ্বয় শীতল, নাড়ীপূর্ণ ও কঠিন। আক্রান্ত স্থানের অতি নিম্নে হুল বিদ্ধবৎ ছুরিকা আঘাতের ন্যায় যন্ত্রণা। ফ্লেগ্‌মোনাস্ বিসর্পসহ প্রবল জ্বর, অত্যন্ত পিপাসা, শুষ্ক জিহ্বা, শুষ্ক ওষ্ঠ, দক্ষিণ পার্শ্বের পীড়া। পীড়া ডোরাডোরা চিহ্ন সহকারে বিস্তারিত হয়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

বোরাক্স। গণ্ডস্থলের বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের বাম দিকের বিসর্প। হাঁসিলেই বেদনা বোধ করে। মনে হয় যেন মুখমণ্ডল মাকড়সার জাল দ্বারা আবৃত। পুনঃ পুনঃ বিসর্পের আক্রমণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ব্রাইয়োনিয়া। সন্ধিস্থান সমূহের বিসর্প। টানিয়া ধরার অথবা কাটিয়া ফেলার ন্যায় বেদনা। নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি, অতি ধীর গতি বিশিষ্ট বিসর্প, অথবা বিসর্প হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া শ্বাসকষ্ট অথবা উদরাময়। কোষ্ঠবদ্ধ, শিরঃপীড়া। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্যাম্ফর। বিসর্পযুক্ত রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল এবং গণ্ডস্থল। ডিলিরিয়ম, অরুচি এবং পিপাসা। পৃষ্ঠ এবং হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত বেদনা। শরীর অত্যন্ত শীতল। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে বলিয়া অনুভব করা যায় না। অত্যন্ত পতনাবস্থা। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্যান্থেরিস্। নাসিকার পৃষ্ঠ হইতে বিসর্প আরম্ভ হইয়া উভয় গণ্ডস্থলে বিস্তৃত হয়, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বেই অধিকতর। ইহার পর পীড়িত স্থানের চর্ম্ম মরিয়া উহা উঠিয়া যায়। ফোস্কা যুক্ত প্রদাহ। এই ফোস্কা সমূহ গলিয়া তাহা

হইতে ক্ষতকর রসস্রাব হয়। অন্তরে এবং বাহিরে জ্বালাকর হুল বিদ্ধবৎ বেদনা হেতু রোগী অস্থির, দুঃখিত এবং বিরক্ত হয়। অসহ্য পিপাসা কিন্তু কোনও রূপ পানীয়ই পান করিতে প্রবৃত্তি নাই। মূত্রগ্রন্থি এবং মূত্রাশয় আক্রান্ত। টাইফয়েড অবস্থা যুক্ত বিসর্প। আর্নিকার অপব্যবহার জনিত পীড়া। ৩য়, ১২শ, ৩০ শক্তি।

চেলিডোনিয়াম্। মুখমণ্ডলের বিসর্প হইয়া ক্রমে বিস্তৃত হইয়া মস্তকের চুলযুক্ত স্থানের চর্ম্মে ছড়াইয়া পড়ে। সামান্য স্পর্শে প্রবল যন্ত্রনা। অঙ্গুলীদ্বারা চাপ দিলেও মুখমণ্ডলের রক্তবর্ণ অপসৃত হয় না। জিহ্বা পুরু পীত বর্ণ লেপাবৃত। ক্ষুধা হীনতা, গা বমি বমি, অস্থিরতা, মুখ ও গলার শুষ্কতা সহ তৃষ্ণা। ২য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

চায়না। জ্বরের প্রবল উত্তাপ নিবন্ধন ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা। ফোস্কা হেতু মুখমণ্ডলের ভয়ানক স্ফীতি। অনিদ্রা অথবা প্রলাপ পূর্ণ নিদ্রা। অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ। (ডাঃ বুসেট্ চায়না ওয়াইন এক "টেবিল স্পুন ফুল" প্রতি ঘণ্টায় দিতে বলেন) ৩য়, ৩০ শক্তি।

কমোক্লেডিয়া। মুখমণ্ডল এবং চক্ষে জ্বালা মনে হয় যেন দক্ষিণ চক্ষু ছুটিয়া কোটরের বাহির হইয়া আসিবে। সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি। মুখমণ্ডল অত্যন্ত ফুলা উহাতে জ্বালা এবং কণ্ডুয়ন। চুলকাইতে চুলকাইতে মাথায় লোন্ছা ঘা হয়। মাথা ঘোরা অথবা মস্তকে ভার বোধ সহ তীব্র বিদ্ধবৎ বেদনা। নড়াচড়ায় উপশম। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ক্রোটালুস্। প্রদাহ (Plegmonous), ফুস্কুড়ী (Phlyctaenous) অথবা শোথযুক্ত (ocdematous) বিসর্প। আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম নীলাভ লাল। নিস্তেজক জ্বর (low fever) এবং শয্যাগত অবস্থা। দুর্গন্ধ মল সহ উদরাময়। আঘাত প্রাপ্তের পর বিসর্প তৎসহ দুরতর স্থানে পূঁয জন্মে। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্রোটন। ছোট এবং বড় ফোস্কা পূর্ণ বিসর্প। ফোস্কাগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহের চর্ম্ম ফাটাফাটা এবং উঠিয়া যায়। অত্যধিক জ্বালা। অণ্ডকোষের বিসর্প। চক্ষুর পাতা ফুলা। ৩০ শক্তি।

কুপ্রম। হঠাৎ ফুলা অন্তর্হিত হইয়া পীড়িত স্থান নীলবর্ণ ধারণ করে। মস্তিস্কের অত্যন্ত গোলযোগ। ৩য় শক্তি।

ক্যালেণ্ডুলা। রোগের গতিরোধ হইয়া পীড়িত স্থান হইতে পূঁয নির্গত হইলে এই ঔষধ আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য প্রয়োগে শীঘ্র ক্ষতস্থান শুকাইয়া যায়। বাহ্য প্রয়োগের জন্য ইহার সহিত অলিভ অয়েল ব্যবহার করা যায়। ৩য়, ৩০ শক্তি। বাহ্যপ্রয়োগের জন্য Q শক্তি।

ইউফরবিয়াম। ফোস্কাযুক্ত (vesicular) বিসর্প। উভয় গণ্ডস্থল কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ ও তদুপরি মটরাকৃতি ক্ষুদ্র ফোস্কা নিচয়, অথবা গণ্ডস্থল দুইটী কৃষ্ণাভ লাল এবং গ্যাংগ্রিন হইবার উপক্রম। বিষপানের পর যেরূপ ব্যাকুলতা উৎপন্ন হয় সেইরূপ মানসিক উদ্বিগ্নতা। চক্ষে ঘোর দেখা এবং আসন্ন বিপদাশঙ্কা। দন্তের মাড়ি হইতে দন্ত এবং কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত চিবান, খনন্ অথবা ভেদন্ করাবৎ বেদনা। বেদনা থাকিলে সেইস্থান চুলকায় এবং সুড় সুড় করে। পোকা লাগিয়া দন্ত নষ্ট হয়। বিসর্প জনিত পাকাশয় প্রদাহ। ৩য়, ১২শ, ৩০ শক্তি।

ইউক্লিপ্টাস্ (Eucalyptus globe)। সাধারণ বিসর্প তৎসহ দুর্গন্ধযুক্ত আমরক্ত। টাইফয়েড অবস্থা। সর্ব্বদা চলিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা। ৩য় শক্তি।

গ্রাফাইটীস্। বিসর্প নাসিকা হইতে আরম্ভ হয়, উহা হইতে গঁদের আঠার ন্যায় কসানি পড়ে। পীড়িত স্থানে জ্বালাকর এবং শির্ শিরে বেদনা, উহা মুখমণ্ডল ও মস্তক পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। বিসর্প দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হইয়া বাম দিকে প্রসারিত হয়। স্থূলকায় ব্যক্তির পীড়া। ফ্লেগ্মোনাস্ বিসর্পের বারংবার আক্রমনের স্বভাব বিশিষ্ট ধাতুগ্রস্থ রোগী। লালা নিশ্বারক গ্ল্যাণ্ড নিচয়ের বিবৃদ্ধি এবং কাঠিন্য। ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি লাগে। মুখমণ্ডল এবং শিরত্বকে চর্ম্মরোগ। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

হাইড্রাসটীস্। বিস্তার (erratic) হওয়া স্বভাব যুক্ত বিসর্প। নাসিকার বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। সমস্ত মুখমণ্ডল এবং মস্তক এই রোগাক্রান্ত হয়। কোমরে অত্যন্ত ব্যথা, পৃষ্ঠদেশে ব্যথা সহ জ্বর এবং অস্থিরতা। নিম্ন শাখার বিসর্প। ৩য়, ৩০ শক্তি।

হাইড্রোফিলাম (Hydrophylum virz)। চক্ষু জ্বালা, সামান্য কণ্ডুয়ন এবং জল পড়া। অক্ষিপত্র ফুলা, চক্ষুর শ্বেত পটল অগ্নির ন্যায় লালবর্ণ

এবং উহাতে আলোক অসহ্য। সকালে অক্ষিপত্র পিচুটি দ্বারা জুড়িয়া থাকে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ইপিকাক। ইরাপসন্ বিলীন্ হইয়া বমি হওয়া। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-কার্ব্ব। দক্ষিণ হইতে বামদিকে পীড়ার গতি। চক্ষুর ভ্রুর নিচে থলিয়ার মত ফুলা। রোগীর পায়ের তলায় সামান্য স্পর্শে উহার সমস্ত শরীর ভয়ে ঝাঁকি মারিয়া উঠে। ঘরের মধ্যে কবুতর উড়িয়া বেড়াইতেছে রোগী এই রূপ প্রকাশ করে এবং উহা হস্তদ্বারা ধরিতে চেষ্টা করে। রাত্রি ৩টার সময় রোগের বৃদ্ধি। প্রথম আক্রমনের পরবর্ত্তী আক্রমন। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-মুর। ডাঃ সুচলার বলেন যে ইহা ফোস্কাযুক্ত বিসর্পের প্রধান ঔষধ। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ক্যালি-সলফ্। ফোস্কা জাতীয় পীড়া। এই ঔষধে মামড়ীগুলি পড়িয়া যাওয়ার সাহায্য করে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ল্যাকেসিস্। মুখমণ্ডলের বিশেষতঃ বামদিকের বিসর্প। প্রথমতঃ লাল থাকে, তৎপর মলিন নীলবর্ণ ধারণ করে। কৈবিক ঝিল্লিতে (ceilulor tissue) প্রচুর রস সঞ্চয়। রোগাক্রান্ত চক্ষু ফুলা। নাড়ী দুর্ব্বল এবং দ্রুত। পদদ্বয় ঠাণ্ডা। চক্ষু মুদ্রিত করা মাত্র রোগী স্বপ্ন দেখে এবং বিকারে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে। চক্ষু হইতে মস্তকের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক পার্শ্বস্থ মাথা ব্যথা, তৎসহ বমন, মাথা ঘোরা, মূর্চ্ছিত হওয়ার স্বভাব এবং অসাড় ভাব। নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

লিডম্। মক্ষিকা অথবা পোকা দংশন জনিত চক্ষু ও মুখের বিসর্প। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

মার্কিউরিয়স্। প্রদাহযুক্ত বিসর্প সহ পাকস্থলী এবং পিত্তের গোলযোগ। রোগাক্রান্ত স্থান নীলাভ, অল্পকাল মধ্যেই পীড়া মুখমণ্ডল এবং মস্তক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ডিলিরিয়াম্। পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠ বদ্ধ এবং উদরাময়। প্রচুর ঘর্ম্ম কিন্তু তাহাতে রোগের বিরাম হয় না। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ন্যাট্রম্-ফস্। উজ্জল লাল এবং মসৃন বিসর্প। চক্ষু ফুলা, উহাতে বেদনা এবং শির শির করা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ন্যাট্রম-সলফ। মসৃন বিসর্প। পিত্ত বমনও থাকিতে পারে। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ন্যাট্রম-বেঞ্জোয়িকাম্ (Netrum Benzoicum)। এইটী এই রোগের একটী প্রধান ঔষধ,—কেহ কেহ এইরূপ বলেন। ৩য়, ৩০ শক্তি।

নক্সভমিকা। অন্ত্রের পীড়া হইতে বিসর্পের উৎপত্তি। চর্ম্মে সর্ব্বত্র জ্বালা এবং চুলকানি। সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। অত্যন্ত ক্ষুব্ধতা সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা। খিট খিটে স্বভাব। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

পাল্‌সেটিলা। বিস্তার (erratic) হওয়া স্বভাব যুক্ত বিসর্প। নীলাভ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তারিত হয় বিশেষতঃ নিতম্ব এবং উরুদেশে। চর্ম্ম মস্থন, শিরঃ পীড়া, শ্লেষ্মা যুক্ত উদরাময় (mucous diarrhoea)। বিবমিষা। ক্ষুধা তৃষ্ণার অভাব। ৩য়, ৩০ শক্তি।

রস-র‍্যাডিক্যানস্ (Rhus Rad)। প্রদাহযুক্ত (phlegmonous) বিসর্প, বিশেষতঃ যখন ইহা পায়ের গোড়ালী হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয় এবং গভীর টিস্থ নিচয়কে আক্রমন করে। কখনও কখনও ইহার সহিত সামান্য জ্বর হয়। ৩য় ৩০ শক্তি।

হ্রাসটক্স। বড় বড় ফোস্কাপূর্ণ বিসর্প অথবা রক্ত সিরাম্‌পূর্ণ ছোট ছোট ফোস্কা; প্রথমে মুখের বামদিকে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণদিকে প্রসারিত হয় (এপিস্ তৎ বিপরীত)।শরীরে কণ্ডুয়ন বিশেষতঃ চুলযুক্ত স্থানে। চুলকাইলে সূচ্ ফুটান বেদনা এবং জ্বালা। মুখমণ্ডলের ফুলা হেতু অক্ষিপত্রদ্বয় আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। রক্তযুক্ত কালবর্ণের ভেদ। পৃষ্ঠ এবং শাখা সমস্তে থেতলে যাওয়ার ন্যায় বেদনা। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। উত্তাপে উপশম। ৩য়, ৩০ শক্তি।

রস-ভেন্ (Rhus ven)। মুখমণ্ডল এবং হস্তে অর্দ্ধ দাকার স্ফীততা এবং কণ্ডুয়ন সহ রোগের উৎপত্তি। ক্রমে ক্রমে এই স্ফীততা শরীরের স্থানে স্থানে প্রসারিত হয়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

রুটা। কোনও ক্ষতের সহিত বিসর্পের সংশ্রব থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী। ৩য়, ৩০ শক্তি।

সাইলিসিয়া। প্রদাহযুক্ত (Phlegmonous) বিসর্প। গভীর তন্তু আক্রমিত হইয়া উহাতে পূঁয জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। পীড়িতস্থানে খোঁচা মারা বৎ ব্যথা। ফোঁড়া হওয়ায় স্বভাব। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ষ্ট্রামোনিয়ম্। শরীরের অত্যন্ত শক্তিহীন অবস্থা সহ মস্তিষ্কের প্রবল বিকার, অস্থিরতা এবং ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠা। জিহ্বা লাল অথবা সাদা এবং উহার স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ চিহ্নযুক্ত। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

সালফর। ক্ষতে পরিণত বিসর্প (Migraus) এবং পুরাতন রোগ যাহা সত্বর আরোগ্য হইতে চায়না। যখন সুপ্রযোজ্য ঔষধে ফল না হয়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

টেরিবিন্থ। ফোস্কা যুক্ত বিসর্প। পীড়িত স্থানের চর্ম্ম লাল, স্ফীত এবং কঠিন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা, হলুদ বর্ণের ফুস্কুড়ী নিচয় অঙ্গে লেপাভাবে দলবদ্ধ হইয়া বাহির হয় এবং তাহাদের চারিদিকে লালবর্ণ লালিমা দেখাদেয়; পরে বেগুনী রং ধারণ করিয়া গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ভেরেট্রম্-ভিরিডি। মস্তক এবং মুখ মণ্ডলের দক্ষিণ দিকে অত্যন্ত স্ফীত এবং উহা বড় বড় ফোস্কা দ্বারা আবৃত। প্রবল জ্বর, শিরঃপীড়া, নিদ্রা শূন্যতা, ক্ষুধাহীনতা। মধ্যে মধ্যে বিবমিষা। কখনও কখনও পানীয় জল বমি হইয়া উঠিয়া যায়। এই ঔষধের নিম্ন ডাইলিউসন্ আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগ করা চলে।

ইম্পিটিগো। Impetigo.

সমসংজ্ঞা – চর্ম্মদল।

এই পীড়া সচরাচর শিশুদিগেরই হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চেপ্টা পুঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ী, শরীরের চর্ম্মে প্রকাশ পায়। ইহা এবং একজিমা একই জাতীয় পীড়া, তবে ইহার উদ্ভেদে পুঁয জন্মে কিন্তু একজিমার উদ্ভেদ রসপূর্ণ থাকে। ইহার উদ্ভেদগুলি মিলিত হইয়া উহাতে পুঁয শুকাইয়া পুরু মামড়ী পড়ে কিন্তু একজিমার মামড়ী তত পুরু হয় না কারণ উহা রস শুকাইয়া জন্মে। ভ্যাকসিনেটেড্ হওয়ার পর অনেক শিশুর এই পীড়া হইয়া থাকে।

ইম্পিটিগো কণ্টাজিওসা (Impetigo contagiosa)। এই পীড়ায় রোগীর প্রথমে মৃদুজ্বর হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে গাত্রচর্ম্ম লালবর্ণ হইয়া উহাতে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন হয় এবং তৎসহ রস ও পুঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ী উঠে।

এই সব ফুস্কুড়ী আস্তে আস্তে বড় হইয়া, মটরের ডাইলের মত আকার ধারণ করে ও উহাদের মস্তকে একটী ক্ষুদ্র গর্ত্তপনা হয় ; পরে শুষ্ক হইয়া হরিদ্রা বর্ণের মামড়ীতে পরিণত হয়। ফুস্কুড়ীগুলি সংখ্যায় কখনও অল্প কখনও বা অনেক হয়। কখনও কখনও উহা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাওয়ায় রোগটী বহুদিন স্থায়ী হয়। এই শ্রেণীর চর্ম্মদলই **ক্রষ্টা ল্যাকটিয়া** বা **দুগ্ধ পীড়কা** বলিয়া খ্যাত।

এই পীড়া সর্ব্ব শ্রেণীর লোককেই আক্রমণ করে, তবে নীচ শ্রেণীর শিশুদের মধ্যেই অধিক দেখা যায় কারণ তাহাদের মধ্যে ইহা সহজেই সংক্রামিত হয়।

এই পীড়া শিশুদেরই বেশী হয়, তবে পূর্ণ বয়স্ক লোকদের কখনও কখনও হইয়া থাকে। শিশুদের মুখমণ্ডল এবং মস্তকে এই পীড়া হইলে রোগীর মুখ খানি পীতবর্ণ আঠাল স্রাব দ্বারা আবৃত হইয়া মুখোসের আকার ধারণ করে এবং চুলগুলি জড়াইয়া যায় কিন্তু কখনই উহাতে উকুণ জন্মে না কি দুর্গন্ধ হয় না।

এই পীড়ার ইরাপসন্‌গুলি প্রথমে মুখমণ্ডলে, কখনও কখনও মস্তকের উপরে অথবা পশ্চাৎদিকে জলপূর্ণ ফুস্কুড়ীর আকারে প্রকাশ পায়। উহারা অক্ষত অবস্থায় থাকিলে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এক একটী ফোস্কার আকার ধারণ করে। এই পীড়া হস্তে হইলে মনে হয় যেন উহার স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে এই পীড়া গ্রীবার পশ্চাৎভাগ, নিতম্ব এবং পায়ের তালু প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া থাকে।

ইহা একটী **সংক্রামক** পীড়া। কোনও বাড়ীর একটী শিশুর এই পীড়া হইলে সেই পরিবারের সকলেই ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। অস্বাস্থ্যকর আহার, অপুষ্টিকর আহার, স্ক্রফিউলাস্ ধাতু ও চর্ম্মে উপদাহই এই রোগ উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য।

এই পীড়া দ্বারা চক্ষু এবং নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হইলে, আক্রান্ত স্থানে ক্ষত হয় এবং চক্ষুতে পুরুলেণ্ট অপথালমিয়া অর্থাৎ পূঁযপূর্ণ প্রদাহ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং উহা সত্বরই আরোগ্য হয়।

ভ্রমাত্মক পীড়া। এই পীড়া এবং একজিমা প্রকাশের ইতিহাস সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার মামড়ী পুরু কিন্তু একজিমার রস শুকাইয়া যে মামড়ী পড়ে

তাহা পাতলা। এই পীড়ার কুস্কুড়ীতে প্রথমে রস হইলেও পরে উহা পূঁযে পরিণত হয়, কিন্তু একজিমার বেলায় সেরূপ হয় না।

ইম্পিটিগো-স্পারসার (Impetigo sparsar)। কুস্কুড়ীগুলি প্রথমেই পূঁযপূর্ণ হইয়া প্রকাশ পায় এবং উহা স্পর্শ সংক্রামক নয়। ইহা কেবল শিশুদিগকেই আক্রমণ করে না এবং চিকিৎসার দ্বারা সহজে আরোগ্য হয় না।

পেম্ফাইগাসের গুটীগুলি এই পীড়ার কুস্কুড়ী হইতে বড় বড় এবং ছড়ান, স্রাব জলের ন্যায় এবং অম্লাস্বাদ যুক্ত। স্পর্শ সংক্রামক নয় এবং মুখমণ্ডল ও মস্তক আক্রমণ করে না।

একজিমার গুটীগুলি পূঁযপূর্ণ এবং এই পীড়া দ্বারা বয়স্ক লোকেরাও আক্রান্ত হয়। পীড়িত স্থান কঠিন, স্ফীত এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়। ইহাও স্পর্শ সংক্রামক নয়।

প্যাস্টুলা স্ক্যাবিজ Pastular scabies) পীড়ার সঙ্গে ইম্পিটিগোর ভ্রম হইতে পারে। এই উভয় পীড়াই এক সময়ে, একই ব্যক্তির শরীরে বিদ্যমান থাকিতে পারে। উভয় পীড়াই শিশুদের নিতম্ব, হাত এবং পায়ের তলা আক্রমণ করিতে পারে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্যতাও যথেষ্ট।

স্ক্যাবিজে জ্বর ভাব থাকে না এবং উহার কুস্কুড়ীগুলি নানা আকারের। ইম্পিটিগো কণ্টাজিওসা পীড়া নিতম্ব আক্রমণ করিলে, কয়েক দিনের মধ্যেই মুখমণ্ডল অথবা মস্তক অথবা উভয়ই আক্রমণ করে।

৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

এণ্টিম-ক্রুড্। এইটী এই রোগের একটী প্রধান ঔষধের মধ্যে গণ্য। কণ্ডুগুলি হলদে বর্ণ পুরু মামড়ীতে পরিণত হয়, উহাতে জ্বালা থাকে। মুখমণ্ডলের ইরাপসন্। পীড়িত স্থান ধৌত করিলে রোগের বৃদ্ধি এবং খোলা বাতাসে হ্রাস। মুখের কোণ ফাটা। পুরাতন পীড়া।

আর্সেনিক। কৃষ্ণবর্ণ পূঁযবটী, উহাতে কাল রক্ত এবং দুর্গন্ধ পূঁযপূর্ণ। মস্তকোপরি এবং মুখমণ্ডলে বেদনা অনুভব, মনে হয় যেন চর্ম্মে ক্ষত হইয়াছে। স্পর্শ করিলে এবং ঠাণ্ডা লাগাইলে বৃদ্ধি। গরমে হ্রাস। রাত্রিতে জ্বালা ও চুলকানি।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব। কানের পশ্চাতে পুরু মামড়ী। চুল উঠিয়া যায়, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই তালুমূল ও গল প্রদাহ ও স্ফীততা জন্মে। গ্রীবা ও চোয়ালের নিম্ন গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি। বৃদ্ধ লোকের ও গণ্ডমালা গ্রস্থ শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। রাত্রে এবং রোগের বিষয় চিন্তা করিলে বৃদ্ধি। খোলা বাতাসে হ্রাস।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। শুষ্ক মামড়ী। ধৌত করিলে বৃদ্ধি। চুলের গোড়ায় স্পর্শাধিক্যতা (Sensativeness)। দাঁত উঠার সময়। কপালে ঘর্ম্ম বিশেষেতঃ সন্ধ্যার সময়। কোনও গরম জিনিষ খাইলেই ঘর্ম্ম হইতে থাকে। গলার গ্রন্থি ফুলা। সামান্য ক্ষত পাকিয়া উঠে। অমাবস্যায় বৃদ্ধি।

সাইকিউটা। ইম্পিটিগো স্পারসার। চিবুক এবং মুখমণ্ডলের নিম্নভাগের রোগ। পুরু ও হলুদ বর্ণের চটা পড়া। মধুর বর্ণ মামড়ী। মামড়ী পড়িয়া গেলে ঐ স্থান মসৃণ এবং উজ্জল রক্তবর্ণ দেখায়। মস্তকের বেদনা যুক্ত পীড়কা। মুখমণ্ডলের পুরাতন লেপা ইম্পিটিগো।

ক্লেম্যাটিস্। কপাল, নাকের ধার এবং গোড়ায় ফুস্কুড়ী। ওষ্ঠের পূঁযবটীকা। কটিদেশের বড় বড় পূঁযবটী, উহাতে হাত ছোয়াইলে কষ্ট হয়। শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস। বিছানার গরমে, ধৌত করিলে এবং সকাল বেলায় বৃদ্ধি। নিদ্রা হইতে উঠিলে অবসাদ বোধ করে। সোরা ধাতু।

কোনিয়াম্। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, চিত্তবিকারগ্রস্থ অবিবাহিতা রমণী এবং অকাল বৃদ্ধ ব্যক্তির রসস্রাবী পীড়কা। বিছানায় পাশ ফিরিলে এবং উপরে তাকাইলে ভার্টিগো। যোনির চতুর্দ্দিকস্থ কণ্ডু।

ক্রোটন। প্রদাহযুক্ত স্থানে পূঁযপূর্ণ পীড়কা। নাসিকার ভেদক অস্থিতে (Septumnasi) হুল বিদ্ধবৎ যাতনা ও চুলকানি, উহাতে নাসিকা বন্ধ হইয়া থাকে। তলপেটের কণ্ডু এবং সন্তান স্তনপান করান কালে স্তন বৃন্তের ব্যথা।

ইউফরবিয়াম্। মুখমণ্ডলের স্ফীতিসহ উত্তেজনাশীল চর্ম্ম। মটরের ন্যায় হলুদ ফুস্কুড়ী।

গ্রাফাইটীস্। মামড়ীযুক্ত কণ্ডুনিচয়, উহা হইতে আঠাপনা রসস্রাব। মুখ, নাসিকা এবং গোঁফের ইরাপসন্। চুলগুলি উঠিয়া যায়। হস্ত এবং

অঙ্গুলীতে স্ফীতকর ফোস্কা। ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য হয় না। হাত পা ঠাণ্ডা। অতি অল্প রজঃস্রাব।

হিপার। পারদ সেবনের পর ইরাপসন্। উহাতে হস্ত ছোঁয়াইলে কষ্ট হয়। ক্ষত হওয়ার স্বভাব। মস্তকোপরি যে কণ্ডু উঠে উহা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব হয়। কাণের পশ্চাৎ এবং হাত ফাটা ফাটা। গ্রীবার পশ্চাৎদিকস্থ গ্রন্থিগুলির বিবৃদ্ধি। চুল পড়িয়া টাক হয়। মামড়ী কখনও শুষ্ক ও কখনও রসযুক্ত। টক ঘর্ম্ম।

হাইড্রাস্টীস্। চুলের সীমান্তবর্ত্তী স্থানের পীড়া। ধৌত করিলে প্রচুর দড়ির ন্যায় আঠাপনা রসস্রাব হয়।

আইরিস্-ভার্স। এই পীড়ার সহিত পাকস্থলীর গোলযোগ। বিবমিষা এবং বমন হইলে এই ঔষধ উপকারী। ইম্পিটিগো ক্যাপিটিস্।

ক্যালি-বাই। শুষ্ক পীড়কা। উহা কাটার পূর্ব্বে অদৃশ্য হইয়া যায়। এন্টিম-ক্রুডের পরেই এই ঔষধের স্থান।

ক্রিয়োজোট। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ চিবুক (chin) এবং গণ্ডস্থলে বেদনা শূণ্য পূঁযপূর্ণ ইরাপসন্। দুঃখিত এবং সহজে ক্রন্দনশীল ব্যক্তি। খোলা বাতাসে বৃদ্ধি। সূচ ফুটার মত বেদনা বিশেষতঃ গ্রন্থি সমূহে।

লাইকোপডিয়াম্। পারদের অপব্যবহারের পর। মস্তক এবং মুখ-মণ্ডলের চুলকানি যুক্ত ও পূঁযপূর্ণ ইরাপসন্। গভীর ছিদ্রযুক্ত, উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ পূঁয বাহির হয়। কর্ণের পশ্চাতের দুর্গন্ধযুক্ত সিক্ত ক্ষত। মামড়ীর উপর উকুন জন্মে। চর্ম্ম শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা। ঘুমের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠা।

মারকিউরিয়স্। পাকস্থলীর গোলযোগ। গ্রন্থি ফোলে এবং উহা পাকে। মস্তকের আর্দ্র পীড়কা উহাতে মাথার উপরের চর্ম্ম উঠিয়া যায় এবং চুল পড়িয়া যায়। মুখমণ্ডল বিশেষতঃ মুখগহ্বরের চতুর্দ্দিকে হলুদপনা কণ্ডু, উহা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃশ্বরণ হয়। লালা নির্গমন এবং ক্ষতযুক্ত মাড়ী।

মেজেরিয়ম্। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং প্রদাহান্বিত। ইরাপসন্গুলি শুষ্ক; উহা ললাট, উভয় কর্ণ এবং গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। উহাতে কেশ গুলি জড়াইয়া চটা বাঁধে এবং উহার নীচে পূঁয জন্মে। উপরে পোকা জন্মে।

চুলকাইলে যে রস নির্গত হয় উহা অন্যস্থানে লাগিলে ঐ স্থান হাজিয়া যায়। শয্যায় শয়নে কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি।

নাইট্রিক-এসিড। মস্তকের ইরাপসন্। স্পর্শ করিলে কণ্টকবিদ্ধবৎ যাতনা হয়। উপদংশ পীড়া এবং পারদের অপব্যবহারের পর।

ন্যাট্রম্-মিউর। গ্রীবাদেশে এবং মাথার চুলের সীমান্তস্থান সমূহের পীড়া। উপরিভাগ ক্ষতবৎ, উহাতে চটা বাঁধে না। চুল খাইয়া ফেলে।

পেট্রল। গ্রীবার পশ্চাতে, হাটু এবং স্তনের পীড়া। চর্ম্ম ফাটা ফাটা। কাণের পিছনে ক্ষতবৎ। মাথার উপর চটা পড়া।

হ্রাসটক্স। মুখমণ্ডল এবং মস্তকের আর্দ্র পীড়কায় পুরু মামড়ী পড়ে। উহাতে চুল পড়িয়া যায় এবং দুর্গন্ধ হয়। নাসিকার উপর ইরাপসন্ হইয়া উহা মুখ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ছোট ছোট পীড়কা যে স্থানে উঠে ঐ স্থান কালবৎ দেখায় (Small pastules on black base)। উহা হইতে সবুজবর্ণ পূঁয বাহির হয় এবং ঐ গুলি রাত্রে অত্যন্ত চুলকায়।

সাইলিসিয়া। জল বসন্তের গোটার ন্যায় ইরাপসন্। মস্তকের চুল উঠিয়া টাক পড়ে এবং উহা আর্দ্র হইয়া অত্যন্ত চুলকায় ও উহাতে ব্যথা হয়। ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং গরমে হ্রাস।

সালফর। মস্তকোপরি শুষ্ক, পুরু হলুদবর্ণ চটা। উহা হইতে অত্যধিক স্রাব হয়। অত্যন্ত চুলকায় এবং চুলকাইলে সহজে রক্তপাত হয়। কনুইয়ের পূঁযপূর্ণ ইরাপসন্। বিশ্রামকালে ও শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি। বিচরনে উপশম। কণ্ডুয়ন হেতু ঘুমের ব্যাঘাত। চক্ষে প্রদাহসহ আলোকাতঙ্ক। **প্রাতঃকালীন উদরাময়**।

টার্টার-এমেটিক। এই পীড়ার কণ্ডুগুলিতে অত্যন্ত পূঁয হইলে এই ঔষধ উপযোগী। ইহার উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা উচিৎ।

থুজা। সমস্ত শরীরে ইরাপসন্। চুলকায় এবং হুলবিদ্ধবৎ যাতনা হয়, বিশেষতঃ রাত্রে। হাঁটুর পূঁযপূর্ণ ইরাপসন্। আস্তে আস্তে ঘসিলে আরাম বোধ হয়। টীকা লওয়ার পরবর্ত্তী পীড়া।

ভায়োলা-ট্রিকলার (viola tricolor)। মুখমণ্ডলের পূঁযপূর্ণ পীড়কা; উহার উপর চটা পড়ে, চুলকায়, জ্বালা করে এবং বহুল দুর্গন্ধময় তরল

পূঁযস্রাব হয়। মুখমণ্ডলের ত্বকে টান্ টান্ অনুভব। বিড়ালের মূত্রের ন্যায় মূত্রের গন্ধ। প্রায়ই অসাড়ে মূত্রত্যাগ। রাত্রে বৃদ্ধি। তরুন পীড়া।

পাঁচড়া।

পরাঙ্গপুষ্টজীবানু (Animal parasites)।

সমসংজ্ঞা—খোস্, ইচ্ (itch), কচ্ছু, স্ক্যাবিজ (Scabies)।

এই রোগের প্রারম্ভে হস্ত এবং অঙ্গুলীর মধ্যে ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী নিচয় প্রকাশ পাইয়া ঐ গুলি অত্যন্ত চুলকায়। পীড়িতস্থান চুলকাইলে, উহার কস শরীরের অন্যান্য স্থানে লাগিয়া ঐ সব স্থানে রোগ ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে হস্তের অঙ্গুলী, কব্জী, কনুইয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ, বগল, তলপেট, জননেন্দ্রিয়, নিতম্ব, উরুর ভিতর দিক, শিশুদের পায়ের তলা এবং গোড়ালী, পুরুষের জননেন্দ্রিয় এবং স্ত্রীলোকের স্তনে প্রথমে এই রোগ আক্রমন করিয়া, তৎপর শরীরের অন্যান্য অবয়বে ছড়াইয়া পড়ে। ইহা শরীরের পশ্চাৎদিক অপেক্ষা সম্মুখ দিকই প্রগাঢ় ভাবে আক্রমন করে। **কিন্তু এই পীড়া দুগ্ধপোষ্য অথবা অল্পবয়স্ক শিশু ব্যতীত অন্য কাহারও মুখমণ্ডল আক্রমন করেনা।** জলপূর্ণ পীড়কাগুলির মধ্যে ক্রমে পূঁয জন্মে। এই রোগ চিনিতে কোনও অসুবিধা হয় না কারণ, ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার সহিত পরিচিত। ইহা একটী ছোঁয়াচে রোগ।

একারাস্ স্কেবিয়াই (Acarus Scabiei) নামক এক প্রকার কীটানুদ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। অনেক সময় হস্তের অঙ্গুলীতে এক লাইনে অনেকগুলি ফুস্কুড়ী উঠে। কোনও স্ত্রী জাতীয় কীটানু চর্ম্মের নীচে বিচরণ করিলে ঐরূপ হয়। উহাকে একারিয়ান্ বারো (Acarean Burrow) বলে। কোনও স্ত্রী কীটানু গর্ভবতী হইয়া সে তাহার বাসের জন্য, চর্ম্মের নীচে চষিয়া একটী স্থান তৈয়ার করিয়া লয় এবং তন্মধ্যে একটী ডিম পাড়ে; এই প্রকারে সমস্ত ডিম না পাড়া পর্য্যন্ত সে চলিতে থাকে এবং এইরূপে সমস্ত ডিমগুলি পাড়া হইলে উহার মৃত্যু হয়। অতঃপর ঐ সমস্ত ডিম হইতে যে পোকা জন্মে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী জাতীয় পোকাগুলি, প্রত্যেকে চর্ম্মতল চষিয়া তাহাদের জন্য স্থান প্রস্তত করিয়া লয়, তজ্জন্য রোগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্ত্রী পোকা

গুলি ডিম পাড়ার পর মরিয়া শরীরের মধ্যেই থাকিয়া যায়। এই সমস্ত পোকা চক্ষে দেখা যায়। উহা শরীর হইতে বাহির করিয়া এক নখের উপর রাখিয়া অপর নখদ্বারা চাপ দিলে, উকুণ মারার মত চুট করিয়া উঠে। উপরোক্ত কারণ সমূহে, যে সমস্ত পোকা চক্ষে দেখা যায়, ঐগুলি সমস্তই স্ত্রী জাতীয় পোকা। পুরুষ জাতীয় পোকা চর্ম্মের নিচে এমত ভাবে থাকে যে, উহাদিগকে কেহ দেখিতে পায় না এবং উহারা চর্ম্মের নীচে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকে, স্ত্রী জাতীয় পোকার ন্যায় চলিয়া বেড়ায় না।

এই পীড়াদ্বারা সমস্ত শরীর আক্রান্ত হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে। কণ্ডুয়নের যতই আধিক্য থাকুক না কেন, এই পীড়া সত্বরই আরোগ্য হয়। সাধারণতঃ রাত্রে বিছানার গরমে কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি পায়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আভ্যন্তরিক সেবন এবং অলিভ অয়েল অথবা নারিকেলের তৈল দ্বারা কণ্ডুয়নগুলি সিক্ত করিলেই যন্ত্রণার লাঘব হইয়া সত্বরই পীড়া আরোগ্য হয়।

এই রোগে কোনও মলম ব্যবহার করা উচিৎ নয়, কারণ তাহাতে অনেক সময় কণ্ডুগুলি বসিয়া গিয়া, রোগীর অন্য কোনও কঠিন পীড়া হইতে পারে।

মহাত্মা হ্যানিম্যানের মতে রোগীর শরীরে সোরাদোষ না থাকিলে একারাস্ নামক কীট এই রোগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং শরীরে সোরা দোষ বর্ত্তমান না থাকিলে এই রোগ হয় না। এই রোগে কেহ কেহ নিমসাবান, কারবলিক সাবান, নিমতৈল, চালমুগরা তৈল ব্যবহার করেন। আমাদের মতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার কালে এই সব ঔষধ সংযুক্ত সাবান কি তৈল ব্যবহার করা উচিৎ নয়। সাধারণ সাবান এবং গরম জল দ্বারা পাঁচড়া গুলি পরিস্কার করিয়া অলিভ অথবা নারিকেলের তৈল দিলেই উপকার হইতে পারে। আমরা আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়াই অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি তবে এই পীড়া আরোগ্য হইতে কখনও কখনও একটু বিলম্ব হয়। পাঁচড়ার চটা উঠাইয়া রক্তপাত করিয়া উহা পরিস্কার করা উচিৎ নয় কারণ তাহাতে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়। অন্যান্য বিষয়ের জন্য প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আর্সেনিক। অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য পীড়া। জানু সন্ধির ভাঁজের মধ্যের পাঁচড়া। পূঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ী। চুলকানি এবং জ্বালা। বাহ্য তাপ প্রয়োগে উপশম।

কার্ব্বভেজ। সমস্ত শরীরে শুষ্ক ভাবাপন্ন খুজ্‌লী। শাখা সমস্ত মধ্যেই অধিক। গায়ের কাপড় ছাড়িলে অসহ্য চুলকানি। অজীর্ণ রোগগ্রস্থ। উদ্গার উঠা এবং বাৎকর্ম্ম নির্গমন হওয়া। পারদের অপব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি।

কষ্টিকাম। গন্ধক এবং পারদ ব্যবহার করিয়া ইরাপসন্ দাবাইয়া দেওয়ার পর। হরিতাভ মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে আঁচিল। হাঁচিতে, কাসিতে ও চলিয়া বেড়াইতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ। ঠাণ্ডা বাতাস গাত্রে সহ্য হয় না।

ক্রোটন। চর্ম্মের আরক্ততা। চুলকানি এবং বেদনা যুক্ত জ্বালা। রসপূর্ণ এবং পূঁযপূর্ণ গুটীর উদ্ভব। শুকাইয়া পড়িয়া যায়। অণ্ডকোষের পীড়া।

হিপার। পারদ অপব্যবহারের পর। পূঁযপূর্ণ চটা পড়া বড় বড় পাঁচড়া।

লোবেলিয়া। সমস্ত শরীরে কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা ও চুলকানি।

লাইকোপোডিয়াম। গভীর ছিদ্রযুক্ত সিক্ত এবং পূঁযপূর্ণ ইরাপসন্। দিনের বেলায় গরম হইলে ভয়ানক চুলকানি।

মার্কিউরিয়স্। বড় পাঁচড়া বিশেষতঃ কনুইয়ের ভিতরের দিকের পীড়া যদি উহার কতকগুলি ক্ষুস্কুড়ীতে পূঁয জন্মে। সমস্ত শরীরে চুলকানি বিশেষতঃ রাত্রে বিছানার গরমে। চুলকানির জন্য রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত। পেটের অসুখ। পাঁচড়ার সঙ্গে একজিমা থাকিলে এই ঔষধ আরও উপকারী।

সোরিণাম্। অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ। টিউবারক্লোসিসের লক্ষণ যুক্ত। পুরাতন রোগ। কনুইয়ের ভাঁজ এবং হাতের কব্জীর চতুর্দ্দিকের ইরাপসন্। পুরাতন ইরাপসন্‌গুলি আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কিন্তু উহার উপর এক একটী নূতন পূঁযবটী দেখা যায়।

সিপিয়া। সালফরের অপব্যবহারের পর। সন্ধ্যার সময় চুলকানি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পীড়ার।

সালফর। পাঁচড়ার প্রধান ঔষধ। ভয়ানক চুলকায়। চুলকাইবার সময় খুব আরাম বোধ হয় কিন্তু পরে অত্যন্ত জ্বালা করে। বিছানার গরমে বৃদ্ধি। গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি। চর্ম্ম কর্কশ এবং শল্কযুক্ত। কোনও বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা রোগ দাবিয়া অন্য পীড়ার সৃষ্টি।

ফরিদপুর টাউনের নিকট কোনরপুর নিবাসী আবদুল গফুর দেওয়ানের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্রের ১৯৩৪ সালে পাঁচড়া হয় এবং উহা স্থানীয় কোনও কবিরাজের মলম ব্যবহারে দাবিয়া যাওয়ায় বালকটীর দিবারাত্রে ১০।১২ বার মূর্চ্ছা হইতে থাকে। আমার চিকিৎসাধীনে আসিলে ২০০ শক্তি একডোজ সালফর সেবন করিতে দেই। দুই দিন পর পাঁচড়াগুলি শরীরে পুনরায় দেখা দেয় এবং মূর্চ্ছা হওয়া বন্ধ হয়। কয়েক দিনের মধ্যে পাঁচড়া আরোগ্য হইয়া যায়। অন্য কোনও ঔষধের আবশ্যক হয় নাই।

ফরিদপুর টাউনের বাবু রাজেন্দ্র লাল পোদ্দার এ্যাসিস-ট্যাণ্ট সাব ইন্‌সপেক্টা-রের ২১ বৎসর বয়স্ক পুত্র পুলিনচন্দ্র পোদ্দার পাঁচড়া রোগে ভুগিতে থাকা কালে, বাজার হইতে একটী পেটেণ্ট মলম ক্রয় করিয়া ব্যবহার করে। ইহাতে পাঁচড়া দাবিয়া গিয়া উহার সমস্ত শরীর ফুলিতে থাকে। প্রথমে অন্যের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া কোনও ফল না হওয়ায় আমার চিকিৎসাধীনে আসে। আমি ৩০ শক্তি একডোজ সাল্‌ফর সেবন করিতে দেই। দুইদিন মধ্যে শরীরের ফুলা কমিতে থাকে এবং পাঁচড়াগুলি পুনরায় শরীরে দেখা দেয়। আর একডোজ এই ঔষধ দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

সলফ্‌-এসিড। পাঁচড়া আংশিক আরোগ্য হইয়া প্রতিবৎসর বসন্তকালে এক প্রকার পূঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ীর উদ্ভব হয়। কণ্ডুগুলি অত্যন্ত চুলকায়।

ক্রায়োসিয়ানিক-এসিড। এই পীড়ায় একটি প্রধান ঔষধ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভিটাইলিগো। Vitiligo

সমসংজ্ঞা। লিউকোডারমা (Leucoderma), আংশিক **শ্বেতী রোগ, শ্বেত কুষ্ঠ, ধবল, য়্যালবিনস্** (Albinos)।

এই রোগে শরীরের স্থানে স্থানে চর্ম্ম সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে সাদা হইয়া যায়। প্রথমে পীড়িত স্থানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখায়, কিন্তু কিছুদিন মধ্যে তাহারা নিকটস্থ অন্যান্য পীড়িত স্থানগুলির সহিত মিলিত হইয়া, বৃহদাকার ধারণ করে। পীড়িত স্থানগুলি দুগ্ধের মত সাদা দেখায় এবং উহাদের ধার গুলির স্বাভাবিক বর্ণ একটু ঘনীভূত হয়, তাহাতে মনে হয় যেন পীড়িত স্থানের বর্ণ উহাদের ধার গুলিতে গিয়া মিলিত হইয়াছে; কিন্তু কোনও কোনও রোগীর এরূপ হয় না। মুখমণ্ডল, কাণ্ড, গ্রীবা, হস্ত, পৃষ্ঠ এবং জননেন্দ্রিয় এই পীড়ার প্রিয় স্থান।

যদিও এই পীড়া হস্ত, পৃষ্ঠ, মুখমণ্ডল, গ্রীবা, কাণ্ড, জননেন্দ্রিয় এবং গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সাধারণতঃ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা শরীরের যে কোনও স্থানে প্রকাশ পাইতে পারে। প্রায়ই মুখমণ্ডলে সামান্য কয়টী, হস্ত পৃষ্ঠে দুই একটী এবং মস্তকোপরি মাত্র দুই এক স্থানে প্রকাশ পায়। মস্তকে এই পীড়া হইলে পীড়িত স্থানের চুল সাদা হইয়া যায়।

এই রোগদ্বারা কখনও শরীরের সামান্য কয়েক স্থান অথবা অনেকগুলি স্থান অথবা সমস্ত শরীর সাদা হইয়া যায়। **সমস্ত শরীরে বর্ণাভাব ঘটিলে উহাকে য়্যালবিনস্** (Albinos) বলে। পীড়িত স্থানের লোম কখনও স্বাভাবিক থাকে কখনও বা সাদা হইয়া যায়।

কোনও কোনও ব্যক্তির পীড়া কিছুদুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, বহুদিবস পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় থাকে, এবং অধিকাংশ স্থলে কয়েক বৎসর পর শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসে। কাহারও কাহারও পীড়া পুনরায় প্রকাশ পাইয়া, কয়েক মাস পর আবার অদৃশ্য হয় এবং এই প্রকার পুনঃপুনঃ হইতে থাকে।

কথনও কথনও এই পীড়া গরমের সময় অদৃশ্য হইয়া পুনরায় শীতের সময় প্রকাশ পায়।

এই পীড়া উৎপত্তির কারণ এই ক্ষণও জানা যায় নাই। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই সমভাবে এই রোগদ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগ অন্য কোনও রোগের সংশ্রবে হয় না, অথবা ইহাতে রোগীর স্বাস্থ্যের কোনও হানি হয় না। অধিকাংশ রোগীই, তাহাকে দেখিতে কদর্য্য দেখায়, এই অভিযোগ ব্যতীত আর কোনও অভিযোগ করেন না। এই রোগে রোগীর জীবন স্বল্প-স্থায়ী হয় না। এই রোগ পৈত্রিকও হইতে পারে।

দশবৎসর বয়সের পূর্ব্বে অথবা ত্রিশ বৎসর বয়সের পর এই রোগদ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা খুব কম। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এবং যাহাদের গাত্রচর্ম্ম মলিন, তাহাদেরই এই রোগ অধিক হয়। কেহ কেহ বলেন, যে সব স্থানে শীতের সময় শীতের আধিক্য ও গ্রীষ্মের সময় গরমের আধিক্য সেই সব স্থানে এই রোগদ্বারা অধিকলোক আক্রান্ত হয়। যাহাদের এই রোগ হয় তাহাদের অনেকেরই মাথার চুল উঠিয়া টাক পড়ে। যাহারা স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতায় ভোগে তাহাদের মধ্যেই এই রোগ অধিক।

অবস্থানুযায়ী নিম্নলিখিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আভ্যন্তরিক ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(১) এলুমিনা, আর্সে, ন্যাট্রম-কার্ব্ব, নাইট্রিক-এসিড, ফস্ফাইড্-অব্-জিঙ্ক, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সালফর।

(২) ক্যাল্-কার্ব্ব, কার্ব্ব-এনি, ফস্ফরাস্, ফস্-এসিড।

লেন্টিগো। Lentigo

সমসংজ্ঞা। **ছুলি, ছই্দ, ছোত্র, সন্বারন্** (Sunburn), **মেস্তে, চিতি, এফেলিস** (Ephelis)।

কাহারও কাহারও শরীরে হলুদ অথবা কমলালেবু বর্ণ, পীতবর্ণ অথবা কাল বর্ণ, পিনের মস্তক, মটর অথবা উহা হইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ দাগ পড়ে, তাহাকে লেন্টিগো বলে।

সাধারণতঃ এই সব দাগ শরীরের অনাবৃত অঙ্গে বিশেষতঃ নাসিকা, গণ্ডস্থল, গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ এবং হস্ত পৃষ্ঠে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও ইহা শরীরের আবৃত অঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠের উপর দিক্, কাণ্ডের সম্মুখ দিক, উরু, মুখমণ্ডল, নিতম্ব এবং পুরুষাঙ্গেও হইতে দেখা গিয়াছে।

ইহা যদিও সব বয়সেই প্রকাশ পাইতে পারে তথাপি জীবনের প্রথম চারি বৎসরের মধ্যে ইহার দ্বারা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অতি বিরল এবং দশ হইতে বিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ইহা শরীরে প্রকাশ হওয়াই সাধারণ নিয়ম। সাধারণতঃ ইহা গ্রীষ্ম কালেই প্রকাশ পায় এবং শীতকালে ম্লান হইয়া যায়। পীড়িতস্থানের বর্ণের ব্যতিক্রম হওয়া ব্যতীত, এই পীড়ায় অন্য কোনও বিরক্তির কারণ হয় না।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই এই পীড়া সব বয়সে হইতে পারে, তবে যৌবনকালেই অধিক হয় এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পীড়িতস্থানের বর্ণ ম্লান হইয়া যায়। এই পীড়া পৈত্রিকও হইতে পারে।

হলুদ অথবা কমলালেবুর বর্ণ দাগগুলিকে **ছুলি** অথবা **ছইদ্** বলে।

সূর্য্যের কিরণ শরীরে লাগিয়া গ্রীষ্মকালে এক প্রকার মেচে বা চিতি পড়ে, উহাকে **সন্‌বারন্** (Sunburn) বলে।

ছুলির জন্য। ক্যালি-কার্ব্ব, লাইকো, ফস্, গ্রাফা, সাল্ফর, এসিড্-নাইট্রিক, সিপিয়া, ন্যাট্রম-মিউর, ক্যান্থ।

চিতির জন্য। এণ্টিমক্রুড, বিউফো, হাইয়স্, নাইট্রিক-এসিড, কষ্টিকাম, ক্লোরাল, ফেরা, ক্যালি-কার্ব্ব, ন্যাট্রম-কার্ব্ব, পেট্রো, ফস্, রোবিনিয়া, সিপিয়া, সাল্ফর, ভেরেট্রম-এল্‌বাম।

এলুমিনা। এই ঔষধ দ্বারা আমরা কয়েকটী বালকের শরীরের ছুলি আরোগ্য করিয়াছি।

এণ্টিমক্রুড। যাহাদের পাকস্থলীর গোলযোগ আছে। এবং যাহারা আর্টিকোরিয়ায় ভোগে তাহাদের পীড়া, বিশেষতঃ বাহুর কাল দাগ।

গ্রাফাইটীস্। মুখমণ্ডলের দাগ। মনে হয় মুখে মাকড়সার জাল জড়াইয়া আছে।

ক্যালি-কার্ব্ব। মুখমণ্ডলের দাগ এবং ফুস্কুড়ী ক্রমান্বয়ে যায় এবং আসে।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব। মুখমণ্ডলের দাগ। অগ্নির উত্তাপ এবং গরমের সময়ে বৃদ্ধি।

পেট্রোলিয়ম্। হাতের কব্জিতে ধুসর বর্ণের দাগ সমূহ।

× **ফস্ফরাস্।** তলপেট এবং বক্ষস্থলে হলুদ বর্ণ দাগ সমূহ। সমস্ত শরীরে যেখানে সেখানে ধুসর বর্ণ দাগ। মলিন বর্ণ দাগ।

পল্‌সেটিলা। যুবতী স্ত্রীলোকদের দাগ সমূহ বিশেষতঃ ঋতুবতী হওয়ার সময়।

সিপিয়া। মুখমণ্ডলে হলুদ দাগ। নাকের উপর হলুদ ডোরা।

সাল্‌ফর। নাসিকার উপর দাগ।

চিলব্লেইন। Chilblain.

সমসংজ্ঞা—শীতফাটা, পাদদারী, করদারী, নীহার, স্ফোটক, পাকুই, পাকলা।

অতিরিক্ত শীত এবং বরফ লাগিয়া শিশু এবং বৃদ্ধদিগের হস্ত, পদ, পদাঙ্গুলী, হস্তাঙ্গুলী, নাসিকা, কর্ণ এবং ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে যে প্রদাহ হইয়া ফাটিয়া যায়, তাহাকে **চিল ব্লেইন অথবা শীতফাটা বলে।**

শীত প্রধান দেশে বরফ পড়িয়া চর্ম্মে যে প্রদাহ জন্মে তাহাকে **ফ্রষ্টবাইট** (Frost bit) বলে। ইহাও এই শ্রেণীর রোগ।

ঘর্ম্ম অথবা জলকাদা লাগিয়া আঙ্গুলের মধ্যে যে ক্ষত হয় তাহাকে **পাকুই** অথবা **পাকলা** বলে; ইহাও এই শ্রেণীর রোগ, যদিও কেহ কেহ ইহাকে একজিমার মধ্যে গণ্য করেন। ইহাতে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন ও জ্বালা হয়।

এব্রোটেনাম। তুষারাহত অঙ্গ। পীড়িত অঙ্গ চুলকায়। হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ঠাণ্ডা এবং উহাতে কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা। অঙ্গুলী এবং পায়ের তলায় ঠাণ্ডা এবং অবশতা।

এগারিকাস্। মনে হয় যেন উভয় হস্ত জমিয়া গিয়াছে, উহাতে জ্বালা এবং কণ্ডুয়ন। পীড়িত স্থান লাল, গরম এবং ফুলা। তুষারাহত পায়ের

আঙ্গুলে প্রদাহ এবং বেদনা। হস্ত এবং পদের অঙ্গুলীতে চিড়িক মারা বেদনা। কর্ণদ্বয় লাল বর্ণ, উহাতে জ্বালা এবং কণ্ডুয়ন, মনে হয় যেন উহা জমিয়া গিয়াছে। তুষারাহত নাসিকা চুলকায়। নাসিকার বহির্ভাগের পুরাতন প্রদাহ।

আর্নিকা। চাপ অথবা ঘর্ষণ হেতু পীড়িত স্থানের প্রদাহ।

আর্সেনিক। ভেসিকেলগুলি কালবর্ণ ধারণ করে। আর্দ্র এবং পচনশীল প্রবণতা।

ক্যালি-কার্ব্ব। পায়ের তলা ফুলা এবং লাল বর্ণ, উহাতে বেদনা।

নাইট্রিক-এসিড। পীড়িত স্থান ফুলা, উহাতে কণ্ডুয়ন এবং বেদনা, বিশেষতঃ শীতকালে। সামান্য ঠাণ্ডাতেই প্রদাহিত হয়। চর্ম্ম ফাটা।

নক্স-মশ্চাটা। প্রত্যেক শীত ঋতুতে রোগের পুনঃপ্রকাশ। হস্ত এবং পদ এত ঠাণ্ডা মনে হয় যেন জমিয়া গিয়াছে। কোনও গরম ঘরে প্রবেশ করিলে নখগুলির নিচে শিহরিয়া উঠে।

নক্স-ভমিকা। পীড়িত স্থানে উজ্জ্বল লালবর্ণ, ফুলা; এবং প্রদাহিত, উহাতে কণ্ডুয়ন এবং জ্বালা। ফুলাস্থান ফাটা এবং উহা হইতে সহজেই রক্তস্রাব।

পেট্রোলিয়ম্। পীড়িত স্থান চুলকায় এবং আগুনের ন্যায় জ্বালা করে। পায়ের গোড়ালী ফুলা, লালবর্ণ এবং বেদনা যুক্ত। পায়ের তলা বেদনাযুক্ত এবং উহাতে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম বিশেষতঃ, যখন শীতের সময় উহা প্রদাহান্বিত হয়। রক্ত স্রাবী পাকুই।

পল্‌সেটিলা। পীড়িত স্থান ফুলা ফুলা, নীলবর্ণ, গরম এবং উহাতে দপ্‌দপানি বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডুয়ন, বিশেষতঃ পায়ের তলা যখন বিছানায় গরম হয়।

হ্রাসটক্স। বিকালে এবং সন্ধ্যায় পীড়িত স্থানে জ্বালা এবং কণ্ডুয়ন। না আঁচড়াইলে উহার মধ্যে একটী খোঁচানির ভাব হইয়া চুলকাইতে বাধ্য করে। রাত্রে অসহ্য কণ্ডুয়ন।

সালফর। পীড়িত স্থান লালবর্ণ এবং ফুলা, উহাতে পূঁয প্রবণতা। সন্ধি-স্থান সমূহের চিলব্লেইন্ পুরু, রক্তবর্ণ এবং ফাটা ফাটা। বিছানার গরমে যন্ত্রনার বৃদ্ধি।

জিঙ্কাম। হস্তে পীড়া, উহা ফুলা এবং উহাতে অসহ্য চুলকানি।

গর্ভকালী

সমসংজ্ঞা—গর্ভকলঙ্ক, ভেলাপড়া, মেলাস্মা (melasma), ক্লোয়েজমা ইউটেরিণাম (chloasma uterinum).

গর্ভাবস্থায় নাভি হইতে পিউবিস্ পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে, বগলে, স্তনের বোটায় এবং তাহার চতুর্দ্দিকে যে কাল কাল, কটাবর্ণ, কখনও বা হলুদবর্ণ একপ্রকার দাগ পড়ে, উহাকে ভেলা পড়া বলে। প্রসবের পর কাহারও কাহারও এই দাগ থাকে না।

এই দাগ ২৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই অধিক দেখা যায়। অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোক এবং যাহাদের ঋতুবন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের এই দাগ হয় না বলিলেই হয়। শ্যামাঙ্গীদেরই এই দাগ অধিক হয়। সাধারণতঃ গর্ভাবস্থায় এই দাগ প্রকাশ পায় কিন্তু জড়ায়ু এবং ডিম্বকোষের বিকৃতি হেতুও ইহা হইতে পারে।

লাইকোপডিয়াম্। গর্ভাবস্থায় এবং তাহার পর পেটের দাগ। পুরাতন ঋতু বৈলক্ষণ্য এবং ভয়হেতু দাগ সমূহ।

সিপিয়া। মুখমণ্ডলে সবুজ দাগ। বক্ষস্থল এবং তলপেটে ধুসর বর্ণ দাগ।

ইকথিয়োসিস্। Ichthyosis.

সমসংজ্ঞা—মীনচর্ম্ম, মৎস্যচর্ম্ম, শল্কবৎ চর্ম্ম।

এই রোগে শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক এবং আঁইস বিশিষ্ট হয়। আঁইসগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র মৎস্যের শল্কের ন্যায় হয় কিন্তু কখনও কখনও রোহিত প্রভৃতি বড় বড় মৎস্যের শল্কের ন্যায়ও হয়, কিন্তু উহার নিম্নস্থ ত্বকে প্রদাহ জন্মেনা। ইহাতে কণ্ডুয়ন অথবা স্পর্শাধিক্যতা থাকে না। ইহা কখনও সর্ব্বাঙ্গে জন্মে কিন্তু মুখমণ্ডল, করতল এবং অণ্ডকোষে জন্মিতে দেখা যায় না।

৭ন ংচিত্র দ্রষ্টব্য

এই রোগ দুই প্রকার

(১) **ইকথিয়োসিস্ সিমপ্লেক্স্ (Ichthyosis Simplex)** এবং

(২) **ইকথিয়োসিস্ হিস্ট্রিক্স্ (Ichthyosis Hystrix)।**

ইকথিয়োসিস্ সিম্প্লেক্স।

ইহা মৃদু প্রকৃতির রোগ। ইহাতে চর্ম্ম সামান্য শুষ্ক এবং রুক্ষ হয় এবং তাহাতে পাতলা মলিন কপিশ বর্ণ শল্ক সমস্ত দৃষ্ট হয়। সদ্যজাত শিশুর শরীরে ইহার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না, তবে জন্মের পর কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস এবং কোনও কোনও স্থলে কয়েক বৎসর গত হইলে, যখন ব্যাধি অনেকটা অগ্রসর হয়, তখন ইহা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমে চর্ম্ম শুষ্ক এবং রুক্ষ হয় কিন্তু উহার বর্ণের কোনও ব্যতিক্রম হয়না। ইহা সমস্ত শরীরের চর্ম্ম অথবা কোনও নির্দ্দিষ্ট অবয়বের বহির্ভাগের প্রসারক মাংসপেশীতে প্রকাশ পাইয়া তৎপর ঐ অঙ্গের সমস্ত স্থানে ব্যাপৃত হয়। ইহাদ্বারা ক্রমে ক্রমে পীড়িত স্থানের উপত্বক অপেক্ষাকৃত পুরু হয় এবং চর্ম্মের স্বাভাবিক লাইনগুলি নিচু হইয়া গিয়া স্বাভাবিক অবস্থায়, পূর্ব্বে যে লাইন গুলি দেখা যাইতনা, সে গুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহার পর শল্কগুলি আয়তনে বৃহৎ, সংখ্যায় অধিক এবং পুরু হইয়া মৎস্যের আঁইসের মত দেখায়। এইরূপে শল্কগুলি পরিণত হইলে উহাদের ধারগুলি সহজেই চর্ম্ম হইতে আলগা হইয়া যায়, কিন্তু উহার মধ্যস্থলটী চর্ম্ম হইতে পৃথক করিলে, ঐ সব স্থানে ক্ষত হইয়া রক্ত বাহির হয়। শল্কগুলি যখন পাতলা থাকে, তখন উহা পরিষ্কার করিলে সাদা অথবা মুক্তার ন্যায় দেখায়, এবং পরিণত হইয়া পুরু হইলে গাঢ় সবুজ, খয়ের অথবা মলিন বর্ণ ধারন করে। সে সব স্থানে শল্কগুলি খুব পুরু হয় তথায় উহা ফাটা ফাটা হয় অথবা ফাটিয়া যায়, কিন্তু এই ফাটাবস্থা চর্ম্মের উপত্বক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং শুষ্কাবস্থায় থাকে, একজিমার মত চর্ম্মের গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া উহা হইতে রস স্রাব হইয়া উহাতে মামড়ী পড়েনা। পীড়িত স্থানের লোমকূপ এবং ঘর্ম্মের গ্লাণ্ডগুলি বৃহদায়তন হওয়ায় উহারা উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া করিতে সমর্থ না হওয়ায়, পীড়িত স্থানে ঘর্ম্ম শূন্যতা এবং চর্ম্মের শুষ্কতা জন্মে, কিন্তু সুস্থ অঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া রীতিমত চলে। এই পীড়ায় চুল এবং নখ চাকচিক্যহীন হয় এবং নখগুলি ভঙ্গপ্রবণ হয়।

এই পীড়ার একটী সাধারণ প্রকৃতি এই যে, ইহা জীবনের প্রথমাবস্থায় প্রকাশ পাইয়া শৈশবাবস্থায় এবং যৌবনে সামান্য বৃদ্ধি পায়। এইরূপ

গরমের সময় হ্রাস হইয়া শীতের সময় পুনরায় বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রকৃতি প্রথম হইতে মৃদু, মধ্যম অথবা উগ্র হইলে চিরজীবন সেইরূপই থাকে, উহার ব্যাতিক্রম হয় না। মৃদু পীড়ায় অধিক ঘর্ম্ম হইতে পারে তজ্জন্য গ্রীষ্মকালে রোগ প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং শীতকালে পুনরায় দেখা দেয়। উগ্র প্রকৃতির রোগও শীতকালে বৃদ্ধি পায়, গরমের সময় হ্রাস হয়। পীড়িত স্থানের শল্কের সংখ্যা রোগীর স্নানের ন্যূনাধিক্যতার উপর নির্ভর করে, কারণ রোগী যত বেশী স্নান করে শল্ক তত কম হয়।

ইকথিয়োসিস্ হিস্ট্রিক্স্।

ইহা উগ্র প্রকৃতি বিশিষ্ট, সংখ্যাবিরল রোগ। ইহাতে চর্ম্ম অত্যন্ত শল্কময়, স্থূল, শক্ত এবং বিদারিত হয় এবং উহা হইতে প্যাপিলা বাড়িয়া ওয়ার্টবৎ শৃঙ্গাকার উপমাংস (গ্যাজ) উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও স্থলে ইহাতে রাজহংসের পাথার সাদৃশ্যতা থাকে, তজ্জন্য ইহাকে Hystix বলে। ইহা এলোমেলো ভাবে শরীরের অনেক স্থান ব্যপিয়া প্রকাশ পায়, অথবা মাত্র দুই এক স্থানে যেমন বগলের ভাজ, হাঁটু, কনুই প্রভৃতিতে হয়।

এই পীড়া শীতঋতুতেই অত্যন্ত উগ্র এবং বিরক্তিকর হয়। গ্রীষ্মকালে কমে পুনরায় শীতে বাড়ে।

রোগীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এই রোগ বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণতঃ পরিণত বয়সে উহার পরিসমাপ্তি হয়, ইহার পর আর রোগের গতির বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তণ হয় না। উভয় জাতীয় রোগই একই রোগীর শরীরে প্রকাশ পাইতে পারে। কোনও জাতীয় পীড়াতেই রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের কোনও পরিবর্ত্তণ হয় না।

রোগের কারণ। কুল দোষই এই রোগের উৎপত্তির কারণ। পূর্ব্ব পুরুষ অথবা বংশের অন্য কোনও শাখা হইতেও এই রোগের উৎপত্তি হইতে পরে। সাধারণতঃ পিতা হইতে পুত্র এবং মাতা হইতে কন্যা, এই রোগগ্রস্থ হয় কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ এক কিম্বা দুইটী সন্তানের এই পীড়া হয় কিন্তু তিন চারিটীরও হইতে

দেখা গিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই রোগ হইতে পারে। এক পরিবারের মধ্যে উদ্বাহ ইহার একটী প্রধান কারণ।

আর্সে-আইওড। শুষ্ক শল্কযুক্ত চর্ম্ম। স্ক্রফিউলাস্ ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়ায়, লিম্ফেটিক গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতিসহ কণ্ডুয়ণ এবং জ্বালা।

ক্লেমেটিক্। কণ্ডুয়নসহ চর্ম্মে উজ্জ্বল শল্ক। বিছানার গরমে বৃদ্ধি। গ্ল্যাণ্ড ফুলা, শক্ত এবং উহাতে বেদনা। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে ইরাপসনের পরিবর্ত্তন হয়।

গ্রাফাইটীস্। চর্ম্ম শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা ভাব। শরীরে সামান্য আচড়ও ক্ষতে পরিণত হয়। পদের অঙ্গুলীর নখগুলি পুরু এবং বিকৃত। শাখা সমস্তের অসাড়াবস্থা। জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন।

আইওডাইন। রাক্ষসে ক্ষুধা। তলপেট ফাঁপা। স্ক্রফিউলাস্ শিশুর শীর্ণতা। চর্ম্ম ধূসর বর্ণ।

মার্কিউরিয়স্। চর্ম্ম মলিন, হলুদ বর্ণ, রাত্রে বিছানার গরমে কণ্ডুয়ণের বৃদ্ধি। শুষ্ক শল্কযুক্ত দাগ সমূহ। উপদংশ এবং স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তি।

ন্যাট্রম্-কার্ব্ব। সমস্ত শরীরের চর্ম্ম স্থানে স্থানে শুষ্ক, কর্কশ এবং ফাটা ফাটা। সর্ব্বদাই শূন্য অথবা টক ঢেকুর। অত্যন্ত শীর্ণতা। ফস্ফরাস। চর্ম্ম শুষ্ক এবং কোঁচ্কান। হস্তের চর্ম্ম কর্কশ এবং শুষ্ক। বুকে বেদনা। মশলাযুক্ত এবং অম্লখাদ্য ভালবাসে। চুল উঠিয়া যায়। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। লম্বা ও পাতলা লোকের পক্ষে অধিক উপকারী।

পটাসিয়ম্-আইওডাইড্। চর্ম্ম শুষ্ক এবং কর্কশ। গলগ্রন্থি স্ফীত ও উহাতে স্পর্শানুভবকতা। টিসুগুলি স্ফীত ও প্রদাহিত। উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহারের পর।

প্লাম্বাম্। শুষ্ক চর্ম্ম। ঘর্ম্মের অভাব। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবসাদ।

সালফর। শুষ্ক, স্পর্শানুভব এবং শল্কযুক্ত চর্ম্ম। কণ্ডুয়ন।

থুজা। অপরিষ্কার কদর্য্য চর্ম্ম। শরীরে আঁচিলের সদৃশ উদ্ভেদ। নখ নরম এবং পুরু। লিম্ফাটীক্ ধাতু বিশিষ্ট।

ইহা ব্যতীত আর্সেনিক, অরম্, ক্যাল, কলো, হিপার, হাইড্রোকোটাইল্, লাইকো, পেট্রো, সিপিয়া, সাইলি লক্ষণভেদে ব্যবহৃত হয়।

কড়া।

সমসংজ্ঞা—বিউনিয়ণ (Bunion), গ্যাঁজ, গাজর, গৃঞ্জণ, কর্ণ (corn)।

কসা জুতার চাপে, পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী অথবা কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে যে কড়া পরে তাহাকে গৃঞ্জন বলে। এইরূপ কড়া পদের যে কোনও অঙ্গুলীতে, পায়ের তলায় অথবা অঙ্গুলীগুলির মধ্যে জন্মিতে পারে। পদাঙ্গুলীর উপরিভাগে যে কড়া পড়ে উহা শক্ত এবং অঙ্গুলীর মধ্যে যে কড়া পড়ে উহা নরম হয়। পায়ের তলায় কাঁটা ফুটার জন্য যে কড়া পড়ে তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত। পায়ে যাহাতে বেদনা না হয় এইরূপ জুতা পরিধান করিলে কড়া পড়িতে পারে না।

গরম জল অথবা সাবান জলে, যে পর্য্যন্ত কড়া নরম না হয়, সে পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া ছুরি দ্বারা কড়া কাটিয়া দিয়া রাত্রে উহার উপর একখানি পাতি লেবু অথবা কাগ্‌জি লেবু রাখিয়া দিতে হইবে; এইরূপ ৩।৪ দিবস করিলেই উপকার হয়।

হাইড্রাসটীস্ Q একভাগ, সাতভাগ ভেসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে ২।৩ বার কড়ার উপর লাগাইলে উহা নরম হইয়া যায়।

কড়া প্রদাহিত হইলে আর্নিকা, রুটা অথবা ভেরেট্রাম্ ভিরিডির মূল আরক উহার উপর লাগাইলে উপকার হয়।

এণ্টিম্-ক্রুড। শক্ত কড়া।

সালফর। নরম কড়া।

খোঁচামারা বেদনা। বোরাকস্, কষ্টিকাম্, ন্যাট্রম্, ফস্।

নিরন্তর ক্লেশদায়ক বেদনা। এণ্টিম্-ক্রুড, ব্রায়ো, গ্রাফা, ফস্, সিপিয়া।

জ্বালাজনক বেদনা। ক্যাল্‌কে, ইগ্‌নে, পেট্রল, ফস্-এসি, র‍্যানন, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সাল্‌ফর।

প্রদাহ হইলে। লাইকো, সিপিয়া, সাইলিসিয়া।

ছিড়িয়া ফেলার মত বেদনা। ব্রায়ো, লাইকো, ন্যাগ, মিউর, ন্যাট্রম্, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সালফ্।

সূচ ফুটান বেদনা। এন্টি-ক্রুড, ব্রায়ো, ক্যাল, লাইকো, ন্যাট্রম্, র‍্যানস্, ষ্ট্যাস, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সালফ্, থুজা।

গাউট রোগীর পীড়া। রডো।

এন্টিমোনিয়াম্- ক্রুড এই পীড়ার প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। আমাদের চিকিৎসায় দুইটী রোগীর পায়ের তলার বহুদিনের কড়া এই ঔষধে স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইয়াছে। ঔষধ কিছু অধিকদিন ব্যবহার করা উচিৎ।

চুলউঠা।

সমসংজ্ঞা—এলোপেসিয়া (Alopecia), টাক।

শরীরের কোনও স্থানের সমস্ত চুলগুলি যদি উঠিয়া পড়িয়া যায় তবে তাহাকে টাক পড়া বলে। সাধারণতঃ পরাঙ্গ পুষ্ট কীটাণু সংযুক্ত কোনও পীড়া এবং চুলের গোড়া ক্ষীণ হওয়া, এই রোগ উৎপত্তির কারণ মধ্যে গন্য। উপদংশ, হৃদয়ের প্রবল আবেগ, ভয়, শিরত্বকের শীর্ণতা, বার্দ্ধক্য এবং কোনও সর্ব্বাঙ্গিক রোগ ভোগই, এই রোগ উৎপত্তির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক কারণ। কৌলিক দোষ এই পীড়ার একটী প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য। কখনও কখনও প্রথম বয়সেই মাথার চুল উঠিতে দেখা যায়।

মস্তক এবং শরীরের অন্যান্য চুলযুক্ত স্থান হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল উঠিয়া গেলে উহাকে **এলোপেসিয়া এরিয়েটা** (Alopecia areata) বলে। সাধারণতঃ এই পীড়া প্রথমে একটি স্থানে আরম্ভ হয় এবং প্রায় ½ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের চুল পড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত কিছুবুঝা যায় না। ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানটীর আয়তন বৃহৎ হইতে থাকে এবং অন্যান্য স্থানও চুলশূন্য হইতে থাকে। এই প্রকারে প্রায় এক ডজন অথবা তাহারও অধিক সংখ্যক স্থান চুলশূন্য হইয়া যায় এবং এই সমস্ত স্থানগুলি ক্রমে আয়তনে বৃহৎ হইয়া একের সঙ্গে অপরে মিলিত হইয়া প্যাচগুলি বড় দেখায়, যদি উহাদের গতিরোধ করা না যায় তবে ক্রমে সমস্ত মস্তক সাদা হইয়া যায়। এই পীড়ার গতি কখনও ধীর কখনও এত দ্রুত হয় যে, রোগী সকালে উঠিয়া তাহার বালিসের উপর গুচ্ছ গুচ্ছ আলগা চুল দেখিতে পায়।

এই পীড়ার প্রারম্ভে সচরাচর বিশেষ কোনও উপসর্গ প্রকাশ পায় না, কিন্তু কখনও কখনও এই পীড়া প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে পীড়িত স্থানে মৃদু প্রদাহ এবং কণ্ডুয়ন অনুভব হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে পূর্ব্বে কয়েকদিন অথবা কয়েক সপ্তাহ মৃদু অথবা তীক্ষ্ণ শীরঃ পীড়া, কণ্ডুয়ন, জ্বালা অথবা অন্য কোনও অশান্তিকর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যদিও এই পীড়া মস্তকেই অধিক হইতে দেখাযায়, কিন্তু দাড়ি, ভ্রূ, অক্ষিপক্ষ, বগল ও জননেন্দ্রিয়েও হইয়া থাকে এবং কোনও কোনও কোনও স্থলে, শরীরের প্রত্যেকগাছি চুল,ইহাদ্বারা উঠিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সব বয়সে এই পীড়া হইতে পারে, কিন্তু পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, চল্লিশ বৎসর বয়সের পর এই পীড়া দ্বারা আক্রান্তের সংখ্যা খুব বিরল এবং ১০ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই ইহাদ্বারা অধিক লোক আক্রমিত হয়। সব সম্প্রদায়ের লোকেরই এই পীড়া হয় তবে দরিদ্রের মধ্যেই ইহার আধিক্যতা দেখা যায়।

এই পীড়া উৎপত্তির কারণ এবং ইহার গতির পার্থক্যতা দৃষ্ট হয়। কখনও ইহা ক্রমে ক্রমে সমস্ত মস্তকটিকে চুলশূন্য করে এবং আপনাআপনি পুনরায় নূতন চুল উঠিয়া স্থানগুলি পূর্ণ হয়। চিকিৎসার দ্বারাই হউক অথবা আপনাআপনিই উঠুক, এই নূতন চুল সরু হয় এবং রেশমের ন্যায় দেখায়। সুস্থ স্থানের চুলের রং হইতে ইহার রং হালকা দেখায় এবং কখনও কখনও ইহাতে কোনও রং থাকে না অর্থাৎ সাদা হইয়া উঠে। এই নূতন চুল বেশীদিন টিকেনা কারণ উহাদের স্থানে, ক্রমে শক্ত এবং স্বাভাবিক বর্ণ সংযুক্ত চুল উঠিয়া, উহাদের স্থানগুলি অধিকার করিয়া চুল শূন্য স্থান গুলি চুল পূর্ণ হইয়া যায়।

ভাবিফল। সত্বর সুচিকিৎসা হইলে ফল আশাপ্রদ। চিকিৎসার বিলম্ব হইলে রোগের গতিরোধ হইতে পারে কিন্তু চুল শূন্য স্থানে নূতন চুল উঠে না। সমস্ত মাথা চুল শূন্য হইলে, আর আরোগ্যের আশা থাকে না।

রোগের কারণ। কেহ কেহ বলেন পরিপোষণের অভাব হেতু, কেহ বলেন জীবাণুদ্বারা এই পীড়ার উৎপত্তি সংঘটীত হয়। কেহ কেহ বলেন এই উভয় কারণ একসঙ্গে কাজ করায় এই পীড়ার উৎপত্তি হয়।

স্নায়বিক প্রবল আবেগ, ভয়, এবং দৈব দুর্ঘটনার পর এই পীড়া হইতে পারে। দুই একস্থলে ইহা এপিডেমিক অবস্থায় প্রকাশ হওয়ারও উল্লেখ আছে।

দাড়ীর চুলে প্রায়ই ভঙ্গ প্রবণতা দৃষ্ট হয়; কাহারও মতে কীটাণুদ্বারা, কাহারও মতে চুলের পরিপোষণের অভাব হেতু এইরূপ হয়।

এলোপেসিয়া কঞ্জিলেটা (alopecia congelata) জন্মগত পীড়া, ইহার সংখ্যা অতি বিরল। ইহাতে চক্রাকার স্থানে চুল উঠেনা, অথবা স্বভাবতই চুল খুব পাতলা হইয়া অসম্পূর্ণ ভাবে এবং হীনাবস্থায় উঠে, অথবা মোটেই উঠেনা। এই সব রোগীর শরীরের অন্যান্য অবয়ব, যেমন দন্ত এবং নখ বিকৃত হইয়া উঠে। যদিও এই প্রকার রোগীর সংখ্যা অতি কম। ডাঃ সিডি, ভ্রাতা ভগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মস্তক অথবা শরীরের অন্য কোনও স্থানে চুল আদৌ ছিল না। ডাঃ হাচিনসন্ একটি ৩ বৎসর বয়স্ক বালকের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার মথার চুল ছিল না এবং উহার মাতার মাথায় তাহার ছয় বৎসর বয়স হইতে কোনও চুল ছিল না।

এলোপেসিয়া সেনেলিস্ (Alopecia Senelis) বৃদ্ধ বয়সের পীড়া। অনেকের বৃদ্ধ বয়সে এই পীড়া হয় কিন্তু স্ত্রীলোকের এই পীড়া প্রায়ই হয় না। ইহা পরিপোষণের অভাব হেতু ঘটে। প্রথমে মস্তকের মধ্যস্থলে আরম্ভ হইয়া সম্মুখদিকে প্রসারিত হয় এবং তৎপর, পিছনদিকে অগ্রসর হয়। ইহাতে চুলগুলি সাদা হয়, মস্তকের ত্বক শুস্ক, চর্ব্বি শূন্য হয় এবং উহার ছিদ্রগুলি অদৃশ্য হয়।

এলোপেসিয়া প্রিমেচিওর (Alopecia Premature) অল্প বয়সের টাক। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১) **ইডিওপ্যাথিক প্রিমেচিওর এলোপেসিয়া** (Idiopathic premature alopecia), (২) **সিমটো-ম্যাটিক প্রিমেচিওর এলোপেসিয়া** (Symtomatic premature alopecia)।

ইডিওপ্যাথিক প্রিমেচিওর এলোপেসিয়া—ইহা প্রায় বৃদ্ধ বয়সের পীড়ার অনুরূপ। কুলগত দোষ ব্যতীত ইহার অন্য কোনও কারণ প্রকাশ পায় নাই। ইহাতে প্রত্যেক দিবসই চুল কিছু কিছু কমিতে থাকে এবং যে নূতন চুল উঠে উহা অতি পাতলা এবং আস্তে আস্তে বাড়ে।

বৃদ্ধ বয়সের পীড়ার মত ইহা মস্তকের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ হইয়া, সম্মুখদিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত মস্তকে ব্যাপ্ত হয়।

এই পীড়া ২০ বৎসর হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই এবং পুরুষদেরই অধিক হয়। মেয়েদের মধ্যে কচিৎ কাহারও হইয়া থাকে। কৌলিক দোষ এই পীড়ার উৎপত্তির প্রধান কারণ। শক্ত টুপি ব্যবহার করিলে মস্তকে আলো বাতাস লাগিতে না পারায়, এই পীড়া হইতে পারে। যাহারা অধিক মানসিক পরিশ্রম করে, তাহাদের এই পীড়া হইয়া থাকে।

সিমৃটোম্যাটিক্ প্রিমেচিওর এলোপেসিয়া। ইহাতে চুলগুলি আস্তে আস্তে অথবা তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায় এবং অল্পকাল অথবা অনেক দিন স্থায়ী হয়। জ্বর অথবা অন্য কোনও সর্ব্বাঙ্গীক রোগের পর এই পীড়া প্রকাশ পায়। ইহাতে চুলগুলি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায় কিন্তু মস্তক একেবারে চুল শূন্য হয় না। ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা অল্প দিন স্থায়ী জ্বর আদি রোগের পর, এইরূপ চুল উঠিতে দেখা গিয়াছে। এই কারণে এবং উপদংশ রোগের পর চুল পড়িয়া গেলে উহা পুনরায় উঠে, কিন্তু জন্মগত দোষ থাকিলে চুল পুনরায় নাও উঠিতে পারে। পুরাতন বহুকাল স্থায়ী একজিমা, সোরাএসিস্, ইরিসিপেলাস্, লুপুস্, দদ্রু, ফেভাস্, ক্ষতযুক্ত গৌণ উপদংশ হেতুও চুল উঠিয়া যায়। একজিমা এবং সোরাএসিসে খুব অল্প চুল উঠে এবং এই সব পীড়া আরোগ্যের পর নূতন চুল উঠিয়া উহার ক্ষতি পূরণ হয়। ইরিসিপেলাস্ হেতু চুল উঠিয়া গেলে প্রায়ই নূতন চুল গজাইয়া ক্ষতি পূরণ হয় এবং দদ্রু হেতু চুল উঠিলে ঐ ক্ষতি স্থায়ী হয় না। ফেভাসে কেশ গহ্বরগুলি নষ্ট হয়, তজ্জন্য সমস্ত চুল পুনরায় উঠেনা। গৌণ উপদংশ (Syphilodermata), লুপুস্ ইরিথেমাটোসাস্ (Lupus erythematosus) এবং ফলিকলাইটিস্ ডিক্যাল-ভ্যানস্ (Folliculites decalvans) পীড়ায় কেশ গহ্বর সমূহ নষ্ট করে, তজ্জন্য এই সব কারণে চুল উঠিলে উহা স্বভাবতই স্থায়ী হয়। **কুষ্ঠ রোগ যে স্থানে হয় সেই স্থানে আর চুল উঠে না।**

ভাবিফল। সেনাইল্ অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সের পীড়া আরোগ্যের আশা কম। জন্মগত দোষযুক্ত রোগও আরোগ্যের সংখ্যা কম। কুলগত দোষ না থাকিলে

ইডিওপ্যাথিক রোগ আরোগ্যের আশা থাকে। কুলগত দোষ না থাকিলে সিমটোম্যাটিক্ জাতীয় পীড়া আরোগ্য হয়।

কোনও অসুখের পর চুল কামাইয়া ফেলায় কোনও ফল হয় না, তবে বারংবার দুই এক মাস যাবৎ চুল কামাইয়া ফেলিলে কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।

ধাতু ঘটিত ঔষধ ব্যবহার ব্যতীত এই রোগের আরোগ্যের আশা করা যায় না, তজ্জন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন কালে রোগীর ধাতুর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রোগীর শরীরে উপদংশের বিষ থাকিলে উহা নষ্ট করার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই রোগের ফস্ফরাস্ এবং ন্যাট্রম-মুরই প্রধান ঔষধ। ইহা ব্যতীত নিম্ন লিখিত ঔষধগুলিও লক্ষণ অনুসারে ব্যবহৃত হয়।

এলোজ। মস্তকের চুল গোছে গোছে উঠিয়া স্থানটীতে টাক পড়ে। চক্ষের পাতার লোমও পড়িয়া যায়। মস্তকের সম্মুখদিকে সর্ব্বদাই বেদনা।

এমন্-মিউর। মাথায় ময়দার ভুষির ন্যায় খুস্কী এবং চুল উঠিয়া যাওয়া। চুল মৃতবৎ চাকচিক্য হীন। মাথায় অত্যন্ত চুলকানি।

এণ্টিম-ক্রুড। স্নায়বীয় শিরঃ পীড়া হেতু চুল উঠা।

আর্সেনিক। চুলে স্পর্শানুভবকতা। কপালের নিকট স্থানে স্থানে টাক পড়া। শুষ্ক চটা এবং শল্কের দ্বারা মস্তক আবৃত। কখনও কখনও উহা কপাল, মুখমণ্ডল এবং কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। উহা দেখিতে কদাকার।

অরম। উপদংশজ এলোপেসিয়া।

***ব্যারাইটা-কার্ব্ব।** অল্প বয়স্ক ব্যক্তির মস্তকের মধ্যস্থলে টাক। মস্তকের ত্বকে স্পর্শানুভবকতা। আঁচড়াইলে বৃদ্ধি।

***ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব।** কপালের উভয় পার্শ্বের (temple) চুল উঠিয়া টাক পড়ে। চুল উঠিয়া যায় বিশেষতঃ আঁচড়াইবার সময়। চুলের কর্কশতা। মস্তকের ত্বকে সাদা এবং হলুদ শল্কসহ, উহাতে স্পর্শানুভব। মস্তকে শীতভাব

ক্যান্থারিস। আঁচড়াইবার সময় চুল উঠিয়া যায় বিশেষতঃ আঁতুড়ঘরে এবং প্রসূতি অবস্থায়। মস্তকে শুষ্ক এবং অপরিমেয় খুস্‌কী।

কার্ব্ব-ভেজ। কঠিন পীড়া ভোগ, পারদের অপব্যবহার অথবা প্রসবের পর চুল উঠা। মস্তকে চাপদিলে স্পর্শানুভব। উৎকট পীড়া এবং প্রসবের পর মস্তকের পশ্চাৎদেশের চুলই অধিক উঠে।

চায়না। চুলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম (ব্রায়ো) এবং চুল উঠা।

কলচিকাম-গ্রুরিগো-ফেভস্। অত্যন্ত চুল উঠা।

ফ্লোরিক-এসিড। উপদংশ পীড়া ভোগের পর কেশ পতনের ইহা একটী প্রধান ঔষধ। মস্তকের অধিক স্থান ব্যাপিয়া চুল শূণ্য। সর্ব্বদা আঁচড়াইতে হয়। নূতন চুল কর্কশ এবং ভঙ্গপ্রবণ। টাক পড়া।

গ্রাফাইটিস্। মস্তকের পার্শ্বের কেশ পতন।

হেলিবোরাস্। চক্ষের ভ্রু এবং জননেন্দ্রিয়ের চুল উঠিয়া যাওয়া।

হিপার। মস্তকের স্থানে স্থানের চুল উঠিয়া টাক পড়া। শিরঃপীড়া হেতু কেশ পতন।

হাইপারিকম্। শিরঃপীড়া হেতু চুল উঠিয়া যাওয়া। মস্তিষ্ক বিকম্পন (concussion) হেতু চুল উঠা।

ক্যালি-কার্ব্ব। স্নায়বিক জ্বর রোগ ভোগের পর চুল উঠা। চুল শুষ্ক এবং উহাতে অত্যন্ত খুস্‌কী হেতু উঠিয়া যায়।

লাইকোপোডিয়াম। অল্প বয়সে চুল পাকা। উদরের পীড়ার পর অথবা সন্তান প্রসবের পর চুল উঠা। মস্তকে জ্বালা ও চুলকানি বিশেষতঃ দিবসে পরিশ্রমের পর শরীর গরম হইলে।

ম্যানসিনেলা (Mansenilla)। উৎকট পীড়া এবং পুরাতন শিরঃ-পীড়ার পর চুল উঠিয়া যাওয়া।

মার্কিউরিয়স্। বিশেষ কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও মস্তকের পার্শ্বের চুল উঠিয়া যাওয়া। অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

ন্যাট্রম-মিউর। চুল স্পর্শ করিলে অথবা উহা আঁচড়াইলে সহজেই উঠিয়া যায়। সম্মুখ মস্তকের চুলই অধিক উঠে। মস্তকত্বকে স্পর্শানুভব। মুখমণ্ডল চর্ব্বি মাখার মত চক্‌চকে। (প্রসূতি স্ত্রীলোকদেরই এইরূপ হইতে দেখা যায়)।

পেট্রোলিয়ম। মস্তকে খুস্কী এবং চুল উঠা। অত্যন্ত কণ্ডুয়ন।

ফস্ফরিক-এসিড। স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য চুল উঠা। অত্যন্ত শোক হেতু অল্প বয়স্ক ব্যক্তির চুল পাকা।

ফস্ফরাস্। মস্তকে সম্পূর্ণ চুলশূণ্য গোলাকার স্থান সমূহ। কপালের উপর এবং দুইধারে কর্ণের উপরিভাগের চুল বড় বড় গোছে, উঠিয়া যাওয়া। চুলের গোড়া সাদা হইয়া যায়। চুলশূণ্য স্থানগুলি পরিষ্কার, সাদা এবং মসৃন দেখায়। মস্তকে অসম্ভব খুস্কী।

প্লাম্বাম্। চুল অত্যন্ত শুষ্ক। এমনকি দাড়ির চুল পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়।

সারসাপ্যারিলা। উপদংশ এবং পারদ অপব্যবহারের পর চুল উঠা। মস্তকের চর্ম্মে স্পর্শানুভব।

সেলেনিয়ম্। আঁচড়াইবার সময় চুল উঠা। চক্ষের ভ্রূ, গোঁফ, দাড়ি এবং জননেন্দ্রিয়ের চুল উঠিয়া যাওয়া। মস্তকের ত্বকে কণ্ডুয়ন এবং শিহরণ। উহা কঠিন এবং সঙ্কুচিত বলিয়া অনুভব হয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। মস্তকের পশ্চাৎভাগ এবং কর্ণের চতুর্দ্দিকের চুলই অধিক উঠে। মস্তকে খুস্কী। সামান্য টানেই চুল উঠিয়া আসে কিন্তু উহাতে কোনও যন্ত্রণা অনুভব হয় না।

সালফর। মস্তকে খুস্কী। চুল শুষ্ক এবং উহা উঠিয়া যায়। মস্তকত্বকে হাত ছোয়াইলে ব্যথা। অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। বিছানার গরমে বৃদ্ধি।

সিপিয়া। পুরাতন শিরঃপীড়ার পর কেশ পতন।

সাইলিসিয়া। অল্প বয়সে টাক পড়া। স্ত্রীলোকের ঋতুর পূর্ব্বে মস্তক এবং জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন।

থুজা। সাদা আঁইসযুক্ত খুস্কী। চুল শুষ্ক ও উহার পতন।

ভিনকা-মাইনর। কোনও একস্থানে চুল পড়িয়া গিয়া সেইস্থানে সাদা চুল গজায়। মস্তকের অত্যন্ত কণ্ডুয়ন সহ কেশ পতন। মস্তকে চাকা চাকা হইয়া উহা হইতে জলের ন্যায় স্রাব হইয়া চুল জড়াইয়া যায়।

খুশ্‌কি।

সমসংজ্ঞা—বুশিকা, ড্যানড্রাফ্ (Dandruff), রুখি, খুক্‌সী, সেবোরিয়া সিক্কা (Seborrhoea Sicca।

ইহা এক প্রকার সামান্য চর্ম্মরোগ, সাধারণতঃ লোকে ইহাকে খুক্‌সী বা রুখি বলে। ইহাতে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ স্থানে অথবা বৃহৎ বিস্তীর্ণ স্থানে চর্ম্ম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্ক উঠিতে থাকে। কখনও কখনও আক্রান্ত স্থানে কণ্ডুয়ন এবং প্রদাহ থাকে। আঁইসগুলি ঘসিয়া উঠাইলে পুনরায় ঐ স্থানে নূতন আঁইস জন্মে। এই পীড়া মস্তক, বক্ষস্থল, বগল দাঁড়িগোঁফ, চক্ষের পক্ষ, মুখমণ্ডল প্রভৃতি দেহের যেসব স্থানে চুল আছে সেই সব স্থানে জন্মে। মস্তকে এই পীড়া হইলে কখনও কখনও উহা কপাল এবং কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। নাসাপক্ষে এই পীড়া হইলে শল্ক গুলি তৈলাক্ত এবং পীত বর্ণ হয়।

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সব বয়সে এই পীড়া হইতে পারে, কিন্তু প্রথম যৌবন হইতে ৩০।৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধিক হয়।

অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠ বদ্ধ, ঋতুস্রাবের গোলযোগ, রক্তশূন্যতা এবং সর্ব্বাঙ্গীক দৌর্ব্বল্যতাই এই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য।

আর্সেনিক। মস্তক ময়দার ভুষির ন্যায় শুক খুস্‌কী এবং চটায় আবৃত, কখনও কখনও উহা কপাল, কর্ণ এবং গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মস্তকের ত্বকে এত স্পর্শানুভব যে উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় না। কেশের পতন।

এলিয়াম-স্যাটাইবা। খুস্‌কি এবং কেশ পতন।

ব্যাডিয়াগা। মস্তকে মৃদু কণ্ডুয়ন ও উহা চর্ম্ম রোগ সংযুক্ত এবং উহাতে অত্যধিক পরিমান খুস্‌কি উৎপন্ন হয়। সকাল বেলা মাথা ঘোরা এবং মস্তকে স্পর্শানুভব।

ব্রাইয়োনিয়া। মস্তকে স্পর্শানুভব এমনকি উহাতে নরম ব্রাসের আচড়ও সহ্য হয় না। খুস্‌কি। মনে হয় যেন চুলে চর্ব্বি জড়াইয়া আছে। চুলে হাত দিলে উহাতে চর্ব্বি লাগে।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। চুলে সাদা এবং হলুদ বর্ণের শুক আঠাল ময়দার ভুষির ন্যায় আঁইস। কেশ পতন—মস্তকের পার্শ্ব, কপালের উভয় দিকে দাড়ি পর্য্যন্তই অধিক। মস্তকে অসম্ভব খুস্কি জন্মিয়া শিরঃ পীড়া। মস্তকে শীতানুভব। হস্তে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল।

ক্যান্থারিস্। অপরিমিত বড় বড় আঁইসের ন্যায় খুস্কি। আঁচড়াইবার সময় কেশপতন। শিশুদের পীড়া।

গ্রাফাইটীস। মস্তকে অত্যন্ত খুস্কি উহাতে অসহ্য চুলকানি। মস্তকের উপরিভাগ এবং দুই ধারের চুল সাদা হইয়া যাওয়া।

ক্যালি-মিউর। মস্তকে চুলকানি সহ সাদা আঁইসযুক্ত খুস্কি।

ক্যালি-সল্ফ। মস্তকে হলদে আঁইসযুক্ত খুস্কি। চুল আঁচড়াইবার কালে সহজেই পড়িয়া যায়।

মেজেরিয়াম্। মস্তকে খুস্কি হেতু অতিশয় কণ্ডুয়ন ও কেশ পতন।

ন্যাট্রম্-মিউর। মস্তকে স্পর্শানুভব, উহাতে সাদা খুস্কি। চুল স্পর্শ করিলেই পড়িয়া যায় বিশেষতঃ মস্তকের সম্মুখ, দুইপার্শ্ব এবং দাড়ির চুল।

ফস্ফরাস। প্রভূত খুস্কি। চুল গোছে গোছে উঠিয়া যায়। আঁচড়াইলে চুলকানি হ্রাস কিন্তু তৎপর ক্ষণেই বৃদ্ধি এবং জ্বালা। কপালের উপরের চর্ম্ম টান টান বলিয়া অনুভব হয়।

সিপিয়া। দদ্রুর মত চক্রাকার স্থানে খুস্কি। চুলের গোড়ায় বেদনা। কেশ পতন। আর্দ্র খুস্কি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। কণ্ডুয়নে মস্তকের ত্বক চিড়িয়া যায়।

থুজা। সাদা শল্কযুক্ত খুস্কি। চুল শুষ্ক এবং পড়িয়া যায়। মস্তক এবং মুখমণ্ডল গরম বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে।

উকুন

সমসংজ্ঞা—পেডিকুলোসিস্ (Pediculosis), থেইরিয়াসিস্ (Ptheriasis)।

এই রোগে চর্ম্মে উকুন জন্মে। এই উকুন ৩ প্রকার—

(১) পেডিকুলাস্ ক্যাপিটিস্ (pediculus capetis),

(২) পেডিকুলাস করপোরিস্ (Pediculus corporis),

(৩) পেডিকুলাস্ পিউবিস্ (Pediculus pubis)।

প্রথম জাতি মস্তকে জন্মে, ইহা ক্বচিৎ কখনও শরীরের অন্য কোনও স্থানে দেখা যায়। দ্বিতীয় জাতি শরীরের সমস্ত স্থানে বিশেষতঃ পরিধেয় বস্ত্রে দেখা যায়। তৃতীয় জাতি জননাঙ্গের চুলে অথবা বগলে, বক্ষ, পদ, চক্ষের ভ্রু, অক্ষিপক্ষ প্রভৃতি শরীরের যে সব স্থানে খাট এবং শক্ত চুল জন্মে তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতীয় উকুনের নির্দ্দিষ্টস্থান ব্যতীত উহাদিগকে শরীরের অন্য কোনও স্থানে ক্বচিৎ কখনও অল্প সময়ের জন্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম জাতীয় উকুনই অপর দুই জাতীয় উকুন অপেক্ষা বৃহদাকার এবং তৃতীয় জাতীয় জননেন্দ্রিয়ের উকুন, অপর দুই জাতী অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার। সকল জাতীয় মেয়ে উকুনগুলি, সেই সেই জাতীয় পুরুষ উকুন অপেক্ষা বৃহদাকার।

প্রথম জাতীয় মস্তকের উকুন, বয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা বালক, বালিকা এবং বয়স্ক স্ত্রীলোকের মাথায় অধিক জন্মে। যে সব বয়স্ক পুরুষের চুল খাট, তাহাদের মাথায় উকুন প্রায়ই থাকে না। দ্বিতীয় জাতীয় শরীরের উকুন পরিণত বয়স্ক লোক এবং বৃদ্ধদের শরীরে জন্মে, বালকদের শরীরে কখনও জন্মে না বলিলেই চলে। তৃতীয় জাতীয় জননেন্দ্রিয়ের উকুন যুবক যুবতী এবং বয়স্ক লোকদের শরীরে দেখা যায়। শিশুদের ভ্রু এবং অক্ষিপত্রের লোম প্রথম জাতীয়ের মধ্যে কাকড়া জাতীয় উকুনের প্রিয় স্থান।

শরীরে উকুন জন্মিলে কণ্ডুয়ন জন্মে এবং নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। মস্তক ব্যতীত শরীরের অন্য কোনও স্থানে উকুন জন্মিলে, বুঝিতে হইবে যে শরীরে কোনও দোষ জন্মিয়াছে।

খাঁটী এল্‌কোহলিক লোশণ বাহ্য প্রয়োগে উপকার হয়।

এমন-কার্ব্ব, আর্স, চায়না, আইওড, ল্যাকেসিস্, মেজেরিয়ম্, ন্যাট্‌ম্‌মি, ওলিএণ্ডার, সোরিনাম, স্ট্যাবা, ষ্ট্যাফিসে, সালফর।

স্ক্লেরিয়াসিস্। Sclereasis.

এই পীড়ায় শরীরের কতক স্থানের চর্ম্ম সহসা শক্ত হইয়া যায় এবং কিছু দিনের মধ্যে বক্ষস্থল, তলপেট এবং পৃষ্ঠদেশের ত্বক দৃঢ় হইয়া উহার নিম্নস্থ টিস্থ

সমূহের সহিত দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া যায়, কিন্তু তজ্জন্য ঐ সব স্থানে কোনওরূপ প্রদাহ অথবা পীড়িত স্থানের বর্ণের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। ত্বক এত দৃঢ় হইয়া আঁটিয়া যায় যে উহার প্রসারণ শক্তি আদৌ থাকে না এবং উহা উঠাইবার চেষ্টা করিলে উঠেনা এবং কোনও বোর্ডে রং দিলে তাহা যেমন চিমটী কাটিয়া উঠান যায় না, সেইরূপ চিমটী কাটিলেও ঐ সব স্থানের চর্ম্ম কুঞ্চিত অথবা ভাঁজ হয় না।

এইরূপ অবস্থা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিয়া, পীড়িত স্থান ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়।

এই পীড়া সুচিকিৎসায় আরোগ্য হয়। ইহার উৎপত্তির কারণ এইক্ষণও ঠিক হয় নাই, তবে বাতের দোষে হওয়াই অনুমান হয়।

পীড়িত স্থানে মর্দ্দন করিলে উপকার হয়।

হাইড্রোকোটাইল, রুস্, ষ্টিলিঞ্জিয়া, লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

স্ক্লেরেমা নেওলাটোরাম্। Sclerema Neolatorum.

ইহাতে সদ্যজাত শিশুর শরীরের অনেক স্থান ব্যাপিয়া ত্বক শরীরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া যাওয়ায় শিশু নড়াচড়া করিতে সক্ষম হয় না, এমনকি রসবহা পেশীর কাজও বন্ধ হইয়া যায়। এই পীড়ায় অল্পদিন মধ্যেই শিশুর মৃত্যু হইতে পারে।

এই পীড়ার উৎপত্তির প্রকৃত কারণ, এইক্ষণও জানা যায় নাই, তবে যে কারণে বয়স্কদের স্ক্লেরিয়াসিস্ জন্মে, ইহাও তাহা হইতেই জন্মে।

এই পীড়ার বিশেষ কোনও চিকিৎসা নাই। তবে লক্ষণানুযায়ী পূর্ব্বোক্ত পীড়ার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

নখ বিবৃদ্ধি। Onychauxis.

নখের পীড়া নিচয়।

এই পীড়া জন্মগত অথবা স্বোপার্জ্জিত দুই প্রকারেরই হইতে পারে। ইহাতে এক অথবা অধিক সংখ্যক নখের বিবৃদ্ধি হইয়া উহার আকৃতি, বর্ণ এবং বৃদ্ধির গতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কোনও কোনও স্থলে এক সঙ্গে কতক

নখের শীর্ণতা এবং কতক নখের বিবৃদ্ধি হয়। অতিরিক্ত নখ জন্মা যদিও বিরল তথাপি উহাও নখের বিবৃদ্ধি বলিয়া গণ্য হয়। কোন ও অঙ্গুলীর কতকাংশ অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া ফেলিলে, উহার শেষ সীমা হইতে নখ উঠিতে দেখা গিয়াছে কিন্তু এইরূপ নখ উঠার সংখ্যা অতি বিরল।

কুল দোষ বশতঃ নখ বিবৃদ্ধির সংখ্যা খুব কম। উহাতে হস্ত এবং পদের কতক অথবা সমস্ত নখের বিবৃদ্ধি, শীর্ণতা, চিড়িয়া যাওয়া এবং চুর্ণনীয় হইতে দেখা যায়। কখনও কখনও নখের বিবৃদ্ধির সঙ্গে মস্তকের চুল খাট হইয়া যায়। কখনও চারি পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। কখনও পূর্ব্ব পুরুষের এই রোগ না থাকা সত্ত্বেও তাহাদের সন্তানের জন্মাবধি এই রোগ থাকা দেখা গিয়াছে।

মৃদু প্রকৃতির রোগের সংখ্যা খুব অধিক এবং উগ্রপ্রকৃতির রোগের সংখ্যা খুব অল্প। ইহাতে কখনও কখনও নখগুলি কেবলমাত্র পুরু হয়, কখনও উহার পার্শ্বদ্বয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উহাতে প্রদাহ জন্মে। এই প্রদাহ কখনও সামান্য কখনও বা অধিক হইয়া পীড়িত স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উহাতে পূঁয জন্মে। অনেক সময় নখ অত্যন্ত পুরু হয় এবং নীচের দিকে চেপ্টা হইয়া উপরে গোলাকার ধারণ করিয়া উপরটা কোকড়াইয়া যায়। পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলীর নখেরই অধিক সংখ্যক বিবৃদ্ধি হয়। অনেক স্থলে বিবৃদ্ধি নখ শক্ত এবং শৃঙ্গাকৃতি ধারণ করে, সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, উহার চাকচিক্য নষ্ট হয়, দেখিতে অসচ্ছ হয়, উহা হলুদ, কটা অথবা কালচে বর্ণ ধারণ করে; উহার মূলের শ্বেত অংশের লোপ হয় (disappearance of the lunula), কখনও নখটী চিড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থা হস্তাঙ্গুলীর নখেই অধিক দেখা যায় কিন্তু পদাঙ্গুলীর নখে খুব কম। ক্ষয় কাশির রোগীর নখ কখনও কখনও এইরূপ হইয়া থাকে।

দদ্রু এবং ফেভস্ রোগের উদ্ভিদ কীটাণু দ্বারা নখের আকৃতি বৃহৎ, দানাময় এবং চুর্ণিকৃত অবস্থায় পরিণত হয়। সোরাএসিস্, একজিমা প্রভৃতি প্রদাহ যুক্ত পীড়া যাহাতে হস্ত ও পদের নখ আক্রমণ করে, উহাতেও কিয়ৎ পরিমাণ এই দশা আনয়ন করে।

রোগের কারণ। বয়স্ক লোকদের মধ্যেই এই রোগ অধিক দেখা যায়।

চাপ এবং অতিরিক্ত গরম লাগিয়া পায়ের আঙ্গুলের নখ অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। কখনও পুরাতন প্রদাহযুক্ত চর্ম্ম রোগেও এইরূপ বিবৃদ্ধি এবং কৃশতা আনয়ন করে। গাউট, বাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যতা প্রভৃতি এই রোগ উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য।

নখের শীর্ণতা (Atrofix unquinum)।

ইহাতে অঙ্গুলীর নখ নরম, পাতলা, ভঙ্গপ্রবণ, সহজে ফাটা, অস্বচ্ছ এবং চাক্‌চিক্যহীণ হয়, কখনও কখনও উহা পোকায় খাওয়ার ন্যায় দেখায়। ইহাতে এই সমস্ত লক্ষণের একটী, কতকগুলি অথবা একসঙ্গে সমস্তগুলি প্রকাশ পাইতে পারে। এই রোগও জন্মগত অথবা স্বোপার্জ্জিত হইতে পারে।

এই রোগ জন্মাবধি হওয়ার সংখ্যা খুব কম। এই রোগ কুলজ হইলে ইহার সহিত মস্তকে চুলহীণতা অথবা উহার অসম্পূর্ণ বর্দ্ধন এবং অঙ্গুলীর অস্থি (Phalanges) গুলির অসম্পূর্ণ গঠন হইতে দেখা যায়। কোনও কোনও স্থলে অঙ্গুলীতে নখ মাত্রই থাকে না। কোনও কোনও স্থলে নখ জন্মেনা বটে, কিন্তু উহার খাঁচ এবং ভাঁজ (nail fold & bed) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়, চুল এবং দাঁত স্বাভাবিকভাবে উঠে এবং পৈত্রিক দোষে এই রোগ হওয়ারও কোনও ইতিহাস জানা যায় না। ডাঃ হাচিন্‌সন্ দুইটী ভ্রাতা ভগ্নীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহাদের জন্মাবধিই টাঁক ছিল এবং হাতপায়ের নখ ছিল না। তৎপর ভ্রাতার আট বৎসর বয়সে এবং ভগ্নীর সাত বৎসর বয়সে হাতপায়ে নখ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তখনও চুল অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল।

স্বোপার্জ্জিত (acquired) শ্রেণীর নখের শীর্ণতা সচরাচরই দেখা যায়। নখ পাতলা হইয়া উহার ধার ফাটিয়া যাওয়া, নানা প্রকার প্রদাহ এবং শল্কযুক্ত চর্ম্ম রোগের সহিত সংশ্রব না থাকিলেও, অথবা কোনও ধাতু বিকৃতি হেতু অথবা অন্য কোনও প্রকাশ্য কারণ বর্ত্তমান না থাকা সত্ত্বেও, অনেক সময় স্বাধীন ভাবে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। কখনও কখনও দুই একটী অঙ্গুলীর নখ, একটু পাতলা বিশেষতঃ উহার উভয় ধারে এবং ভিতরে, নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত ফাটা দেখা যায়। জ্বর এবং অন্যান্য পীড়ায় নখ পাতলা

হয় এবং আড়া আড়ী ভাবে ফাটা ফাটা দেখায়। জ্বরের প্রকোপ এবং অন্যান্য ধাতুগত রোগ হেতু, কখনও কখনও নখ ক্ষীণ হইয়া আড়াআড়ী ভাবে ফাটিয়া যায় এবং উহাতে সাদা সাদা দাগ পড়ে। সামুদ্রিক পীড়া (sea sickness) ভোগের পরও নখ আড়াআড়ী ভাবে ক্ষীণ হইয়া উহার খর্ব্বতা জন্মে। ডাঃ জিসটার উল্লেখ করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তির জানুতে ফ্রাক্‌চার (fracture) হইয়াছিল, যে পদের অস্থি ভাঙ্গিয়া ছিল ঐ পদের অঙ্গুলীর নখগুলি আট সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাড়ে নাই; ইহার পর বৃদ্ধি হইলেও, পুরাতন নখ এবং নূতন গজান নখের মাঝখানে আস্তে আস্তে একটী আইল জন্মিয়া নখের উভয় অংশকে পৃথক করিয়াছিল। এই হেতু নখের নিম্নাংশ পুরু ও শক্ত এবং উদ্ধাংশ পাতলা ও কৃশ হইয়াছিল। ইহাতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে ভাঙ্গা পায়ে পরিপোষণের অভাব হওয়ায় নখ বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে ইহা নিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে শারিরীক পরিপোষণের বিশৃঙ্খলতার সহিত নখ বর্দ্ধনের গতি ও প্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

নখের অন্য এক প্রকার কৃশতা জন্মে, উহাতে নখটা চামচের আকৃতি বিশিষ্ট হয় তজ্জন্য উহাকে স্পুনেনেল (spoon nail) বলে। ইহাতে নখের ধার দুইটার ভিতরের পিঠ বাহিরে আসে এবং উপরিভাগটাও অনেকটা উলটিয়া যায়, তজ্জন্য উহার ভিতরে চামচের ন্যায় গর্ত্তপনা হয়। ইহার সংখ্যা অতি বিরল এবং সাধারণতঃ ইহা ক্ষয় রোগ হইতে জন্মে, যদিও কোনও কারণ ব্যতীতও এইরূপ হইতে দেখা গিয়াছে।

শীর্ণ, চূর্ণীকৃত এবং টুকরা টুকরা হওয়ার স্বভাব যুক্ত নখের রোগের সংখ্যা অধিক, কখনও একটী অথবা অনেকগুলি হস্তাঙ্গুলীর নখ, কখনও কখনও পায়ের আঙ্গুলের নখ আক্রান্ত হয়, যদিও পায়ের আঙ্গুলের নখে এই পীড়া খুব কমই হয়। ইহা নখের যে কোনও অংশ হইতে আরম্ভ হইতে পারে, যদিও সাধারণতঃ ভিত্তি ভূমি হইতেই আরম্ভ হয়।

রোগের কারণ। ভগ্নস্বাস্থ্য, পাকস্থলীর পুরাতন গোলযোগ, স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগ, প্রবল আঘাত, দক্র এবং ফেভাস রোগের উদ্ভিদ কীটানু এই রোগের উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য।

নখ খসিয়া পড়া (shedding of the nails)।

জ্বর অথবা অন্য কোনও স্নায়বীক পীড়া ভোগের পর নখ খসিয়া পড়ে এবং তৎসহ চুল উঠিয়া যায় (Alopecia areata)। বহু মূত্র রোগ হইলেও এইরূপ হইতে দেখা যায়। ইরিথিমা প্রভৃতি রোগেই এইরূপ হইতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা পৈত্রিক এবং জন্মগত রোগ বলিয়া গণ্য হয়। ডাঃ মণ্টেগোমারী এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার জন্মাবধি হাতের অঙ্গুলীর নখ সকল খসিয়া পড়িত এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে কাহারও কাহারও এইরূপ হইত। বহুমূত্র প্রভৃতি স্নায়বিক রোগে পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলীর নখেরই অধিক ক্ষতি হইতে দেখা যায়।

লিউকোপ্যাথিয়া আঙ্গুইয়াম্ (Leukopathia Unguium)।

ইহাতে নখ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে অথবা উহাতে সাদা দাগ পড়ে। ইহার মৃদুভাবাপন্ন রোগ প্রায়ই দেখা যায়। চাখড়ির মত সাদা সাদা দাগযুক্ত নখ অথবা নখের আড়া আড়িভাবে সাদা আইলযুক্ত নখ, সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায় অথচ অন্যান্য বিষয়ে নখগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ইহা নখমূলের শ্বেতবর্ণ অংশ হইতে আরম্ভ হইয়া নখের বৃদ্ধির সহিত ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। পৌনঃপুনিক জ্বর যতবার পুনরাক্রমণ (Relapse) করে, নখে ততটী সাদা আইল পড়িতে দেখা গিয়াছে। ডাঃ নরেন্স বলেন, ৪৫ বৎসর বয়স্ক একটী লোকের নখে এইরূপ জন্মগত সাদা আইল ছিল তজ্জন্য উহার পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুর নখে ঐ রূপ আইল প্রকাশ পাইয়াছিল।

রোগের কারণ। ধাতুগত রোগ, ক্ষয় রোগ, স্নায়বিক রোগ, প্রবল আঘাত এবং উদ্ভিদ কীটাণু এই রোগের কারণ মধ্যে গণ্য। কোনও কোনও স্থলে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর হয় না।

অনিকমিকোসিস্ (Onycomycosis)।

ফোট ফোট পড়া, চূর্ণনীয়, ধূসর বর্ণ এবং দানাময় নখ, দদ্রু এবং ফেভাস্ কীটাণু হইতে জন্মে। এই রোগে হস্তের অঙ্গুলীর নখই অধিক আক্রান্ত হয় এবং পায়ের দুই একটী অঙ্গুলীর নখ কখনও কখনও আক্রান্ত হয়। ইহা হঠাৎ প্রকাশ পায়, আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয় এবং নখের অগ্রভাগে প্রথমে দেখা দেয়। ইহাতে নখটী ভঙ্গ প্রবণ, চূর্ণনীয়, ধুরস বর্ণ অথবা ধুসরাভ হলুদ বর্ণ এবং উহা হইতে কতক টুকরা

খসিয়া পড়ার স্বভাব যুক্ত হয়। স্বভাবতঃ নখের এক চতুর্থাংশ এই অবস্থায় পরিণত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় থাকে। কোনও কোনও স্থলে নখটীর অধিক পরিমাণ আক্রমণ করে। যদিও সাধারণতঃ নখের সম্মুখ দিকের ½ অথবা ⅓ অংশ আক্রান্ত হয় কিন্তু ইহাতে নখের পশ্চাৎদিকও আক্রান্ত হইতে পারে; ইহা দ্বারা সমস্ত নখটী আক্রমিত হওয়ার সংখ্যা খুব বিরল।

ফেভস্ অপেক্ষা দক্র কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যাই অধিক। এই দুই জাতীয় পীড়ায় আক্রান্ত নখের লক্ষণের কিছু পার্থক্য আছে। ফেভস্ দ্বারা আক্রান্ত নখের উপর পিনের মস্তক, তাহা হইতে ক্ষুদ্রতর অথবা একটা মটর ডাইলের পরিমাণ স্থানে হলুদ দাগ পড়ে। যদিও ইহাদ্বারা কোনও একটী অথবা অনেকগুলি অঙ্গুলীর নখ আক্রান্ত হইতে পারে, সচরাচর বৃদ্ধ অঙ্গুলী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলীর নখই আক্রান্ত হইয়া থাকে। পায়ের অঙ্গুলীর নখ দক্র কীটাণু দ্বারাই অধিক আক্রান্ত হয়; ফেভসের দ্বারা তত নয়। কখনও কখনও আক্রান্ত নখগুলি বিশেষতঃ পায়ের অঙ্গুলীর নখগুলি স্থূল, শক্ত ও শৃঙ্গযুক্ত হয় এবং বিকৃত হইয়া যায়।

নখ-কুনী।

সমসংজ্ঞা—কুনখ, কেনিদাবা, ইন্‌গ্রোয়িং নেইল (Ingrowing nail), কুনী।

পায়ের অঙ্গুলীর বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের উভয় প্রান্ত বৃদ্ধি পাইয়া মাংসে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষত জন্মিলে উহাকে কুনী বলে। কোনও কোনও স্থানে ইহাকে কেনীদাবা বলিয়া থাকে।

নখের পীড়ার ঔষধের জন্ম আঙ্গুলহাড়ার ঔষধ ও রিপার্টারী দ্রষ্টব্য।

আঙ্গুলহাড়া।

সমসংজ্ঞা—অঙ্গুলীবেষ্টক, হুইটলো (Whitlow), প্যারোনিকেয়া (Paronychia), ফেলন (Felon), প্যানারিটাম (Panaritium)।

হস্তাঙ্গুলীতে প্রদাহ এবং বেদনা সহ স্ফীত হইলে, উহাকে আঙ্গুলহাড়া বলে। ইহা দুই প্রকার (১) হুইট্‌লো (Whitlow), (২) ফেলন (Felon)।

১। হস্তাঙ্গুলীর চর্ম্মের অগভীর প্রদেশে প্রদাহ হইয়া ঐ স্থান স্ফীত, কখনও কখনও লালবর্ণ, অসহ্য বেদনাযুক্ত হইয়া দপ্ দপ্ করিতে থাকে এবং স্পর্শ-সহিষ্ণু হয়। তৎপর নখমূলে একটী অস্বচ্ছ ফোস্কা উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে স্রাব নিঃশ্বরণ হইতে থাকে। দুই তিন দিন মধ্যে উহাতে পূঁয জন্মে। পূঁয বাহির হইতে বিলম্ব হইলে ক্ষত হইয়া রক্তবর্ণ মাংসাঙ্কুর জন্মে এবং উহা বর্দ্ধিত হইয়া নখ পড়িয়া যায়। ইহাকেই **হুইটলো** (Whitlow) বলে।

২। অঙ্গুলীর গভীর প্রদেশের টিসু আক্রান্ত হইয়া হাতে প্রদাহ, অসহ্য বেদনা, দপদপানি, কটকটানি হইয়া রোগী পাগলের মত হইয়া চলিয়া বেড়ায়, নিদ্রা হয় না এবং মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পায় না। তৎপর উহাতে পূঁয জন্মিয়া তাহা বাহির হইলে, রোগী কতক সুস্থ বোধ করে। শীঘ্র চিকিৎসা না হইলে অঙ্গুলীটি চির দিনের জন্য শক্ত হইয়া যাইতে পারে। এইটী উগ্রতর পীড়া, ইহাতে ফোস্কা জন্মে না, কিন্তু অঙ্গুলী ফুলিয়া আরক্ত হয় এবং পূঁয উপরের দিকে আসিলে অঙ্গুলীটি সাদা হইয়া উঠে। বেদনা প্রায়ই বাহু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ইহাকে ফেলন (Felon) বলে।

বৃদ্ধাঙ্গুলী অথবা কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে এই পীড়া হইলে আরও বিপদের সম্ভাবনা কারণ তাহাদের টেণ্ডনের সহিত কব্জীর টেণ্ডনের সোজাসুজী যোগ আছে। অপর তিনটী অঙ্গুলীর টেণ্ডন হাতের পাতায়ই শেষ হইয়াছে। **উভয় জাতীয় পীড়ায়ই হাত নিচু করিয়া রাখিলে যন্ত্রনার বৃদ্ধি হয়।**

রোগের কারণ। অঙ্গুলীর টিসুর মধ্যে ময়লা অথবা জীর্ণ কোনও বস্তু, ক্ষত কিংবা আচড় প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঢুকিলে এই রোগ জন্মিতে পারে।

লবণ মিশ্রিত সহমত গরম জলে পীড়িত অঙ্গুলী ডুবাইলে আরাম বোধ হয়। একটী কাগজী লেবু, পটল অথবা বেগুনের মধ্যে ছিদ্র করিয়া উহা দস্তানার মত পীড়িত অঙ্গুলীতে পড়িলে উপকার হয়। কাগজী লেবুই অধিক উপকারী। গরম অথবা ঠাণ্ডা জলের পটি, যেটা সহ্য হয় সেইটা দ্বারা অঙ্গুলী সর্ব্বদা জড়াইয়া রাখিয়া উহা বারংবার ভিজান কর্ত্তব্য। ইহাতেও যাতনার লাঘব হয়।

এলুমিনা। ভঙ্গ প্রবণ নখ সহ আঙ্গুল হাড়া। নখাগ্রে ক্ষত হওয়ার উপক্রম এবং উহাতে ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা। হস্তের অঙ্গুলীর

নীচে কামড়ানবৎ অনুভব। কণ্ঠাস্থি পর্য্যন্ত বাহুতে সড়্ সড়্ করা। নখ বিকৃত এবং পুরু। নখের উপর দাগ। চর্ম্ম, পেশীবন্ধনীর অথবা অস্থিবেষ্ট প্রদাহ। নখের নীচের, নখের চতুর্দ্দিকের আঙ্গুলহাড়া।

এন্থ্রাসিনাম্। আঙ্গুলহাড়াতে অসহ্য জ্বালাকর বেদনা। রক্তে পূঁয শোষণ হওয়া। পচন আরম্ভ। বিকারের লক্ষণ।

এণ্টিম্-ক্রুড্। নখের অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি। চেড়ানখ। নখ পুরু এবং ফাটা ফাটা অবস্থায় জন্মে।

এপিস। আঙ্গুল হাড়া, জ্বালা, হুচ্ ফুটান বেদনা এবং দপ্ দপ্ কর ব্যথা। পীড়িত স্থানের বর্ণ সাদা, স্পর্শানুভব। অঙ্গুলীটী তাড়াতাড়ী ফুলিয়া যায়। সম্মুখ বাহু পর্য্যন্ত চক্‌চকে গাঢ় লাল বর্ণ। সাল্‌ফরের অপব্যবহারের পর খুব উপকারী।

এগনস-কার্ব্ব। কেহ কেহ বলেন ইহার ৫০০শক্তি প্রয়োগে সত্বর প্রবল বেদনার লাঘব হইয়া রোগ আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

আর্নিকা। নখের গোড়ায় ক্ষত। অঙ্গুলীর অগ্রে খুব বেদনা। চর্ম্ম, পেশী, বন্ধনী এবং অস্থিবেষ্ট প্রদাহ।

এসাফিটিডা। আঙ্গুলহাড়া রাত্রে ভয়ানক বেদনা। অঙ্গুলীর অস্থিনাশের সম্ভাবনা।

বার্ব্বেরিস্। হস্তাঙ্গুলীর নখের নীচে বেদনা। পায়ের তলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা। হস্তাঙ্গুলীর কোন কোন সন্ধির ফুলা।

ব্রায়োনিয়া। আঙ্গুলহাড়ার প্রথম অবস্থায়। অঙ্গুলী টেঁসে ধরার ন্যায় অনুভব। সময় সময় জ্বর ভাব। জিহ্বা সাদা অথবা হলুদ কোটিং যুক্ত। প্রথমে ঠাণ্ডা প্রয়োগে আরাম তৎপর গরম পুলটিস্ দিলে ভাল লাগে। মুখশুষ্ক, অত্যন্ত তৃষ্ণা, অথবা তৃষ্ণার অভাব। কোষ্ঠকাঠিন্য, শক্ত বাহ্য। মুখ তিক্ত।

কষ্টিকাম্। ইহার আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য প্রয়োগে আঙ্গুলহাড়ায় উপকার হয়।

বিউফো। নখের চতুর্দ্দিকে নীলাভ কালবর্ণ ধারণ করিয়া পূঁয জন্মে। বেদনা বাহুদিয়া বগল পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। সামান্য আঘাত

লাগিলেই সমস্ত বাহু লাল হইয়া উহাতে ছিড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা হয়, তৎপর লিম্ফেটিক গ্লাণ্ড স্ফীত হয়।

ডায়োস্কোরিয়া। গভীর আঙ্গুলহাড়া হওয়ার স্বভাব। প্রায়ই হস্তের একটী অঙ্গুলীতে অত্যন্ত বেদনা হয়। মনে হয় যেন প্রত্যেক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলীতে কাঁটা ফুটিয়া আছে এবং উহাতে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা। নখগুলি ভঙ্গ প্রবণ। কড়াতে (corns) অত্যন্ত বেদনা।

ফ্লোরিক-এসিড্। গভীর আঙ্গুলহাড়া, বিশেষতঃ উহাতে যদি হাড় পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। দুর্গন্ধ স্রাব। অঙ্গুলীর অস্থি (falanges) ফুলিয়া যায়। অঙ্গুলীর পৃষ্ঠ হইতে হাজাকর কসানি বাহির হয়। সাধারণ আঙ্গুলহাড়া। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের গোড়ায় বেদনা। নখগুলি তাড়াতাড়ী বর্দ্ধিত হয়। পায়ের দুই অঙ্গুলীর মধ্যস্থলে বেদনা। কড়াতে ব্যথা। এই ঔষধে পচা হাড় বাহির করিয়া ফেলার সাহায্য করে।

গ্রাফাইটীস্। পায়ের অঙ্গুলীর নখ ভিতরে প্রবেশ করা অর্থাৎ কেনি দারা। হস্ত এবং পদাঙ্গুলীর নখ বেদনা যুক্ত, ক্ষত যুক্ত এবং স্ফীত, উহাতে অত্যন্ত জ্বালা এবং দপ্ দপ্ কর বেদনা তৎপর পূঁয এবং মাংসাঙ্কুর জন্মা। অগভীর আঙ্গুলহাড়া। এই ঔষধ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে খুব উপকার হয়। নখের বিবৃদ্ধি।

হিপার। নখের গোড়ায় অগভীর আঙ্গুলহাড়া। পূঁয জন্মার পূর্ব্বে (পরে ল্যাকেসিস্)। বৃদ্ধাঙ্গুলী কাল বর্ণ উহাতে ভয়ানক দপ্‌দপ্ কর বেদনা এবং জ্বালা। বগলের গ্লাণ্ড স্ফীত। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। প্রত্যেক শীত ঋতুতে এইরূপ হয়। হস্ত উচু করিয়া রাখিলে উপশম।

হাইপারিকম্। আঙ্গুলহাড়া। নখের নীচে সূচ্ অথবা পেরেক বিদ্ধ হইয়া পীড়া। দরজার চাপে অঙ্গুলী অথবা নখ পিসিয়া যাওয়া অথবা উহাতে হাতুড়ীর আঘাত লাগা।

ল্যাকেসিস্। পুরাতন কুচিকিৎসিত পীড়া যাহাতে পচন আরম্ভের আশঙ্কা হয় অথবা গ্যাংগ্রিণে পরিণত হইয়াছে। উহাতে অসহ্য দুর্গন্ধ। অঙ্গুলীর মস্তকে কট্‌কটানি বেদনা। ডাঃ হেরিং বলেন, পীড়িত স্থান বেগুনি বর্ণ গ্যাংগ্রিণে পরিণত হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়।

লিডাম। কোনও রূপ আঘাত পাওয়ার পর, সূচ বিদ্ধের পর অথবা আঘাতের পর নখ ঝুলিতে থাকিলে, উহা টানিয়া ছিড়িয়া ফেলার পর প্রথম অবস্থায়। রাত্রে পায়ের তলা কণ্ডুয়ন। সূচ অথবা অন্য কোনও কুচা বিদ্ধ হইয়া হুইটলো (whitlow)।

লাইকোপোডিয়াম্। পীড়িত নখ হইতে সমস্ত হস্ত খানি প্রদাহিত হয়। ফুলাস্থান মলিন লোহিত বর্ণ। পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠা এবং পেট ফাঁপা। পাকস্থলীতে শূন্য বোধ। হাঁই তোলা। মানসিক উত্তেজনা। পুলটীস্ দিলে যাতনার বৃদ্ধি। হ্যাং নেইল (hang nail)।

মার্কিউরিয়স। ত্বকের নিম্নস্থ কৌশিক ঝিল্লির এবং অঙ্গুলীর অস্থি গ্রন্থির প্রদাহ। অগভীর হুইট্‌লো। বেদনা তত উগ্র নয় তবে খুব দপ্ দপ্ কর। নখ সহজে পড়িয়া যাওয়া। পেশী বন্ধনী এবং বন্ধনীর মধ্যে পূঁয প্রবেশ করা।

ন্যাট্রম্-সলফ। নখের নিম্নস্থ ফ্যালাংসে ফোস্কা হইয়া উহা গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া ফুলিয়া উঠা। নখের মূলদেশে পূঁয জন্মে, উহাতে অত্যন্ত বেদনা বিশেষতঃ ঘরের বাহিরে গেলে। স্যাত্‌সেতে ঘরে থাকিয়া রোগের উৎপত্তি। রোগী পিংশে হইয়া যায়। মস্তকে ক্লান্তি এবং বেদনা বিশেষতঃ প্রাতঃকালে। সন্ধ্যা বেলায় শীতসহ জ্বর বোধ।

নক্স-ভমিকা। পীড়িত বৃদ্ধাঙ্গুলী অথবা অঙ্গুলী হইতে করতল পর্য্যন্ত পূঁয জন্মে, উহাতে দপ্ দপ্ কর অথবা জ্বালাকর বেদনা। গরমে, সন্ধ্যায় এবং হস্ত নিচের দিকে ঝুলাইয়া রাখিলে বৃদ্ধি। শয্যায় উপশম।

হ্রাসটক্স। পীড়িতস্থান ইরিসিপেলাসের মত রক্তবর্ণ ধারণ করে। পীড়া মাঝে মাঝে বিরাম দিয়া আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয়। বেদনা বগল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বিশ্রাম এবং নড়াচড়ায় প্রথমে বৃদ্ধি। শাখা সমস্তে বাতের বেদনা এবং ঝিঁঝিঁ ধরা। হ্যাংনেইল (hang nail)।

সাইলিসিয়া। অস্থি আবরক বেষ্টের প্রদাহ। গভীর প্রদেশস্থ প্রদাহ। অঙ্গুলীর গভীর স্থান পর্য্যন্ত উগ্র বেদনা। রাত্রে নিদ্রাশূণ্যতা, যন্ত্রনার বৃদ্ধি, অত্যন্ত অস্থিরতা এবং উত্তেজনা। মাংস বৃদ্ধি হইয়া ক্ষত প্রকাশ পায়। দুষিত রক্ত সহ পূঁয। হাত পর্য্যন্ত আক্রমন। এই ঔষধে পচা অস্থি বাহির

করিয়া ফেলার সাহায্য করে। কেনীদাবা, উহাতে অত্যন্ত বেদনা, নিদ্রা শূণ্যতা। পুনঃপুনঃ ফোড়ার দ্বারা আক্রমন। পুরাতন পদঘর্ম্ম। হিপারের পর এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিপিয়া। পীড়িত স্থান গাঢ় রক্তবর্ণ, উহার ভিতর পূঁয দেখা যায়। দপ্‌দপানি এবং কণ্ডুয়ন। পর্য্যায়ক্রমে চিড়িকমারা বেদনা এবং জ্বালা। নখ সহজে পড়িয়া যাওয়া।

সালফর। আঙ্গুলহাড়ার এপিসের পর এই ঔষধ উপকারী। হ্যাংনেইল (hang nail)।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া। সমস্ত অঙ্গুলীর নখের নীচে পূঁয জন্মা।

ষ্ট্রামোনিয়ম। অসহ্য বেদনা। ইহাতে বেদনা উপশম করিয়া সত্বর পূঁয জন্মায়।

থুজা। হস্তাঙ্গুলীর নখগুলি কদাকার, নরম, বিবর্ণ এবং চটা উঠিয়া যাওয়া। পদাঙ্গুলীর নখগুলি ভঙ্গপ্রবণ। পদাঙ্গুলীর কেনীদাবা। নখগুলি সহজে পড়িয়া যাওয়া।

রোজিওলা। Roseola.

এইটী একটী তত গুরুতর পীড়া নয় কিন্তু ইহার সঙ্গে হাম এবং আরক্ত জ্বরের (Scarlet fever) ভ্রম হইতে পারে, তজ্জন্য ইহার গতি এবং প্রকৃতির বিষয় প্রত্যেকেরই জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। এই পীড়া স্পর্শ সংক্রামক নয় তবে কখনও কখনও এপিডেমিক আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ইহাতে মৃদু জ্বর হইয়া গাত্রে গোলাপী বর্ণের ইরাপসন্ বাহির হয়। ইরাপসন্‌গুলি শরীরের স্থানে স্থানে চক্রাকারে প্রকাশ পাইয়া, পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে উহার বর্ণ গাঢ় হইতে থাকে। উহাতে সামান্য চুলকানি এবং দাহ থাকে।

ইরাপসন্‌গুলি হঠাৎ রাত্রিযোগে প্রকাশ পাইয়া, সমস্ত শরীর আবৃত করিতে পারে। ইহার চক্রগুলি যদিও ঘন তথাপি উহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারে।

এই পীড়া দুই জাতীয়:—(১) **ইডিওপ্যাথিক** (Idiopathic) এবং (২) **সিম্‌টোম্যাটিক** (Symptomatic)। প্রথম জাতীয় পীড়া নিজেই

একটী রোগ কিন্তু দ্বিতীয় জাতীয় পীড়া, অন্য কোনও রোগ ভোগ কালে, হঠাৎ শরীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ইডিওপ্যাথিক শ্রেণী—স্তন্যপায়ী শিশুর এই পীড়া হইলে উহাকে **রোজিওলা ইন্‌ফ্যান্‌টাইটিস্‌** (Roseola infantites) বলে। এই পীড়া প্রায়ই হামের সদৃশ, কেবল ইহাতে সর্দ্দী থাকেনা। ইহার ইরাপসন্‌ সমস্ত শরীরে চক্রাকারে প্রকাশ পাইতে পারে, কিংবা কেবল বাহু, গ্রীবা অথবা কাণ্ডে প্রকাশ পাইতে পারে। ইহার গোলাপী আভা, পুনঃপুনঃ কতক দিন পর্য্যন্ত চঞ্চলভাবে প্রকাশ পাইয়া অন্তর্হিত হয়। ইহা একবার প্রকাশ পাইয়া প্রায় ১২ ঘণ্টা শরীরে বর্ত্তমান থাকে। ইহার সহিত সামান্য কণ্ডুয়ন ও দাহ থাকে এবং তাহা রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

যখন এই পীড়া প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত, কতকগুলি অঙ্গুরীর আকৃতি ধারণ করে (সাধারণতঃ ঐরূপ উরু, নিতম্ব, এবং তলপেটে হইতে দেখা যায়) তখন তাহাকে **রোজিওলা এন্নুলাটা** (R. annulata) বলে। ইহাতেও পীড়ার অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

সিম্‌টোম্যাটিক শ্রেণী—ইহা অন্য রোগ ভোগ কালীন সাধারণতঃ বাহু, বক্ষ এবং মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া যাইতে পারে। টীকা লওয়ার পর এই পীড়া হইলে উহাকে **রোজিওলা ভ্যাক্‌সিনিয়া** (R. vaccinia) বলে। ইহাতেও মৃদু জ্বর হয়। উহা প্রথমে শরীরের যে স্থানে টীকা লওয়া হয়, তাহার চারিধারে প্রকাশ পায়।

শরীরে অস্ত্রোপচারের পর এক প্রকার ইরাপসন কখনও কখনও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে উহা মোটেই গুরুতর নয়।

এই পীড়া কখনও মস্তক এবং হস্ত পদের তালুতে প্রকাশ পায় না।

ভ্রমাত্মক পীড়া। হামের সঙ্গে ইহার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু হামের সর্দ্দী থাকে ইহাতে তাহা থাকে না। হাম স্পর্শ সংক্রামক পীড়া, ইহা তদ্রূপ নয়। হাম প্রথমে মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়, ইহা শরীরের যে কোনও স্থানে প্রকাশ পাইতে পারে। ইহা শরীরের যে কোনও স্থানে এলোমেলো ভাবে প্রকাশ পায় এবং ইরাপসনের গতির সঙ্গে জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না কিন্তু হামের গতির সঙ্গে জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

ইরিথেমার সহিত এই পীড়ার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু উহার বর্ণ লাল ইহার বর্ণ গোলাপী।

আরক্ত জ্বরের সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু উহার গতি উগ্র ইহাতে তদ্রূপ হয় না।

আর্টিকেরিয়ার সঙ্গে ইহার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু উহার ইরাপসন্‌গুলির আকৃতি চাকা চাকা।

এই পীড়ায় একোনাইট, বেল, ব্রায়ো, কোপাইবা, ফেরম্-ফস্, মার্ক, নক্স ও পাল্‌স অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করা উচিৎ। ইহাদের মধ্যে বেল এবং ফেরম্-ফসই অধিক উপযোগী।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

কার্ব্বঙ্কল। Carbuncle.

সমসংজ্ঞা—দাহিকা, পচনশীল বিস্ফোটক, এন্থ্রাকস্ (Anthrax)

কতকগুলি দূষিত গভীর স্ফোটক, একত্র দলবদ্ধ ভাবে চেপ্টা মণ্ডলাকার হইয়া প্রকাশ পাইলে, উহাকে কার্ব্বঙ্কল বলে। কেহ কেহ বলেন, ইহা একটী মাত্র বৃহৎ স্ফোটক কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অনেকে সমর্থন করেন। যদিও এই পীড়ার স্ফোটক অন্যান্য জাতীয় স্ফোটক অপেক্ষা বৃহৎ এবং চেপ্টা আকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায়, ইহা ভিন্ন জাতীয় প্রদাহের ফল বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই উভয় পীড়া একজাতীয় প্রদাহের ফল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

সাধারণতঃ এই পীড়া বৃদ্ধদিগের শরীরের পশ্চাৎ দিকে হইতে দেখা যায়। গ্রীবা পৃষ্ঠ, নিতম্ব, উদর পার্শ্ব, ললাট এবং হস্তপৃষ্ঠে এই পীড়া সচরাচর হইয়া থাকে; ইহাদের মধ্যে গ্রীবাপৃষ্ঠ, পৃষ্ঠের উর্দ্ধভাগ এবং পৃষ্ঠ বংশের নিকটবর্ত্তী স্থানই ইহার অতি প্রিয় স্থান। পৃষ্ঠদেশে এই পীড়া হইলে তাহাকে পৃষ্ঠব্রণ অথবা পৃষ্ঠাঘাত বলে। এই পীড়ার ফোড়ার আকার অনেকটা চিতাই পিঠার মত এবং তদ্রূপ বহুছিদ্র বিশিষ্ট, তজ্জন্য ইহাকে পিষ্টকাঘাতও বলে। ইহা একই ব্যক্তির শরীরে এক সময়ে একটার অধিক হয় না।

শৈশবে এই পীড়া দ্বারা কেহ আক্রান্ত হয় না। মধ্য এবং বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষতঃ ২৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে, অধিক সংখ্যক লোক ইহাদ্বারা আক্রান্ত হয়। সশর্করি বহুমূত্র রোগ থাকিলে বয়স্কদের এই পীড়া হইতে দেখা যায়, তবে যাহার বহুমূত্র রোগ আছে তাহারই যে এই পীড়া হইবে, এমত কোনও কারণ নাই।

রোগোৎপত্তির কারণ।

(১) ভগ্নস্বাস্থ্য, তাহা যে কারণেই হউক; (২) জীবনি শক্তির অবসন্নতা; (৩) সশর্কর বহুমূত্র এবং অন্যান্য ধাতুগত রোগ; (৪) জমাট মাংস ভক্ষণ; (৫) পুরস্কার আদি পাইবার লোভে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া শারীরিক সাধারণ প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তণ; (৬) শরীরে কোনও রূপ খারাপ বিষের প্রভাব; (৭) খাদ্যের হঠাৎ পরিবর্ত্তণ; (৮) এক সময়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম; (৯) কোনও দৌর্ব্বল্যকর রোগ ভোগের পর; (১০) জর আদি রোগের বিষের আবির্ভাব; (১১) এলবুমিনুরিয়া রোগ ভোগ করা, এবং (১২) প্রথম যৌবনের আবির্ভাব, এই পীড়া উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য।

ভ্রমাত্মক পীড়া। ফোড়ার সঙ্গে এই পীড়ার ভ্রম হইতে পারে কিন্তু এই পীড়ার স্ফোটক বৃহৎ চেপ্টা, প্রশস্ত এবং উহাতে বহু মুখ হইয়া তদ্বারা পূঁয নির্গত হয়। উহা হইতে বড় বড় কোর সমুদয় বাহির হয়। উহাতে স্রাব জন্মে এবং গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত শক্ত হইয়া রোগ প্রকাশ পায়, কিন্তু ফোড়ার সেরূপ হয় না। ফোড়া কখনও কখনও এপিডেমিক আকারে প্রকাশ পায়

এবং এক ব্যক্তির শরীরে এক সময়ে অনেকগুলি হইতে পারে কিন্তু ইহা কখনও এপিডেমিক আকারে প্রকাশ পায় না এবং **এক সময়ে এক ব্যক্তির শরীরে একটীর অধিক হয় না।**

রোগলক্ষণ। প্রথমে ভয়ানক বেদনা ও জ্বালা সহ পীড়িত স্থানটী প্রদাহিত হইয়া ফুলিয়া শক্ত নীলাভ রক্ত বর্ণ ধারণ করে। জ্বালা এবং বেদনা যতদিন পর্য্যন্ত পীড়ার উগ্রতা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রদাহ এবং রক্তবর্ণ পীড়িত স্থানের চতুর্দ্দিকে কয়েক ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়। ইহার পর ঐ স্থানে সাদা সাদা অথবা হরিতাভ ফুস্কুড়ী সমূহ দেখা দেয় এবং ঐ গুলি ফুটিয়া স্থানটী ঝাঁজড়ীর আকার ধারণ করিয়া উহা হইতে কসানি স্রাব হইতে থাকে। ফুলা রক্তবর্ণ, ফুস্কুড়ীযুক্ত স্থানটার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ পূঁয গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে না; উহা ফুস্কুড়ী গুলির মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে।

সাংঘাতিক পীড়ায় পূঁয গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে এমনকি কখনও কখনও মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। কখনও কখনও পীড়া পচনশীল অবস্থায় পরিণত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিলে, মেরুদণ্ডের অস্থি বাহির হইয়া পড়ে এবং উহাতে হাড়গুলি পচনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে।

পীড়িত স্থানের প্রদাহের সূত্রপাতের সঙ্গে রোগীর ধাতু বিকৃতির ভাব লক্ষিত হয়। ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, অত্যন্ত জ্বর, শিরঃপীড়া, ঘর্ম্ম, বমন প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতার লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। জ্বরের তাপ ১০০।১০২।১০৩ কখনও কখনও ১০৫ পর্য্যন্ত উঠে। টাইফয়েড অবস্থা, ডিলিরিয়াম এবং কোনও কোনও রোগীর সামান্য আঘাতে অত্যন্ত রক্ত স্রাব হয়। পূঁযের সঙ্গেও রক্তের চাপ বাহির হয়।

সুসাধ্য রোগে কার্ব্বঙ্কলের মুখগুলি দিয়া ১০।১১ দিন মধ্যে পূঁয এবং কোর বাহির হইতে থাকে। এই কোর কোনও কোনও স্থলে একটী ছোট অঙ্গুলীর ন্যায় বৃহৎ এবং কখনও এক একটী মুড়ির ন্যায় দেখায়। পূঁয বাহির হইতে থাকিলে, ক্ষত হইতে স্লাব (slab) খুলিয়া পড়িয়া গিয়া ক্ষত ক্রমে ভরিয়া আসে, এবং শুকাইতে থাকে।

ভাবিফল। ইহা একটী গুরুতর পীড়া। প্রথম অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক

ঔষধ ব্যবহারে কার্ব্বঙ্কল পাকার পূর্ব্বেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইতে পারে। বৃদ্ধ এবং যাহারা অন্যান্য রোগ ভোগ করিয়া দুর্ব্বল হওয়ার পর, এই রোগাক্রান্ত হয়, তাহাদেরই অধিক ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই সে সব রোগী আরোগ্য হয়। **এই পীড়া মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে হইলে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা হয় এবং ওষ্ঠে হইলে ততোধিক বিপদের আশঙ্কা হয়** এবং সত্বর সুচিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য না হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ক্ষত সেপ্‌টিক্ হইলে অনেক সময় বিপদ ঘটিয়া থাকে।

কখনও কখনও বিশেষতঃ রোগীর সশর্কর বহুমূত্র রোগ থাকিলে এই পীড়া দ্বারা পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইতে পারে।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।

প্রথম অবস্থায় উষ্ণ ফোমেণ্ট করিয়া মশিনার পুলটীস্ দিলে বেদনার উপশম হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। শীতল জলের পটি দিলেও রোগী সুস্থ বোধ করে। অপক্ক টমেটো শীলে বাটিয়া পীড়িত স্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রনার লাঘব হয়। আতা ফলের পাতার রস লাগাইলেও উপকার হইতে পারে।

কার্ব্বঙ্কল পাকিয়া উহাতে পূঁয হওয়ার পর, নিমপাতা সিদ্ধ জলদ্বারা পীড়িত স্থান দিবসে দুইবার উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নিম পুলটীস্ লাগাইলে খুব উপকার হয়।

পথ্যাপথ্য। দুগ্ধ, জলবার্লী, সাগু অথবা দুধবার্লী সাগু দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। প্রস্রাবে এলবুমিনুরিয়া না থাকিলে মাংসের যুষ দেওয়া যাইতে পারে। রোগী বহুমূত্র রোগগ্রস্থ হইলে, তাহাকে কোনও মিষ্টদ্রব্য পথ্যের সঙ্গে দেওয়া উচিত নয়।

কেহ কেহ এই পীড়ায় অস্ত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

একোনাইট। অত্যন্ত প্রদাহসহ প্রবলজ্বর। ৩য়, ৩০ শক্তি।

য়্যান্থ্রাসিন্। পীড়িত স্থানে অত্যন্ত জ্বালা, উহা আর্সেনিক সেবনে

নিবৃত্তি হয় না। মস্তিষ্কগত লক্ষণ। দুষ্ট গ্যাংগ্রিণ হেতু পচাক্ষত। অত্যন্ত অধিক অস্বাস্থ্যকর জলবৎ পূঁয স্রাব। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট পূঁয। রক্তে পূঁয শোষিত হইয়া রক্ত দুষিত। পীড়িতস্থান পচিয়া উহা হইতে স্রাব নির্গত হয়। বৃদ্ধ বয়সে পৃষ্ঠদেশের কঠিন পীড়া। যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করা। স্পর্শ কাতরতা, বেদনা। জ্বর। জ্বালা এত অধিক যে কেবল ছট্‌ফট্ করে এবং ঠাণ্ডাজল ঢালিতে চায়। ৩০শ, ২০০ শক্তি।

এপিস্‌। ক্রমেই পীড়িতস্থানের স্ফীতি বিস্তার হইয়া প্রদাহ হইতে থাকে এবং উহাতে হুল ফুটার মত ব্যথা ও জ্বালা। ৩য়, ৩০ শক্তি।

আর্কটিয়ম্‌-লাপ্পা। (Arctium Lappa)। অনেকেই এই ঔষধের প্রশংসা করেন। ইহা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক। এইটী কার্ব্বঙ্কল পীড়ার প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য হয়। বৃহৎ ব্যথাযুক্ত এবং সাংঘাতিক প্রকারের কার্ব্বঙ্কল। অত্যন্ত জ্বালা, মনে হয় যেন পীড়িত স্থানে জলন্ত কয়লা আছে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং অস্থিরতা। অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু অল্প অল্প জল পান। রাত্রে সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি। তাপ প্রয়োগে উপশম। বহুমূত্র অথবা মূত্রে এলবুমেন যুক্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহাতে জ্বর আরোগ্য করে এবং পীড়িত স্থানে পূঁয জন্মায়। ৩য়, ১২শ, ৩০, ২০০ শক্তি।

আর্নিকা। আঘাত লাগার পর পীড়ার উৎপত্তি। পীড়িত স্থান মলিন নীল বর্ণ। ৩য়, ৩০শক্তি।

বেলেডোনা। পীড়িত স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং উহাতে দপ্‌দপ্ কর বেদনা। মস্তিষ্কের দোষ উপস্থিত। পীড়িত স্থানের চতুর্দ্দিক স্ফীত হইয়া প্রদাহান্বিত হওয়া। নিদ্রালুতা অথচ ঘুমাইতে পারে না। ৩য়, ৩০ শক্তি।

বিউফো। রোগের প্রথমাবস্থায় অতিশয় ফলপ্রদ। পীড়িত স্থানের চতুর্দ্দিক নীল বর্ণ ধারণ করা। ৩০শক্তি।

ব্রায়োনিয়া। ডাঃ জারের মতে এই ঔষধ কার্ব্বঙ্কলে পূঁয জন্মাইতে এবং উহা অপসারিত করিতে অত্যন্ত উপযোগী। ৬ এবং ৩০শক্তি।

কার্ব্ব-ভেজ। মুখশ্রী বিকৃত। ক্ষত স্থানের মলিন বেগুনি রং। ক্ষতে গ্যাংগ্রিণের লক্ষণ আরম্ভ হইলে উহা হইতে দুর্গন্ধস্রাব। রক্ত দুষিত। ৩০শক্তি।

চায়না। দুর্ব্বলতা এবং গলিত জ্বরের (পিউট্রিড্ ফিভার Putrid fever) লক্ষণ। যখন ম্যালেরিয়া বিষ হইতে কার্ব্বঙ্কল প্রকাশ পায় অথবা পীড়িত স্থান হইতে অত্যন্ত পূঁষ ঝড়িয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ৩য়, ৩০, ২০০শক্তি।

হিপার। কার্ব্বঙ্কলের চতুর্দ্দিকে কঠিন স্থান সমূহ। অত্যন্ত বেদনা এবং নিদ্রাহীনতা। ক্ষতের ধারে হুল ফুটান ব্যথা এবং জ্বালা; উহা হইতে ক্ষত কর স্রাব। ৬, ৩০, এবং ২০০শক্তি।

হাইয়োসিয়ামস্। দুর্ব্বল এবং হিষ্টীরিয়া গ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া। উন্মিলিত নেত্রে অচৈতন্যাবস্থা। স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ অস্থিরতা। এদিক ওদিক মাথা নাড়ান। দৃষ্টি বিভ্রম। পীড়িত স্থানের চতুর্দ্দিকে চুলকানি। ৩য়, ৩০শক্তি।

ক্রিয়োজোট। শরীরের প্রত্যেক অংশে এক প্রকার দ্রুত স্পন্দন। দুর্গন্ধময় স্রাব। অসারত্ব এবং মূর্চ্ছাভাবাপন্ন। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। নিদ্রাতুর কিন্তু ঘুমাইতে পারে না। ৩য়, ৩০শক্তি।

ল্যাকেসিস। পীড়িত স্থান কাল্‌চে, নীল অথবা বেগুনি। রক্ত দুষিত হওয়ার সন্দেহ হয়। রাত্রে জ্বালা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য ঠাণ্ডা জলদ্বারা পীড়িত স্থান ধৌত করিতে হয়। কার্ব্বঙ্কল কাটিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় এবং উহাতে ছিদ্র হওয়া সত্বেও অতি সামান্য পাতলা স্রাব হয়। ক্ষতের উপর ব্যাণ্ডেজ (bandage) সহ্য করিতে পারেনা। মস্তিস্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া জন্মিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ৩য়, ৩০শক্তি।

মিউরিয়েটিক্-এসিড। চর্ম্মরোগগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া। মাঢ়ীতে ক্ষত। উপর এবং তলপেটে শূন্য অনুভব। সর্ব্বদাই মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা। অত্যন্ত অধিক পরিমাণ জলের মত স্রাব। ৩য়, ৩০শক্তি।

নাইট্রিক-এসিড। পৃষ্ঠে কার্ব্বঙ্কল হওয়ার স্বভাব। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং প্রচুর নিশা ঘর্ম্ম। ৩য়, ৩০শক্তি।

নক্স-ভমিকা। ডাঃ হেরিং বলেন যে আর্নিকা প্রয়োগে কতক উপশম হওয়ার পর এই ঔষধ উপকারী। পুরাতন মদ্যপায়ীদের পীড়া। ৬, ৩০শক্তি।

ফাইটোলাক্কা। কার্ব্বঙ্কল হওয়ার স্বভাব বিশেষতঃ পৃষ্ঠে এবং কর্ণের পশ্চাতে। ৩০শক্তি।

রাসটক্স। পীড়িত স্থানের চতুর্দ্দিকে জ্বালা এবং কণ্ডুয়ণ। মাথা ঘোরা, অচৈতন্যতা। পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল। অতীব অস্থিরতা। নড়া চড়ায় যন্ত্রনার লাঘব হয়। রক্তযুক্ত অথবা ফেনাযুক্ত উদারময়। রোগের প্রথমে যখন পীড়িত স্থান মলিন রক্তবর্ণ এবং অত্যন্ত বেদনা যুক্ত থাকে, তখন এই ঔষধ অধিক উপকারী। ৬, ৩০শক্তি।

সিকেলি। বাহিরের তাপ সহ্য করিতে পারে না। তাপ প্রয়োগে যন্ত্রনার বৃদ্ধি। গ্যাংগ্রিণ হইবার উপক্রম। বাহুর উপর কার্ব্বঙ্কল। ৩য়, ৩০শক্তি।

সাইলিসিয়া। পীড়া আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয়। কার্ব্বঙ্কলে ক্ষত হওয়ার সময় উহার পচা অংশ তুলিয়া দিয়া এবং নূতন মাংসকণা জন্মাইয়া ক্ষত পরিষ্কার করে। উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এবং ঘাড়ের কার্ব্বঙ্কল। কার্ব্বঙ্কল অথবা ফোড়া আরোগ্য হওয়ার পরও ঐ স্থান শক্ত থাকা। দলে দলে ফোড়া উঠা। ৩য়, ৩০, ২০০শক্তি।

ট্যারেনটুলা-কিউবেন্সিস্। কার্ব্বঙ্কলের চতুর্দ্দিকে ইরিসিপেলাসের ন্যায় রক্তবর্ণ। জ্বর, কম্প, উচ্চ তাপ, জ্বালা, অত্যন্ত পিপাসা, উৎকণ্ঠা, মাথাধরা এবং বিকার। অত্যন্ত ঘর্ম্ম এবং প্রস্রাব বন্ধ। পীড়িতস্থানে অত্যন্ত বেদনা। ৩য়, ৩০শক্তি।

ফোড়া।

সমসংজ্ঞা। বয়েল (Boil), ফারাঙ্কল (Furuncle), ব্রণ, ফোট, স্ফোটক, এব্‌সেস (Abcess)।

প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই এই পীড়ার আকার এবং গতি সম্বন্ধে অবগত আছেন। চর্ম্মস্থিত গ্রাণ্ড অথবা কেশকোষের মধ্যে প্রদাহ জন্মিয়া ফোড়ার উৎপত্তি হয়। ইহা প্রথমে মটরের আকার হইতে ডিম্বের ন্যায় হইয়া থাকে।

তৎপর কঠিন হইয়া প্রথমে লোহিত এবং পরে বেগুনিবর্ণ ধারণ করে। তিন চারি দিন অথবা সপ্তাহ মধ্যে উহা পাকিয়া উহার মধ্যে পূঁয জন্মে; কখনও কখনও তৎসঙ্গে জর হয়। পাকার পর ইহা ফাটিয়া প্রথম দিন সামান্য পূঁয বাহির হয় এবং তৎপর দিবস অধিক পূঁযসহ কোর (core) অথবা বিচি বাহির হয়। কোনও কোনও ফোড়া হইতে কেবল রক্ত বাহির হয়।

সাধারণতঃ ২।১টী ফোড়া উঠিয়া পাকিয়া শুকাইয়া যায়। কখনও দলে দলে অনেকগুলি ফোড়া খুব কাছাকাছি অথবা শরীরের বিভিন্ন স্থানে হইতে দেখা যায়। ইহাতে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং কখনও কখনও নিকটবর্ত্তী লশিকাবহ গ্রন্থি (Lymphatic gland) স্ফীত হয়। বালক এবং যুবক দিগেরই, বিশেষতঃ যাহারা হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদেরই এইরূপ ফোড়া প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে হইতে দেখা যায়।

যে ফোড়া পাকেনা অথবা ফাটেনা তাহাকে অন্ধ ফোড়া (blind abcess) বলে। এইরূপ ফোড়া দুইচারি দিন পর আপনা আপনি অদৃশ্য হয়, অথবা কিছুদিন থাকিয়া, ফাটিয়া সামান্য পূঁয স্রাব হইয়া শুকাইয়া যায়।

সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি, এলবুমিনুরিয়া, সশর্কর বহুমূত্র, পাকস্থলীর গোলযোগ, গাউট অথবা বাত রোগের ধাত, ভিজা সেত্‌সেতে গৃহে বাস প্রভৃতি এই রোগ উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য। যুবক এবং বালকদের অপরিষ্কার এবং অতিরিক্ত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান, নৌকা চালনা অথবা ঘোড়ায় চড়া হেতু পাছায় ঘর্ষণ লাগা এই রোগ উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য। সাধারণতঃ ঘাড় এবং বগলে এই পীড়া অধিক হয়।

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সব বয়সেই এই পীড়া হয়, তবে ২০ বৎসর হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে এবং পুরুষদের অধিক হয়।

কার্ব্বঙ্কলের সহিত এই পীড়ার ভ্রম হইতে পারে কিন্তু উহাতে অত্যধিক জ্বালা, জ্বর এবং অনেকগুলি মুখ হয়, ইহাতে মাত্র একটী মুখ হয়।

কখনও কখনও ফাটার সময় উত্তীর্ণ হইলেও ফোড়া ফাটেনা তখন অস্ত্র দ্বারা মুখ ছড়াইয়া দিলে সুবিধা হয়, কিন্তু ফোড়া ভালরূপ না পাকিলে কখনও উহা কাটা উচিৎ নয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন এবং ফাটিলে নিম-পুল্‌টীশ ব্যবহার করিলে সত্বরই ফোড়া আরোগ্য হয়।

এবসিন্থিয়াম্ (Absinthium)। সমস্ত শরীরে ফোড়া।

এন্থ্রাসিনাম্ (Anthracinum)। ক্রমাগত ফোড়া হইতে থাকিলে ইহাতে উপকার হয়। তীব্র ব্যথা। নাসিকার অগ্রভাগের ফোড়া।

ইথুজা। পৃষ্ঠের নীচের বেদনাযুক্ত ফোড়া। বক্ষতের গোলযোগ। দুধ সহ্য হয় না। শিশুদের দাঁত উঠার সময়ের পীড়া।

এমন-কাবর্ব। গণ্ডস্থলে এবং কর্ণের চতুর্দ্দিকের ফোড়া। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্ত শিশু অথবা বৃদ্ধদিগের পীড়া। নাসিকার উপর ও মধ্যের ফোড়া।

এণ্টিম-ক্রুড। মূলাধারের (গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান) ফোড়া, উহার চতুর্দ্দিকে কিছুদূর পর্য্যন্ত জ্বালা করে। পাকস্থলীর গোলযোগ।

আর্কটিয়ম-লাপ্পা। অনেকগুলি ফোড়া একসঙ্গে অনবরত উঠিতে থাকে। চক্ষে অঞ্জনী এবং অক্ষিপত্রের ধারে ক্ষত। রক্ত দূষিত হওয়া।

আর্নিকা। মুখমণ্ডলে অনেকগুলি ছোট ফোড়া উঠে। পচা ডিম্বের গন্ধযুক্ত তিক্ত ঢেকুর। সর্ব্বশরীরে দৌর্ব্বল্যতা। এক দল ফোড়া পাকিলে অন্যদলের উৎপত্তি হয়। ফোড়া আংশিক পাকিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকিলেও আর্নিকা উপযোগী।

এপিস্। স্ত্রী এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের উপরিস্থ স্থানের (Pubes) ফোড়া। জ্বালা এবং হুল ফুটান ব্যথা। স্পর্শ করিলে অথবা চাপ দিলে অতিশয় অনুভবাধিক্য।

এলুমিনা। ওষ্ঠের উপরিস্থ রক্তপূর্ণ স্ফোটক।

বেলেডোনা। ফোড়ার প্রথম অবস্থায় যদি উহাতে প্রদাহ, ব্যথা, ফুলা এবং উহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল হয়। যে ফোড়া প্রত্যেক বসন্ত ঋতুতে স্কন্ধের উপর হয় অথবা হাম রোগাক্রান্ত হওয়ার পরে হয়।

বেলিস্-পেরেনিস্ (Bellis perenuis)। শরীরের সমস্ত স্থানের বিশেষতঃ গ্রীবা এবং নীচ চোয়ালের ফোড়া, যাহা প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ীর মত উঠিয়া পরে, ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, ফুলা মলিন বৃহদাকার ধারণ করে এবং উহাতে অবিরাম বেদনা থাকে।

বারবেরিস্। এই ঔষধে ফোড়া শীঘ্র পাকায় এবং নূতন ফোড়া উঠা নিবারণ করে।

ব্রোমাইন্। বাহু এবং মুখমণ্ডলের ফোড়া। লঘুকেশ এবং নীলবর্ণ (এদেশে কৃষ্ণবর্ণ) চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে উপযোগী।

ক্যাড্মিয়ম্-সলফ্। নাসিকা এবং নিতম্বের উপরে যে ফোড়া হয় তাহাতে উপকারী।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। সম্মুখ বাহু এবং হস্তের ফোড়া, উহাতে ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা। বাহুতে খিল ধরা। গ্রন্থি বিবর্দ্ধন। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুর লোকের পক্ষে উপকারী।

ক্যালকেরিয়া-মিউর। ফোড়া উঠা নিবারণ করে।

কার্ব্ব-এনিমেলিস্। গুহ্যদ্বার এবং নাসারন্ধ্রের ফোড়া। ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত ব্যথা ও জ্বালা। স্ক্রফিউলাস্ ধাতু।

সিনা। শিশুদিগের মস্তক এবং মুখমণ্ডলের ফোড়া। শিশু অত্যন্ত ক্ষণরাগী। নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলী প্রবেশ। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত এবং গণ্ডস্থল উজ্জ্বল লাল। শিশুদের মস্তকের এবং মুখমণ্ডলের রক্তপূর্ণ স্ফোটক।

সিসৃটস্। প্রথমে ফোস্কা হইয়া উহা ফোড়ায় পরিণত হয়।

ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস্। ফোড়া উঠার সময় পূঁযোৎপাদন নিবারণ করে এবং পূর্ব্বে পূঁয সঞ্চয় হইয়া থাকিলে উহা শোষণ করে।

ক্যালকেরিয়া-ফস্। গুহ্যদ্বারের নিকটের ফোড়া।

ক্যালকেরিয়া-সলফ্। ইহার পূঁয ঘন, গন্ধহীণ, রক্ত মিশ্রিত এবং সাদা। বহুদিন হইতে পূঁয ঝাড়িতেছে, কিছুতেই আরোগ্য হয় না। বগলের ফোড়া।

কার্ব্বভেজ। চিবুকের নীচের রক্তপূর্ণ স্ফোটক।

এচিনেসিয়া (Echinacea)। ফোড়া হওয়ার স্বভাব নষ্ট করার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত অবসন্নতা এই ঔষধ প্রয়োগের একটী প্রধান লক্ষণ।

জেলসিমিয়াম। মুখমণ্ডল ও গ্রীবার বড় বড় ফোড়া। মাংসপেশীর অবসন্নতা। স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতার জন্য নিদ্রাহীণতা। মস্তক ঘূর্ণন এবং ঘোর দৃষ্টি। মুখমণ্ডল এবং মস্তকে উত্তাপ।

হিপার। ফোড়াগুলি আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয় এবং বিলম্বে পাকে। অত্যন্ত কন্কনে ব্যথা। নিম্নক্রমে পাকায় এবং উচ্চক্রমে বসায়। চিবুকের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তপূর্ণ স্ফোটক। ঘর্ম্ম, উহাতে রোগের উপশম হয় না। এই লক্ষণ দৃষ্টে এই ঔষধ দিয়া ফরিদপুরের মুন্‌সেফ্ বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের সর্ব্বশরীরে ফোড়া ও তৎসহ জর আমরা আরোগ্য করিয়াছিলাম।

আইরিস। মুখমণ্ডলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তপূর্ণ ফোড়া।

ক্যালি-আইওড। শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক অথবা অপচ্যমান পীড়কা। গণ্ডমালা অথবা উপদংশগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া।

ক্যাল্‌মিয়া। ফোড়াগুলি প্রথমে উঠার সময় যেরূপ দেখায় শরীরে সেইরূপ লোহিতবর্ণ ফুলা স্থান সমূহ।

ল্যাপ্পা-মেজর। মুখমণ্ডল ও চোখের পাতায় ফোড়া।

লিডাম। কপালের ফোড়া। হুলবিদ্ধবৎ জ্বালা ও যন্ত্রণা। সন্ধ্যার ও মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি। মশক দংশনের মন্দফল। মদ্যপায়ীর পীড়া।

লাইকোপোডিয়াম। পাছার ফোড়া। যে ফোড়া প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়। তাপ লাগাইলে, ভিজা পুলটিস ব্যবহারে এবং অত্যন্ত মদ্যপানে বৃদ্ধি।

ম্যাঙ্গানাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া। শরীরের কোনও স্থানে আঁচড় লাগিলে ঐ স্থান পাকিয়া পূঁষ জন্মে।

ম্যাগনেসিয়া-মিউর। নাকের ফোড়া, উহাতে একদিনের মধ্যে পূঁষ জন্মে। উপপার্শ্বকার (false rib) ফোড়া। স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাবের গোলযোগ। শিশুদের পেটের অসুখ সহ পীড়া।

মার্ক-সল্। পায়ের গোড়ালীর ফোড়া। হস্ত এবং পদতল ঠাণ্ডা। পদে দুর্গন্ধ ক্ষত, উহাতে চুলকানি। টানিয়া ধরার ন্যায় ব্যথা। রাত্রে বৃদ্ধি। পেটের অসুখ বিশেষতঃ আমাশয়ের সহিত এই পীড়া হইলে আরও উপকারী।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব। কর্ণের পশ্চাতের ফোড়া। হাঁটিবার সময় পায়ের তলায় জ্বালা। টক্ ঢেকুর উঠা।

নাইট্রিক-এসিড। বগল, গ্রীবা, উরু, পা এবং পাছার বহু সংখ্যক বড় ফোড়া। চিবুকের ছোট ছোট রক্তপূর্ণ স্ফোটক। টেনে ধরার ন্যায় ব্যথা। সন্ধ্যা এবং রাত্রে বৃদ্ধি। দুগ্ধ পানে বৃদ্ধি।

নাইট্রাম্। হাতের বুড়া আঙ্গুলের ফোড়া।

CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COL... LIBRARY DEPT.

ন্যাট্রম্-মিউর। বাম চক্ষুর উপরে ফোড়া।

ন্যাট্রম্-কার্ব্ব। জিহ্বার অগ্রভাগের ব্রণ।

ফস্ফরিক-এসিড। বগল এবং পাছার ফোড়া। হুল ফুটান ব্যথা ও জ্বালা। সমস্ত শরীরে সুড়্সুড়ী। যে সকল বালক ও যুবকেরা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ফাইটোলাক্কা। পৃষ্ঠের ফোড়া।

রস্র্যাড (Rhus Radicans)। মুখমণ্ডলের ফোড়া, উহা পাকে না। অন্ধ ফোড়া (blind boils)।

সাইলিসিয়া। উরুর পশ্চাৎদিকে এবং পায়ের ডিমার (calf) পশ্চাৎ দিকের ফোড়া। চিবুকের রক্তপূর্ণ ছোট ফোড়া। ফোড়া হওয়ার স্বভাব। কোষ্ঠ বদ্ধ। ফোড়া কাটার অথবা কাটিয়া দেওয়ার পর পূঁয শোষনার্থ উপযোগী। ইহার পূঁয পাতলা কলতানির মত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট।

ষ্ট্রামোনিয়াম। পায়ের তলায় ফোড়া। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা।

সালফর। কানের মধ্যের ফোড়া। চুলকাইলে আরও চুলকায় এবং ব্যথা করে। স্ত্রীলোকের রজঃলোপের পর পীড়া। ফোড়া হওয়ার স্বভাব। কর্ণের পাতার উপরের (helix) বড় ফোড়া।

জিঙ্ক-অক্স (Zincum oxydatum)। তলপেটের ফোড়া। মদ্য পানে এবং ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং পরে বৃদ্ধি।

আঞ্জনি

সমসংজ্ঞা। নেত্রব্রণ, অঞ্জনী, আইনলি, আঁজলাই, হার্ডিওলাম (Hardolum), ষ্টাই (stye)।

চক্ষের পাতার প্রান্তভাগে, বেদনা সংযুক্ত এবং সামান্য প্রদাহ সহ উন্নত, যে ক্ষুদ্র স্ফোটক বা ব্রণ জন্মে, তাহাকে আঞ্জনি বলে। ইহা এক সময় এক চক্ষে অথবা উভয় চক্ষে একটা, অথবা একসঙ্গে ৩।৪ টা উঠিয়া থাকে এবং কখনও একটী আরোগ্য হইলে অন্য একটী প্রকাশ পায়। প্রথমে পীড়িত স্থানটী রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তৎপর উহাতে পূঁয জন্মে। কাহারও কাহারও এই পীড়া পুনঃপুনঃ হইতে থাকিলে ইহাতে মেবোমিয়ান গ্লাণ্ড (Mubomian gland)

আক্রান্ত হয় এবং তাহাতে মেদ অথবা চা খড়ির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে চ্যালাজিয়ন (Chalazion) বলে।

দুর্ব্বল শিশু, যে সব লোকের বয়োব্রণ হওয়া স্বভাব এবং যাহারা অবারিত জীবন যাপন করে অথবা ব্যাভিচারগ্রস্থ, তাহাদের এই পীড়া অধিক হয়।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।

একভাগ পল্‌সেটিলার মাদার-টিংচার ২০ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগে উপকার দর্শে।

গ্রাফাইটিস্‌। বারংবার আঞ্জনের উৎপত্তি। চক্ষের পাতার কিনারায় ক্ষত। চক্ষের জল চিটমিট কারক। চক্ষের কিনারার পীড়া। পূঁষ স্রাব হইবার পূর্ব্বে চক্ষে টানিয়া ধরার মত ব্যথা। নিচের পাতার পীড়া। ৩০, ২০০ শক্তি।

লাইকোপোডিয়াম। চক্ষুর ভিতর কোণের নিকটের পীড়া (near internal canthus)। চক্ষুর বামদিকের পীড়া। পূঁষ হওয়ার স্বভাব যুক্ত পীড়া। ৩০ শক্তি।

পালসেটিলা। এই ঔষধ নীচের পাতার পীড়াতেই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাতে পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারে না। চক্ষু রক্তবর্ণ। সকালে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া থাকে। অক্ষিপত্র ফুলিয়া যায়। চক্ষুতে জ্বালা এবং টানিয়া ধরার মত বেদনা। সন্ধ্যায়, গরম ঘরে এবং ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে বৃদ্ধি। খোলা বাতাসে হ্রাস। চক্ষে পিচুটি হইয়া পরে পূঁযে পরিণত হইতে পারে। সন্ধ্যাকালে এবং গরম ঘরে চক্ষে জ্বালা এবং টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। উভয় অক্ষিপত্রের পীড়া। বামদিকের পীড়া। ৩০ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। উভয় অক্ষিপত্রের বিশেষতঃ উপর অক্ষিপত্রের পীড়া। স্নায়বিক অবসাদের ফল স্বরূপ পীড়া। ছুরিকাবিদ্ধ অথবা টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। রাত্রে বৃদ্ধি। পুনঃপুনঃ আক্রমণ। পূঁষ না হইয়া শক্ত বিচিপনা হইয়া থাকা। উপর পাতার পীড়া। বামদিকের পীড়া। চিড়িকমারা বেদনা। সময় সময় ছিঁড়িয়া ফেলার মত বেদনা। পুনরাক্রমন নিবারক। ৩০ শক্তি।

হিপার। পালসেটিলায় ফল না হইলে।

বয়োব্রুণ।

সমসংজ্ঞা—মুখ দুষিকা, বয়স ফোড়া, বয়স্ফোট, বয়সব্রুণ, একনি (Acne)।

যৌবনাবস্থার প্রারম্ভে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মুখমণ্ডল, পৃষ্ঠ, স্কন্ধদেশ, নাসিকা এবং চিবুকে কখনও ২।১টী, কখনও বা শত শত প্রকাশ পায়। এই পীড়া তিন প্রকার।

১। **একনি পঙ্কটটা** অথবা সামান্য বয়োব্রুণ। ইহার পীড়কাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, উহা দুই আঙ্গুল দিয়া টিপিলে উহার মধ্য হইতে ভাতের ন্যায় মেদ বাহির হয়।

২। **একনি ইণ্ডুরেটা** অথবা কঠিন বয়োব্রুণ। এই পীড়া পুরাতন হইলে পীড়কাগুলি কঠিন হইয়া উঠে এবং উহাতে বেদনা হয়।

৩। **একনি রোজিওলা** অর্থাৎ আরক্ত বয়োব্রুণ। ইহার পীড়কাগুলি উজ্জ্বল লাল বর্ণ হয় এবং শীরা স্ফীত হয়। এই পীড়া সহজে আরোগ্য হয় না।

পরিণত বয়সে ২৫ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে একপ্রকার একনি জন্মে, উহা সাধারণ বয়োব্রুণ হইতে আকারে বড়, সেই হেতু উহাদিগকে **একনি টিউবারকুলাটা** (Acne tuberculata) বলে। এই সব ব্রুণ শরীরের যে স্থানে জন্মে সেই স্থান কঠিন হইলে উহাকে **একনি ইণ্ডুরেটা** (Acne indurata) বলে। সাধারণ বয়োব্রুণে যেরূপ পূঁয সঞ্চয় হয় ইহাতেও সেইরূপ হয়, তবে ইহার ফুস্কুড়ীগুলি আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয় এবং দেখিতে কদাকার। এই জাতীয় ব্রুণ কখনও কখনও ফোড়ায় পরিণত হয় এবং ফোড়া আরোগ্য হইলে পীড়িত স্থানে চিরস্থায়ী দাগ থাকিয়া যায়।

একনি টিউবারকুলাটা সচরাচর স্ত্রীলোকদিগের হয় না; তবে জড়ায়ু ও ডিম্বকোষের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হেতু হইতে পারে।

পীড়ার কারণ। কোনও উত্তেজক বস্তুর সংস্পর্শ; মুখমণ্ডলের চাকচিক্যতা বৃদ্ধির জন্য কোনও ঔষধ লাগাইলে, শরীরে অত্যন্ত গরম অথবা ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, কোষ্ঠবদ্ধ, গুরুপাক খাদ্য আহার, অপ্রচুর আহার, হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা, যকৃত, পাকস্থলী এবং জড়ায়ুর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, কোনও কোনও সাবান ব্যবহার, মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্যতা,

যৌবনে শারিরীক পরিবর্ত্তন, যৌবন হইতে মধ্য বয়সে পদার্পন, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির এই পীড়া হইতে পারে। বসন্ত কালেই এই পীড়ার আধিক্যতা হয়।

ভাবিফল। সাধারণ জাতীয় বয়োব্রণ কিছুদিন পর আপনা আপনি অদৃশ্য হইয়া যায়, তবে রোগীকে তজ্জন্য ৬।৭ বৎসর যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়।

গরমজলের সেক দিলে আশু যন্ত্রনার লাঘব হয়। যদি এই পীড়া উৎপত্তির কারণ জানা যায় তবে তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিহার করা আবশ্যক।

এই পীড়ার চিকিৎসা কালীন রোগীর শরীরের ব্রণ যাহাতে নষ্ট হয় এবং যাহাতে নূতন ব্রণ না প্রকাশ পায় চিকিৎসকের তৎপক্ষে চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক সময় চিকিৎসার দ্বারা এই রোগ আরোগ্য হয় না।

এণ্টিম্-ক্রুড্। মুখমণ্ডল এবং দক্ষিণ স্কন্ধের পীড়া। স্পর্শ করিলে হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রনা হয়। মদ্যপায়ীদের পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু পীড়া। জিহ্বা সাদা লেপাবৃত এবং অত্যন্ত পিপাসা।

এণ্টিম্-টার্ট। পূঁযবটিগুলি গণ্ডস্থল এবং স্কন্ধে খুব ঘন হইয়া উঠে এবং উহা হইতে পূঁয বাহির করিয়া ফেলিলে নীলাভ কাল দাগ পড়ে। দুরারোগ্য পীড়ায় টক খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা। এই ঔষধ আভ্যন্তরিক ব্যবহারের সঙ্গে বাহ্যিক ব্যবহারও করা যাইতে পারে।

এসিমিনা। (Asimina)। চুলকানিযুক্ত রক্তবর্ণ ফুস্কুড়ী। প্রথমে শরীরের বামদিকে এবং তৎপর দক্ষিণ দিকে প্রকাশ পায়। সন্ধ্যার সময় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলে বৃদ্ধি।

একটিয়া-রেসিমোসা। স্ত্রী লোকের বয়োব্রণ। পাকস্থলী, ডিম্বকোষ এবং প্রস্রাবের গোলযোগে যাহারা ভুগিতেছে তাহাদের এবং বিমর্ষভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পীড়া।

আর্কটিয়ম্-ল্যাপ্পা। পীড়া বৃদ্ধি হইয়া যখন সমস্ত শরীরে অনেকগুলি ফোড়ার পরিণত হয়।

আর্সেনিক। শুষ্ক ও কর্কশ চর্ম্ম। পীড়কাগুলি মুখমণ্ডলে এবং শাখা সমূহে অধিক। ধাতু বিকৃত হইয়া পীড়া। পুরাতন পীড়া। মদ্যপায়ীর পীড়া। রক্তবর্ণ ব্রণ।

অরাম্। মুখের রক্তবর্ণ ব্রণোদ্ভেদ। বিমর্ষ। জীবনে বিতৃষ্ণা। আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা। হস্তমৈথুনকারী অথবা উপদংশ পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি এবং পারদের অপব্যবহারের পর।

বার্ব্বেরিস্। জ্বালা ও চিবান বেদনাযুক্ত রক্তবর্ণ ফুস্কুড়ী। টিপিলে কষ্ট হয়। প্রস্রাবের দোষ অথবা অর্শ গ্রস্থ ব্যক্তির কঠিন ব্রণোদ্ভেদ। স্বল্প রজা এবং বিলুপ্ত রজা স্ত্রীলোক। যাহাদের ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব। পুঁযপূর্ণ ব্রণের মধ্যে মধ্যে ফুস্কুড়ী উঠে। উৎকট রোগ। মদ্যপায়ী, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ এবং স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির এবং যাহাদের সহজেই সর্দ্দি লাগে তাহাদের পীড়া।

বেলেডোনা। মুখমণ্ডল, পৃষ্ঠ এবং স্কন্ধে বড় বড় চক্চকে রক্তবর্ণ ব্রণোদ্ভেদ, বিশেষতঃ অল্প বয়স্ক রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তি। নাকদিয়া সর্ব্বদাই রক্ত পড়ে। ব্রণ গুলিতে হুল ফুটান ব্যথা। অত্যন্ত রক্তস্রাব, গর্ভাবস্থা এবং প্রসুতাবস্থায় বৃদ্ধি।

বোভিষ্টা। কপালের ঈষৎ বড় বড় ছড়ান ব্রণোদ্ভেদ। বক্ষস্থলের মটরের আকৃতি কঠিন লাল ফুস্কুড়ী, উহাতে নখ ঘর্ষণে যন্ত্রনা। যে সব স্ত্রীলোক গাঢ় হাজাকর এবং সবুজ বর্ণ লিউকোরিয়া রোগে ভুগিতেছে। রজঃস্রাবের পর।

ব্রোমাইন্। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের কঠিন ব্রণোদ্ভেদ। ঘাড়ের গ্রন্থিগুলি কঠিন এবং স্ফীত। ধূমপানে বৃদ্ধি। যে ব্রণোদ্ভেদ ইরিসিপেলাসের প্রদাহে পরিণত হয়।

ব্রাইয়োনিয়া। যাহারা অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগিতেছে তাহাদের পীড়া। বান্ধা কফি, গরম খাদ্য আহারে এবং ঘর্ম্ম বসিয়া গিয়া রোগের বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধ।

ক্যালকেরিয়া-পিক্রেটা। বালকদের ব্রণোদ্ভেদ।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। মুখমণ্ডল এবং ঘাড়ে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা জনিত ব্রণোদ্ভেদের উৎপত্তি। রজঃকৃচ্ছ অথবা রজোলোপ হেতু নাসিকা রক্তবর্ণ দেখায়। যে সব লোক অধিকক্ষণ জলে কাজ করে। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ। ঋতুবতী হওয়ার পূর্ব্বে বৃদ্ধি। রক্তবর্ণ ব্রণ।

ক্যালকেরিয়া-ফস্। বালিকাদের পক্ষে বিশেষতঃ যুবতী অবস্থায় পদার্পন সময়ে খুব উপকারী। টন্সিলের বিবৃদ্ধি। ব্রণগুলি সবুজ পূঁয ভরা।

ক্যানাবিস্। একনি রোসাসিয়ায় অধিক উপকারী। সকালে বৃদ্ধি এবং আগুণে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা। উপদংশ পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির মস্তকের উপরিভাগে অত্যন্ত বেদনা (much headache on the top of the head)।

কার্ব্বভেজ। ঘাড়, মুখমণ্ডল এবং চিবুকের বয়োব্রণ। অজীর্ণ পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি যাহার সামান্য খাদ্যও সহ্য হয় না। চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে রোগের বৃদ্ধি। রক্তবর্ণ ব্রণ।

কষ্টিকাম্। মুখমণ্ডল পীতবর্ণ ধারণ করে। কণ্ডুগুলি দেখা যায় না কিন্তু হস্তদ্বারা অনুভব করা যায় (more felt than seen)। নাসিকা এবং ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী স্থানের বয়োব্রণ। ঠাণ্ডায় এবং ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

চেলিডোনিয়ম্। চিবুক ব্যতীত মুখমণ্ডলের অন্যান্য স্থানের ৩।৪টী বয়োব্রণ একসঙ্গে একস্থানে উঠে বিশেষতঃ বামদিকে অধিক। যকৃতের গোলযোগ হেতু পীড়া।

কোনিয়ম্। মুখমণ্ডলের কঠিন বয়োব্রণ। কর্ণমূল এবং চোয়ালের গ্রন্থি স্ফীতি। ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ এবং জ্বালা। রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া রোগের উৎপত্তি। স্ক্রফিউলাস্ এবং বৃদ্ধদের পক্ষে অধিক উপযোগী।

গ্রাফাইটীস। মেদরোগপ্রবণ ব্যক্তি বিশেষতঃ নিয়মিত সময়ের অনেক পরে রজঃস্রাবশীলা স্ত্রীলোকদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। ঋতু বন্ধ থাকায়, ঋতুস্রাবের সঙ্গে অথবা ঋতুর পর বৃদ্ধি। চর্ম্ম শুষ্ক, উহা ফাটে এবং উহাতে ক্ষত জন্মে।

হিপার-সলফ্। গ্রীবা, কপাল এবং চিবুকের বয়োব্রণ। উহাতে ব্যথা থাকে না। যুবক যুবতীদের মুখমণ্ডলের পীড়ায় মামড়ী পড়ে। গ্রন্থি স্ফীতি। সামান্য আঁচড় লাগিলেও উহাতে পূঁয উৎপন্ন হয়।

ক্যালি-বাই। মুখমণ্ডল, বয়োব্রণের মত বহু সংখ্যক পীড়কায় ঢাকিয়া যায়। এই সব পীড়কায় পূঁয জন্মিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসন্তের গুটীর ন্যায়

দেখায়। লঘুকেশ স্থূলকায় ব্যক্তি এবং যাহাদের গলা হইতে স্বচ্ছেত্য সূত্রবৎ শ্লেষ্মা ক্ষরণ হয়।

ক্যালি-ব্রোম। স্থূলকায় মাংসল এবং অপরিচ্ছন্ন যুবকদের মুখমণ্ডল এবং বক্ষস্থলের পীড়া। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবনকারী এবং অপরিমিত আহারকারী যুবকদের কঠিন ব্রণ।

ক্যালি-কার্ব্ব। মুখমণ্ডল, বক্ষস্থল এবং পৃষ্ঠে ফুলা ফুলা ভাব সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা। স্বল্প ঘর্ম্ম। রজঃকৃচ্ছতার মন্দফল। যাহারা ফুস্ফুসের গোলযোগে কষ্টপায় তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ক্রিয়োজোট। কপালের শুষ্ক ফুস্কুড়ী। দক্ষিণ গণ্ডস্থল এবং চিবুকের চক্‌চকে ফুস্কুড়ী। রজঃস্রাবের পর অথবা উত্তাপিত হইলে বৃদ্ধি। খিট্‌খিটে মেজাজ। মদ্যপায়ীর পীড়া। রক্তবর্ণ ব্রণ।

লিডম্। মুখমণ্ডলে রক্তবর্ণ ফুস্কুড়ী। নাসিকার গোড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী। বাতের পীড়াগ্রস্থ এবং মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে উপযোগী। উত্তাপে বৃদ্ধি।

ল্যাকেসিস্। মদ্যপায়ীর পীড়া। নিদ্রার পর যন্ত্রনা বৃদ্ধি।

লাইকো-পোডিয়াম্। স্কন্ধ এবং ঘাড়ের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ ফুস্কুড়ী দলে দলে প্রকাশ পায়। অজীর্ণ রোগ গ্রস্থ ব্যক্তি। মূত্রে লাল বর্ণ রেণু। কোষ্ঠ বদ্ধ। পা ঠাণ্ডা।

মার্ক-সল্। উপদংশ পীড়াগ্রস্থ এবং স্ক্রফিউলাস্ ধাতু গ্রস্থ ব্যক্তিদিগের রোগ। নীলের আভাযুক্ত লাল বর্ণ কঠিন গুটি বিশেষতঃ নিম্ন শাখা সমূহে। গ্রাণ্ডের ফুলা।

মেজেরিয়ম্। উরুদেশের পৃথক্ পৃথক্ পীড়কা। শরীরের শাখা প্রদেশের বহির্দ্দেশের রক্তবর্ণ পীড়কা। পারদ দ্বারা দূষিত ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির এবং যাহারা পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থিত নিউরালজিয়ার কষ্ট পায় তাহাদের পক্ষে উপকারী।

ন্যাবালুস (Nabalus)। মুখমণ্ডল, নাসিকা উপরোষ্ঠ এবং চিবুকের ব্রোব্রণ।

ন্যাট্রাম্-মুর। ব্রোব্রণের মধ্যস্থিত চর্ম্মের তৈলাক্তবৎ চিক্কনতা এই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। অত্যন্ত পরিশ্রমে এবং নিয়মিত সময়ে বৃদ্ধি।

নাইট্রিক-এসিড্। কপোল প্রদেশে চুলের অব্যবহিত নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক পীড়কা। চিবুকে বেদনা যুক্ত রক্তবর্ণ কঠিন মণ্ডল বেষ্টিত পীড়কা। পারদের অপব্যবহারের পর অধিক উপকারী। রাত্রে কণ্ডুয়ন। জিহ্বা এবং গলা শুষ্ক।

নক্স-জগল্যান্স (Nux Juglans)। মুখমণ্ডলে বিশেষতঃ মুখের চতুর্দ্দিকে নানা আকৃতির লাল আভাযুক্ত ফুস্কুড়ী এবং পুঁযপূর্ণ পীড়কা। স্কন্ধ এবং বক্ষ প্রদেশে বড় বড় রক্তফোড়া।

নক্স-ভমিকা। এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পর। যাহারা অজীর্ণ, কোষ্ঠ-বদ্ধ রোগে ভুগিতেছে। যাহারা মদ্যপায়ী, তামাক এবং কাফী সেবনকারী, অব্যায়ামী ও বসিয়া কাটায় তাহাদের পক্ষে উপকারী। মুখে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

ফস্ফরিক-এসিড্। সম্মুখ বাহু, হাঁটু এবং পদের রক্তবর্ণ মণ্ডলাবৃত পীড়কা, মুখমণ্ডল এবং স্কন্ধের রক্তবর্ণ পীড়কা, উহাতে হাত ছোয়াইলে কষ্ট বোধ হয়। কৃশ, হস্তমৈথুনকারী এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ভোগকারী ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। দ্রুত বর্দ্ধনশীল যুবক। শারিরীক বলের অতিক্ষয় বশতঃ দুর্ব্বলতা।

ফস্ফরাস্। যাহারা বায়ুনলী ও ফুস্ফুসের রোগে ভোগে (Predisposed to bronchial and lung trouble)। যাহাদের শরীরের কোনও না কোনও স্থান হইতে প্রায়ই রক্তস্রাব হয়।

পিক্রিক-এসিড। মুখমণ্ডলে বিশেষতঃ চিবুক এবং নাসিকার উভয় পার্শ্বে রক্তবর্ণ, উচ্চ পুঁয বটীকা এবং উহার উপর ছোট ছোট ফুস্কুড়ী দেখা যায়। বেদনা শূন্য কিন্তু উহাতে হাত ছোয়াইলে কষ্ট হয়। উগ্র এবং পুরাতন পীড়া।

পটাস্-ব্রোমাইড। মুখমণ্ডল, গলা এবং স্কন্ধের বয়োব্রুণ। উহার মস্তকে হরিদ্রাবর্ণ উন্নত স্থান (pointed) যুক্ত। উহা না বসে না ফাটে। রাত্রে সম্মুখ মস্তকে বেদনা। কঠিন এবং সাধারণ উভয় প্রকার পীড়াতেই উপকারী।

পটাস্-আইওডাইট। সমস্ত শরীরের বিশেষতঃ মুখমণ্ডল এবং স্কন্ধের অপচ্যমান পীড়কা। পারদের অপব্যবহারী এবং উপদংশ পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া। রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

পালসেটিলা। যাহাদের স্বভাব কোমল ও মধুর, যাহারা শীর্ণকায়, সর্দ্দি

এবং পেটের অসুখে কষ্ট পায়, যাহাদের অধিক বিলম্বে স্বল্প ঋতুস্রাব হয়, যাহাদের অধিক মশল্লা ও তৈলাক্ত খাদ্য ও পিষ্টকাদি সহ্য হয় না, তাহাদের এবং মদ্যপায়ীদের পক্ষে উপকারী।

ষ্ট্যাসটক্স। অত্যন্ত মদ্যপায়ী, ইন্দ্রিয় সেবনকারী এবং বাত রোগগ্রস্থ ব্যক্তির বয়োব্রুণ। আর্দ্র হইলে, ঠাণ্ডা লাগাইলে এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি। যাহারা সর্ব্বদাই দুর্ব্বলতা অনুভব করে।

রোবিনিয়া। পীড়কাগুলি কঠিন এবং উহাতে পূঁয হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। অজীর্ণ এবং অম্বলের পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি। ইন্দ্রিয় চরিতার্থের অত্যন্ত ইচ্ছা। স্বপ্নদোষ। রাত্রে বৃদ্ধি। ফোড়া শক্ত হইয়া থাকার স্বভাব।

রুমেক্স। ঘন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পীড়কা। গরম কাপড় ব্যবহারে এবং পোষাক পরিত্যাগ করিলে বৃদ্ধি। নানাস্থানে চুলকানি।

রুটা। সমস্ত শরীরের চুলকানি। আঁচড়াইলে আরাম বোধ হয়। শরীরের যে স্থানে ভরদিয়া শয়ন করা যায় উহাতে বেদনা অনুভব।

স্যাবাইনা। গর্ভাবস্থায় বয়োব্রুণ। নিরাশ এবং বায়ু রোগগ্রস্থ ব্যক্তি। টক্ খাইতে ভালবাসে।

সারসাপ্যারিলা। মুখমণ্ডল ও নাসিকার বয়োব্রুণ। ঋতুস্রাবের সময় বৃদ্ধি। পারদের অপব্যবহার এবং গণোরিয়া রোগগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কণ্ডুয়ন এবং জ্বালা।

সিপিয়া। চিবুকের বয়োব্রুণ। গর্ভাবস্থায়, ঋতুস্রাবের সময় বৃদ্ধি। পদ, সন্ধি সমস্তের পেশী এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের পীড়া। গাত্রে কপিশ বর্ণ চিহ্ন। টীকা (Vaccination) দেওয়ার পর অথবা কৃত্রিম মৈথুনে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে অধিক উপকারী।

সাইলিসিয়া। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের উৎকট পীড়া। পদের দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। কোষ্ঠবদ্ধ। মদ্যপানে, ঠাণ্ডা লাগাইলে অথবা ভিজিলে বৃদ্ধি।

সালফর। পুরাতন রোগ। নাসিকা, ওষ্ঠ, চিবুকের চতুর্দ্দিকে, সম্মুখ বাহুতে এবং মস্তকে কালবর্ণ ছিদ্র বিশিষ্ট বয়োব্রুণ। মদ্যপায়ীর পীড়া।

সম্বুল (Sumbul)। কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসৃণ রক্তবর্ণ স্থান সমূহ। মুখমণ্ডলে কালবর্ণ গর্ত্তময় স্থান সমূহ। শীর্ণতা।

থুজা। বয়োব্রণ বিশেষতঃ নাসিকার পক্ষোপরি। মধুর ন্যায় মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম। ঋতুস্রাব সময়ে, শরীর অত্যন্ত উত্তাপিত হইলে, চর্ব্বিযুক্ত মাংস, পেঁয়াজ, টক্ এবং মিষ্টদ্রব্য আহারে, মদ্য অথবা বিয়ার, তামাক এবং গন্ধক ও পারদ সেবনে বৃদ্ধি।

ভেরেট্রম্-এলবম্। ঋতুস্রাবের অনতিপূর্ব্বে দক্ষিণ ভগৌষ্ঠের (Labium) ফুস্কুড়ী।

কমেডো। Comedo.

সমসংজ্ঞা—কমেডোন্‌স্ (Comedones)।

চক্ষের রসস্রাবী গহ্বরের (Sebacious follicles) উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল অথবা হলুদবর্ণ যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে কমেডো বলে। দুইটী অঙ্গুলীর নখদ্বারা চাপ দিলে ইহার মধ্য হইতে ছোট ভাতের মত এক প্রকার পদার্থ বাহির হইয়া আসে। এই পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত স্থানটীতে চর্ব্বি মাখান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পীড়িত স্থান কখনও সামান্য উচু কখন সমতলই থাকে।

সচরাচর এই পীড়া মুখমণ্ডলের সমস্ত স্থানেই হইতে দেখা যায়; নাসিকা এবং চিবুক, বিশেষতঃ মুখগহ্বরের নিকটবর্ত্তী স্থান এবং কপালের উভয় পার্শ্বে, চক্ষের বাহির কোণের নিকটে, অধিক পরিমাণ হইয়া থাকে। পৃষ্ঠে এবং পুরুষাঙ্গেও কখন কখন এই পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই এই পীড়া হয়, তবে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদেরই ইহা অধিক হয়।

নাসিকা এবং পৃষ্ঠের স্ফোটক, শরীরের অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা বৃহত্তর এবং সংখ্যায় অধিক হয়।

কখনও কখনও এই পীড়া এবং বয়োব্রণ এক সময়ে এক ব্যক্তির শরীরে প্রকাশ পায়। ইহাদের উৎপত্তির কারণও এক। হজম শক্তির ক্ষীণতা, কোষ্ঠবদ্ধ, ঋতুস্রাব বন্ধ এবং ঋতুস্রাবের গোলযোগ, এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য।

এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইন্দ্রিয় সংযম করা কর্ত্তব্য।

সুচিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও সাম্য থাকিতে পারে।

বেলেডোনা। হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ যুবকের পীড়া।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব। এই পীড়ার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সাইকুটা। চর্ম্মে কাল দাগ।

ডিজিটেলিস্। মুখমণ্ডলের চর্ম্মে কাল কাল কমেডো, উহাতে পূয জন্মে।

মেজেরিয়ম্। নাসিকা এবং গণ্ডস্থলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমেডো।

নাইট্রিক-এসিড্। মুখমণ্ডলের চর্ম্মোপরি কালকাল ঘর্ম্মস্রাবী ছিদ্র।

স্যাবাইনা। নাসিকার নিকটের এবং গণ্ডস্থলের উপর কমেডো, যাহার বীজ সহজেই চাপ দিয়া বাহির করা যায়।

সালফর। মুখমণ্ডলে কালচে ছিদ্র সকল।

সম্বুল (Sumbul)। মুখমণ্ডলে বহু সংখ্যক কাল ছিদ্র। পাণ্ডুবর্ণ চর্ম্ম।

সেলেনিয়ম্। ইহা এই পীড়ার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুখমণ্ডলের ত্বক তৈলাক্ত চকচকে। চুল দাড়ি উঠিয়া যাওয়ার স্বভাব।

দুষ্ট ফুস্কুড়ী।

সমসংজ্ঞা—য়্যান্থ্রাক্স ম্যালিগনা (Anthrax Maligna), ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট পাস্‌টিউল (Malignant Pustule), পাস্‌টুলা ম্যালিগ্‌না (Pustula Maligna), কার্ব্বঙ্কিউলাস্ কণ্টেজিওসাস্ (Carbunculus Contigeosus)।

ইহা সাধারণ ফোড়া অথবা কার্ব্বঙ্কল সদৃশ এক জাতীয় স্ফোটক। কোনও স্থানে হঠাৎ প্রদাহ হইয়া মলিন রক্তবর্ণ স্ফোটক প্রকাশ পাইয়া জ্বালা ও চুলকানি সহ উহার চতুর্দ্দিকে গ্যাংগ্রিনে পরিণত হইয়া পচিয়া যাইতে থাকে।

য়্যানথ্রাকস্ (Anthrax or charbon) নামক পশুরোগের বিষ, পীড়িত পশুর দ্বারা অথবা মশক প্রভৃতি কোনও কীটের দ্বারা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অথবা পীড়াগ্রস্থ জীবিত অথবা মৃত পশুর চর্ম্ম, লোম প্রভৃতির সংস্রবে আসিলে এই পীড়া হইতে পারে।

সাধারণতঃ শরীরের অনাবৃত স্থান বিশেষতঃ মস্তক, বাহু, সম্মুখ বাহু ইহাদ্বারা আক্রান্ত হয়। মাংসাসী অপেক্ষা তৃণজীবি পশুরই এই পীড়া অধিক হয়।

এই পীড়ার অঙ্কুরাগমানাবস্থা এক হইতে তিন দিন, কিন্তু কখনও ইহা হইতে অধিক সময়ও লাগিতে পারে। প্রথমে স্থানটী কোনও কীটদংশিত হওয়ার ন্যায় প্রদাহিত হইয়া উহাতে চুলকানি ও জ্বালা হয় এবং উহার মধ্যস্থলে একটী কাল চিহ্ন পড়ে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্থানটী একটী কণ্ডুয়ন যুক্ত প্যাপিউলে পরিণত হইয়া, নীলাভ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভেসিকেলটি ফাটিলে উহার ভিতর মলিন লালবর্ণ দেখায় এবং উহার উপর চটা পড়ে। এই সময় কখনও কখনও উহার চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট ফুস্কুড়ী বাহির হয়, উহাতে লাল, কাল এবং হলুদ রসপূর্ণ থাকে। পীড়িত স্থানের চতুর্দ্দিকে কতকদূর পর্য্যন্ত ফুলিয়া যায় এবং ঐ স্থানের ও নিকটবর্ত্তী স্থানের লিম্ফাটীক্ গ্লাণ্ড স্ফীত হয়। ইহার সঙ্গে অত্যন্ত জ্বর, দুর্ব্বলতা, ডিলিরিয়ম্, উত্তেজনা, বুদ্ধি বিকৃতি, ঘর্ম্ম, উদরাময়, শাখাসমূহে বেদনা এবং মারাত্মক রোগে কোলাপস্ (Collapse) হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আশাপ্রদ রোগীর শ্লাব পড়িয়া গিয়া নূতন মাংসকনা গজাইয়া, ঘা পূরণ হইয়া, সে আরোগ্য লাভ করে।

এই পীড়া সাধারণতঃ পরিণত বয়স্ক পুরুষদিগেরই হইয়া থাকে।

প্রথম হইতে সুচিকিৎসা হইলে আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে।

ল্যাকেসিস্। প্যাসটিউলগুলি নীলবর্ণ এবং লিম্ফাটীক্ প্রনালীগুলি লালবর্ণ দাগযুক্ত দেখায়।

য়্যান্থ্রাসিস্। রক্ত বিষাক্ত হইলে উপকারী।

ম্যালান্ড্রিনাম্। কাল্চে পাতলা মলসহ উদরাময়। পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা। প্যাসটিউল দেখিতে দুষ্ট বসন্তের গুটির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

কার্ব্বঙ্কল রোগের জন্য যে সব ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সমস্ত ঔষধও লক্ষণ ভেদে এই পীড়ায় আবশ্যক হইতে পারে।

৭ম অধ্যায়।

ক্যান্সার। Cancer.

সমসংজ্ঞা। কর্কট রোগ, কারসিনোমা (Carcinoma)।

ইহা এক প্রকার দূষিত অর্ব্বুদ। ইহা সাধারণতঃ চারি প্রকার—(১) **স্কিরস্** (Schirrus), (২) এন্‌সেফালোমা (Encephaloma), (৩) কোলোমা (Colloma), (৪) মেলানোমা (Melanom)।

১। **স্কিরস্** (Schirrus),—এই জাতীয় ক্যান্সার অতিশয় শক্ত, ইহাতে চাপদিলে, ইহা হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়।

২। এন্‌সেফালোমা (Encephaloma),—ইহা কোমল অর্থাৎ নরম। হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে নরম লাগে, চাপ দিলে অদৃশ্য হয় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় আবির্ভাব হয় এবং মনে হয় যেন উহা জলপূর্ণ। ইহার আকৃতি কখনও ক্ষুদ্র, কখনও বা পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের মস্তকের ন্যায় হয়। অন্যান্য ক্যান্সার অপেক্ষা এইটী সাংঘাতিক জাতীয় ক্যান্সার। অন্যান্য জাতীয় ক্যান্সার অপেক্ষা ইহা অল্পবয়স্ক লোককে আক্রমন করে, এমনকি কেবল এই জাতীয় ক্যান্সারই, মনুষ্যকে যৌবনাবস্থায় পদার্পন করার পূর্ব্বে আক্রমন করে।

৩। কোলোমা (Colloma),—এই জাতীয় অর্ব্বুদের মধ্যে শিরিষের ন্যায় এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ থাকে এবং তজ্জন্যই ইহাকে কোলোমা অথবা কোলয়েড্ ক্যান্সার বলে।

৪। মেলানোমা (Melanoma),—ইহাও এন্‌সেফালয়েড্ জাতীয় ক্যান্সার মধ্যে গণ্য, তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে ইহা চক্ষের উপত্বকে জন্মে।

স্কিরস্ জাতীয় ক্যান্সার স্ত্রীলোকের স্তনে জন্মে এবং সংখ্যায় একটীর অধিক হয়-না। ৪৫ বৎসর বয়ক্রমের পূর্ব্বে এই পীড়া হইতে দেখা যায়না। ইহা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে নূতন অস্থির ন্যায় শক্ত এবং দৃঢ় বলিয়া অনুভব হয়। ইহা খুব আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয় এবং কখনই বৃহৎ আকার ধারণ করে না।

এই পীড়ার সূত্রপাত হইতে, ইহাতে চিড়িক মারা অথবা কাটিয়া ফেলার মত বেদনা হয়। ইহা স্তনে হইলে উহার বোটাটা বসিয়া গিয়া স্তনাগ্র একটা নাভি-কুণ্ডলীর মত দেখায়। ইহাতে অল্পদিন মধ্যেই ক্ষত জন্মে এবং ঐ ক্ষতের ধারগুলি উন্নত, ভিতরটা দৃঢ় এবং শক্ত হয়। উহা ফুলকপির পাপড়ীর ন্যায় দেখায়। এই ক্ষত হইতে কসানির ন্যায় দুর্গন্ধ পূঁষ স্রাব হয়, রোগিণী সূচ বিদ্ধবৎ বেদনায় অধীরা হয়, ঘুম হয় না এবং সময় সময় ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়। রোগিণী জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে, উহার পা ফুলিয়া যায় এবং উদরাময় হয়।

এন্‌সেফালোমা জাতীয় ক্যান্‌সার শরীরের যে কোনও অঙ্গে এবং রোগীর যে কোনও বয়সে হইতে পারে। ইহা নরম, গোলাকার এবং একটী মাত্রই হইতে দেখা যায়। ইহা খুব তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত হয় এবং বৃহদাকার ধারণ করে। ইহাতে ক্ষত না হওয়া পর্য্যন্ত মৃদু বেদনা অথবা বেদনা মাত্রই থাকে না। কিন্তু ক্ষত হওয়ার পর অত্যন্ত বেদনা হয় তবে স্কিরস জাতীয় ক্যান্‌সারের মত তত ছুরিকা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় না। ইহাতে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষত জন্মে, উহা দুর্গন্ধযুক্ত এবং উহার ধার সূক্ষ্ম। অনেক সময় উহা একপ্রকার মাংস দ্বারা আবৃত থাকে, যাহা সহজেই চূর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে লিম্ফাটীক্ গ্রাণ্ড আক্রান্ত হয়।

কোলোমা অথবা কোলয়েড্ জাতীয় ক্যান্‌সার অতি বিরল। ইহা কোমল, অতি আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয়, বেদনা শূন্য এবং প্রায়ই অত্যন্ত বৃহৎ হয়। ইহার মধ্যে শিরিষের আঠাবৎ একপ্রকার পদার্থ থাকে এবং ইহা সচরাচর অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর উপরে জন্মে। ইহা বাহিরে প্রকাশ পাইলে ইহা উপাস্থি শ্রেণীর ফাইব্রাস অর্ব্বুদ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ইহা হইতে ফাইব্রোমা (Fibroma) জাতীয় অর্ব্বুদের পার্থক্য এই যে, উহা তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত হয়, আকারে বৃহৎ এবং রোগীর ধাতু বিকৃতি জন্মে। কনড্রোমা (Condroma) জাতীয় অর্ব্বুদের পার্থক্য এই যে, উহার স্থিতি স্থাপকতা থাকে, উহা তত দৃঢ় নয় এবং তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত হয়, সারকোমা জাতীয় অর্ব্বুদের পার্থক্য এই যে, উহা সমভাবাপন্ন অবস্থার এবং একটু আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয়।

মেলানোটিক্ (Melanotic) ক্যান্‌সার, কালবর্ণ উপত্বকের উপর জন্মে। এই পীড়া শেষ বয়সে হয় এবং তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে

বেদনা জন্মিয়া উহা চতুর্দ্দিকস্থ টিস্থমধ্যে ধাবিত হয়। ইহাতে ক্ষত হইয়া লিম্ফাটিক্ গ্লাণ্ড প্রদাহিত করে। ইহাতে জীবনী শক্তির হ্রাস হয়। ইহা একটী সাংঘাতিক জাতীয় অর্ব্বুদ।

ইহা বৃদ্ধ বয়সের পীড়া। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে এই পীড়া কদাচিৎ হইয়া থাকে। মৃদু প্রকৃতির ক্যান্সার হইতে, সাংঘাতিক প্রকৃতির ক্যান্সার চিনিবার পক্ষে রোগীর বয়ঃক্রমের ন্যূনাধিক্যতা অনেক সাহায্য করে। মোট-কথা অধিক বয়সে যখন স্বাভাবিক শক্তি ক্ষয় পাইতে থাকে, তখনই এই রোগ আক্রমণ করে। স্ত্রীলোকের রজঃ নিবৃত্তিকালে এবং তাহা হইতেও অধিক বয়সে এবং পুরুষের এই পীড়া হইলে সাধারণতঃ অধিক বয়সে হয়। এই পীড়ার উপরোক্ত স্বভাবটী এতই পরীক্ষিত যে, এই বয়সে শরীরে কোনও প্রকার অর্ব্বুদ প্রকাশ পাইলেই উহাকে ক্যান্সার বলিয়া সন্দেহ করা হয়। এই পীড়া শরীরের কোনও কোনও অবয়ব অল্প বয়সে এবং কোনও কোনও অবয়ব অধিক বয়সে আক্রমণ করে। বয়স্ক ব্যক্তিদের অণ্ডকোষ এবং যোণি কপাট ইহাদ্বারা সচরাচর আক্রান্ত হয়। ৩৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে, স্তন, জড়ায়ু, জিহ্বা এবং পুরুষাঙ্গ আক্রমণ করে। ৫০ হইতে ৬৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ওষ্ঠ এবং গলনলী আক্রমণ করে। ইহা নিশ্চিত যে, শরীরের যে অঙ্গের অপকর্ষতা জন্মে এই পীড়া দ্বারা সেই অঙ্গই আক্রমিত হয়।

ইহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকেই অধিক আক্রমন করে, কারণ সহজেই স্ত্রীজাতির অঙ্গে অপকর্ষতা জন্মে। স্ত্রীজাতির অন্যান্য সমস্ত অঙ্গের সমসংখ্যক পীড়া কেবল মাত্র স্তনেই হইয়া থাকে।

শরীরের যে স্থানে এই পীড়া হয়, তাহার সহিত যে সব গ্লাণ্ডের সংস্রব থাকে, উহা স্ফীত হয়। স্তনে এই পীড়া হইলে, বগলের গ্রন্থি ফুলিয়া যায়, অণ্ডকোষে এই পীড়া হইলে কুচ্‌কীর গ্লাণ্ড স্ফীত হয়। জিহ্বা অথবা ওষ্ঠে এই পীড়া হইলে নিম্ন জিহ্বার গ্রন্থি এবং নিম্ন চোয়ালের গ্রন্থি স্ফীত হয়। এই পীড়ার কতগুলি গ্লাণ্ড স্ফীত হইতে পারে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহাতে একসঙ্গে ৫০টী গ্লাণ্ড স্ফীত হওয়ার উল্লেখ আছে।

স্তনে এই পীড়া হইলে প্রথমতঃ চর্ম্মের নীচে ক্ষুদ্র শক্ত ফুলা অনুভব হয় এবং উহাতে বেদনা হয়। এই স্ফীততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উহাতে ক্ষত জন্মে।

জড়ায়ুতে এই পীড়া হইলে উহাতে অত্যন্ত বেদনা এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব হইতে থাকে এবং রোগিণী দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে। আমাশয়ে এই পীড়া হইলে, রক্ত যুক্ত শ্লেষ্মা বমন বেদনা ও শীর্ণতা জন্মে এবং বামদিকের পাঁজরার হাড়ের নীচে কঠিন অর্ব্বুদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। চর্ম্মে এই পীড়া হইলে, উহা অন্যান্য স্থানের অর্ব্বুদের ন্যায় এক স্থানে থাকে না, অনবরত বর্দ্ধিত হইয়া নিকটস্থ অঙ্গে বিস্তৃত হয়।

রোগের কারণ।

স্নায়বিক এবং শারীরিক অবসন্নতা, কুলগত দোষ এবং পুরাতন অজীর্ণ রোগ এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য হয়। কাহারও কাহারও মতে ইন্দুরের দ্বারা এই পীড়া সংক্রামিত হয়।

শরীরের শীর্ণতা এবং বিবর্ণতা, মুখমণ্ডলের মৃন্ময় বর্ণ এবং ম্লানভাব এই রোগের বাহ্যিক লক্ষণ।

ইহা অতি দুরারোগ্য রোগ। স্কিরস্ জাতীয় ক্যান্সার ৩ বৎসর, এন্সেফালোমা অতি দ্রুত বর্দ্ধনশীল রোগ তজ্জন্য ইহার স্থিতি ২ বৎসরের অধিক নয়। জিহ্বা, মুখমধ্য, গলমধ্য, এবং পুরুষাঙ্গের পীড়ার গতি অতি দ্রুত তজ্জন্য ১২ হইতে ১৮ মাসের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। অবশ্য সুচিকিৎসায় এই সময়ের কিছু ব্যতিক্রমও হইতে পারে। ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল এবং গুহ্যদ্বারের ক্যানসার সুচিকিৎসায় আরোগ্য হইতে পারে।

এসেটিক-এসিড। পাকাশয়ের নিম্নদিকের মুখের ক্যান্সার। পাকস্থলীর ক্যান্সার, পাকস্থলীর একটী স্থানে ক্ষত হইলে যেরূপ ব্যথা হয় সেইরূপ কাটিয়া লওয়ার মত ব্যথা, অসহ্য যন্ত্রনা এবং বিবমিভাব, নিদ্রার ব্যাঘাত, দুর্দ্দমনীয় পিপাসা, সর্ব্বদাই জলপানের ইচ্ছা। পাকস্থলী এবং তলপেটে জ্বালাযুক্ত উগ্র ব্যথা। প্রত্যেকবার আহারের পর হরিদ্রাবর্ণের গাঁজলাযুক্ত পদার্থ অথবা রক্ত বমন। গাত্রচর্ম্ম ফেকাসে এবং মোমবৎ। জিহ্বা রক্তশূন্য এবং লোলিত। অত্যন্ত দুর্ব্বল। প্রচুর পরিমান মূত্র (copious Pale urine)। চক্ষুদ্বয় কালিমা বেষ্টিত ও কোটরাগত।

এল্‌কোহল (Alcohol)। উচ্চ শক্তির ঔষধ জলের সঙ্গে সেবন করিলে ক্যান্‌সারের যন্ত্রনা সত্বর দূর হয়।

এপিস-মেল। স্তনের পুরাতন প্রদাহ হইতে যে ক্যানসারের উৎপত্তি এবং যাহাতে হুল ফুটানের ন্যায় জ্বালাযুক্ত ব্যথা থাকে স্তনের সেইরূপ কর্কট রোগ। ডিম্বাধারের পীড়াসহ স্তনের বোটা নিম্নগামী হওয়া। উদরের উৰ্দ্ধদিকে দুর্ব্বলতা অনুভব এবং ক্ষুধাহীনতা। মূত্র যন্ত্রের অস্বাভাবিক উপদাহ। এই ঔষধের মূত্র সম্বন্ধীয় প্রকৃতিগত লক্ষণের সঙ্গে মিলিলে ইহাতে উপকার হয়।

আর্সেনিক-এলবাম। মুখমণ্ডল ও জিহ্বার উপত্বকে ক্যান্‌সার। ক্ষত তাড়াতাড়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রক্তযুক্ত পাতলা দুর্গন্ধ স্রাব। তীব্র জ্বালাকর ব্যথা। ঠাণ্ডা বায়ু সহ্য হয় না।

অত্যন্ত জ্বালাকর ব্যথা এবং দুর্দ্দমনীয় পিপাসা সহ পাকাশয়ের ক্যান্‌সার। টক খাইতে ভালবাসে। ঠাণ্ডা পানীয় ও খাদ্যে বৃদ্ধি। গরম পানীয়ে উপশম। যাহা খায় তাহাই বমি করে। জড়ায়ু প্রদেশে জ্বালা সংযুক্ত জড়ায়ুর ক্যান্‌সার। তলপেটের উপরদিকে হুল ফোটান অথবা কিছু বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় ব্যথা। মুখ ও গলার শুষ্কতা সহ পিপাসা। তিক্ত, ক্ষতকর, জ্বালাযুক্ত কটা অথবা কাল বর্ণ স্রাব। শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক। তাড়াতাড়ি জীর্ণ শীর্ণ হওয়া। নড়া চড়ায় এবং মধ্য রাত্রে বৃদ্ধি।

অরাম্। নাসিকা এবং ওষ্ঠের ক্যান্‌সার। জিহ্বা ফুলা এবং শক্ত। জিহ্বায় ক্ষত এবং নিশ্বাসে দুর্গন্ধ। জড়ায়ুর কাঠিন্য এবং নির্গমণ। কোনস্থান থেত্‌লাইয়া গেলে যেরূপ ব্যথা হয় সেইরূপ ব্যথা। পূঁয সবুজবর্ণ দুর্গন্ধি এবং ক্ষতকর। সর্ব্বদাই আত্মহত্যার ইচ্ছা। তালু এবং নাকের হাড়ের অথবা পদের ক্যান্‌সার। পাকস্থলীর ক্যান্‌সারের শেষ অবস্থায় এই ঔষধ উপযোগী (cancer in stomach in last stage, when these are only some subjective symtoms)।

অষ্টারিয়স্-রুবেন্স (Asterias Rubens)। স্তনের ক্যান্‌সার। স্তনের বোটাটী ডুবিয়া যায়, উহার চতুর্দ্দিকের চামড়া মসৃণ দেখায় এবং স্তনের সঙ্গে আঁটিয়া যায়। কালশিরাবৎ লাল দাগ, উহাতে

ক্ষত হয় এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ রসানি স্রাব হয়। ক্ষতের ধার শক্ত, পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা উলটিয়া যায়। বক্ষস্থলের চর্ম্ম ফুলিয়া উহাতে ব্যথা হয়। বগলের গ্রাণ্ড ফুলিয়া শক্ত গ্রন্থিযুক্ত হয়। অর্ব্বুদটিতে রাত্রিকালে ছুরিকাদ্বারা কাটার ন্যায় ব্যথা।

বেলেডোনা। কঠিন অর্ব্বুদ। ক্যান্সারের ক্ষত হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে জ্বালা করে। ক্ষতের অধোদেশে কাল রক্তের নালড়ী। অল্প পূঁয। বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। ইউট্রাসের ক্যান্সারের প্রথম অবস্থায় স্থানটী ফুলা এবং ভার অনুভব। পৃষ্ঠে ব্যথা এবং রক্তযুক্ত রসানি স্রাব। গ্রাণ্ডের স্ফীতি।

বিস্মাথ। পাকস্থলীর ক্যান্সার। জ্বালা, হুলবিদ্ধ অথবা গেঁটেধরার মত ব্যথা। পাকস্থলী অন্নানাস্থির (কট্যাস্থি) শীর্ষস্থান পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। নাভি এবং দক্ষিণদিকের নীচের পাঁজরার হাড় (lower ribs) এই উভয়ের মধ্যস্থলে, শক্ত ঢেলাপনা। পেটভরিয়া আহার করিলে কোনও কোনও দিন সমস্তদিনই অধিক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বমন হয়। তরল বমিও হয়।

ব্রোমিয়ম্। স্তনের ক্যান্সার। ঋতুস্রাব বন্ধ। বিষণ্ণভাব। স্তন হইতে বগল পর্য্যন্ত সূচ ফুটান বেদনা। চাপ সহ্য করিতে পারে না। দক্ষিণ স্তনের শক্ত এবং বন্ধুর (uneven) অর্ব্বুদ এবং উহার চতুর্দ্দিকে ছুরিকাবিদ্ধবৎ ব্যথা। গ্রাণ্ডের ফুলা এবং কঠিনতা।

বিউফো। স্তনের ক্যান্সার। জড়ায়ুর ক্যান্সার। মনে হয় যেন জড়ায়ু-স্ফীত হইতেছে, উহাতে জ্বালাযুক্ত ব্যথা অথবা খিলধরা। কাটিয়া ফেলার ন্যায় তীক্ষ্ণ ব্যথা। লসিকা বাহিনী নাড়ির লালবর্ণ স্ফীততা। দুর্গন্ধি পূঁয পূর্ণ লিউকোরিয়া। প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত অথবা অদৃশ্য ক্যান্সার। কঠিন অর্ব্বুদ।

কার্ব্ব-এনি। ধাতু বিকৃতির সম্পূর্ণ আবির্ভাব। কপালে ক্যানসারের পূর্ব্বলক্ষণ স্বরূপ কঠিন অর্ব্বুদ। দীর্ঘনিশ্বাস লইলে উদরোর্দ্ধ দেশের কলইড ক্যান্সারে (অর্থাৎ যে ক্যান্সার হইতে আঠার মত রস নির্গত হয়) হঠাৎ সামান্য বেদনা করে। পাকস্থলীতে নখাঘাত এবং আঁকড়িয়া ধরার মত ব্যথা।

ঋতুস্রাবের সময় উরু প্রদেশে, কোমরে এবং কটিতে শীতলতাসহ উগ্র চাপ লাগা এবং হাই তোলা। পাকস্থলীর উর্দ্ধদিকে দুর্ব্বল ও খালি খালি বোধ। মুখে জল উঠা, তিক্ত আস্বাদ, সঙ্কোচন ভাব ও আক্ষেপিক জ্বালা।

স্তনের কঠিন ক্যান্সার, নীলাভ কদর্য্য লোলচর্ম্ম অথবা চর্ম্মে লাল দাগ সমূহ। বগলের দিকে জ্বালা ও টানিয়া ধরার মত অনুভব। বগলের গ্লাণ্ড শক্ত।

কষ্টিকাম্। চুলকানি এবং টাটানি সহ ওষ্ঠের ক্যান্সার। উহাতে ক্ষত হইলে তীব্র জ্বালাযুক্ত ব্যথা। রক্তযুক্ত অথবা সবুজ অথবা ক্ষতকর অথবা পাতলা জলের মত এবং হলুদ পূঁয। রোগী পাকস্থলীর উপর পরিধেয় কাপড়ের ঘর্ষণ সহ্য করিতে পারে না। সামান্য পরিমাণ লঘু আহার্য্য বস্তুও পাকস্থলীতে কাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা জন্মায়।

চেলিডোনিয়াম্। ক্যান্সারের পুরাতন প্রসারিত গলিত ক্ষত। পাকস্থলিতে নখবিদ্ধবৎ অথবা খোচানির ন্যায় বেদনা। পাকস্থলীতে উষ্ণভাব সহ বমির ভাব। পাকস্থলীতে জ্বালা।

ক্যালকেরিয়া-ফস্। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির ক্যান্সার।

ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর। স্ত্রীলোকের স্তনে গাইট গাইট, শক্ত শক্ত গ্লাণ্ড সমূহ। চোয়ালের হাড় ফুলা এবং শক্ত।

চিমাফিলা (Chemaphila)। স্তনের অর্ব্বুদ। লিম্ফ্যাটীক গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি।

ক্লেমেটিস্। স্তনের ক্যান্সার। স্কন্ধে এবং গ্লাণ্ডে সূচ ফোটান ব্যথা। শুক্লপক্ষে অত্যন্ত বেদনা।

জড়ায়ুর নরম অর্ব্বুদ। উর্দ্ধগামী কাটিয়া ফেলার মত ব্যথা এবং ক্ষতকারক লিউকোরিয়া। নিশ্বাস লইলে এবং প্রস্রাব করার সময় বৃদ্ধি। অণ্ডকোষ শক্ত।

সিস্টুস্। নীচ ওষ্ঠের রক্তস্রাবী ক্যান্সার। মুখমণ্ডল, মুখমধ্য এবং নাসিকার লুপস্ একজিডেন। রজঃলোপ সহ স্তনের ক্যান্সার। গণ্ডমালা জনিত গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধিসহ পুরাতন সর্দ্দি।

কোনিয়াম্। দুর্গন্ধযুক্ত রসানিস্রাবসহ ক্ষত হইতে রক্তস্রাব। কতকাংশ গ্যাংগ্রিনে পরিণত হওয়া। হাড়ের অদৃশ্য ক্যানসার। গ্লাণ্ড সমূহের

ক্যানসারের মত ফুলা এবং কঠিনতা। ওষ্ঠের নসিকা পেশী থেতলাইয়া যাওয়ার পর উহা শক্ত হওয়া। বংশীবাদকদের বংশীর চাপ লাগিয়া ওষ্ঠে ক্যানসার। মুখমণ্ডল এবং ওষ্ঠের ক্যানসার। প্রসারিত ক্ষত।

পাকস্থলী হইতে পৃষ্ঠদেশের মধ্যদিয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত সঙ্কোচকর এবং পেঁচে ধরার ন্যায় বেদনা সহ পাকস্থলীর ক্যানসার। পাকাশয়ের নিম্নদিক স্ফীত। মেসেন্টারিক গ্রাণ্ড ফুলিয়া যাওয়ায় তলপেটের কঠিণতা। ছুরিকারদ্বারা কর্ত্তনবৎ ব্যথা সহ ডিম্বকোষের কঠিণতা এবং প্রসারণ, অথবা জড়ায়ুর স্কন্ধ দেশের জ্বালাকর হুলবিদ্ধবৎ এবং তীরবিদ্ধবৎ বেদনা; উহার কঠিণতা এবং হাজাকর লিউকোরিয়া।

স্তনের কঠিণ ক্যান্সার, তরুন অস্থির মত শক্ত এবং অসমান। তীক্ষ্ণ ব্যথা। স্তন ভারি বোধ। সময় সময় উহাতে চিড়িকমারা বেদনা। বগলের গ্লাণ্ড ফুলা।

হাড়ের অদৃশ্য ক্যানসার। থেতলাইয়া যাওয়া অথবা পেষিত হওয়ার মন্দ ফল। শক্ত অর্ব্বুদের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ উপকারী।

ক্রোটালুস্। অত্যন্ত রক্তস্রাবের স্বভাবযুক্ত জিহ্বার ক্যানসার। মুখে পচা ক্ষত, উহা হইতে রক্তযুক্ত লালাস্রাব।

পাকস্থলীর ক্যান্সার, উহা হইতে অত্যধিক রক্তস্রাবঅথবা চটচটে কিংবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন।

জড়ায়ুর ক্যানসার, নরম অর্ব্বুদ, সাংঘাতিক মাংসার্ব্বুদ। ফুলকপির ন্যায় উপমাংস। এই সমস্ত হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাবের স্বভাব।

কণ্ডুরাঙ্গ (Condurango)। দৃশ্যমান ক্যানসার এবং ক্যান্সারের ন্যায় ক্ষতে উপকারী। এই ঔষধে বেদনার তীব্রতা হ্রাস করে। কঠিন অর্ব্বুদে এই ঔষধে কোনও উপকার হয় না। চক্ষের নীচের পাতায় এবং নাসিকার বামদিকের বহিস্ত্বকের ক্যানসার। ওষ্ঠের কারসিনোমা। অপরিস্কার নালী ক্ষত, উহার চতুর্দ্দিকে কঠিণ এবং ফুলা, উহাতে জ্বালাকর বেদনা এবং ওষ্ঠ উলটান। মুখের কোণে বেদনা দায়ক ফাটা। চিবুকের ক্ষত। চিবুকে ঢেলার (Lumps আকৃতি। জিহ্বার ক্যান্সার, পাকস্থলীর ক্যানসার, উহাতে অত্যন্ত বেদনা, বমি। কঠিন গ্রন্থিযুক্ত পাকাশয়ের নিম্ন দিকের মুখে

অত্যন্ত স্ফীতি। সম্পূর্ণ ক্ষুধা শূণ্যতা, শীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধ। স্তনের কঠিণ অর্ব্বুদ, স্তনের বোটা দাবিয়া যায়। চর্ম্ম কোচকান এবং বেগুনি বর্ণের। ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ কসানি ঝড়া। অধিক শ্রাব পরা।

কিউরেয়ার। শরীরের নানাস্থানের সাংঘাতিক ক্ষত। গণ্ডস্থলের ক্যানসার, উহা শীঘ্র আরোগ্য হইতে চায় না এবং সহজেই গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়।

জড়ায়ু মুখের কানেল আকৃতি ক্ষত, উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষয়কর রসানি স্রাব হয়। যোনি কপাট এবং উরুতে বেদনা। জড়ায়ুতে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

ইউক্যালিপ্‌টাস্‌। ক্যানসারের স্রাব হইতে যে দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহা নষ্ট করার জন্য ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ উভয়েই উপকার হয়।

ইল্যাপস্‌-কো (Elapscoral)। জড়ায়ুর ক্যানসার। মনেহয় যেন জড়ায়ুর মধ্যে কিছু ফাটিয়া গেল (Something burst in the womb)। ইহার পর প্রস্রাব করিতে চেষ্টা করিলেই ক্রমাগত তীব্রবেগে মলিনবর্ণ অত্যধিক, মধ্যে মধ্যে জমাট রক্তস্রাব হয়। যোনির চুলকানি।

কেরম্‌-ফস্‌। ক্যান্‌সারের অত্যধিক বেদনা এই ঔষধ সেবনে নিবারিত হয়।

গলিয়ম্‌-এপারিস্‌ (Galium Apar। চতুর্দ্দিকে গাঁইটযুক্ত এপিথেলিওমা, উহা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়।

গ্রাফাইটিস্‌। যোনিতে ব্যথা এবং উষ্ণতা। লিম্ফাটিক ভেসেল্‌ এবং শ্লেষ্মা গহ্বরের স্ফীততা। জড়ায়ুগ্রীবা শক্ত এবং স্ফীত, উহাতে ফুলকপির মত উপমাংস এবং শয়রোগের গুটিকা। শয্যা হইতে উঠিলে তলপেটে অত্যন্ত ভার বোধ। দুর্ব্বলতার জন্য মূর্চ্ছা হইতে চায় এবং যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। বিলম্বে ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাবের কিছু পূর্ব্বে এবং স্রাব আরম্ভ হইলে ব্যথার বৃদ্ধি। কাল, দুর্গন্ধযুক্ত, ঢেলা ঢেলা রক্তস্রাব। তলপেট হইতে উরু পর্য্যন্ত সূচ ফুটান ব্যথা। কোষ্ঠবদ্ধ। গায়ের রং কাল। বিষন্ন এবং উৎকণ্ঠিত চিত্ত। ডিম্ব-কোষ সংক্রান্ত রোগে সর্ব্বদাই এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

হিপার-সলফ্‌। ক্যান্‌সারের ক্ষতে ক্ষয়কর বেদনা, সামান্য স্পর্শে

উহা হইতে রক্ত স্রাব হয়। শরীরের চর্ম্ম এবং রং পীতবর্ণ (yellow skin and complexion)। মুখের চতুর্দ্দিকে, ওষ্ঠ এবং চিবুকে ফুস্কুড়ী উঠিয়া ঐগুলি তাড়াতাড়ি বিস্তারিত হয় এবং ক্যান্সারের ক্ষতে পরিণত হয়। সামান্য আহারেই পাকস্থলীতে ভার বোধ এবং মৃদু বেদনা।

স্তনে ক্যান্সারের ক্ষত, উহার ধারে জ্বালাকর হুলবিদ্ধবৎ বেদনা। অত্যন্ত অধিক অথবা সামান্য পূঁয, উহাতে পুরাতন পণিরের ন্যায় গন্ধ।

হাইড্রাস্টীস। কঠিন ক্যান্সার। চর্ম্ম বিচিত্র, কোচকান এবং শরীরের সঙ্গে আঁটা। কাটিয়া যাওয়ার মত বেদনা। ক্যান্সারে ক্ষত হওয়ার পরও শরীরের পুষ্টিসাধনের সহায়তা করিয়া এই ঔষধে উপকার হয়।

স্তনের কঠিন কর্কট রোগেই এই ঔষধে অধিক উপকার হয়। এপিথেলিওমা, গুহ্যদ্বার এবং পাকস্থলীর ক্যান্সার। জলসহ দুগ্ধ ব্যতীত আর যাহা খায় তাহা বমি হইয়া উঠিয়া যায়। পাকস্থলীতে বেদনা। শরীরের শীর্ণতা।

ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে জড়ায়ুর এপিথেলিয়াল্ ক্যান্সার রোগে উদরের উর্দ্ধদিকে শূন্যতানুভব এবং চলাফেরার পর হৃদকম্প লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এই ঔষধের মাদারটীংচার অলিভঅয়েলের সঙ্গে এই রোগে বাহ্যিক ব্যবহারে উপকার হয়।

আর্সেনিক-আইওড্। বাম বগলের গ্রাণ্ড ফুলিয়া শক্ত হয় এবং একটী ডিম্বাকৃতি ধারণ করে, এবং উহা হইতে রস ক্ষরণ হইয়া কটা বর্ণের শক্ত মামড়ী পড়ে; উহাতে বেদনা এবং স্পর্শাণুভবকতা। বামদিকের স্তনও ফুলিয়া শক্ত হয় এবং বেদনা করে। যোনিদ্বার ফুলিয়া যায় এবং উহা হইতে পীতবর্ণ ক্ষতকর রক্তমিশ্রিত প্রদর স্রাব হয়। প্লীহা এবং যকৃতের অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং উদর শক্ত হইয়া যায়। জ্বর, পিপসা এবং নিশা ঘর্ম্ম।

আইওডিয়াম। প্রত্যেকবার মলত্যাগের সময় জড়ায়ু হইতে রক্তস্রাব তৎসঙ্গে তলপেটে কাটিয়া যাওয়ার মত অনুভব এবং কোমর ও কটিতে বেদনা। ঋতুস্রাবের সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ উপর তলায় উঠার সময়। বহুদিন হইতে জড়ায়ু হইতে রক্তস্রাব হয়। স্তন ঝুলিয়া পড়া এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া। বাহ্যিক তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি। সমস্ত অবয়বের শীর্ণতা এবং শক্তি হীনতা।

আহারের পরই অত্যন্ত বমি। পাকস্থলীতে নাড়ীর স্পন্দন। জড়ায়ুর কঠিন ক্যান্সার। পীতবর্ণ এবং ক্ষয়কর প্রদর।

ক্যালি-সিয়ানেটাম্ (kali cyau)। জিহ্বার ক্যান্সার, উহার ধার গুলি কঠিন, উন্নত এবং গ্রন্থিযুক্ত। কথা বলিতে কষ্ট এবং যাহা বলে তাহা অস্পষ্ট। ব্যথার জন্য চিবাইয়া খাইতে পারে না।

ক্যালি-মুর। ওষ্ঠের এপিথেলিওমা। মুখের ঘায় চিবুক ছিদ্র হইয়া যায় এবং মুখমণ্ডলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা হয়। ক্ষয়কর এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব। ধাতুবিকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হস্ত কম্প।

ক্যালি-ফস্। ক্যান্সারে বেদনা এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ। বর্ণ বিকৃতি।

ক্যালি-সল্ফ। এপিথেলিওমা। শরীরের চর্ম্মের ক্যানসার, উহা হইতে পাতলা পীতবর্ণ স্রাব নিঃসরণ হয়।

ক্রিয়োজোট। যোনিতে সূচ ফুটান ব্যথা। যোনিকপাটের ভিতর এবং বাহির ফুলা এবং জ্বালাযুক্ত। প্রথমে পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইয়া অধিক পরিমাণ মলিন চাপ চাপ রক্ত অথবা তীব্র রক্তযুক্ত কসানি স্রাব হয়। রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি। বিছানা হইতে উঠিলে মূর্চ্ছা। ঋতুস্রাবের সময়ে সর্ব্বদাই শীত শীত ভাব। শরীরের রং কাল। মেজাজ বিষন্ন এবং খিটখিটে। ফুলকপির ন্যায় গ্যাজ উঠা। চিন্তাকুল, অত্যন্ত শীর্ণতা এবং নিদ্রাহীনতা। পাকস্থলী আঁটিয়া ধরার মত অনুভব। আটিয়া কাপড় পড়িতে পারে না। আমাশয়ের বামদিকে বেদনা বিশিষ্ট কঠিন স্থান। জড়ায়ুর ক্যান্সারের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ। ভগাধর এবং ভগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্পর্শানুভব এবং যাতনা। জড়ায়ু গ্রীবায় ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা এবং কণ্ডুয়ন। নাসিকার উপরে এপিথেলিয়া ক্যান্সার। পাকস্থলীর উৎকট কঠিণতা।

ল্যাকেসিস্। কৃষ্ণ কর্কট রোগ, শিরিষবৎ স্রাবযুক্ত ক্যানসার, মস্তিষ্কের ন্যায় কোমল ক্যানসার (Melanotic, colloid and Neephalotic cancer)। ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ কলতালি স্রাব এবং উহাতে স্পর্শানুভবকতা। রক্ত মলিন এবং উহা জমাট বান্ধে না। উগ্র জ্বালা, গ্যাংগ্রিন যুক্ত স্থান সমূহ। নিচের ওষ্ঠের ক্যান্সার উহা শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং উহা হইতে রক্তস্রাব হয়।

পাকস্থলীর ক্যান্সার। উদরোর্দ্ধে স্পর্শানুভবকতা এবং কামড়ানি। আহারে নিবৃত্তি এবং খালিপেটে বৃদ্ধি।

স্তনের ক্যানসার। ছুরিকাবিদ্ধবৎ ব্যথা, বাম স্কন্ধ এবং বাহুতে সর্ব্বদাই দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি অনুভব। ক্ষত হইলে উহা পচা রক্তের কাল দাগসহ মলিন নীল লোহিত মিশ্রিত আকৃতি ধারণ করে।

জড়ায়ুর ক্যানসার রজঃনিবৃত্তির সময় বর্দ্ধিত হইয়া চরম সীমায় উপনীত হয়। ব্যথা দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হয় এবং অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হইয়া কমিয়া যায়। উগ্র বেদনা, মনে হয় যেন একখানি ছুরিকা পেটে বিদ্ধ হইতেছে। পেটে চাপ দিলে উহার হ্রাস। কাশি অথবা হাঁচি দিলে পীড়িত স্থানে সুঁচফোটার মত বেদনা অনুভব হয়।

ল্যাপিস্-এলবাম্ (Lapis album)। স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত স্ত্রীলোকের স্তন অথবা জড়ায়ুর ক্যানসার। জালা, তীরবিদ্ধবৎ অথবা হুল ফুটান ব্যথা। যে পর্য্যন্ত ক্যানসারে ক্ষত না হয় সেই পর্য্যন্ত এই ঔষধ উপযোগী।

লাইকোপোডিয়াম। নীচ ওষ্ঠ ফুলা এবং উহার লালবর্ণ কিনারায় বড় ক্ষত। হৃদপ্রকোষ্ঠের ক্যানসার, পান আহারের পর মলিন সবুজবর্ণ পদার্থ বমন। পকাস্থলী ও তলপেট ফুলা এবং উহাতে গুড়্ গুড়্ অথবা হড়্ হড়্ শব্দ করা। পিত্ত, পূঁয এবং চাপ চাপ রক্ত বমন। কুক্ষিপ্রদেশে পত্তর দিয়া টানিয়া ধরার ন্যায় অনুভব। শীর্ণতা এবং দুর্ব্বলতা।

স্তনের স্কীরস্। সূঁচ ফোটান অথবা আঁকড়িয়া ধরার মত বেদনা। বেদনার জন্য রোগিণী কাঁদে এবং বেড়াইয়া বেড়ায়, একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

মার্কিউরিয়স্। ক্যান্সারের ক্ষতে তীক্ষ্ণ ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা, উহা তাপ অথবা ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম হয় না। ক্ষত বিস্তারিত হইতে থাকে, উহা স্পঞ্জের ন্যায় নরম, ক্ষত ও বেদনা যুক্ত; উহা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়। ক্ষতের ভিতরে গর্ত্তপনা। সমস্ত নাক অথবা উহার অগ্রভাগ ফুলিয়া বেদনা এবং প্রদাহ হইয়া ক্যান্সারে পরিণত হয়। পূঁয পাতলা কলতানির ন্যায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

মেজেরিয়ম্। পাকস্থলীর ক্যান্সার। জালাযুক্ত এবং করকর

বেদনা। অত্যন্ত শীর্ণতা। মুখমণ্ডলের পেশী ঢিলা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। মনে হয় যে আহার্য্য বস্তু অধিক সময় হজম হয় নাই। সর্ব্বদাই চকোলেট রংয়ের পিত্ত বমন হয় এবং উহাতে গলাভ্যন্তরে জ্বালা করে। রক্ত বমন। অত্যন্ত বমনোদ্রেক, মনে হয় যেন জীবন বাহির হইয়া যাইবে। নিদ্রাহীনতা এবং অবসাদ। পাকস্থলীতে শক্ত পিণ্ডাকার বস্তু। চিত্তের উদ্বেগ। কোষ্ঠবদ্ধ।

মিউরেক্স। জড়ায়ুর কারসিনোমা। অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা। কোনও ধারাল অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিতেছে, জড়ায়ুতে এইরূপ বেদনা। জড়ায়ুতে ছুরিকাবিদ্ধবৎ দপ্‌দপানি ব্যথা। ঝাঁজাল স্রাব, উহাতে স্ত্রী জননেন্দ্রিয় এবং উরুদ্বয় স্ফীত এবং কাঁচা হইয়া যায়, চুলকায় ও জ্বালা করে। উদরে যেন কিছু নাই এইরূপ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। অত্যন্ত চিত্তোন্মত্ততা।

মিউরিয়েটিক্‌-এসিড। জিহ্বার ক্যান্‌সার। গভীর ক্ষত, উহার তলা কাল এবং ধার উলটান। জিহ্বার ধার শক্ত ঢেলাপনা, উহা ক্ষতে পরিণত হয় এবং তজ্জন্য কথা বলিতে কষ্ট হয়।

ন্যাট্রম্‌-কার্ব্ব। জড়ায়ুর গ্রীবা কঠিন হয় এবং উহার মুখ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিম্নোদর জননেন্দ্রিয়ের দিকে চাপিয়া আসে তাহাতে মনে হয় যেন সমস্ত বহির হইয়া পড়িবে। রৌদ্র তাপে এবং মানসিক পরিশ্রমে মাথা ধরা। অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং উদ্বেগ।

নাইট্রিক-এসিড্‌। নিম্ন চোয়ালের লসিকা গ্রন্থি (Submaxillary gland) ফুলিয়া কঠিন হয় এবং উহাতে বেদনা হয়, অবশেষে উহা কর্কট রোগে পরিণত হয়। পাকস্থলীতে জ্বালা অনুভব হয়। উপদংশ বিষ এবং পারদ দোষ সংযুক্ত ধাতু। মূত্রে অশ্ব মূত্রের ন্যায় গন্ধ। মধ্যরাত্রের পর যন্ত্রনার বৃদ্ধি। জড়ায়ুর ক্যান্‌সারে কুচ্‌কীর প্রান্তে সহানুভূতিক ব্যথা। অনবরত উদ্গার সহ তল পেটে খিল ধরার মত ব্যথা, উহাতে মনে হয় যেন তলপেট ফাটিয়া যাইবে। পৃষ্ঠ হইতে উরু পর্য্যন্ত নামিয়া যায় এইরূপ ব্যথা সহ অতিশয় চাপানুভব, বোধহয় যেন ভগ হইতে সকল বাহির হইয়া পড়িবে।

নক্স-ভমিকা। উন্নত কিনারা যুক্ত মলিন লালবর্ণ ক্ষত। কপালের উপরে বেদনাযুক্ত ছোট স্কিরস্ টিউমার। টক্ গন্ধ শ্লেষ্মা এবং কাল জমাট রক্ত বমন।

নুফার (Nuphar)। ভারতবর্ষে এই ঔষধে কতকগুলি ক্যান্সার রোগী আরোগ্য হইয়াছে। ইহার ব্যবহার পরীক্ষাসিদ্ধ কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত নহে।

ফস্ফরাস। নিম্নোদর স্পর্শে বেদনা। পাকস্থলীতে অবিরত বিবমিষা এবং পূর্ণতা। সামান্য পরিমাণ জলপান অথবা আহারের অব্যবহিত পরে টক্ এবং দুর্গন্ধ জল, কালী এবং কাফিচুর্ণের ন্যায় জলীয় পদার্থ বমন। অন্ত্রে কর্তনবৎ বেদনা। আহারের পর অধিক পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ। নিম্ন উদরের স্ফীততা। নিম্ন উদরে উচ্চ গল্‌গল্ শব্দ। রক্ত বমন। অতিশয় শীর্ণতা।

জড়ায়ুর ক্যান্সার। উহা হইতে অধিক পরিমাণ রক্ত আপনা আপনি নির্গত হইয়া কিছুক্ষণ অথবা কয়েকদিবস বিরাম দেয়। পৃষ্ঠ-দেশে উত্তাপ অনুভব।

স্তনের ক্যান্সারের ক্ষত হইতে সহজেই রক্তস্রাব হইলে এই ঔষধে উপকার হয়।

ফাইটোলাক্কা। কঠিন অর্ব্বুদ বিশেষতঃ স্তনের। ওষ্ঠের ক্যান্সার এবং মুখমণ্ডলে ক্যান্সারের ন্যায় দুষ্ট ক্ষত হইলে এই ঔষধ উপকারী।

সিপিয়া। উপাস্থির আকৃতি বিশিষ্ট সন্দেহজনক গুটিকা, উহার আকৃতি কঠিন অর্ব্বুদের মত, উহা হইতে সময় সময় রক্তস্রাব হয় এবং উহার তলা চওড়া।

ওষ্ঠের উপত্বকের ক্যান্সার (epithelial cancer), উহাতে জ্বালা এবং খোঁচা মারা বেদনা।

গুহ্য দ্বারের ক্যান্সার, উহা কঠিন এবং ক্ষত যুক্ত।

জড়ায়ুগ্রীবার কঠিনতা, ক্ষত এবং রক্তাধিক্যতা। তলপেটে কর্তনবৎ বেদনা এবং জড়ায়ুতে চাপ বোধ; মনেহয় যেন সমস্ত ভগ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

সাইলিসিয়া। নাসিকার শুষ্কতা এবং বেদনা। উপরোষ্ঠ এবং

মুখমণ্ডলে কঠিন অর্ব্বুদ। অবিরাম বিবমিষা এবং বমন বিশেষতঃ জল পানের পর। আমাশয় গহ্বরে অনুভবাধিক্য। বিমর্ষ।

জড়ায়ুর ক্যান্সার। নিয়মিত সময়ের মধ্যভাগে রক্তস্রাব এবং বারবার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হওয়ার আতিশয্য।

জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বের ক্যান্সারের মত ক্ষত, উহাতে জিহ্বা খাইয়া যায় এবং উহা হইতে অত্যন্ত পূঁয স্রাব হয়। করাতের দাঁতের ন্যায় ক্ষত, উহার তলা ধূসর বর্ণ এবং উহাতে গণ্ডস্থল খাইয়া যায় এবং ক্ষতের চতুর্দ্দিকে শক্ত হইয়া গণ্ডস্থলে ছিদ্র হওয়ার আশঙ্কা হয়। পিড়িত স্থানের অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ।

স্পাইজেলিয়া। গলনলী, পাকাশয়ের নিম্নদিকের মুখ অথবা সরলান্ত্রের ক্যান্সার (cancer of oesophagus, pylorus or rectum)। পৃষ্ঠ হইতে তীরের মত উরুদেশ পর্য্যন্ত নামিয়া যায় এরূপ অবিরাম উৎকট ঠেলা মারা বেদনা সহ ঐ সমস্ত স্থানের নালীর ছিদ্র অপরিসর করিয়া তোলে।

জড়ায়ুর ক্যান্সার। সমস্ত বস্তিকোঠরে (pelvic region) চাপ এবং ব্যথা হইয়া উহা সমস্ত অঙ্গে ধাবিত হয়। স্ত্রী অঙ্গে জ্বালাযুক্ত তাপ, গুরুত্ব এবং প্রচাপনের ন্যায় অনুভব।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। ওষ্ঠদ্বয়, জ্বালাযুক্ত বেদনা সহ ক্ষত এবং মৃতচর্ম্মে পরিপূর্ণ। গণ্ডস্থলের ভিতরের দিকে বেদনা যুক্ত আঁচিল অথবা আব। শীতাঙ্গ (Scurvey), উপদংশ অথবা পারদ সেবনের মন্দফল।

ট্যারেণ্ট লা-কিউব্যানা। ক্যান্সার অথবা কার্ব্বঙ্কলে নিদারুন ব্যথা, যখন উহার তলদেশ মলিন অথবা নীলাভ দেখায়। স্তনের কারসিনোমা অর্থাৎ কঠিন অর্ব্বুদ।

সালফর। নিম্ন চোয়ালের ফুলা অথবা ফুলারহিত অবস্থায় বেদনা সহ ওষ্ঠদ্বয়ে মরা চামড়া উঠা এবং জ্বালাযুক্ত বেদনা। উপদংশ এবং পারদ সেবনের মন্দফল।

থুজা। সাইকোসিস্। ফুল কপির ন্যায় উদ্ভেদ। মজ্জা অথবা স্পঞ্জের ন্যায় নরম ক্যান্সার। এপিথেলিওমা প্রথমে কঠিন হইয়া বর্দ্ধিত হয় পরে নরম হইয়া যায়।

জিঙ্কাম। শরীরের যে কোনও স্থানের শক্ত অর্ব্বুদ (Scirrhus) উহাতে মুখমণ্ডলের রং রূপদস্তার ন্যায় হয় (Pewter like hue of the face)। দক্ষিণ গণ্ডস্থল এবং ওষ্ঠদ্বয়ের কঠিন ক্যান্সার। মুখের কোণ ফাটা ফাটা এবং উহাতে লোহিত বর্ণ ক্ষত। মস্তিষ্কের অবসন্নতা এবং অবসাদ।

মোলাস্কাম্। Mollescum.

সমসংজ্ঞা। আব, ফাইব্রোমা (fibroma)।

ইহা শরীরের স্থানে স্থানে পিনের মাথার ন্যায়, মটরের ন্যায় অথবা ডিম্বের ন্যায় গোলাকার টিউমারের আকৃতিতে প্রকাশ পায়। কাহারও শরীরে একটী মাত্র এবং কাহারও শরীরে বহু সংখ্যক প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা শরীরে প্রকাশ পাওয়ার সময় কোনও রূপ প্রদাহ কি যন্ত্রনা হয় না কিংবা রোগী কোনও রূপ অসুস্থতা বোধ করে না। এই সমস্ত টিউমারে গাত্র চর্ম্মের বর্ণই বিদ্যমান থাকে, তবে কখনও কখনও একটু লাল বর্ণ ধারণ করে। ইহার কোনও কোনও টিউমার দুইটী অঙ্গুলীর মধ্যে রাখিয়া চাপ দিলে উহা হইতে পনিরের ন্যায় একপ্রকার মেদময় পদার্থ বাহির হয়।

এই পীড়া সাধারণতঃ মুখমণ্ডল, গ্রীবা, বক্ষস্থল, পৃষ্ঠ বিশেষতঃ উহার উপর দিকে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, মাত্র একটী অথবা বহু সংখ্যক ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া, বহু সপ্তাহ অথবা বহু মাস ব্যাপিয়া, প্রকাশ পাইতে থাকে।

টিউমারগুলি একটী নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত হইয়া, কোনও অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ঐ ভাবে থাকিয়া, অবশেষে কোঁচকাইয়া গিয়া, একটী ঢিলা চর্ম্মের পাড়ের ন্যায় শরীরে থাকিয়া যায়।

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই এই পীড়া হয়। সাধারণতঃ ইহা বাল্যাবস্থায় শরীরে প্রকাশ পাইতে থাকে। বাল্যাবস্থায় টিউমারের সংখ্যা অল্প থাকে এবং উহাদের আকৃতিও ক্ষুদ্র থাকে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে

উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং উহারা আকারে বড় হইতে থাকে। সাধারণতঃ যুবতী স্ত্রীলোকদের, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়, এই পীড়া অধিক হয়, কিন্তু কখনও কখনও অধিক বয়স্ক পুরুষদেরও এই পীড়া হইতে দেখা যায়। অধিক বয়সে এই পীড়া হইলে রোগীর শরীরে প্রায়ই মাত্র একটী টিউমারই হয়, কিন্তু আকারে বৃহৎ হয়।

এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ এইক্ষণও ঠিক হয় নাই, তবে ইহা কুলজ ব্যাধি বলিয়া কথিত হয় কারণ পুরুষানুক্রমে এবং একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তির এই পীড়া হইতে দেখা যায়, কিন্তু কোন্ মৌলিক পদার্থ হইতে ইহা এইরূপে সংক্রামিত হয় তাহা জানা যায় নাই। যাহাদের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি দুর্ব্বল তাহাদেরই এই পীড়া হইয়া থাকে অনেকে বলেন, আবার কেহ কেহ বলেন যাহাদের এই পীড়া হয় তাহাদের স্বভাবতঃই মানসিক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে কারণ তাহারা অন্য লোকের নিকট যাইতে লজ্জা বোধ করে এবং মানসিক অশান্তিতে কালাতিপাত করে।

এই পীড়া চিনিতে কোনও অসুবিধা হয় না কারণ ইহাতে কোনও প্রদাহ কি বেদনা থাকে না।

ইহাতে জীবনের কোনও ক্ষতি করে না তবে ইহা শরীরে থাকিয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া রোগীর জীবন অশান্তি পূর্ণ করিয়া তোলে। আমাদের চিকিৎসায় দুইটী শিশুর এই পীড়া হোমিও-প্যাথিক ঔষধ আভ্যন্তরিক সেবনে আরোগ্য হইয়াছে।

লক্ষণ ভেদে নিম্নলিত ঔষধ উপকারী।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ব্রায়োনিয়া ব্রোমাইন্, ক্যাল্-আরস্, লাইকোপোডিয়াম, ক্যালি-আইওড্, ন্যাট্রম্-মুর, পটাস্-আইওড্, সাইলিসিয়া, টিউক্রিয়ম্, থুজা।

জট।

সমসংজ্ঞা। জটুল, যতুক, জতুমণি, নিভস (Naevus)।

চর্ম্মের রক্তবহা নাড়ী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অল্প পরিমাণ উচ্চ হইয়া জট জন্মে। ইহা শীরা বা ধমণীর বর্ণানুসারে কখনও বেগুনি কখনও লালবর্ণ ধারণ করে। পীড়িত স্থানে লম্বা মোটা চুল জন্মে।

অনেকের মতেই, গর্ভের প্রথম অবস্থায় এইরূপ জট দেখিয়া, মাতার মনে গাঢ় ছাপ পড়ায়, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই উহার শরীরে জট জন্মে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছু পর উহা সন্তানের শরীরে প্রকাশ পায়। এই কারণেই অনেক স্ত্রীলোকের গর্ভস্থ সন্তান বিকলাঙ্গ এবং বিকৃত আকার ধারণ করে।

সাধারণতঃ এই পীড়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

১। **তিল (Mole)।** এই জাতীয় পীড়ার সঙ্গে সকলেই পরিচিত এবং ইহাতে রোগীর কোনও কষ্ট হয় না। সাধারণতঃ বহির্ত্বক এবং যথার্থ চর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী চর্ম্মস্তর গঠনের পরিবর্ত্তন এই রোগ উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য হয়।

২। **শীরাস্ফীতি (Venous aneurisus**। ইহা শীরার সম্মিলন হেতু সীমাবদ্ধ মলিন রক্তবর্ণ দাগ। সচরাচর মুখমণ্ডলের একধারে প্রকাশ পায়। কখনও অল্পস্থান ব্যাপিয়া, কখনও অনেক স্থান ব্যাপিয়া জন্মে। যে পর্য্যন্ত রোগী যৌবনে পদার্পণ না করে সে পর্য্যন্ত ইহা বর্দ্ধিত হইয়া তৎপর একই ভাবে থাকিয়া যায়।

৩। **ধামনিক কৈশিকনলীর স্ফীতি এবং প্রসারণ (Aneurisus and dialatation of the arterial capilaries)।**

এই জাতীয় জটই অতি গুরুতর। রোগীর পরিণত বয়সে ইহা বৃদ্ধি পাইতে পারে, বিশেষতঃ বাহির হইতে যদি কোনও রূপে প্রদাহিত হইয়া উত্তেজিত হয়। এই প্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপ হেতু ইহা হইতে ভয়ানক রক্তস্রাব হইতে পারে। ইহা শরীরের চর্ম্ম হইতে একটু উচুপনা, পরিস্কার ধার বিশিষ্ট হয় এবং ইহার নীচটা শক্তপনা হয়। এই শক্ত টিউমার যাহা চর্ম্ম হইতে উচ্চ দেখা যায় তাহা ভেনাস্ অথবা আর্টারিয়াল শীরা দ্বারা স্থাপিত হয়। ভেনাস্ জাতীয় হইলে ইহার রং গাঢ় নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ এবং আর্টারিয়াল্ জাতীয় হইলে উজ্জল লালবর্ণ হয়।

ইহা অস্ত্র করিয়া উঠাইয়া ফেলিলে পুনরায় জন্মে তজ্জন্য অস্ত্র করিয়া কোনও লাভ নাই।

ডাঃ হেম্পল্ বলেন, ক্রিয়োজোটের এক বিন্দু উগ্র অরিষ্ট ৮০ ভাগ জলের সঙ্গে মিশাইয়া প্রত্যহ ২।৩ বার বাহ্য প্রয়োগ করিলে, উপত্বক উঠিয়া গিয়া জট বিলুপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, ক্রোটন অয়েল লাগাইলে জট বিলুপ্ত হয়।

ক্যাল-কার্ব্ব। শ্লেষ্মা এবং রস প্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির পীড়া।

লাইকোপোডিয়াম্। কৈশিক নলী বিবৃদ্ধিযুক্ত ধামনিক অথবা শীরা সংক্রান্ত টিউমার।

কার্ব্ব-ভেজ। শীরা সংক্রান্ত পীড়া হইতে সামান্য উত্তেজনায় রক্তস্রাব হওয়া।

ফস্ফরাস। শীরা অথবা ধমনী সংক্রান্ত পীড়ায় সামান্য ক্ষত হইলে অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও লক্ষণ অনুসারে ব্যবহৃত হয়।

এসিড-এসেটিক্, আর্সেনিক, বোরাক্স, ক্যাল-ক্লোর, ফেরম্-ফস্, এসিড-ক্লোরিক, হিপার, আইয়ড্, ল্যাকেসিস্, মার্ক, সাইলি, সাল্ফর, থুজা।

থুজার মাদার টিংচার দিবসে ২।৩ বার লাগাইলেও উপকার হয়।

আঁচিল।

সমসংজ্ঞা। ওয়ার্টস্ (**Warts**), ভেরুচি (**Verrucae**), মাষক।

চর্ম্ম কঠিন ও বর্দ্ধিত হইয়া উহার একটী মাত্র প্যাপিলির বিবৃদ্ধি জন্মিলে, উহাকে আঁচিল বলে।

আকৃতি, উৎপত্তির স্থান এবং ইহাদের গতির বৈষম্যতা অনুসারে সাধারণতঃ ইহাকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

১। **ভেরুচা ভলগারিস্ (Verruca Vulgaris)।**

২। **ভেরুচা ডিজিটেটা (Verruca Digitata)।**

৩। **ভেরুচা প্লানা (Verruca Plana)।**

৪। **ভেরুচা ফিলিফরমিস্ (Verruca filiformis)।**

৫। **ভেরুচা একুমিনাটা (Verruca Acuminata)।**

১। **ভেরুচা ভলগারিস্।** ইহা সাধারণ জাতীয় আঁচিল যাহা সদা সর্ব্বদা দেখা যায়। ইহা প্রায়ই হস্তের উপর জন্মে। ইহার আকৃতির বৈষম্যতা থাকিলেও সাধারণতঃ একটী মটরের আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং উহার উপরিভাগ থ্যাবড়া হয়। ইহা উচ্চ, শক্ত কতকটা গোলাকার এবং সীমাবদ্ধ অবস্থায়

প্রকাশ পায়। আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, প্রথমে মসৃণ এবং অপেক্ষাকৃত পুরু উপত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে কিন্তু পরে মসৃণতা দূর হইয়া কতকটা কর্কশ ভাব ধারণ করে। প্রথমে ইহার রং গাত্র চর্ম্মের মতই থাকে কিন্তু পরে ধূসর অথবা হরিৎবর্ণ এবং কখনও কালবর্ণ ধারণ করে। অধিক সংখ্যক রোগীর শরীরে এক সঙ্গে কয়েকটী মাত্র জন্মে, কখনও মাত্র একটী অথবা অনেকগুলি জন্মিতে দেখা যায়। ইহাতে কোনও উপসর্গ অথবা চুলকানী থাকে না উত্তেজিত করিলে অথবা উহাতে চাপ দিলে সামান্য বেদনা হয়। ইহা অধিক সংখ্যক লোকেরই হস্ত এবং অঙ্গুলীতে হইতে দেখা যায় কিন্তু শরীরের অন্যান্য অবয়বেও হইতে পারে। এই জাতীয় আঁচিল পায়ের তলায় হইতে দেখা গিয়াছে। অনেক সময় উহা ঘসায় ঘসায় থেত্‌লাইয়া গিয়া, পায়ের কড়া বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু উপরের চামড়াটা চাছিয়া ফেলিলে সে ভ্রম দূর হয়। পায়ের আঁচিল বিরক্তিকর ও বেদনাদায়ক। মস্তকের চর্ম্মে ইহা জন্মিলে উহা হস্তের অঙ্গুলীর আকার ধারণ করে (Digitate Variety); কখনও কখনও এই জাতীয় একটী বড় আঁচিলের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি আঁচিল জন্মে, তখন এই বড় আঁচিলটাকে "মা আঁচিল" (mother wart) বলে।

২। **ভেরুচা প্লানা** অর্থাৎ থ্যাবড়া আঁচিল। ইহা ছোট মটর অথবা হস্তাঙ্গুলীর নখের আকৃতি হয়। ইহা মধ্য বয়স্ক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মুখমণ্ডল এবং পৃষ্ঠে প্রকাশ পাইয়া থাকে যদিও অল্প বয়স্ক লোকদেরও ইহা হইতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে এই আঁচিল হইলে, উহার রং ময়লা হয়, উহা কখনও কখনও একটু অর্ব্বুদের আকার ধারণ করিয়া, কালচে চকচকে শল্ক দ্বারা আবৃত হয় এবং উহাতে সামান্য কণ্ডুয়ন হয়। উচু জাতীয় তিলের সঙ্গে ইহার কতকটা সাদৃশ্যতা থাকায় ইহাকে ওয়ার্টি মোল (Warty mole) বলে। ইহা মাত্র একটী অথবা অনেকগুলি দূরে দূরে জন্মে। **ভেরুচা প্লানা জুভেনিলিস্** (Verruca Plana Juvenalis) নামক এক জাতীয় আঁচিল আছে, উহারা থ্যাবড়া জাতীয় আঁচিল, তবে প্রথমে উহার উপরটা গোলপনা থাকে। চিবুক, গণ্ডস্থলের নিম্ন-প্রদেশ, কপাল এবং উহার উভয় দিকের চুলের ধার ইহার প্রিয়স্থান। ইহা শিশু-দেরই অধিক হয় তবে কখনও কখনও যুবকদেরও হইয়া থাকে। ইহা অতর্কিত

ভাবে প্রকাশ পাইয়া, আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হইয়া, বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় কিন্তু উহাতে কোনও জ্বালা যন্ত্রণা হয় না।

ভেরুচা ডিজিটেটা (Verruca Digitata)। সাধারণতঃ এই জাতীয় আঁচিল মস্তকে জন্মে এবং ইহার আকার অঙ্গুলী সদৃশ। ইহার দৈর্ঘ্য ¼ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ইহার মস্তক কাটা এবং কখনও কখনও ইহা ভিত্তি-ভূমি হইতেই কাটা অবস্থায় বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ উপরিভাগই কাটা থাকে। যে সমস্ত আঁচিলের ভিত্তিভূমি পর্য্যন্ত কাটেনা তাহাদের নীচটা অথবা গলদেশ সরু হইয়া বৃন্তাকার ধারণ করে। ইহার ভিত্তিভূমি শক্ত এবং শৃঙ্গাকৃতি কিন্তু নীচের অংশ নরম। কোনও রূপ আঘাত পাইলে ইহা হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। ইহার আকৃতি একটী ছোট মটর অথবা উহা হইতে কিছু বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহা একটী অথবা অনেকগুলি জন্মিতে পারে; অনেকগুলি হইলে দলবদ্ধ হইয়া সম্মিলিত ভাবে প্রকাশ পায়।

ভেরুচা ফিলিফরমিস্ (Verruca Filiformis)। সূত্রবৎ আঁচিল। ইহা সাধারণতঃ গ্রীবা, মুখমণ্ডল এবং চক্ষের পাতার উপর জন্মে। ইহা ছোট বড় নানা আকৃতির হয়। বড় গুলি দৈর্ঘ্যে ¼ ইঞ্চি অথবা উহা হইতে কিছু বড় হয়। ইহা একগাছি মোটা সূতা অপেক্ষা অধিক স্থূল হয় না। ইহা নরম এবং নমনীয়, ইহার মাথা ছুচলো অথবা মোচার আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

ভেরুচা একুমিনাটা (Verruca Acuminata)। ইহা এবং কণ্ডাইলোমেটা একই পীড়া তজ্জন্য এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কণ্ডাইলোমেটা শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ পাইবে।

বৃন্তশূন্য আঁচিল প্রায়ই শিশুদের হস্তে উঠিতে দেখা যায়। উহা মাত্র দুই একটি, একসঙ্গে কতকগুলি অথবা দলবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। গুহ্যদ্বার, যোনি এবং লিঙ্গে যে সব আঁচিল উঠে তাহা প্রায়ই উপদংশ রোগ সম্ভূত, যদিও সহজ উত্তেজনা হইতেও উহা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়।

রতিজ (Veneral) আঁচিল পাটল অথবা লাল্‌চে বর্ণের নাড়ীময় মাংসাঙ্কুর। উহা প্রায়ই জননেন্দ্রিয়ে বিশেষতঃ পুরুষাঙ্গ এবং ভগোষ্ঠে জন্মে।

গুহ্যদ্বার, মুখমধ্য, বগল এবং পায়ের অঙ্গুলীর মধ্যেও জন্মিতে পারে। ইহা তাড়াতাড়ী বৰ্দ্ধিত হয় এবং আকৃতিতে বড় হয়। উহা প্রকাশ পাওয়ার অবয়ব অনুসারে শুষ্ক অথবা আর্দ্র হয়। ইহা গণোরিয়া বিষ হইতে উৎপত্তি হইতে পারে কিন্তু কণ্ডাইলোমেটার ন্যায় উপদংশ ধাতুজ্ঞাপক নয়।

আঁচিল উঠার ঠিক কারণ এইক্ষনও আবিষ্কার হয় নাই।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং শরীরের উপরোর্দ্ধের আঁচিল। স্ক্রফিউলাস্ শিশু, স্ত্রীলোক যাহাদের ঋতুবন্ধ থাকে এবং জলো ধাতুগ্রস্থ লোকদের পীড়া, বিশেষতঃ যুবক যুবতীদের পীড়া।

কষ্টিকাম্। নাসিকা, মুখমণ্ডল, চক্ষের ভ্রূ, হস্তের নখ এবং হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগের মাংসল স্থানের পুরাতন পীড়া।

ডালক্যামেড়া। মুখমণ্ডল এবং হস্তের পীড়া। একসঙ্গে অনেকগুলি আঁচিল জন্মে। উহাদের মস্তক সমান এবং দেখিতে স্বচ্ছ।

লাইকোপোডিয়াম্। আঁচিল ফাটা ফাটা এবং মাথায় গর্ত্তপনা।

ন্যাট্রাম-মুর। কাটিয়া যাওয়ার মত ব্যথাযুক্ত পুরাতন আঁচিল। যে সব বালিকা রক্তশূন্যতা ও ঋতু বৈলক্ষণ্যতায় ভোগে, যাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়না এবং অনিয়মিত ভাবে অতি সামান্য ঋতুস্রাব হয় তাহাদের হস্ত এবং অঙ্গুলীর বহুসংখ্যক আঁচিল। যে সব বালক তাড়াতাড়ি বৰ্দ্ধিত হয় এবং যাহাদের রক্তশূন্যতা ও স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতার জন্য বুক ধড়্ ফড়্ করে তাহাদের হস্তের বহু সংখ্যক আঁচিল।

ন্যাট্রম-সলফ্। সর্ব্বাঙ্গে আঁচিলবৎ উচ্চ উচ্চ লোহিতবর্ণ পীড়কা। গুহ্যদ্বার এবং তলপেট ও উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গাঁট গাঁট (knotty) আঁচিল সদৃশ পীড়কা।

নাইট্রিক-এসিড। দুর্গন্ধ রসস্রাবী ফুলকপির আকৃতি আর্দ্র এবং শক্ত আঁচিল। স্পর্শ করিলে রক্ত বাহির হয়।

সিপিয়া। মুখমণ্ডল এবং হস্তের আঁচিল। ক্ষুদ্র, খ্যাবড়া, শক্ত এবং চুলকানি যুক্ত।

কোনিয়াম্। W আকৃতির পুরাতন আঁচিলে টানিয়া ধরার মত ব্যথা।

থুজা। থ্যাবড়া মোচার আকৃতি বিশিষ্ট আঁচিল, কিছুদিন থাকিলেই সহজেই ফাটিয়া যায়। সাইকোসিস্ ধাতুর ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী। গুহ্যদ্বারের এবং বাহুর উপরস্থ আঁচিল। সন্তান প্রসবের পর প্রকাশিত আঁচিল।

এই ঔষধের বাহ্য প্রয়োগেও খুব উপকার হয়।

স্যাবাইনা। লিঙ্গমুণ্ডের আঁচিলে জ্বালাকর বেদনা।

কিলয়েড। Keloid.

সমসংজ্ঞা। কাষ্ঠ চর্ম্ম।

শরীরের কোনও স্থানে আগুনে পুড়িয়া যে ঘা হয়, তাহাতে মাংস বৃদ্ধি হইয়া ঐ স্থান শুকাইয়া স্থূল এবং মসৃণ আকার ধারণ করতঃ ঐ অবস্থায় থাকিলে উহাকে কাষ্ঠ চর্ম্ম বলে। কিন্তু বক্ষ, স্তন, কর্ণ এবং গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে অগ্নিদগ্ধ, অথবা কোনও রূপ ক্ষত না হইয়াও যদি কাষ্ঠ চর্ম্মের ন্যায় দেখায় তবে তাহাই প্রকৃত কিলয়েড্ রোগ। চর্ম্মে টিস্যুর আধিক্যতা হেতু এই রোগ জন্মে।

এই পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করিয়া শরীরে বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে কখনও সামান্য বেদনা থাকে, কখনও থাকেনা ; ইহা ব্যতীত আর কোনও অসুবিধা হয় না। ইহাতে চর্ম্মের বর্ণের সামান্য পরিবর্ত্তণ হয়, আবার কখনও ঘায়ের শুষ্ক দাগের ন্যায় স্বাভাবিক দেখায়।

পুরাতন ঘায়ের দাগের উপর যে পীড়া হয় তাহাকে **অপ্রকৃত** (false) এবং দাগ বিহীন স্বাভাবিক চর্ম্মে যে পীড়া প্রকাশ পায় উহাকে **প্রকৃত** (true) কিলয়েড্ বলে।

ইহা যখন শরীরে অনেকগুলি প্রকাশ পায় তখন উহারা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় এবং প্রায়ই একটা মটর প্রমান হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই থাকে, কিন্তু একটা মাত্র হইলে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আকৃতিতে বৃহৎ হয়। উগ্র পীড়ায় একটী মাত্র কিলয়েড্ অনেক স্থান ব্যাপৃত করে।

ইহা সাধারণতঃ $\frac{1}{8}$ হইতে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি উচ্চ হয় এবং উৎকট পীড়ায় ইহা কয়েক ইঞ্চি উচ্চ একটী টিউমারের ন্যায় দেখায়।

যদিও সাধারণ পীড়ায় কোনও উপদ্রব থাকেনা কিন্তু কোনও কোনও স্থলে উহাতে চুলকানি, স্পর্শানুভব এবং বেদনা থাকে। সাধারণতঃ ইহা বুকের অস্থিতেই জন্মে যদিও কখনও কখনও কাণের ঊর্দ্ধভাগেও হইয়া থাকে। ইহা মুখমণ্ডল, কর্ণ, গ্রীবা এবং শাখাসমস্তে হইতে পারে। সাধারণতঃ ইহা দুই একটী প্রকাশ পায় কিন্তু অনেকগুলিও হইতে পারে।

এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ এইক্ষণও জানা যায় নাই। যাহাদের শরীরে উপদংশ বিষ আছে, তাহাদেরই এই পীড়া হইতে পারে। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে পীড়া পোড়া ঘা, কাটা ঘা, বয়ব্রণ এবং উপদংশের দাগের উপর জন্মে তাহাকে **স্কার কিলয়েড্** (Scar Keloid), **সিকাট্রিক্যাল কিলয়েড্** (Cicatrical keloid), **ফলস্ কিলয়েড** (False Keloid), **স্পিউরিয়াস্ কিলয়েড্** (Spurious Keloid) এবং **সেকেণ্ডারী কিলয়েড্** (Secondary Keloid) বলে। এবং যেগুলি স্বাভাবিক চর্ম্মে প্রকাশ পায় তাহাকে, **ইডিওপ্যাথিক কিলয়েড্** (Idiopathic Keloid), **প্রাইমারী কিলয়েড্** (Primary Keloid), **স্পনট্যানিয়াস্ কিলয়েড্** (Spontaneous Keloid) এবং **প্রকৃত কিলয়েড** (True Keloid) বলে।

ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সব বয়সে হইতে পারে যদিও ২৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই এই পীড়া অধিক হয়। কখনও কখনও এক পরিবারের একের অধিক লোকের এবং কুলদোষ বশতঃ এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

ফ্লোরিক-এসিড্। পুরাতন ক্ষত চিহ্নের আরক্ততা ও কণ্ডুয়ন।

ইহাতে ফ্লোরিক-এসিড্, গ্রাফাইটীস্, নাইট্রিক-এসিড্, স্যাবাইনা, সাইলিসিয়া, আর্সেনিক, কষ্টিকাম, ফস্‌ফরাস্ এবং থ্রাসটগ্ন উপকারী।

গোদ।

সমসংজ্ঞা। শ্লীপদ, এলিফ্যান্টাইটিস্ (Elephantites)।

এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত অঙ্গের চর্ম্ম হাতীর চামড়ার ন্যায় স্থূল ও মলিন বর্ণ হয়। ইহা দ্বারা পুরুষের পদ অথবা অণ্ডকোষ অথবা স্ত্রীলোকের পদ

অথবা ভগোষ্ঠ আক্রান্ত হয়, অথবা এই উভয় অঙ্গই এক সঙ্গে আক্রান্ত হয়। ইহা এক প্রকার কুষ্ঠ রোগ বলিয়া গণ্য হয়।

এই রোগ প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে জ্বর হয়। কয়েক দিবস জ্বর ভোগ করার পর কোমরে ব্যথা হয় এবং লসিকা (lymphatic) ফুলিয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে পদ এবং পায়ের তলা স্ফীত হয়। জ্বর ছাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে শরীরের ফুলা কমিয়া যায় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয় না। ইহার কিছু দিন পর পুনরায় জ্বর হয় এবং পা আদি ফুলিয়া যায়, জ্বর আরোগ্যের সঙ্গে ফুলা কতকটা কমিয়া যায় কিন্তু পূর্ব্ব হইতে একটু অধিক ফুলা থাকিয়া যায়। এই প্রকারে যে পর্য্যন্ত আক্রান্ত অবয়ব উৎকট আকার ধারণ না করে, সে পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরাবধি, অনির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রোগীর জ্বর হইতে থাকে।

শরীরে ফিলারিয়া স্যাঙ্গুইনিস্ (Filaria Sanguinish) নামক কীট জন্মিলে, উহাদের স্ফীতি হেতু প্রদাহ জন্মে এবং তজ্জন্য জ্বর হইয়া এই পীড়ার সূত্রপাত হয়।

এই রোগের দ্বারা পদই অধিক আক্রান্ত হয়, তৎপর জননেন্দ্রিয়। হস্ত, বাহু, মুখমণ্ডলের এক পার্শ্ব এবং চক্ষের পাতা ও অন্যান্য অবয়বও আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগ পদে হইলে সাধারণতঃ একপদ বিশেষতঃ দক্ষিণ পদ আক্রমন করে, কিন্তু স্থায়ী রোগে উভয় পদই আক্রমিত হইতে পারে। কখনও কখনও পা হইতে উরুর অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে।

পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের পীড়ায় সমস্ত জননেন্দ্রিয়টী আক্রান্ত হইতে পারে অথবা কেবল অণ্ডকোষ কিম্বা পুরুষাঙ্গ আক্রান্ত হইতে পারে। ইহার একটী আক্রান্ত হইলেও অন্যটীর আকার বড় হইতে দেখা যায়। মৃদুরোগে আক্রান্ত অঙ্গ অল্প বৃদ্ধি পায় কিন্তু উগ্র জাতীয় রোগে পীড়িত অঙ্গ অতি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। একটী রোগীর অণ্ডকোষটির ওজন ১১০ পাউণ্ড হইয়াছিল। স্ত্রীলোকের পদ এবং ভগোষ্ঠও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই এইরোগ আছে তবে গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক। নিম্নভুমি, সমুদ্রতীর এবং সমুদ্রের দ্বীপ যে সব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, তথায় এই পীড়া অধিক হয়। কেহ কেহ মশককেও ইহার জন্য দায়ী করেন।

অবস্থাপন্ন লোকেরা ইহা দ্বারা বড় আক্রান্ত হয়না। কুখাদ্য ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস হেতু এই রোগ হইতে পারে। ইহা স্পর্শ সংক্রামক কি কুলজ ব্যাধি নয়, কিন্তু কখনও কখনও এক পরিবারের দুইতিন ব্যক্তি ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সব বয়সে এই রোগ হইতে পারে, কিন্তু যৌবন অতিক্রমের সময় এবং মধ্য বয়সেই এই রোগ অধিক হয়। শিশুদেরও এই রোগ হইতে পারে। পুরুষদেরই এই রোগ অধিক হয়। তিনটি পুরুষের এই রোগ হইলে সেই অনুপাতে একটী স্ত্রীলোকের এই রোগ হয়। এই রোগ হইলে চলাফেরার কষ্ট হয় কিন্তু ইহাতে জীবনের কোনও আশঙ্কা থাকে না।

কেবল দুগ্ধ পথ্য করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে উপকার হইতে পারে।

নিম্নলিখিত ঔষধ লক্ষণ ও রোগীর ধাতু অনুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এনাকার্ডিনাম্, আর্সেনিক, ক্যালোট্রোপিস্ জাইগ্যাণ্ট (calotropis Gigant), ক্লেমে, গ্রাফা, হ্যামামেলিস্ (আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক), হাইড্রাস্, হাইড্রোকোটাইল—এসিয়াটিকা, আইওড্, ইলিস্গুইনিন্সিস্ (Eloeis guineensis) মার্ক-কর, মার্ক-সল্, মিরিস্টিকা-সেবিফেরা (Myristica Sebifera), ন্যাট্রম-কার্ব্ব, ফস্, সাইলি, সাল্ফর, লাইকো।

কজেন্থোমা। Xanthoma.

সমসংজ্ঞা।—কজেন্থিল্যাস্মা (Xanthelasma)।

পরিণত বয়সে চক্ষের পাতার উপর পিনের মস্তক অথবা মটর ডাইলের পরিমান একপ্রকার রোগ জন্মে। সাধারণতঃ ইহা দুই প্রকার, (১) **টিউবারকল্** (Tuberculatum), ইহা পৃথক্ পৃথক্ অথবা লাগালাগি প্রকাশ পাইতে পারে। (২) **প্লানুম্** (Planum), ইহা থ্যাবড়া, নরম এবং হলুদ বর্ণের। এই উভয় জাতীয় পীড়া একই রোগীর শরীরে প্রকাশ পাইতে পারে।

ইহা মুখমণ্ডল, কর্ণ, অন্যান্য অঙ্গ অথবা হাতের তালুতে প্রকাশ পায়। চক্ষের উপর পাতায় সাধারণতঃ ইহা হলুদ বর্ণ হইয়া প্রথমে চক্ষের ভিতর কোণের নিকট প্রকাশ পায়। ইহা প্রায়ই উভয় চক্ষে হইতে দেখা যায় যদিও কখনও কখনও এক চক্ষেও হয়। শিশুদের এই পীড়া কখনই হয় না; সাধারণতঃ মধ্য এবং বৃদ্ধ বয়সেই এই পীড়া হয়। বহুমূত্র রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের এই পীড়া হয়, তাহাকে **কজেন্থোমা ডাইবেটিকোরাম্** (xanthoma Diabeticorum) বলে। পোতায় এবং অন্যান্য স্থানে এই পীড়া হইতে পারে।

রোগ কঠিন হইলে সামান্য সংখ্যক রোগীর যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং জণ্ডিস্ হইতে দেখা যায়। জণ্ডিস্ প্রকাশ পাইলে স্বভাবতঃ উহা এই পীড়া হওয়ার পূর্ব্বেই প্রকাশ পায়। এই পীড়ার সংশ্রবে জণ্ডিস্ হইলে শরীরের চর্ম্ম হলুদ না হইয়া কপিশ অথবা কালচে হয় এবং এই বর্ণ বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

এই পীড়া পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই অধিক হয়। কোনও পীড়ার সংশ্রবে শিরঃ পীড়া, ডিম্বকোষে অসুস্থতা, স্নায়ুদৌর্ব্বলতা, গর্ভধারণ অথবা অন্য কোনও কারণে যাহাদের চক্ষের চতুর্দ্দিকে কালিমা পড়ে, তাহাদের মধ্যেই এই পীড়ার সংখ্যা অধিক এবং তজ্জন্যই পিত্ত প্রধান ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকদের এই পীড়া অধিক হয়।

এই পীড়ায় এলুমিনা, আর্স, ক্যাল্-কার্ব্ব, কার্ব্ব-এণি, মার্ক, নাইট্রিক-এসিড, ন্যাট্রম, ফস্, ফস্-এসিড, সিপিয়া, সাইলি, সালফর লক্ষণ অনুসারে ব্যবহার্য্য।

মাংসার্ব্বুদ।

সমসংজ্ঞা। সারকোমা (Sarcoma), ওয়েন (Wen), মেই।

শরীরের চর্ম্মোপরি মাংসবৃদ্ধি হইয়া কোমল ও নরম টিউমার জন্মিলে, উহাকে মাংসার্ব্বুদ বলে। প্রথমে চর্ম্মোপরি একটী দাগ অথবা গুটিকা প্রকাশ পায়। দাগ পড়িলে ঐটী ক্রমে গুটিকায় পরিণত হয়, উহা বর্দ্ধিত হইলে টিউমারের আকার ধারণ করে, তখন উহাদের ব্যাস ১ হইতে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ হইয়া

থাকে। এই টিউমার সংখ্যায় ১টীও হইতে পারে কিন্তু সচরাচর অনেকগুলি প্রকাশ পায় এবং উহাদের পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। সচরাচর ইহারা গাত্র চর্ম্মের বর্ণ ধারণ করে, তবে কখও কখনও একটু নীল মিশ্রিত কটা বর্ণ ধারণ করিতেও দেখা যায়।

চর্ম্মের উপর যে ম্যাকিউল অথবা দাগ পড়ে, কখন ও কখনও উহা কতক-দিন থাকিয়া আপনা আপনি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়; কিন্তু যে সব ম্যাকিউল এইরূপে অদৃশ্য হয় না, তাহাদের কোনও একস্থান উচ্চ হইয়া গুটিকার ন্যায় প্রকাশ পায় এবং এই গুটিকা বৃদ্ধি হইয়া টিউমারে পরিণত হয়। সাধারণতঃ শরীরে যে সব আঁচিল থাকে, তাহাদের উপরেই গুটিকার উদ্ভব হয়, কিন্তু স্বাভাবিক চর্ম্মের উপরও এই পীড়া প্রকাশ পাইতে পারে। সাধারণতঃ অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদের চর্ম্মোপরি যে সব আঁচিল থাকে, তাহার উপরই এই পীড়া প্রকাশ পায় কিন্তু শিশু এবং অল্প বয়স্ক লোকদের এই পীড়া হইলে, ইহা স্বাভাবিক চর্ম্মের উপরই সচরাচর প্রকাশ পায়।

এই পীড়ার গতি সাধারণতঃ অতি দ্রুত, তজ্জন্য গুটিকাগুলি, কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই টিউমারে পরিণত হইয়া কয়েক মাসের মধ্যেই একটী শিশুর মস্তকের আকৃতি অথবা উহা হইতেও বৃহৎ আকৃতি ধারণ করিতে পারে।

সারকোমা জাতীয় সমস্ত অর্ব্বুদই কোমল, কখনও কখনও উহা জেলির ন্যায় নরম থল্‌থলে হয় কিন্তু কারসিনোমা জাতীয় সমস্ত অর্ব্বুদই কঠিন।

সারকোমা জাতীয় অর্ব্বুদ একটী নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইলে, উহাদের নিম্ন অংশ অর্থাৎ যে অংশ প্রথমে প্রকাশ পাইয়াছিল, উহা অত্যন্ত নরম হইয়া ফাটিয়া যায়। এই প্রকারে ফাটিয়া গেলে ঐ স্থানে ক্ষত জন্মিয়া ঐ ক্ষতস্থল এবং উহার ধার হইতে উপ-অর্ব্বুদ বাহির হয়।

সব বয়সেই এই পীড়া হইতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং ৪৫ বৎসর বয়সের পরই এই পীড়া হয়। ১৬ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সের মধ্যে এই পীড়া কদাচিৎ হইয়া থাকে। পৃথক পৃথক জাতীয় অর্ব্বুদের স্বভাবগত বিশেষত্ব এবং মনুষ্য জীবনের পৃথক পৃথক সময়ের অত্যন্ত সাদৃশ্যতা দৃষ্ট হয়, কারণ কারসিনোমা (Carcinoma) একটী সাংঘাতিক জাতীয় পীড়া এবং শেষ অবস্থায় ফাটিয়া উহাতে ক্ষত হয়, ইহা সাধারণতঃ শেষ বয়সে প্রকাশ

পায়। **ফাইব্রোমা (Fibroma)** মৃদু প্রকৃতির পীড়া, সাংঘাতিক নয়। ইহা স্বভাবতঃ মধ্য বয়সে প্রকাশ পায়। **সারকোমা (Sarcoma)** সাংঘাতিক পীড়া বলিয়া গণ্য হয়, ইহা প্রথম ও শেষ বয়সে প্রকাশ পায়।

সারকোমা জাতীয় টিউমার, রোগীর শরীরে মাত্র একটী কখনও বা অনেকগুলি প্রকাশ পায়। একটী মাত্র হইলে উহার আকৃতি অত্যন্ত বৃহৎ হয় কিন্তু অনেকগুলি প্রকাশ পাইলে উহাদের আকৃতি মটর হইতে ডিম্বের ন্যায় হইয়া থাকে।

ক্যান্সার জাতীয় পীড়া পুরাতন হইলে উহা হইতে রক্তস্রাব হয় কিন্তু সারকোমা জাতীয় অর্ব্বুদ হইতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এই প্রকার রক্তস্রাব কেবল টিউমারটী বৃহৎ এবং পুরাতন হইলেই হয় এমত নয়, ছোট ছোট টিউমার যাহা কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইলেও এইরূপ রক্তস্রাব হয়।

এই পীড়ার প্রথম অবস্থায় রোগীর স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনও ব্যতিক্রম হয় না কিন্তু পীড়া পুরাতন হইলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকে, কিন্তু ক্যান্সার গ্রস্থ রোগীর ন্যায় ধাতুবিকৃতি ঘটেনা।

ভাবিফল। একটী মাত্র ছোট টিউমার প্রকাশ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে অস্ত্রোপচার দ্বারা উহা উঠাইয়া ফেলিলে ইহা পুনরায় প্রকাশ পায় না। রোগীর মাংসার্ব্বুদ জন্মার ধাতু হইলে এবং কৃষ্ণ কর্কট রোগের সহিত উহার সংশ্রব থাকিলে ভাবিফল আশাপ্রদ নয়। বৃহদাকারের টিউমার স্বভাবতই সাংঘাতিক রোগ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এপিস্‌মেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত সমূহ, উহাতে ধূসর বর্ণ পচ্‌না, উহারা গভীর হইয়া একটীর সঙ্গে অপরটী মিশিয়া যায়। জ্বালা, কণ্ডুয়ন এবং বেদনা। ক্ষত এবং টিউমারে সূচ হুল ফুটান ব্যথা। হলুদে বর্ণের সামান্য পূঁয।

পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের চর্ম্ম ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহিত। ঠাণ্ডা জল দিলে অথবা চাপ দিলে উপশম। বামদিকের পীড়া।

আর্নিকা। কোন স্থান থেত্‌লাইয়া যাওয়ায় অথবা এইরূপ কোনও

উপঘাতের পর পীড়ার উৎপত্তি, অথচ ম্যালিগ্‌ন্যান্ট নয়। পীড়িত স্থান কঠিন উহাতে মৃদু বেদনা, লাল, নীল অথবা হলুদ দাগ সমূহ। পূঁয পাতলা এবং রক্তযুক্ত।

আর্সেনিক। সহজে রক্তস্রাবশীল, ধ্বংশকর ক্ষত সমূহ। জ্বালাকর বেদনা বিশেষতঃ টিউমারের ভিতরে। অত্যন্ত শীর্ণতা এবং অবসাদ, চর্ম্ম বর্ণশূন্য, মোমের মত, শুষ্ক এবং কর্কশ। নিদ্রিতাবস্থায়ও বেদনা অনুভব। অত্যন্ত পূঁয উহা রক্তযুক্ত, তরল এবং হাজাকর। রাত্রি, সন্ধ্যা এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি। গরমে উপশম।

আর্সে-আইওড। ঘাড়ের অর্ব্বুদ, উহার উপরটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তপূর্ণ।

অরাম। আত্ম-হত্যার ইচ্ছা। নাসিকা এবং তালুর হাড়ে উৎকট ক্ষত। ঠাণ্ডা ও বিশ্রামে বৃদ্ধি। গরম এবং চলাফেরায় হ্রাস।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব। গ্রন্থি সম্ভূত এবং আতার শাঁসের ন্যায় পদার্থপূর্ণ অর্ব্বুদ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের। উহার গতি অতি ধীর এবং উহাতে সামান্য পূঁয। মেদার্ব্বুদ, বিশেষতঃ মদ্যপায়ীদের। গ্রীবায় কোমলার্ব্বুদ, উহাতে জ্বালা। বসার্ব্বুদ। ছোট ছোট ফাইব্রয়েড্‌ টিউমার।

বেলেডোনা। অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত টিউমার। সামান্য স্পর্শে বেদনা।

ব্রায়োনিয়া। অপীড়াদায়ক টিউমার যাহা আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয় এবং উহাতে ভালরূপে পূঁয জন্মে না।

ক্যাল্‌-কার্ব্ব। নাসারন্ধ্র এবং জড়ায়ুর বৃন্ত বিশিষ্ট অর্ব্বুদ। ফাইব্রয়েড টিউমার। মেদার্ব্বুদ, কোমল অর্ব্বুদ, ফোড়া হওয়ার স্বভাব। শোঁথপ্রবণ এবং শরীরের পোষণ শক্তির অভাবগ্রস্থ ধাতু। পা ঠাণ্ডা, মস্তক এবং পদে ঘর্ম্ম, হলুদ বর্ণ অথবা সাদা দুগ্ধের ন্যায় বহু পরিমাণ পূঁয। বৃন্তযুক্ত ফাইব্রয়েড।

কোনিয়াম্‌। সমস্ত প্রকারের টিউমারে উপকারী।

গ্রাফাইটীস্‌। মস্তকোপরি উজ্জ্বল এবং মসৃণ বসার্ব্বুদ (wen)। মেদময় অর্ব্বুদ (cyst)।

হাইড্রাসটিস্‌। টিউমার অপারেশনের পরবর্ত্তী ক্ষত; নড়িলে চড়িলে কণ্টকবিদ্ধবৎ যাতনা,—ফাইব্রয়েড টিউমার।

ক্যালি-কার্ব্ব। মস্তকের বেদনা যুক্ত টিউমার, নড়িলে চড়িলে এবং চাপদিলে বেদনার বৃদ্ধি। উত্তাপ প্রয়োগে হ্রাস। কণ্ডুয়ন। চুলশুক। কণ্ডুয়ন যুক্ত আঁচিল।

ক্যালি-আইওড। জিহ্বার অর্ব্বুদ।

ল্যাপিস্-এলবুস্ (Lapis albus)। মেদার্ব্বুদ, সারকোমা, ফাইব্রাস্ টিউমার।

ফস্-ফরাস। মেদার্ব্বুদ, কোমলঅর্ব্বুদ, হাঁটিবার সময় বেদনার বৃদ্ধি। গ্রীবার নরম অর্ব্বুদ এবং তৎসহ জ্বর।

ফাইটোলাক্কা। নরম অর্ব্বুদ।

সাইলিসিয়া। ফাইব্রয়েড টিউমার। দাঁতের মাঢ়ির টিউমার।

টিউক্রিয়ম। নাসিকার ফাইব্রয়েড টিউমার।

অষ্টম অধ্যায়

ঘর্ম্মগ্লাণ্ডের পীড়াদিচয়।

অতি ঘর্ম্ম।

সমসংজ্ঞা। হাইপেরিড্রসিস্ (Hyperidrosis)।

শরীরের ক্রিয়া বিকারের বিশৃঙ্খলা হেতু সুস্থ অথবা রুগ্ন ব্যক্তির অতি ঘর্ম্ম হইতে পারে। ইহা শরীরের কোনও একটি অঙ্গে অথবা সমস্ত শরীরে, পরিমাণে অল্প অথবা অপরিমিত, তরুণ অথবা পুরাতন হইতে পারে।

সর্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম সাধারণতঃ কোনও কঠিন পীড়ার লক্ষণ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে। তরুণ বাত, ম্যালেরিয়া জ্বর, থাইসিস্ এবং নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ ভোগকালীন হইতে পারে। কখনও কখনও এই লক্ষণ ঐ সব রোগের সঙ্কটকাল জ্ঞাপক বলিয়া বিবেচিত হয়।

কোনও কোনও লোকের অতি ঘর্ম্মস্রাব হওয়া স্বাভাবিক। ঘর্ম্মের পরিমাণ অল্প অথবা অপরিমিত হইয়া থাকে এবং বগল, জননেন্দ্রিয়, হস্ত এবং পদেই অধিক হয়। উহাদের সামান্য পরিশ্রমে, গরম এবং শীত উভয় ঋতুতেই, অধিক ঘর্ম্ম হয়। কোনও কোনও স্থলে, শরীরের সামান্য কতক স্থানে, অথবা অর্দ্ধেক শরীর ব্যাপিয়া অথবা শরীরের উর্দ্ধাংশের উভয় দিকে ঘর্ম্ম হয়। এই প্রকার ঘর্ম্মের উদ্দিপনা হেতু একজিমা প্রভৃতি চর্ম্ম রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

হস্ত এবং পদতলের অতি ঘর্ম্মই অধিক বিরক্তিকর। ইহা কেবল হস্তে অথবা কেবল পদে, অথবা এক সঙ্গে উভয় অঙ্গেই হইতে পারে। প্রায়ই উভয় হস্তের বিশেষতঃ হস্তের তালুতে অতি ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। কোনও রূপ উত্তেজনা এবং মনের আবেগ বশতঃ, যখন তখন এই প্রকার রোগীর অপরিমিত ঘর্ম্ম হইতে পারে। এই প্রকার রোগীর হাত আঠাল এবং ঠাণ্ডা থাকে। রোগীর

হাত বেশ আছে, হঠাৎ ঘর্ম্মস্রাবে হাত চট্‌চটে হয় এবং তৎপর টস্‌টস্ করিয়া ফোটা ফোটা ঘর্ম্ম পড়িতে থাকে। রোগী শ্রান্ত, দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হইয়া পড়িলে এইরূপ ঘর্ম্ম অধিক হয়।

একাঙ্গিক ঘর্ম্মের মধ্যে পদতলের ঘর্ম্মই অধিক বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। ইহাতে পা সর্ব্বদাই ভিজিয়া মোজা এবং জুতা পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। ইহা পায়ের তালু এবং অঙ্গুলীতেই অধিক হয়। কখনও কখনও কেবল মাত্র এই দুই অঙ্গেই ঘর্ম্ম হয়। ইহাতে পীড়িত স্থানের চর্ম্ম ক্রমে নরম এবং আর্দ্র হইয়া কখনও কখনও উহাতে ফুস্কুড়ী জন্মে। সাধারণতঃ এই ঘর্ম্মে কোনও গন্ধ থাকে না।

বগল এবং জননেন্দ্রিয়ে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের, অত্যন্ত অধিক ঘর্ম্ম হয়। পোষাকের নীচে কোনও কোর্ত্তা পড়িলে পোষাক নষ্ট হয় না বটে কিন্তু উহাতে ঘর্ম্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অতি ঘর্ম্মের জন্য এই দুই অঙ্গে একজিমা হইতে দেখা যায়। এই সব অঙ্গে যে ঘর্ম্ম হয় উহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তণ হইতে পারে, তজ্জন্য প্রায়ই উহাতে দুর্গন্ধ হয়।

ডাঃ হাচিংসন বলেন, একটী স্ত্রীলোক চা পান করিলেই তাহার পদে ঘর্ম্ম হইত। কোনও কোনও পরিবারের ঘর্ম্ম হওয়া পূর্ব্ব পুরুষগত স্বভাব। এই প্রকার রোগীদের একাঙ্গিক ঘর্ম্মই অধিক হইতে দেখা যায়।

ভাবিফল। সর্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম হইলে উহার উৎপত্তির কারণ দূরীভূত করা আবশ্যক। একাঙ্গিক ঘর্ম্ম সহজে আরোগ্য হইতে চাহেনা তবে সুচিকিৎসায় আরোগ্য হইতে পারে।

একোনাইট। অনবরত ঘর্ম্ম বিশেষতঃ শরীরের যে অংশ আবৃত থাকে তাহাতে। সমস্ত শরীরের চর্ম্মে উষ্ণবাষ্প লাগিতেছে এবং জলকনা উহার উপর দাঁড়াইয়া আছে এরূপ অনুভব।

এগারিকস্। সামান্য পরিশ্রম করিলেও ঘর্ম্ম। বেড়াইবার কালে এবং রাত্রে নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম।

এণ্টিমোনিয়াম্। সমস্ত শরীরে গন্ধশূন্য ঘর্ম্ম, উহাতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নরম হয় এবং কোঁচকাইয়া যায়। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিছানায় থাকা সময় উষ্ণ ঘর্ম্ম।

আর্সেনিক। দুর্ব্বলকারক, ঠাণ্ডা, চট্‌চটে, অম্ল এবং দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম দ্বারা চক্ষু এবং গাত্রচর্ম্ম হলুদ বর্ণে রঞ্জিত হয়। নিদ্রার প্রথমেই নিশাঘর্ম্ম।

আর্টিমিসিয়া-ভলগারিস্ (Artemisia Vulgaris)। প্রচুর ঘর্ম্ম, উহাতে রশুনের গন্ধের মত গন্ধ। ঘর্ম্মের উপশম। সমস্ত শরীরে উষ্ণ ঘর্ম্ম, উহা মস্তকের পশ্চাৎদিকেই অধিক।

অরম-মুর-ভ্যাট্র। কেবল দক্ষিণ পার্শ্বেই ঘর্ম্ম। বাম পার্শ্ব উষ্ণ এবং শুষ্ক। অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম।

ব্যাপ্‌টেসিয়া। কপাল এবং মুখমণ্ডলে গুরুতর ঘর্ম্ম হইয়া পীড়ার উপশম। কটিদেশ হইতে ঘর্ম্ম আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে প্রসারিত হয়। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব। পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, উহাতে পায়ের আঙ্গুল এবং তলায় ক্ষত। পায়ের তলায় কড়া তজ্জন্য হাঁটিতে বেদনা করে। রাত্রে পায়ের তলায় যন্ত্রণা অনুভব হওয়ায় উঠিয়া হাঁটিবার আবশ্যক হয়, তাহাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। অপরিচিত লোকের সম্মুখে ঘর্ম্মের বৃদ্ধি। শরীরের এক দিকে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, সাধারণত বামদিকে। আহার করা কালে ঘর্ম্মের বৃদ্ধি। একদিন পর একদিন সন্ধ্যায় ঘর্ম্ম। টন্‌সিল প্রদাহ। পায়ের তলায় খিল ধরা। হাঁটিলে বৃদ্ধি।

বেলেডোনা। শরীরের আবৃত স্থান সমূহে ঘর্ম্ম। উত্তাপ অবস্থার সঙ্গে অথবা উহার অব্যবহিত পর ঘর্ম্ম, অধিকাংশই মুখমণ্ডলে। ঘর্ম্মে পোড়া বস্তুর গন্ধ এবং উহাতে কাপড়ে দাগ লাগে। কি দিন কি রাত্রে নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। পা হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত নিসৃত হইতে থাকে। হঠাৎ সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইয়া হঠাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। অসাড়ে মূত্র ত্যাগ সহ ঘর্ম্ম।

বেঞ্জয়িক-এসি। গাত্র চুলকানী সহ ঘর্ম্ম। শীতল ঘর্ম্ম। সুগন্ধি ঘর্ম্ম। প্রাতে বিছানায় থাকা কালে ঘর্ম্ম। আহার এবং ভ্রমণ কালীন ঘর্ম্ম।

বোভিষ্টা। বগলে রশুনের গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। প্রত্যহ সকালে ৫।৬ টার সময় ঘর্ম্ম, উহা বক্ষস্থলেই অধিক।

ব্রায়োনিয়া। অতি অল্প সময়ের জন্য শরীরের একস্থানে ঘর্ম্ম। ঠাণ্ডা বাতাসে আস্তে আস্তে বেড়াইবার সময়ও সহজেই অপরিমিত ঘর্ম্ম হয়। দিবাভাগে এবং রাত্রে অল্প গন্ধযুক্ত অথবা তৈলাক্ত ঘর্ম্ম। রাত্রে টক ঘর্ম্ম হওয়ার পূর্ব্বে তৃষ্ণা। ঘর্ম্ম বন্ধ হইবার সময় মাথা ব্যথা। সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত শরীর হইতে উষ্ণ বাষ্প উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। পায়ের তলায় ঘর্ম্ম হেতু ক্ষত। পায়ের তলা, ঠাণ্ডা ভিজা এবং উহাতে জ্বালা। সামান্য শরীর সঞ্চালনে এমনকি শীতল খোলা বাতাসেও ঘর্ম্ম হয়। প্রথম ঘুমের মধ্যে এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম। বক্ষস্থল এবং মস্তকেই অধিক ঘর্ম্ম। কেবল পদে চটচটে নিশা ঘর্ম্ম।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্‌। শরীরের একাংশে রাত্রে এবং প্রভাতে অপরিমিত ঘর্ম্ম।

ক্যালাডিয়াম। ঘর্ম্মে মিষ্ট গন্ধ। ঘর্ম্মে মক্ষিকা পড়ে। জননেন্দ্রিয় শিথিল এবং উহাতে ঘর্ম্ম। যোনি কপাটে চুলকানি ও জ্বালা।

ক্যান্থারিস্‌। হস্তপদে অল্প সময়ের জন্য শীতল ঘর্ম্ম। জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে মূত্রের গন্ধ। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

ক্যাম্ফর। শরীরে বলক্ষয়কারী শীতল ঘর্ম্ম। গাত্রে কাপড় রাখিতে অনিচ্ছা।

কার্ব্ব-ভেজ। পদ ঘর্ম্ম, উহাতে পায়ের আঙ্গুল হাজিয়া যায়। আঙ্গুলগুলি লালবর্ণ এবং ফুলা। পদাঙ্গুলীর অল্প ক্ষত। মুখমণ্ডল এবং মস্তকে পুনঃ পুনঃ বহু পরিমাণ ঘর্ম্ম। টক এবং পচা গন্ধযুক্ত অপরিমিত ঘর্ম্ম। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম।

ক্যামমিলা। সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের অপরিমিত ঘর্ম্ম। জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় এবং তাহার পর গাত্র চর্ম্মে চিট্‌মিট্‌ করা ভাবসহ, টক গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম, উহা মস্তকেই অধিক। অত্যন্ত ঘর্ম্ম হওয়া সত্বেও রোগের বিরাম হয় না, বিশেষতঃ শিশুদের।

চায়না। নিদ্রার সময়ে অথবা শরীর সঞ্চালনে বহু পরিমাণ তৈলাক্ত ঘর্ম্ম। বলক্ষয়কারী নিশা ঘর্ম্ম। যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বের তৈলাক্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মের সময় পিপাসার বৃদ্ধি। পিপাসাসহ মুখমণ্ডলের কতকাংশে অথবা

সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। সহজেই ঘর্ম্ম হওয়া বিশেষতঃ রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায়। প্রভূত বলক্ষয়কারী নিশাঘর্ম্ম সহ হেক্‌টিক্ জ্বর।

সিমেক্স (Cimex)। ঘর্ম্মে এত দুর্গন্ধ যে রোগীর নিজেরই বিরক্তি জন্মে। জ্বরের সময় ঘর্ম্মে সমস্ত উপসর্গের হ্রাস হয়। অর্শ রোগীর নিশা ঘর্ম্ম।

ককিউলাস্। সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরের ঘর্ম্মসহ মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম। প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম বিশেষতঃ বক্ষস্থলে। সামান্য পরিশ্রমেই সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ পীড়িত স্থানে ঘর্ম্ম।

কলোসিন্থ। রাত্রিযোগে প্রস্রাবের গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, উহাতে চর্ম্মে কণ্ডুয়ন বিশেষতঃ মস্তক এবং শাখা সমূহে।

কোনিয়াম্। দিবা এবং রাত্রে নিদ্রা যাওয়া মাত্র অথবা চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ঘর্ম্ম। চক্ষের মধ্যে চিড়িক্ মারিয়া উঠা সহ রাত্রে এবং প্রাতঃকালে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম অথবা ঘর্ম্ম না থাকা সত্ত্বেও শরীরে দুর্গন্ধ।

ক্রোকাস্।। রাত্রে কেবল শরীরের নিম্নভাগে শীতল এবং বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম।

ডালক্যামেড়া। চর্ম্ম রোগসহ দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে, সমস্ত শরীরে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। দিবাভাগে পৃষ্ঠ, বগল এবং হাতের তালুতে ঘর্ম্ম। দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্মসহ অধিক পরিমাণ মূত্র ত্যাগ।

ফেরাম্। দিবসে প্রত্যেক বার শরীর সঞ্চালনে, রাত্রে এবং প্রাতে বিছানায় থাকা সময় অনেকক্ষণ ব্যাপী প্রচুর ঘর্ম্ম। আঠাল দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম। উগ্র গন্ধযুক্ত নিশা ঘর্ম্ম। একদিন পর একদিন সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে বস্ত্রাদিতে হলদে দাগ লাগে। শয়নাবস্থায় ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ। ঘর্ম্মে রোগের বৃদ্ধি।

গ্রাফাইটিস্। চর্ম্ম অত্যন্ত শুষ্ক, কখনও ঘর্ম্ম হয় না। সামান্য সঞ্চালনেই ঘর্ম্ম, প্রায়ই কেবল শরীরের সম্মুখ ভাগে। ঘর্ম্ম শীতল, অম্ল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত, উহা কাপড়ে লাগিলে হলদে দাগ পড়ে। ঘর্ম্মের অভাব অথবা প্রভূত নিশাঘর্ম্ম। পদের বহু পরিমাণ ঘর্ম্ম, উহা সিপিয়া অথবা সাইলিসিয়ার মত দুর্গন্ধময় নয়। সামান্য চলিলেই পদের অঙ্গুলীর মধ্যে ক্ষত জন্মে। পদাঙ্গুলীতে ফোস্কা। পদাঙ্গুলী পুরু এবং কদাকার। পাকুই, পাকনা।

ইগ্নেসিয়া। আহারের সময় কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম (আহারের পর লরোসেরাস্)।

হিপার-সালফর। প্রায়ই অম্ল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম। দিবারাত্রি ঘর্ম্ম হওয়া সত্ত্বেও উপশম বোধ হয় না অথবা প্রথমে আদৌ ঘর্ম্ম হয় না কিন্তু পরে প্রভূত ঘর্ম্ম হয়। পিপাসাসহ রাত্রি অথবা প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম।

হাইড্রাস্‌টীস্। জননেন্দ্রিয়ের দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। জননেন্দ্রিয় এবং বগলের অপরিমিত ঘর্ম্ম। কোমরে কাপড় রাখিতে অসুবিধা রোধ।

হেলিবোরাস্। পায়ের অঙ্গুলীর মধ্যে ভিজা বেদনা শূন্য ফুষ্কুড়ী নিচয়।

জাবোর‍্যাণ্ডি। শরীরের গ্রাণ্ড যুক্ত স্থান সমূহ হইতে বহু পরিমাণ নিশ্রবণ। মুখমণ্ডল এবং কপাল হইতে ঘর্ম্ম আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, কাণেই অধিক। ঘর্ম্মের পর অত্যন্ত অবসাদ। কেবল শরীরের বাম পার্শ্বে ঘর্ম্ম। অত্যন্ত ঘর্ম্ম এবং লালা নিঃসরণ। প্রভূত নিশাঘর্ম্ম।

আইয়োডিয়াম্। কটু কষায় গুণযুক্ত হাজাকর পদঘর্ম্ম। পদতল স্ফীত। প্রাতঃকালে অত্যন্ত পিপাসাসহ, অবসাদ জনক টক ঘর্ম্ম। প্রভূত নিশাঘর্ম্ম।

ইপিকাক। গৃহ মধ্যে হঠাৎ ঘর্ম্মের উৎপত্তি, উহা উষ্ণ। স্থানে স্থানে ঠাণ্ডা। শরীরের উপরার্দ্ধতে অম্ল গন্ধ। কুইনাইন্ সেবনের পর প্রভূত ঘর্ম্ম।

ক্যালিবাই। বাহ্য করিতে বসিয়া কোঁথ দিলে পৃষ্ঠে ঘর্ম্ম। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সময় প্রভূত ঘর্ম্ম। হস্ত এবং কপালে শীতল।

ক্যালি-কার্ব্ব। দুর্গন্ধময় বহুল পদঘর্ম্ম। পায়ের তালু স্ফীত এবং লাল। কড়ায় সূচ্ ফুটান ব্যথা এবং স্পর্শানুভব। চিলব্লেইন্। দিবসে সামান্য পরিশ্রমে অথবা আহারের পর শরীরের উপরার্দ্ধে ঘর্ম্ম। নিশাঘর্ম্ম, উহাতে পীড়ার উপশম হয় না।

ল্যাকেসিস্। অত্যন্ত ঘর্ম্ম, উহাতে রোগীর কষ্ট হয়। শীতল ঘর্ম্ম, উহাতে কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে অথবা রক্তময় ঘর্ম্ম, উহাতে কাপড়ে লাল দাগ পড়ে এবং শরীর অবসন্ন হয়।

ল্যাকন্যান্ থেস্। (Lachnanthes)। বরফের ন্যায় শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ কপালে। অস্থির নিদ্রার পরবর্ত্তী ঘর্ম্ম। মস্তিষ্ক ঘূর্ণনসহ ঘর্ম্ম। চর্ম্ম শীতল, আর্দ্র এবং চটচটে। প্রাতঃকালের ঘর্ম্ম।

ল্যাকটিক-এসিড। প্রভূত পদঘর্ম্ম কিন্তু উহাতে দুর্গন্ধ নাই।

লরোসেরাস্। আহারের পর ঘর্ম্ম। (ইগ্নে আহারের সময়)। সাধারণতঃ জ্বরের উত্তাপের মধ্যে এবং পরে, প্রাতঃকালের দিকে ঘর্ম্ম।

লিডম্। শরীর অনাবৃত করিবার ইচ্ছা এবং চুলকানি সহ পচা অথচ টকগন্ধ নিশাঘর্ম্ম। শরীরে শীত ভাব সহ সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম, উহা কপালেই অধিক।

লাইকোপোডিয়াম্। পদতলে জ্বালাসহ বহুল দুর্গন্ধময় পদঘর্ম্ম। এক পা ঠাণ্ডা অপর পা গরম অথবা উভয় পদ ঠাণ্ডা এবং উহাতে ঘর্ম্ম। পায়ের তলা ফুলা, বেড়াইবার সময় উহাতে ব্যথা। পায়ের গোড়ালী কাটাফাটা। সামান্য পরিশ্রমে, শীতল, টক, রক্তযুক্ত অথবা রশুনের গন্ধ যুক্ত ঘর্ম্ম। বগলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। পিপাসা অথবা পিপাসা শূন্য।

ম্যাগনেসিয়া-কার্ব্ব। তৈলাক্ত ঘর্ম্ম, উহাতে কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে। টক অথবা দুর্গন্ধ যুক্ত ঘর্ম্ম। প্রায়ই সকালে উত্তাপ সহ মস্তকে ঘর্ম্ম।

ম্যাঙ্গানাম-এসে (Manganum Acet)। শ্বাস কৃচ্ছতা সহ প্রভূত ঘর্ম্ম। নিশাঘর্ম্ম, চুলকানি, প্রায়ই কেবল গ্রীবা এবং নিম্ন শাখায়। শরীরের প্রত্যেক অংশে স্পর্শানুভব।

মার্কিউরিয়াস্-সল্। শেষরাত্রের দিকে প্রভূত ঘর্ম্ম তৎসহ পিপাসা এবং বুক ধড়ফড়ানি। পরিশ্রমে এমনকি আহার করা হেতু ঘর্ম্ম। রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব্বে শয্যায় ঘর্ম্ম। টক দুর্গন্ধময় অথবা ঠাণ্ডা চটচটে ঘর্ম্ম, উহাতে চর্ম্মে জ্বালা অনুভব হয়। ঘর্ম্মে পীড়ার উপশম হয় না।

মার্কিউরিয়াস্-কর। শীতল ঘর্ম্ম প্রায়ই কেবল কপাল প্রদেশে অথবা উৎকণ্ঠা সহ সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। নিশাঘর্ম্ম। প্রাতঃকালের দিকে যে ঘর্ম্ম হয় উহাতে দুর্গন্ধ।

মিউরিয়েটিক-এসিড। সন্ধ্যাবেলায় বিছানায় পায়ের তলায় ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম। পদাঙ্গুলীর মস্তকগুলি স্ফীত, লাল এবং জ্বালা যুক্ত চিল্‌ব্লেইন্। রাত্রে এবং সকালে ঘর্ম্ম, উহাতে গায়ে কাপড় রাখিতে চায় না।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব। রাত্রে পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম এবং শুষ্ক চর্ম্ম। সকালে ঘর্ম্ম।

প্রত্যেক বার উৎকণ্ঠা এবং পরিশ্রমে প্রচুর ঘর্ম্ম। শীতল ঘর্ম্ম। কপালে যে স্থানে টুপির ঘর্ষণ লাগে তথায় উষ্ণ ঘর্ম্ম।

ন্যাট্রম্-মুর। রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এবং সকালে উঠিলে ঘর্ম্ম। যে কোনও পরিশ্রমেই সহজেই ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে শিরঃপীড়া এবং অন্যান্য উপসর্গের হ্রাস, যদিও উহাতে বলক্ষয় হয়।

নাইট্রিক-এসিড। পদতলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। পদের অঙ্গুলীতে চিলব্লেইন। ঘর্ম্মে মূত্রের গন্ধ, এই গন্ধ সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া পড়ে। প্রভূত নিশাঘর্ম্ম।

নাইট্রাম্। সামান্য পরিশ্রমে দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম। নিশাঘর্ম্ম, উহা চরণেই অধিক। প্রাতঃকালের ঘর্ম্ম, উহা বক্ষঃস্থলেই অধিক।

নক্স-মস্কাটা। ঘর্ম্ম শূন্যতা, চর্ম্ম শীতল এবং শুষ্ক। নিদ্রাচ্ছন্নতা সহ লাল অথবা রক্তবর্ণ ঘর্ম্ম। শরীরের যে অংশে ভর করিয়া শয়ন করে তথায় বেদনা।

নক্স-ভমিকা। অর্দ্ধ রাত্রির পর এবং প্রাতঃকালে টক এবং দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। শরীরের একপার্শ্বের অথবা কেবল উপরোর্দ্ধভাগের ঘর্ম্ম। মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা এবং চট্‌চটে, হস্তদ্বয় চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত, নাসিকা ঠাণ্ডা। ঘর্ম্মে শরীরের বেদনার লাঘব হয়। সঞ্চালনে ঘর্ম্ম।

ওপিয়াম্। শরীরের উপরোর্দ্ধ অংশের ঘর্ম্ম, কপালের ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, সমস্ত শরীরের ঘর্ম্ম উহাতে উষ্ণতা ও জ্বালা। প্রাতঃকালে প্রভূত উষ্ণ ঘর্ম্ম। শরীরে কাপড় রাখিতে অনিচ্ছুক।

পেট্রোলিয়ম্। শরীরের কোনও এক অঙ্গের ঘর্ম্ম। বগলের দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। পদতল ভিজা এবং উহাতে স্পর্শানুভব। চর্ম্মে ক্ষত এবং পূঁয হওয়ার স্বভাব।

ফস্‌ফরাস। অতিরিক্ত প্রস্রাব সহ মস্তক, হস্ত, পদ এবং কেবল শরীরের উপরার্দ্ধের ঘর্ম্ম। প্রভূত চট্‌চটে নিশাঘর্ম্ম, নিদ্রাবস্থায় বৃদ্ধি। ঘর্ম্মে রোগের উপশম হয় না।

ফস্‌ফরিক-এসিড। মস্তকের পশ্চাৎদিকে এবং গ্রীবায় অধিক ঘর্ম্ম তৎসহ দিবসে নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা। রাত্রি এবং প্রাতঃকালে প্রভূত ঘর্ম্ম কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলেই উহার বিরাম। চট্‌চটে ঘর্ম্ম। কেবল ঘর্ম্মের মধ্যে পিপাসা।

প্লাম্বাম। দুর্গন্ধযুক্ত পদ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম আদৌ হয় না এমনকি পরিশ্রমের

পরেও নয়। চট্‌চটে শীতল ঘর্ম্ম তৎসহ ব্যাকুলতা। বিছানায় শয়ন করা মাত্রই ঘর্ম্ম অদৃশ্য হয়। পদতল স্ফীত।

সোরিনাম। সমস্ত শরীরে প্রভূত শীতল, আঠাযুক্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম দ্বারা হাতের তালু কোমল হয় বিশেষতঃ রাত্রে। মস্তক এবং পদতলে ঘর্ম্ম হয়। সহজেই ঘর্ম্ম হইয়া রোগীকে অবসন্ন করিয়া ফেলে।

পডোফাইলাম। সন্ধ্যা বেলায় পদ ঘর্ম্ম।

পালসেটিলা। শরীরের একপার্শ্বস্থ ঘর্ম্ম (বাম পার্শ্ব), কেবল মুখমণ্ডল এবং মস্তকে। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, কিন্তু জাগ্রত হইলে ঘর্ম্ম থাকে না। টক্ এবং ছেতো পড়া গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম উহা কখনও কখনও শীতল। রাত্রে অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ঘোর নিদ্রা। ঘর্ম্ম হওয়ার সময় বেদনা অনুভব।

রডোডেণ্ড্রণ। অত্যন্ত দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ খোলা বাতাসে বেড়াইবার সময়। বগলে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মের সঙ্গে চর্ম্ম চুলকানি এবং পিপিলিকা চলার ন্যায় অনুভব।

হ্রাস্‌টক্স। ইরাপসন গুলির অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ সহ টক্, ছেতো পড়া অথবা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। মস্তক ব্যতীত শরীরের অন্যান্য সমস্ত অবয়বে ঘর্ম্ম (ইহার বিপরীত সাইলে)।

স্যাবাডিল্লা। মুখমণ্ডলে উষ্ণ ঘর্ম্মসহ অন্যান্য সকল অবয়ব শীতল। উত্তাপ তৎসহ মধ্যে মধ্যে কম্পন এবং একই সময়ে উহার প্রত্যাবর্ত্তন। ভোরের সময় নিদ্রাসহ উত্তাপ অবস্থায় বারংবার ঘর্ম্ম।

স্যাম্বুকাস্। নিদ্রিতাবস্থায় চর্ম্ম শুষ্ক এবং উহাতে অত্যন্ত জ্বালা। জাগ্রত হওয়া মাত্র প্রভূত ঘর্ম্ম, প্রথমে মুখমণ্ডলে আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপৃত হয় এবং জাগ্রত থাকা সময় এইরূপ চলিতে থাকে। ঘুমাইলে পুনরায় শুষ্ক উষ্ণতার প্রত্যাবর্ত্তন, তৎসহ হস্তপদ শীতল কিন্তু এরূপ সত্বেও রোগী গায়ের কাপড় ফেলিতে অনিচ্ছুক। জ্বর বিরাম কালে, জাগ্রত অবস্থায় দিবারাত্র প্রভূত ঘর্ম্ম। হেকটিক্ জ্বরের লক্ষণ।

স্যানিকুলা। পদাঙ্গুলীর মধ্যে ঘর্ম্ম এবং হাজিয়া যাওয়া। পদ ধৌত করা সত্বেও উহাতে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। পা বিশেষতঃ পায়ের তলা জ্বালা করে এবং উহা গরম লাগে।

সিকেলি-কর। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ উহার ঊর্দ্ধাংশে শীতল, চট্‌চটে বহু পরিমাণ ঘর্ম্ম।

সেলেনিয়ম্। বগল, বক্ষঃস্থল এবং জননেন্দ্রিয়ে প্রভূত ঘর্ম্ম। নিদ্রাবেশ মাত্র সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে কাপড় শক্ত হয় এবং উহা হলুদ অথবা সাদা দাগ বিশিষ্ট হয়।

স্কুইলা। শীতল পদ ঘর্ম্ম। কেবল পদাঙ্গুলীতে ঘর্ম্ম। পায়ের তলা লালবর্ণ এবং চলিবার সময় উহাতে ব্যথা করে।

সিপিয়া। হঠাৎ স্নায়বিক অবসাদ অথবা পরিশ্রম হেতু অত্যন্ত ঘর্ম্ম। পরিশ্রমের পর অথবা স্নায়বিক চমক্ লাগার পর যখন রোগী স্থিরভাবে বসিয়া থাকে তখন ঘর্ম্ম আরম্ভ হয় (ক্যাল—পরিশ্রমের সময়), বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ এবং উরুতে নিশাঘর্ম্ম। ঊর্দ্ধদিক হইতে ঘর্ম্ম আরম্ভ হইয়া পায়ের তলা পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম হয়, উহাতে অম্লগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ থাকে। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠার পর প্রভূত ঘর্ম্ম। দুর্গন্ধ পদঘর্ম্ম, উহাতে পায়ের তলা ঠাণ্ডা হয় এবং পদাঙ্গুলীতে ক্ষত হয়। রাত্রে পায়ের তলায় জ্বালা। পদের নখ বিকৃত। প্রত্যেক তৃতীয় রাত্রে পদে অম্লগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

সাইলিসিয়া। পদতলের দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম উহাতে পদাঙ্গুলীর মধ্যস্থল কাঁচা হইয়া যায়। পাকুই হওয়ায় রোগী হতাশ হইয়া যায়। মস্তকে নিশাঘর্ম্ম হওয়ায় শিশু জাগিয়া থাকে। মস্তকে প্রভূত ঘর্ম্ম কিন্তু শরীর শুষ্ক অথবা প্রায় শুষ্ক। সাময়িক ঘর্ম্ম (Periodical sweat)। অবসাদকর, অম্লগন্ধযুক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত নিশাঘর্ম্ম, মধ্যে রাত্রের পরই অধিক।

স্পাইজেলিয়া। দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয়ের উষ্ণতা তৎসহ শরীর অনাবৃত করার ইচ্ছা। হস্তে চট্‌চটে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম।

ষ্ট্যানাম্। নিদ্রাতুর হওয়ার পর ঘর্ম্মের আবির্ভাব এবং শরীর সঞ্চালন করা মাত্র পৃষ্ঠ এবং স্কন্ধদেশে শীত অনুভব করে। দুর্ব্বলকারী পীড়ার পরবর্ত্তী ফল। ঘর্ম্মে ছেতো পড়া গন্ধ উহা গ্রীবাতেই অত্যধিক, বিশেষতঃ রাত্রে এবং প্রাতঃকালে। হেক্‌টিক জ্বর, উহাতে মনে হয় যেন সত্বরই ঘর্ম্ম হইবে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। পচা ডিম্বের গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। কপাল এবং পদ শীতল

তৎসহ অনাবৃত হইবার ইচ্ছা। হলুদবর্ণ, হাজাকর লিউকোরিয়া তৎসহ জড়ায়ুতে অর্ব্বুদ হইবার স্বভাব।

ষ্ট্যাগোনিয়ম্। সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, উহা তৈলাক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত তৎসহ দৃষ্টি শক্তির অভাব এবং আলোকাতঙ্ক।

সাল্ফর। পদতল ঠাণ্ডা এবং উহাতে ঘর্ম্ম। পদতলে জ্বালা, উহা আবৃত রাখিতে অক্ষম। সমস্ত রাত্রি এবং প্রাতঃকালে গ্রীবা এবং মস্তকের পশ্চাৎদিকে প্রভূত টক গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। সন্ধ্যায় হস্তে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম শূন্যতা। চর্ম্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ। বিছানা গরম লাগে।

সালফিউরিক-এসিড্। অত্যন্ত ঘর্ম্ম বিশেষতঃ শরীরের উপরার্দ্ধে। রাত্রে সঞ্চালনে অপরিমিত ঘর্ম্ম উহা উপবেশনের পরও চলিতে থাকে, মদ্যপান করার পর উহার হ্রাস হয়।

টেলিউরিয়াম্। রাত্রিকালে প্রভূত ঘর্ম্ম উহাতে টেলিউরিয়ামের দুর্গন্ধ। পদের অবিচ্ছিন্ন ঘর্ম্ম বিশেষতঃ পদের অঙ্গুলীর উপরে, উহাতে মৃদু টক্ গন্ধ। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ।

থুজা। কেবল আবৃত অঙ্গের ঘর্ম্ম (বেল, চায়না, স্পাইজে) অথবা কেবল অনাবৃত অঙ্গে ঘর্ম্ম তৎসহ আবৃত অঙ্গ শুষ্ক এবং গরম। মস্তক ব্যতীত শরীরের অপর উর্দ্ধাংশে প্রভূত ঘর্ম্ম। গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঘর্ম্ম। পদাঙ্গুলীর অগ্রভাগের লালবর্ণ এবং ফুলা সহ দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। মনে হয় যেন পদতল শিরার জালদ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে। পদনখ নরম কাটা এবং কদাকার। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম এবং জাগ্রত হওয়া মাত্র উহার নিবৃত্তি। তৈলাক্ত দুর্গন্ধকর ঘর্ম্ম। উদর এবং বস্তি কোটরের (pelvic) গোলযোগ সহ গাত্র চর্ম্ম হইতে মিষ্ট গন্ধ বাহির হওয়া। পদঘর্ম্ম দাবানের মন্দফল।

টিলা-ইউ। প্রভূত উষ্ণ ঘর্ম্ম কিন্তু উহাতে রোগের উপশম হয় না।

ভেরেট্রম্-এলবাম। সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম বিশেষতঃ মৃতের ন্যায় পিংশেবর্ণ মুখমণ্ডলসহ কপালে চটচটে ঘর্ম্ম, উহাতে কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে।

জিঙ্কাম। পদতল ঘর্ম্মাক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত তজ্জন্য পদাঙ্গুলীতে ক্ষত।

পাকুই। চরণের ঘর্ম্ম দাবাইয়া দেওয়ায় উহাতে পক্ষাঘাত। সমস্ত রাত্রে প্রভূত ঘর্ম্ম, অনাবৃত হইবার ইচ্ছা। দিবাভাগে এবং পরিশ্রমে ঘর্ম্মের হ্রাস। ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ। হস্তের অঙ্গুলীর মধ্যে হাজিয়া যাওয়া।

ঘর্ম্মশূন্যতা।

সমসংজ্ঞা—য়্যানিড্রসিস্ (Anidrosis)।

ঘর্ম্মগ্লাণ্ডের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা হেতু ঘর্ম্মাল্পতা অথবা ঘর্ম্ম শূন্যতা জন্মে। এই পীড়া অন্য কোনও রোগ হইতে উদ্ভব না হইয়া, আপনা আপনি প্রকাশ পাইলে তাহাকে ইডিওপ্যাথিক (Idiopathic) বলে। ইহাতে রোগীর সামান্য ঘর্ম্ম হয়, অথবা আদৌ ঘর্ম্ম হয় না। আর্দ্র অথবা শুষ্কতাপ শরীরে লাগাইলে অথবা ঘর্ম্ম কারক ঔষধ সেবন করিলে কোনও ফল হয় না। ইহাতে চর্ম্ম শুষ্ক এবং কর্কশ থাকে।

সিমটোম্যাটিক্ জাতীয় পীড়াই সচরাচর দেখা যায়; ইহা বহুমূত্র প্রভৃতির ন্যায় কোনও সর্ব্বাঙ্গীক রোগ অথবা কোনও চর্ম্ম রোগের লক্ষণ স্বরূপ প্রকাশ পায়। ইডিওপ্যাথিক জাতীয় পীড়ার ন্যায় ইহাতে চর্ম্ম শুষ্ক এবং কর্কশ হয়, উহাতে আটা আটা ভাব এবং কণ্ডুয়ণ থাকে। বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে চর্ম্মের এই ভাবটী সর্ব্বাঙ্গীক। স্নায়বিক অবসাদ, কোনও প্রকার নিউর‍্যালজিয়া এবং প্যারালিসিস্ রোগে এই ভাবটী একাঙ্গীক হয়। জ্বর একজিমা ও সোরা এসিস্ রোগে এইভাব অস্থায়ী হয় এবং বহুমূত্র ও থাইসিস্ রোগে ইহা চিরস্থায়ী হয়।

ঘর্ম্ম গ্লাণ্ডের বিকাশের ত্রুটী অথবা অসম্পূর্ণতা হেতু, পৈত্রিক, জন্মগত অথবা অন্য কোনও কারণ বশতঃ ইডিওপ্যাথিক ঘর্ম্ম কৃচ্ছতা হইতে পারে। ইহাতে সাধারণ স্বাস্থ্যের কোনওরূপ ব্যতিক্রম হয় না।

সিম্‌টোম্যাটিক্ জাতীয় পীড়া—

একজিমা, সোরাএসিস্, বহুমূত্র এবং থাইসিস্ রোগের ন্যায় ঘর্ম্ম গ্লাণ্ডের রচনাগত ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও, ক্রিয়া বিকার জনিত জড়তা নিবন্ধন হেতু অপ্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ হওয়ায় এই পীড়া হইয়া থাকে।

ভাবিফল। ইডিওপ্যাথিক জাতীয় পীড়ার ভাবিফল আশাপ্রদ নয়। সিম্‌টোম্যাটিক জাতীয় পীড়ার ভাবিফল মূল রোগের চিকিৎসার ফলাফলের উপর নির্ভর করে।

ইথুজা। চর্ম্ম শুষ্ক, সাদা এবং পরিষ্কৃত দেখায়।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব। সমস্ত শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা।

ফস্‌ফরাস। চর্ম্ম শুষ্ক এবং কোঁচ্‌কান (wrinkle)।

প্লাম্‌বাম্‌। শুষ্ক চর্ম্ম সহ সম্পূর্ণ ঘর্ম্ম শূন্যতা।

পটাস্‌-আইওড। শরীরের চর্ম্ম শূকরের চর্ম্মের ন্যায় শুষ্ক এবং কর্কশ।

নিম্ন লিখিত ঔষধগুলিও লক্ষণ অনুসারে এই রোগে উপকারী। এলুমিনা, এমন-কার্ব্ব, এপিস্‌, আর্নিকা, বেল, ব্রায়ো, ক্যাম্‌, কল্‌চি, ডাল্‌কা, গ্রাফ, ক্যালি-কার্ব্ব, লাইকো, সোরি, পালস, হ্রাস্‌, স্যাম্বু, সিপি, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফর, টিউক্রি, ভাওলা-অডোরাটা (viola odorata)।

ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ।

সমসংজ্ঞা—অস্‌মিড্রসিস্‌ (Osmedrasis), ব্রমিড্রসিস্‌ (Bromidrasis)।

এই পীড়ায় ঘর্ম্মে এত দুর্গন্ধ হয় যে উহার প্রতিকার করার আবশ্যক হয়। কোনও কোনও লোকের সমস্ত শরীরের ঘর্ম্মের পরিমাণ স্বাভাবিক হইলেও উহাতে একটী অত্যন্ত অপ্রীতিকর গন্ধ থাকে। উহাদের ঘর্ম্মের এই গন্ধ স্বাভাবিক এবং সর্ব্বদাই উহা প্রকাশ পায়, তবে স্নানের অব্যবহিত পরে এই গন্ধটীর কিছু হ্রাস হয়। সচরাচর বগল, জননেন্দ্রিয় এবং পদতলের ঘর্ম্মেই এই গন্ধ অনুভব হয়, বিশেষতঃ পদতলের এই প্রকার ঘর্ম্মযুক্ত রোগীর সংখ্যাই অধিক। সাধারণতঃ অতি ঘর্ম্মের সহিত এই পীড়া থাকা দৃষ্ট হয় কিন্তু অতি ঘর্ম্মযুক্ত রোগীর সংখ্যার অনুপাতে এই পীড়ার রোগীর সংখ্যা অতি অল্প। এই পীড়ার ঘর্ম্মের গন্ধ বন্য ছাগল, পচা পণির অথবা বহু সময় ধরিয়া রাখা মূত্রের ন্যায় অনুভব হয়।

সাধারণতঃ ২০ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে এই পীড়া অধিক হয়। যাহাদের দিনের অনেক সময়ই বাধ্য হইয়া ঘরের ভিতর থাকিতে হয় এবং দাড়াইয়া থাকিতে হয় তাহাদের, যাহারা ঋতুস্রাব বন্ধ, রক্তশূন্যতা এবং

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যতায় ভুগিতেছে, তাহাদেরই এই পীড়া অধিক হয়। কয়েকটি রোগের উপসর্গ স্বরূপ যে ঘর্ম্ম হয় তাহাতেও অপ্রীতিকর গন্ধ থাকে, যেমন বাতরোগে টক্ গন্ধ, স্কার্ভিরোগে পচাগন্ধ, পুরাতন অন্ত্রাবরন প্রদাহে মৃগনাভির গন্ধ, স্ক্রফিউলা রোগে পচা বিয়ার নামক পানীয়ের গন্ধ, সবিরাম জ্বরে সদ্য ছেকা রুটীর গন্ধ এবং জ্বরে এমোনিয়ার গন্ধ হয়।

এইরূপ অপ্রীতিকর গন্ধ অনেকের মতে ঘর্ম্মে থাকে না তবে উহা বাহির হওয়ার পর জন্মে, কারণ পদে কোনও গন্ধ পাওয়া যায়না কিন্তু মোজা এবং জুতায় গন্ধ হয়, সুতরাং এই মতটী সমীচিন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই পীড়া সুচিকিৎসায় আরোগ্য হওয়া সম্ভব।

দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম—আর্নিকা, এমন-মিউর, বেল, ব্যারাইটা, ব্যাপটি, কার্ব্ব-এনি, ক্যান্থারিস্, সিমেক্স (cimex), ডালকা, গ্রাফা, হিপার, হাইড্রাস-টিস্, লিডাম, লাইকো, নাইট্রিক-এসিড, নক্সভমিকা, ফস্, হ্রাস্, সেলেনিয়ম, সিপি, সাইলি, স্পাইজে, স্ক্যাণিকুলা, সালফর, ষ্ট্যাফি, ফেরম্, ক্যালি-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্ক, পালস্, রডো,।

টক্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—আর্নিকা, আর্সেনিক, এসারাম, বেল, ব্রাইয়ো, কার্ব্ব-ভেজ, ক্যামোমিলা, ফেরাম্, ইপিকাক, লাইকো, নাই-এসিড, লিডাম্, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব, মার্ক, নক্স-ভমিকা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, হ্রাসটক্স।

তিক্তগন্ধ যুক্ত ঘর্ম্ম—ভিরেট্রাম।

রক্তগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—লাইকো।

তীক্ষ্ণগন্ধযুক্তঘর্ম্ম—হ্রাসটক্স।

পোড়া জিনিষের গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—বেল, সালফর।

ঘর্ম্মে মূত্রের গন্ধ—ক্যান্থারিস্, কলোসিন্থ।

বর্ণযুক্তঘর্ম্ম।

সমসংজ্ঞা। ক্রমিড্রসিস্ (Chromidrosis)।

এই পীড়ায় ঘর্ম্মে বর্ণান্তর ঘটে। ইহার ঘর্ম্ম কাল, নীল, লাল, অথবা সবুজ বর্ণ ধারণ করে। কালবর্ণ (malanidrosis) এবং নীলবর্ণ (cy ini-drosis) ঘর্ম্ম একই জাতীভূক্ত।

অবসাদ বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং যে সব স্ত্রীলোকের জড়ায়ুর নানারূপ গোলযোগ আছে, তাহাদেরই সাধারণতঃ এই পীড়া হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে চক্ষের পাতা বিশেষতঃ নিচের পাতা (উপরের পাতায় এই রোগ খুব বিরল), গণ্ডস্থল, কপাল, নাসিকার উভয় ধার, বক্ষস্থল, উদর এবং হস্তদ্বয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, কারণ এইসব অঙ্গেই এই পীড়ার সংখ্যা অধিক। ইহাতে যে কাল বস্তু বাহির হয়, উহা মুছিয়া ফেলিলেও পুনরায় দেখা দেয়। শোক, ভয় ও হৃদয়ের আবেগ হেতু এই পীড়ার আবির্ভাব হয়। ইণ্ডিকান (Indican) নামক বস্তু ঘর্ম্মের সহিত বাহির হইয়া বাতাসের সংশ্রবে আসিয়া, নানাবর্ণ ধারণ করে। এই পীড়ার সংখ্যা অতি বিরল। স্ত্রীলোকদিগকেই এই পীড়া দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই পীড়া সাধারণতঃ ১৬ হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

ল্যাকেসিস্। কাপড়ে লাল দাগ পড়ে (আর্নিকা, ডাল্ ক্যামেড়া, নক্স)।

নক্স-মশ্চাটা। কাপড়ে রক্তের দাগ পড়ে (ল্যাকে)।

আর্সেনিক। কাপড়ে হলুদ দাগ পড়ে (বেল, ব্রায়োনিয়া, ক্যাড্-সলফ, কার্ব্ব-এণি, সিনকোনা, ফেরম্, গ্রাফা, ইপিকাক, ল্যাকেসিস, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মার্ক, থুজা, ভেরেট্রম,)।

রিউম এবং সেলেনিয়ম্ও এই পীড়ায় উপকারী।

রক্তঘর্ম্ম।

সমসংজ্ঞা। হেমাটিড্রসিস্ (Haematidrosis)।

শরীরের কোনও অঙ্গ হইতে রক্তবর্ণ বাহির হইলে, তাহাকে হেমাটিড্রসিস্ বলে। এই পীড়ার সংখ্যা অতি বিরল। ইহা শরীরের কোনও একটী স্থানে, অথবা এক সময়ে একের অধিক অঙ্গ হইতে নিঃসরণ হইতে পারে। ইহাতে শরীরের চর্ম্ম স্বাভাবিকই থাকে তবে কখনও কখনও এই পীড়ার পূর্ব্বাহ্নে, পীড়িতস্থানে ফুস্কুড়ী অথবা বুদ্বুদের ন্যায় ফোস্কা প্রকাশ পায়।

এই পীড়া সাধারণতঃ অত্যন্ত স্নায়বিক হিষ্টিরিয়া ধাতুগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের হৃদয়াবেগের কারণ জন্মিলে হয়। কখনও কখনও এই পীড়া প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে পীড়িতস্থানে নিউর‍্যালজিয়া অথবা অতি ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। ঋতুস্রাবের গোল-

যোগ হেতু অথবা উহার প্রতিনিধি স্রাব স্বরূপও এইরূপ রক্তবর্ণ হইতে পারে। ইহাতে যে রক্তস্রাব হয় উহার পরিমাণ অতি সামান্য।

আর্নিকা, ক্যালকেরিয়া, ক্যামোমিলা, ক্লেমেটিস, ক্রোটালুস্, ককুলাস্, কিউরেয়া, ল্যাকেসিস্, লাইকোপোডিয়াম্, নক্স, নক্স-মস্চাটা।

ঘর্ম্মকৃচ্ছ।

সমসংজ্ঞা। ডাইসিড্রসিস (Dysedrosis)।

ইহা ঘর্ম্ম গ্রন্থি অথবা নলীর তরুণ পীড়া। ইহাতে হাতের তালু এবং কখনও কখনও পায়ের তালুতে জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী নিচয় প্রকাশ পায়। কখনও কখনও হস্তপদের অঙ্গুলীর ধারেও ঐরূপ ফুস্কুড়ী উঠিতে দেখা যায়। ফুস্কুড়ীগুলি প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অসংলগ্ন এবং গভীর প্রদেশে থাকে, তৎপর উহারা একের সঙ্গে অপরে লাগিয়া গিয়া উপরে উঠে এবং শেষে শোষিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

ইরাপসন্ উঠার পূর্ব্বে পীড়িত স্থানটী তাপযুক্ত হইয়া উহাতে টান্টান্ এবং শিহরণের ভাব অনুভব হয়। ইরাপসন্গুলি যখন প্রথমে প্রকাশ পায় তখন উহা ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ, অসংলগ্ন এবং চর্ম্মের গভীর প্রদেশে থাকে, কিন্তু উহারা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া অস্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। ইহার পর পীড়িত স্থানের চর্ম্ম উঠিয়া গিয়া উহারা অদৃশ্য হইতে পারে; কিন্তু তাহা না হইয়া যদি পীড়া চলিতেই থাকে, তবে উহারা ক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করতঃ, একে অন্যের সহিত সংলগ্ন হইয়া ফোস্কায় পরিণত হয়। তৎপর কয়েক দিন অথবা কয়েক সপ্তাহ মধ্যে উহা গলিয়া উহার জলীয় ভাগ শুকাইয়া ফোস্কা অদৃশ্য হয় এবং চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া লালাভ হইয়া থাকে। ইহাতে কখনও সামান্য কখনও অধিক কণ্ডুয়ণ থাকে।

ইরাপসন্গুলি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশ পায় এবং যখন হস্ত এবং পদ উভয়েই ইহা প্রকাশ পায় তখন ইহা প্রথমে হস্তেই দেখা দেয়। ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদের পীড়া উগ্র ভাপাপন্ন এবং অনেক দিন স্থায়ী হয়। যে সব লোক বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোক, হস্তের তালুতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ভোগ করে, তাহাদেরই এই পীড়া অধিক হয়।

ভ্রমাত্মক পীড়া। মৃদু জাতীয় পীড়ার সঙ্গে ঘামাচির ভ্রম হইতে পারে এবং উগ্র জাতীয় পীড়ার সঙ্গে একজিমা এবং ক্যাবিজের ভ্রম হইতে পারে।

ইহাতে কণ্ডুয়ণ এবং জ্বালা থাকে, কিন্তু ঘামাচিতে তাহা থাকে না।

একজিমায় অধিক কণ্ডুয়ণ থাকে এবং তাহাতে পীড়িত স্থান গরম এবং লাল বর্ণ হয়, উহার ফুস্কুড়ীগুলি সত্বর ফাটিয়া উহাতে মামড়ী পড়ে এবং পীড়িত স্থানটী ভিজা থাকে, কিন্তু ইহাতে পীড়িত স্থান শুষ্ক থাকে এবং উহা প্রদাহিত হয় না।

স্ক্যাবিজ পীড়ায় ফুস্কুড়ীগুলির চতুর্দ্দিকে চষা চষা দেখায় এবং পীড়ার বর্দ্ধিত অবস্থায়, প্যাস্‌টিউল, প্যাপিউল প্রভৃতি নানা জাতীয় ইরাপসন্ উঠে, আঁচড়ের দাগ দেখা যায় এবং পীড়িত স্থান লালবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু এই পীড়ায় তাহা হয় না।

পীড়ার কারণ। ঘর্ম্মস্রাবী যন্ত্রের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য হেতু এই পীড়া হইতে পারে। যাহারা স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতা, দুর্ব্বলতা, শরীর পোষণ শক্তির অভাব প্রভৃতি নিউর্যাস্‌থেনিয়ার উপসর্গে ভুগিতেছে সাধারণতঃ তাহাদেরই এই পীড়া হয়।

ভাবিফল। চিকিৎসায় এই পীড়া আরোগ্য হয় কিন্তু পুনরায় প্রকাশ পাইতে পারে।

অতি ঘর্ম্মের ঔষধ দ্রষ্টব্য।

ইউরিড্রসিস্। Uridrosis.

এই পীড়া হইলে যে ঘর্ম্ম হয় তাহাতে মূত্রের বিশেষতঃ ইউরিয়ার মৌলিক পদার্থ সমস্ত বিদ্যমান থাকে।

অনেক রোগীর ঘর্ম্মেই অতি অল্প পরিমাণ এই পদার্থ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ থাকিতে দেখা যায়। ইহা চর্ম্মোপরি প্রকাশ পাইলে মনে হয় যেন চর্ম্মের উপর তুষারপাত হইয়াছে অথবা ময়দা ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হস্ত, মুখমণ্ডল প্রভৃতি যে সমস্ত অঙ্গ অনাবৃত থাকে সেই সমস্ত স্থানেই ইহা অধিক প্রকাশ পায়। এই পীড়ায় শরীরের চর্ম্ম হইতে মূত্রের গন্ধ বাহির হয়।

ঘামাচি।

সমসংজ্ঞা। শ্বেত ঘামাচি, ঘর্ম্ম চর্চ্চিকা, সুডানিমা (Sudanema), মিলিয়েরিয়া (Miliaria), প্রিক্লি হিট্ (Prickly heat)।

শরীরের চর্ম্মোপরি বিশৃঙ্খল ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ উদ্ভেদ উঠিলে উহাকে ঘামাচি বলে। কেহ কেহ মিলিয়েরিয়া এবং সুডানিমাকে পৃথক রোগ বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও তাহা অতি সামান্য। মিলিয়েরিয়া তিন প্রকার, যথা—

১। **মিলিয়েরিয়া রুব্রা (Miliaria Rubra)।** ইহা পিনের মস্তকের ন্যায় ক্ষুদ্র, ইহার মস্তকে জল ভরা থাকে এবং ইহার পাদদেশ আরক্ত বর্ণ।

২। **মিলিয়েরিয়া এল্‌বা (Miliaria Alba)।** ইহার উপত্বক ফাটিয়া গিয়া একপ্রকার দুর্গন্ধবৎ রস বাহির হয়।

৩। **মিলিয়েরিয়া ক্রিষ্টিলিনা (Miliaria Christilina)।** ইহার অভ্যন্তরস্থ স্রাব অশ্রুজলের ন্যায় স্বচ্ছ।

অত্যন্ত গরম পড়িলে এবং মোটা বস্ত্র পরিধান করিলে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এই পীড়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স্থূলকায় ব্যক্তি এবং সুকুমার ত্বক বিশিষ্ট লোকেরাই এই পীড়া দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। কথনও কথনও ঘামাচির সঙ্গে ফোড়াও হয়।

প্রকৃত মিলিয়েরিয়া তরুণ বাত, টাইফয়েড, টাইফাস্ জ্বর, রেমিটেন্ট জ্বর, নিউমোনিয়া এবং থাইসিস্ প্রভৃতি পীড়ার উপসর্গ রূপে প্রকাশ পায়। ইহাকে অনেকে পীড়ার আরোগ্য চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে সাদা জলপূর্ণ থাকে তজ্জন্য ইহাকে শ্বেত ঘামাচি বলে।

জ্বরের সহিত ঘামাচি উঠিলে বিশেষ কোনও চিকিৎসার আবশ্যক হয় না। ঈষদুষ্ণ জলে সোডা মিশাইয়া গাত্র মার্জ্জন, শ্বেত চন্দন শরীরে লেপন এবং বৃষ্টির জল শরীরে প্রয়োগে উপকার হয়। উত্তাপ ভোগ, গরম জলে স্নান এবং উষ্ণবস্ত্র পরিধান পরিত্যাগ করা উচিত।

বেল, ব্রায়োনিয়া, এমন-কার্ব্ব, এমন-মুর, অরম্, লিডাম্, ল্যাকেসিস্, আর্টিকা-

ইউরেন, সালফর, এপিস্, হ্রাসটক্স, ফস্ফরিক্-এসিড, সল্‌ফিউরিক্-এসিড, ক্যান্থারিস্, ক্রোটন্, গ্রাফাইটীস্, ন্যাট্রম্-মুর লক্ষণ অনুসারে ব্যবহার্য্য।

আমরা আভ্যন্তরিক সেবনের জন্য হ্রাসটক্স দিয়া সাধারণ খামাচিতে খুব ফল পাই।

নবম অধ্যায়।

দদ্রু।

সমসংজ্ঞা। রিং ওয়ার্ম্‌স্ (Ring Worms), কোচ দাদ।

পরাঙ্গপুষ্ট উদ্ভিদানুচয় বা ভেজিটেবল্ প্যারাসাইটস্ (Vegetable parasites)।

এই রোগ ট্রাইকোফাইটন্‌টন্‌সুরানস্ (Trichophytontonsurance) নামক উদ্ভিদাণু হইতে জন্মে। ইহা প্রধানতঃ চারি প্রকার। পীড়িত অঙ্গ অনুসারে উহাদের আকৃতি গত পার্থক্য থাকা দৃষ্ট হয়—

১। ট্রিকোফাইটোসিস্ ক্যাপিটিস্ (T. Capites)।

২। ট্রিকোফাইটোসিস্ বার্‌বি (T. Barbae)।

৩। ট্রিকোফাইটোসিস্ করপোরিস (T. Corporis)।

৪। ট্রিকোফাইটোসিস্ জেনিটোফেমোর‍্যালিস্ (T. Genetofemoralis)। ইহাদের সাধারণ নাম রিং ওয়ার্ম (Ring Worm)।

ট্রিকোফাইটোসিস্ ক্যাপিটিস্। ইহার অপর নাম টিনিয়া টন্‌সুর‍্যানস্ (Tinea tonsurans)—এই জাতীয় রোগ শিশু এবং যুবকদেরই হইয়া থাকে, বয়স্কদের এই রোগ হয় না, হইলেও উহার সংখ্যা অতি বিরল। ইহাতে মস্তকের চর্ম্মে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে চক্রাকার শুষ্ক

যুক্ত হয় এবং ঐ স্থানের চুল পড়িয়া যাওয়ায় প্রথমে রোগের সূত্রপাত হওয়া বোঝাযায়; কিন্তু ভালরূপ পরীক্ষা করিলে দেখাযায় যে চুলগুলি উঠিয়া না গিয়া উহার অগ্রভাগ হইতে কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এই খাট চুল শোণের দ্বারা টানিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলে উহা প্রায়ই মূল সমেত না উঠিয়া, উহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া আসে এবং মূলটা উহার অবস্থিতির স্থানে থাকিয়া যায়। চুলের ভঙ্গপ্রবণতা এই রোগের একটী প্রধান লক্ষণ।

ইহার একগাছি চুল মাইক্রসকোপ্ দ্বারা পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে ছিদ্র থাকা প্রকাশ পায়। ট্রিকোফাইটিন্ কীটাণু চুলের ছিদ্রদ্বারা চর্ম্মের ত্বকে প্রবেশ করতঃ তথায় অবস্থান করিয়া, বর্দ্ধিত হইয়া চুলের গোড়া আক্রমণ করে এবং সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া ত্বকের নীচে চলাচল করে। এই প্রকারে কয়েক সপ্তাহ অথবা কয়েক মাসের মধ্যেই অনেকখানি স্থানে রোগ ব্যাপিয়া পড়ে।

আদর্শজাতীয় সম্পূর্ণরূপে পরিণত রোগে পীড়িত স্থান অধিক স্থলেই গোলাকার, ধূসর বর্ণ, মৃত্গন্ধযুক্ত এবং সামান্য উন্নত দেখায়।

রোগ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অনিশ্চিত সময় পর্য্যন্ত ঐ ভাবে থাকে এবং এই প্রকারে নূতন নূতন প্যাচ দেখা দেয়; এইরূপ কয়েকটী প্যাচ একত্র সংলগ্ন হইয়া পীড়িত স্থান বৃহৎ আকার ধারণ করে।

স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ শিশু, অথবা যাহাদের পূঁযপ্রবণ ধাতু তাহাদের, কীটাণুদ্বারা উত্তেজনা হেতু মস্তকে সামান্য পূঁয হয়; এই পূঁয পীড়িত স্থানের উপরে প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য ঐ স্থানটী মধুচক্রের আকৃতি ধারণ করে, তখন উহাকে কেরিয়ন (kerion) বলে।

এই রোগের কোনও চিকিৎসা না করিয়া ইহাকে স্বভাবের উপর ছাড়িয়া দিলে, ইহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ চুল এবং চুলের গোড়ার ছিদ্র, যতদিন উহাদের খাদ্য যোগাইতে পারে ততদিন বর্ত্তমান থাকে। ইহার শেষ ফল মাথায় টাক পড়া। এইরোগ মস্তকের চুলযুক্ত অংশ অতিক্রম করিয়া অনাবৃত স্থান পর্য্যন্ত ও প্রসারিত হইতে পারে এবং ট্রিকোফাইটোসিস্ করপোরিসের ন্যায় শরীরের অন্যান্য অবয়বেও প্রকাশ পাইতে পারে।

ট্রিকোফাইটোসিস্ বারবি অথবা **টিনিয়া সাইকোসিস্** (Tinea cycosis) অথবা **টিনিয়া বারবি** (T. barbae)।

এই জাতীয় রোগ বয়স্ক পুরুষদিগের মুখমণ্ডলে যে অংশে দাড়ী থাকে তাহাতে এবং গ্রীবাতে জন্মে। প্রথমে একটী সামান্য স্থান লালবর্ণ হইয়া সামান্য উচু হইয়া উঠে; কিছুদিনের মধ্যেই ইহা একটী অঙ্গুরীর আকৃতিতে পরিণত হইয়া উহার ধার উচুপনা হয় এবং উহার আয়তন ক্রমে বর্দ্ধিত হয় ও অন্যান্য নূতন স্থানে ঐরূপ হইতে থাকে। ইহার সহিত কখনও কখনও জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী অথবা কঠিন ইরাপসন প্রকাশ পায় ও কখনও কখনও শিশুদের মস্তকের কেরিয়ণের মত হয়। পীড়িতস্থান কামাইলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। কখনও চুল ভাঙ্গিয়া যায় কখনও পড়িয়া যায়, উহাদের মধ্যেও ছিদ্র হয়।

এই রোগের গতির বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহা সমস্ত দাড়ীযুক্তস্থানে, চিবুক এবং বগলের নিচে অধিক হয়। ইহাতে মুখমণ্ডল কদাকার হয়। কোনও স্থলে এই রোগ কেবল চিবুকেই হয়। ইহার দ্বারা উপর ওষ্ঠ প্রায়ই আক্রমিত হয় না। চিকিৎসা না হইলে এই রোগ অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহাতে সামান্য কণ্ডুয়ণ, জ্বালা এবং স্পর্শানুভবকতা থাকে।

ট্রিকোফাইটোসিস্ করপোরিস্ অথবা **টিনিয়া সারসিনেটা** (Tinea circinata)।

ইহা শরীরের চুল বিহীন স্থানের দক্রু রোগ। ইহাকে সাধারণ দক্রু রোগও বলা হইয়া থাকে। ইহা এই দেশীয় অনেকের নিকটেই অল্প বিস্তর পরিচিত। শরীরে প্রথমে একটী লাল দাগ দেখা দেয় এবং উহা সত্বরই একটী অঙ্গুরী অথবা বলয়ের আকার ধারণ করে ও উহার চতুর্দ্দিক সামান্য উচ্চ লালবর্ণ প্রান্ত বিশিষ্ট হয়। এই প্রকার দুইটী বলয়াকার স্থান একত্র হইলে, প্রায়ই একটী ৪ এর আকার ধারণ করে।

এই জাতীয় পীড়া রোগীর বিশেষ অসুবিধার কারণ হয় না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহা খুব জোড়ের সহিত তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত হয়, শীত প্রধান দেশে তদ্রূপ হয় না।

এই রোগের প্যাচ্গুলি কয়েক ইঞ্চি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আপনা আপনি অদৃশ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। সাধারণতঃ মাত্র কয়েকটী প্যাচের অতিরিক্ত প্রকাশ পায়না, কখনও মাত্র একটী, কখনও ৫ হইতে ১০টী অথবা উহা হইতে কিছু অধিক সংখ্যক চক্র প্রকাশ

পাইতে দেখা যায়। কোনও কোনও স্থলে প্যাচগুলি ক্ষুদ্রই থাকিয়া যায়, তখন উহাদিগকে তুচ্ছ করিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। ইহার ৩।৪টা প্যাচ্ প্রায়ই একত্র মিলিত হয় না।

ইহা মুখমণ্ডল, গ্রীবা, হস্ত এবং সম্মুখ বাহুতে সচরাচর হয়, যদিও অন্যান্য স্থানেও হইতে দেখা যায়। ক্বচিৎ কখনও হস্তের তালুতে ২।১টী প্যাচ হয়। পায়ের তালুতেও ঐরূপ হইতে পারে। কখনও কখনও ওষ্ঠে এবং যোনী কপাটে প্রকাশ পাইয়া নিকটস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

টিকোফাইটোসিস্ জেনিটো ফেমোর‍্যালিস্ (T. Geneto femoralis) অথবা **টিনিয়া কিউরিস (Tinea curis) টিনিয়া মার্জ্জিনাটা** অথবা **একজিমা মার্জ্জিনাটা (Tinea marginata or Eczema marginata)।**

এই জাতীয় রোগ এতদ্দেশে সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা সাধারণতঃ বয়স্ক পুরুষদিগেরই হইয়া থাকে। উরু দেশের ঊর্দ্ধভাগের ভিতর দিকে, অণ্ডকোষ, পিউবিক এবং পশ্চাৎদিকে গুহ্যদ্বারের নিকট পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকের এই পীড়া হইলে যোনিকপাটের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ইহাকেই কোচদাদ অথবা কোশদাদ বলে, এবং বার্ম্মিজ রিং ওয়ার্ম্মও (Burmese ring Worm) বলে। ইহা অতি কৃচ্ছ্র সাধ্য রোগ।

কখনও কখনও এই জাতীয় পীড়া এক অথবা উভয় বগলে হয়, তখন উহাকে **টিনিয়া অক্সিলারিস্ (T. Oxillaries)** বলে। ইহা কোশ দাদের সঙ্গে অথবা একাকীও প্রকাশ পাইতে পারে। ইহা স্ত্রীলোকের স্তনে এবং কর্ণের ভাঁজেও হইয়া থাকে।

সাধারণ জাতীয় পীড়া তত কষ্টদায়ক নয় কিন্তু কোচদাদ এবং বগলের দাদ অত্যন্ত চুলকায় এবং কষ্ট দেয়। **ইহা শীত ঋতুতে অনেকটা সাম্য থাকে কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুতে বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়।**

অঙ্গুলীর নখের দদ্রুকে **অনিকোমিকোসিস্ (Onechomecosis)** বলে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ নখের রোগের সঙ্গে লিখিত হইয়াছে।

ভ্রমাত্মক পীড়া।

ট্রিকোফাইটোসিস্ ক্যাপিটিস্ (T. Capites) রোগে চুলগুলি ভঙ্গপ্রবণ হয় তজ্জন্য ইহা অন্য কোনও রোগ হইতে পৃথক করিতে অসুবিধা হয় না। সমস্ত শরীরের সাধারণ দদ্রুও চিনিতে মোটেই অসুবিধা হয় না। একজিমার সহিত কোঁষদাদের যোগ না থাকিলে, ইহাও চিনিতে কোনও অসুবিধা হয় না।

পীড়ার কারণ। মস্তকের দদ্রু বালকেরা অপরের টুপি, ব্রাস, চিরুণী এবং তোয়ালে প্রভৃতি ব্যবহার করায় সংক্রামিত হইতে পারে। দুগ্ধ পোষ্য শিশুরা তাহাদের মাতার স্তন পানের সময় এই রোগ দ্বারা আক্রমিত হইতে পারে।

দাড়ির পীড়া সাধারণতঃ কামানের সময়, নাপিতের দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই রোগের জীবাণুদ্বারা কলঙ্কিত বাসন পত্র ব্যবহার করায় যুবতী স্ত্রীলোকদের ওষ্ঠ এবং গণ্ডস্থলে এই রোগ সংক্রামিত হয়।

ইহা ইন্দুর, বিড়াল, কুকুর, গরু, ঘোড়া প্রভৃতির হইতে দেখা যায়। এই সব জন্তুর নিকট হইতেও ইহা মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে। ঘোড়সোয়ার সৈন্যেরা ঘোড়ার খালি পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রাকটীস্ (Practice) করায় তাহাদের কোচ্দাদ অধিক হয়।

আর্সেনিক। মস্তকের দদ্রু। উহা শুষ্ক এবং কর্কশ। গোছে গোছে চুল পড়িয়া যাওয়া।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব। শিশুদের গ্লাণ্ডের ফুলাসহ, মুখমণ্ডল ব্যতীত, শরীরের অন্যান্য স্থানের দদ্রু। হলুদবর্ণ আঁইসযুক্ত ইরাপসন্। উহাতে জ্বালা এবং শিহরণ।

কষ্টিকাম্। গ্রীবার অতিশয় কণ্ডুয়ণযুক্ত স্রাবশীল দদ্রু।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব। জ্বালাকর কণ্ডুয়ণশীল দদ্রু। শরীরের স্থানে স্থানে অঙ্গুরীর আকার দদ্রু (ক্যাল্-এসেটিকা)।

কোনিয়ম্। রসস্রাবী দদ্রু।

ক্লেমেটিস্। বিছানার গরমে এবং ধৌত করার পর দদ্রুতে অসহ্য চুলকানি।

ডালক্যামেরা। দদ্রু চুলকাইলে উহা হইতে রক্তস্রাব হয়।

ক্যালি-হাইড্রো। মুখমণ্ডলের কণ্ডুয়ণযুক্ত দদ্রু।

সিপিয়া। দদ্রুর বৃত্তের মধ্যস্থল আঁইসযুক্ত। মস্তকে দদ্রু। শরীরে স্থানে স্থানে অঙ্গুরীয় আকার দদ্রু।

টেলুরিয়াম্। শরীরের যে কোনও স্থানের দদ্রু। লালবর্ণ, উচ্চ, অঙ্গুরীয় আকৃতি বিশিষ্ট কণ্ডুযুক্ত রসপূর্ণ ফুস্কুড়ী, বিশেষতঃ নিম্ন শাখায়। রাত্রে বিছানার গরমে বৃদ্ধি। পীড়িত স্থানে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। শরীরের অধিক স্থানে মিলিত ভাবে উৎপন্ন দদ্রু, উহার সহিত উত্তাপ, কণ্ডুয়ণ, জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গীক উপদ্রব।

ফস্‌ফরাস। সর্ব্ব শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান ব্যাপিয়া গোলাকার স্রাবহীন দদ্রু।

ন্যাট্রম্-মুর। বিদাহী স্রাবক্ষরণশীল দদ্রু।

জিঙ্কাম্। পুরাতন ও ক্ষতযুক্ত দদ্রু। দদ্রু আরোগ্য হওয়ার পর স্নায়ুশূল।

ব্যাসিলিনাম্ ২০০। ডাঃ বার্নেট বলেন ইহা শিশুদের সর্ব্বপ্রকার দদ্রু রোগের এইটী প্রধান ঔষধ।

হার্পিস রোগের নীচে যে সব ঔষধের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

সোরাইএসিস্। Psoriasis.

সমসংজ্ঞা। বিচর্চিকা।

ইহা একপ্রকার অসংক্রামক চর্ম্মরোগ। ইহাতে শরীরের চর্ম্মোপরি স্রাবশূন্য, শুভ্রবর্ণ, শল্কবিশিষ্ট, চক্রাকার উদ্ভেদ জন্মে। প্রথমে প্যাচ্‌গুলির আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাকে, তৎপর উহারা বিস্তারিত হইয়া একের সঙ্গে অন্যটী লাগিয়া যায়। যদি শল্কগুলি খসিয়া উঠান যায়, তবে উহার নীচে চক্‌চকে শুষ্ক লাল দৃশ্য দেখা যায়। ইহাতে কখনও রস, পূঁয অথবা ফুস্কুড়ী জন্মেনা; কিন্তু ইহাতে চর্ম্ম বিদীর্ণ হয় এবং চুলকায়।

ইহা মস্তকে হইলে একজিমা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু একজিমার রস লাগিয়া মাথার চুল আঁটিয়া যায়—এই পীড়ায় তদ্রূপ হয় না।

এই পীড়াক্রান্ত স্থানের চক্রাকার প্যাচ্‌গুলি সচরাচর ১ হইতে ৪ ইঞ্চি

পরিমাণ হয়, কখনও কখনও প্যাচ্‌গুলি বিস্তৃত হইয়া শরীরের অনেকাংশ আবৃত করিয়া ফেলে। শরীরের নিম্নভাগ অপেক্ষা উপরোর্দ্ধ ভাগই এই পীড়ার দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। ইহাদ্বারা হাত এবং পায়ের তালু প্রায়ই আক্রান্ত হয় না। কনুই এবং জানু এই পীড়ার প্রিয়স্থান। এই পীড়া জননেন্দ্রিয়ে হইলে, উহার সংলগ্ন মিউকাস্ মেমব্রেনস্ আক্রমন করিতে পারে। **এই পীড়া শরীরের উভয়পার্শ্বে এক সময়ে আক্রমন করে, এইটীই ইহার প্রধান স্বধর্ম্ম**। ইহা ছুতিস্পর্শ রোগ নহে।

এই পীড়া মস্তকে হইলে ইহা গ্রীবা এবং ললাট দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহা সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইলে, দূর হইতে দেখিয়া মনে হয় যেন শরীরে কর্দ্দম লাগিয়া শুষ্ক হইয়া আছে।

এই পীড়াগ্রস্ত লোকদের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল থাকে। ইহা বৎসরে দুইবার অথবা বহু বৎসর পর হইতে পারে। আমাদের দেশের কৃষকদের মধ্যে এবং কোনও কোনও ভদ্রলোকেরও এই পীড়া দেখা যায়। অজ্ঞ লোকেরা ইহাকে দদ্রু বলে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা দদ্রু রোগ নয়।

মৃদুগতি পীড়া অনেক সময় গ্রীষ্মকালে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং শীতকালে পুনরায় প্রকাশ পায়।

সোরাএসিস্ এবং একজিমা একসঙ্গে একই ব্যক্তির শরীরে বিদ্যমান থাকিতে পারে।

ভ্রমাত্মক পীড়া।

একজিমার সহিত এই পীড়ার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। একজিমার রস লাগিয়া মাথার চুল জটা বান্ধিয়া যায়, কিন্তু ইহাতে সেরূপ হয় না। একজিমায় অত্যন্ত চুলকানি হয়, ইহাতে চুলকানি হইলেও সে অতি সামান্য। একজিমাগ্রস্ত স্থানের কিনারা এত উচু নয় এবং তাহার শল্কগুলি ইহার শল্কের ন্যায় পুরু ও চকচকে নয়। একজিমার মামড়ীর নিম্নভাগ যেরূপ রসযুক্ত ইহাতে সেরূপ হয়না। পিটিরিয়াইসিস্ পীড়ার শল্কগুলি সহজে ঝড়িয়া পড়ে, কিন্তু ইহার শল্ক সহজে উঠেনা। দদ্রু রোগের চক্রের সংখ্যা ইহা হইতে অতি অল্প, এবং

উহা সাধারণতঃ শরীরের একদিকে প্রকাশ পায়; ইহার ন্যায় একই সময়ে উভয় পার্শ্বে প্রকাশ পায় না।

এই পীড়া এবং উপদংশ এক সময়ে একই ব্যক্তির শরীরে বিদ্যমান থাকিতে পারে। উপদংশের ইরাপসন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কটা বর্ণের, অল্প শল্কযুক্ত এবং তৎসহ উপদংশের অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মস্তকের সিবোরিয়া (Seborrhoea) য়েহ কোষের পীড়া কেবল মস্তকেই হয়, শরীরের অন্য কোনও অংশে প্রকাশ পায় না।

এই পীড়া মস্তকে হইলে উহাকে **সোরাএসিস ক্যাপিটিস** (Psoriasis capites) বলে। এই পীড়া বহুদিন শরীরে বর্ত্তমান থাকিলে এবং পীড়িত স্থানের চর্ম্ম পুরু, শক্ত, ফাটাফাটা এবং শরীরের বহুস্থান ব্যাপিয়া অসমভাবে প্রকাশ পাইলে, ইহাকে **সোরাএসিস ইন্ভেটিরেটা** (Psoriasis invaterata) বলে। এই পীড়া শরীরের বহুস্থান আক্রমন করিলে ইহাকে **সোরাএসিস ডিফিউজা** (Psoriasis difua) বলে। এই পীড়ার শল্কগুলি চাপ চাপ হইয়া লাগিয়া থাকিলে উহাকে **সোরাএসিস গাটেটা** (Psoriasis Gattata) বলে।

ইহা ধাতুগত রোগ। পৈত্রিক কোনও রোগ হইতেও ইহা জন্মিতে পারে। এই পীড়া শিশুকাল হইতে মধ্য বয়স পর্য্যন্ত লোককে আক্রমন করিতে পারে। দুগ্ধপোষ্য শিশু এবং বৃদ্ধদিগের এই পীড়া হইতে দেখা যায় না। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরাই এই পীড়া দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয় এবং ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে অধিক লোক আক্রান্ত হয়। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকেরই এই পীড়া হইতে দেখা যায়। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুতেই অধিক লোক আক্রান্ত হয়।

ভাবিফল। এই পীড়া সু চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হওয়ার পরও পুনরায় দেখা দেয়। পুনঃপুনঃ প্রকাশ হওয়া এই পীড়ার একটী বিরক্তি-কর স্বভাব; এবং ইহা এতই নিশ্চিত যে, কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকই, এই রোগ আরোগ্যের পর পুনরায় প্রকাশ পাইবেনা বলিয়া ভরসা দিতে পারেন না; মোটকথা যিনি একবার এই রোগাক্রান্ত হইয়াছেন, তিনি মনে করিতে পারেন যে, তিনি কখনও এই পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। পৃষ্ঠ, পাছা, হস্ত এবং পদতলের পীড়াই অধিক বিরক্তি জনক।

সোরাএসিস ক্যাপিটিস (Psoriasis capites) জানু এবং কনুইয়ের পর মস্তকই এই পীড়ার প্রিয় স্থান। মস্তকের কোনও একস্থান অথবা সমস্ত মস্তক ব্যাপিয়া এই পীড়া হয়। সমস্ত মস্তক ব্যাপিয়া এই পীড়া হইলে, উহা কপাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। মস্তকে এই পীড়া হইলে চুল পাতলা হইয়া যায়।

সোরাএসিস ফ্যাসি (Paoriasis Faeci)। মুখমণ্ডলের পীড়া। ইহার প্যাচ্‌গুলি গোলাকার। শরীরের অন্যান্য অবয়বের পীড়ার ন্যায় এই স্থানের প্যাচগুলি তত পুরু ও শল্কযুক্ত নয় এবং ইহাতে রক্তাধিক্যতাও কম, এই হেতু ইহাকে দদ্রুরোগ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য অবয়বেও প্যাচ বিদ্যমান থাকায় সে ভ্রম দূর হয়।

সোরাএসিস পালমারিস (Ps. Palmaris) এবং সোরাএসিস্ প্লান্‌টারিস (Ps. Plantaris)। হস্ত এবং পদের পীড়া। ইহার সংখ্যা অতি বিরল এবং ইহার আকৃতিও পৃথক। সাধারণতঃ উপদংশ গ্রস্ত ব্যক্তিরাই এই পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হয়। পীড়িত স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক, কর্কশ, পুরু এবং তাম্রবর্ণ ধারণ করে। ইহাতে তত শল্ক জন্মে না এবং উহার উপরের স্তরটী মধ্যে মধ্যে খসিয়া পড়িয়া যায়। পীড়িত স্থান কালে বিদীর্ণ হইয়া ফাটিয়া যায় এবং এই অবস্থা অতি আস্তে আস্তে আরোগ্য হয়। পীড়িত স্থান হইতে কখনও কখনও রক্তস্রাব হয় এবং পীড়িত স্থানে হস্ত বুলাইলে বেদনা অনুভব হয়।

সোরাএসিস আনগুইনিয়াম (ps. Unguinium)। এই পীড়ায় আঙ্গুলের নখগুলি অস্বচ্ছ, অসমান এবং কুচ্‌কিয়া যায়, তৎপর ফাটিয়া লাইনে লাইনে বর্ণ শূণ্য হইয়া উহাতে আঁইস জন্মে।

এই পীড়াদ্বারা অণ্ডকোষ ও লিঙ্গ মুণ্ড আক্রান্ত হয়। পীড়িতস্থান লালবর্ণ হইয়া স্ফীত, শক্ত, শল্কযুক্ত এবং ফাটা ফাটা হয়। উহা হইতে পাতলা কসানি ক্ষরণ হইয়া, আঁইসের সঙ্গে জড়িত হয়; উহাতে বেদনা এবং কণ্ডুয়ণ হয়।

সোরাএসিস সিফিলাইডস (Ps. Syphilides)। ডাঃ নজোর মতে এই পীড়া শরীরে উপদংশ রোগ বর্তমান জ্ঞাপক এবং ইহা বিকৃত ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থলে, এই পীড়ার দ্বারা রোগীর শরীরে গৌণ উপদংশ বিদ্যমান থাকা প্রকাশ পায়। বৃদ্ধ বয়স, অতিরিক্ত মদ্যপান, গাত্রচর্ম্মের শুষ্কতা এবং গাউট রোগ, এই পীড়া প্রকাশের সহায়তা

করে। সাধারণ সোরাএসিস্ হইতে এই পীড়া বাছিয়া লইতে, অনেক সময় বিজ্ঞ চিকিৎসকেরও ভ্রম হইয়া থাকে।

সোরাএসিস আরোগ্যের পথে আসিলে, আঁইসগুলি হ্রাস পাইতে থাকে, পীড়িত স্থান লালবর্ণ দেখায় এবং রোগ আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্মের উপরোক্ত বর্ণ লোপ পায়।

রোগের কারণ। এই রোগ উৎপত্তির বিশেষ কোনও কারণ জানা যায় না। প্রায়ই দেখা যায় যাহাদের স্বাস্থ্য খুব ভাল এবং শরীর হৃষ্টপুষ্ট, তাহারাও এই রোগাক্রান্ত হয়। কখনও কখনও অল্পকাল স্থায়ী দুর্ব্বলতা থাকা সময় এবং গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসূতি অবস্থায় এই পীড়া জন্মে। কেহ কেহ বলেন, এই পীড়া শরীরে পরাঙ্গপুষ্ট উদ্ভিদানু অবস্থিতি জ্ঞাপক, আবার কেহ কেহ বলেন বংশানুক্রমিক উপদংশ বিষ হইতে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়, কিন্তু ইহার কোনটাই বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব।

পথ্য :—পুষ্টিকর খাদ্য।

৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

এমন-কার্ব্ব। গণ্ডদেশে মটর পরিমাণ সাদা সাদা স্থান সমূহ। উহা হইতে সর্ব্বদাই ছাল উঠিয়া যায়। সকালে মুখ প্রক্ষালন করার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়ে। স্নান করিতে অনিচ্ছুক, শীত আদৌ সহ্য হয় না। যাহারা স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ভুগিতেছে তাহাদের পক্ষে অধিক উপকারী।

আর্সেনিক্-এল্। পীড়কাগুলি শল্কযুক্ত লাল অথবা সাদা। মধ্য রাত্রে বৃদ্ধি। দুর্ব্বলতা ও অবসাদসহ অত্যন্ত অস্থিরতা। নিশ্বাসে কষ্ট। ফল খাইলে বৃদ্ধি। চুলকানী ও জ্বালা।

আর্সেনিক আইওড্। পীড়কাগুলি শুষ্ক আঁইসযুক্ত। উহা শরীরের নানাস্থান ব্যাপিয়া হয়। জ্বালা ও চুলকানী বিশেষতঃ পৃষ্ঠে। যে রোগ সহজে আরোগ্য হইতে চায় না (Obstinate)।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। পায়ে খুস্কীযুক্ত স্থান সমূহ। চুলকায় ও জ্বালা করে। চর্ম্ম ফাটে। যাহাদের বর্ণ গৌর, পেট মোটা এবং সামান্য পরিশ্রমে অধিক ঘর্ম্ম হয় তাহাদের পক্ষে অধিক উপকারী।

ক্লেম্যাটীস। বহুদিনের পুরাতন রোগ। শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস।

ফ্লুরিক্ এসিড। ভ্রুর উর্দ্ধ হইতে কপালের পীড়া। আঙ্গুলের নখ ভঙ্গপ্রবণ এবং উহার কিনারা বক্র হইয়া যায়। ভ্রুর উপরের লালবর্ণ দাগ সমূহ এবং ঐ স্থানের চর্ম্ম উঠিয়া যায়।

হাইড্রোকোটাইল। আঁইশযুক্ত ঈষৎ উচ্চধার সংযুক্ত চক্রাকৃতি স্থান সমূহ।

আইওডাইন। চর্ম্ম শুষ্ক, কদাকার এবং পীতবর্ণ। স্নায়বিক উত্তেজনা এবং শীর্ণতা। সুন্দর ক্ষুধা। সোরাএসিস্ সারসিনাটা।

আইরিস্ ভার্স। কনুই এবং হাটুর উপরস্থ এলোমেলো চক্রাকার চক্‌চকে আঁইশযুক্ত পীড়া। চর্ম্ম কাটাকাটা এবং প্রদাহ যুক্ত। ভাল হজম হয়না, বমি বমির ভাব এবং দুর্ব্বলতা। ঘুমের মধ্যে চম্‌কাইয়া উঠা। সোরাএসিস্ ডিফিউজা।

মার্কিউরিয়স্। হস্ত এবং সমস্ত শরীরের তরুণ পীড়া। আঙ্গুলের ছাল উঠিয়া যায়। সহজেই ঘর্ম্ম হয় কিন্তু উহাতে পীড়ার উপশম হয়না। হস্তাঙ্গুলির নখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া যায়।

ম্যাঙ্গানাম। উগ্র এবং বহুদিন স্থায়ী পীড়া, যাহা সহজে আরোগ্য হয়না।

মেজেরিয়ম্। পৃষ্ঠ, বক্ষস্থল, মস্তক এবং উরু প্রদেশের খুস্কীর ন্যায় শল্কযুক্ত পীড়া। কাপড় ছাড়িলে কণ্ডুয়ণের বৃদ্ধি।

মিউরিয়েটীক এসিড্। হস্তের পীড়া। আর্দ্র বায়ু অসহ্য।

ন্যাট্রম্ আরস্। সাদাপনা পাতলা আঁইশযুক্ত পীড়া। এই আঁইশ উঠাইলে চর্ম্ম লালের আভাযুক্ত দেখা যায়।

নাইট্রীক-এসিড্। জ্বালা এবং চুলকানী সহ খোঁচামারা বেদনা। রাত্রে ঋতুর পরিবর্ত্তনে এবং ঘর্ম্মে বৃদ্ধি। মূত্রে ঘোটকের মূত্রের ন্যায় গন্ধ।

পেট্রোলিয়ম্। পীড়িত স্থানের চুল উঠিয়া যায়। হাতের চর্ম্ম কাটাকাটা এবং কদাকার। অত্যন্ত স্পর্শানুভবতা। খোলা বাতাসে যাইতে অনিচ্ছা।

ফস্ফরাস। বাহু, হস্ত, কনুই এবং হাঁটুর পীড়া। বাহু এবং হস্তদ্বয় অবশ হইয়া যায়। গোছ গোছ চুল উঠিয়া যাওয়া। শিশু লম্বাকৃতি ও দেখিতে সুশ্রী। শুষ্ক কাশি।

ফাইটোলাক্কা। চর্ম্মের উপরিভাগ কোঁচকান এবং সিসার বর্ণ। ইরাপসন্‌গুলির ছাল উঠিয়া যায়। শাখা সমূহে বাতের বেদনা।

সোরিনাম। শুষ্ক, শল্কযুক্ত এবং কণ্ডুয়নশীল ইরাপসন। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যতা। কোনও তরুণ রোগের পর অতিশয় ক্ষয়কর ঘর্ম্ম।

সালফর। আভ্যন্তরিক অন্য কোনও ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে এই ঔষধ একডোজ দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত।

সেলেনিয়াম্। হাতের তালুতে শুষ্ক আঁইশযুক্ত পীড়কা, উহাতে সামান্য চুলকানি।

সিপিয়া। মুখমণ্ডলের পীড়া। গর্ভবতী, প্রসূতি এবং স্তন্যদাত্রীদের পীড়া। চর্ম্ম কদর্য্য এবং লালবর্ণ। চুল উঠিয়া যাওয়া।

সাইলিসিয়া। কোকিল চঞ্চুর (coccyx) নিকটস্থ ঈষৎ উচ্চ আঁইশযুক্ত পীড়কা। মুখমণ্ডল এবং গ্রীবায় সাদা সাদা আঁইশযুক্ত ছোট ছোট পীড়কা। গণ্ডস্থলে সাদা দাগ সমূহ। শাখা সমূহে অসারতা। নখগুলি ফাটিয়া যায়। স্ক্রফিউলাস্ এবং পেট মোটা শিশুর পক্ষে অধিক উপযোগী।

টিউক্রিয়ম্। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর সোরাএসিস্।

টেলুরিয়ম্। সোরাএসিস্ এনুলাটা। সমস্ত শরীরের পীড়া।

প্রুরাইগো। Prurigo.

এই রোগে চর্ম্মোপরি পিনের মস্তক হইতে মটর পরিমাণ উচ্চ ফুস্কুড়ী জন্মে এবং উহাতে অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ হয়। প্রথমে ইহার কণ্ডুগুলি দেখা যায় না তবে চর্ম্মের উপর হাত বুলাইলে, উহা হাতে লাগে। ইহার কণ্ডুগুলি স্ক্যাবিজ প্রভৃতি রোগের কণ্ডুর ন্যায় উচ্চ মস্তকযুক্ত হয় না। ইহা চর্ম্মোপরি ছিটা ভাবে প্রকাশ পায়, কখনও দলবদ্ধ ভাবে জন্মে না।

এই রোগ সাধারণতঃ দীর্ঘাস্থি সংযুক্ত অঙ্গ আক্রমণ করে। ইহা প্রধানতঃ দুই জাতীয়—

১। প্রুরাইগো মাইটিস্ (Prurigo mites)।

২। প্রুরাইগো ফেরক্স (Prurigo ferox)।

এই দ্বিতীয় জাতীয় রোগকে প্রুরাইগো এগারিয়া (P. agaria) বলে। প্রথমটী মৃদু রোগ এবং দ্বিতীয়টী উগ্ররোগ।

ইহার ফুস্কুড়ীগুলির বর্ণ সাধারণতঃ চর্ম্মের বর্ণ, উহা কখন কখন লাল বর্ণও

হয়। প্রথমে উহাদিগকে দেখা যায়না তবে পীড়িত স্থানে হাত বুলাইলে উহারা হাতে ঠেকে। পীড়িত স্থানে যে কণ্ডূয়ন হয় তাহার দ্বারা, এই রোগ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। চুলকাইলে কণ্ডুগুলি বড় হইয়া লাল বর্ণ ধারণ করে, কখনও উহা হইতে কয়েক ফোটা রস, কখনও বা কয়েক ফোটা রক্তস্রাব হইয়া, কণ্ডুর উপরিভাগে রক্তের মামড়ী পড়ে। কণ্ডু অল্প কয়েকটা অথবা অনেকগুলি প্রকাশ পায় কিন্তু উহারা কখনও দলবদ্ধ ভাবে প্রকাশ পায় না।

এই রোগ প্রথমে জানুর নীচ হইতে পা পর্য্যন্ত সম্মুখের দিকে প্রকাশ পাইয়া ক্রমে সম্মুখ বাহুর সম্মুখের দিকে ও অন্যান্য অঙ্গে বিস্তারিত হয়। মৃদু রোগ চর্ম্মের ভাঁজ আক্রমণ করে না, এমনকি উগ্র রোগেও, সন্ধি স্থলের চর্ম্মের ভাঁজ, জানুর পশ্চাৎ ভাগ, বগল এবং হাতের তালুতে কোনও প্যাপিউল উঠে না। উগ্র রোগে প্রায় সমস্ত শরীরে, অল্পাধিক ইরাপসন্ উঠে, এমনকি মুখমণ্ডলও বাদ যায় না; কিন্তু মস্তকে এই রোগ কখনই হয় না। ইহাতে চর্ম্ম শুষ্ক এবং চুলগুলি চাকচিক্য বিহীন হয়। ইহা শরীরের নিম্নাঙ্গের শাখা সমূহে অধিক হয় এবং রোগীর ঘর্ম্ম আদৌ হয় না। লিম্ফ্যাটিক্ (Lymphatic) এবং ইন্গুইন্যাল (Inguinal) গ্লাণ্ড ফোলে। কখন কখন এই উভয় গ্লাণ্ড অত্যন্ত অধিক ফোলে।

এই রোগের চুলকানি এত কষ্টদায়ক এবং যন্ত্রণাপ্রদ যে রোগীর আদৌ নিদ্রা হয় না। চুলকানিতে রোগীর এত অশান্তি হয় যে উহাতে তাহার আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি আসে, জীর্ণশীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার প্লুরা ও মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হয়, মনের বিকৃতি জন্মে ও কখনও কখনও টিউবারকিউলোসিস্ পীড়াও হইতে পারে।

উগ্র জাতীয় পীড়ার তীব্রতা প্রথম হইতেই গুরুতর হয় যদিও অপুষ্টিকর খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস এবং রোগকে অবহেলা করায় উহা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই রোগ শীত ঋতুতে বৃদ্ধি পায়।

এই রোগ জীবনের কয়েক বৎসর মধ্যেই আরম্ভ হয়। দরিদ্রদের মধ্যেই এই পীড়ার আধিক্য দেখা যায়। বাল্যকালে নিম্ন অঙ্গের সম্মুখ দিক ইহার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহা স্পর্শ সংক্রামক অথবা পৈত্রিক রোগ নয়।

এই রোগের উৎপত্তির কারণ জানা যায় নাই, তবে ঘর্ম্মস্রাবী যন্ত্রের গোলযোগ এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

রোগের প্রথমে রোগীর স্বাস্থ্যভঙ্গ, বাল্যকালে পীড়ার আরম্ভ, বহু দিবস স্থায়িত্ব, শুষ্ক, কর্কশ এবং পুরুচর্ম্ম বিশেষতঃ সম্মুখদিকে, চর্ম্মের ভাঁজ এবং গ্রন্থি কখনও ইহা দ্বারা আক্রমিত না হওয়া, অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ এবং গ্লাণ্ডের ফুলা দ্বারা এই পীড়া চিনিতে ভ্রম হইতে পারে না।

রোগের প্রথমাবস্থায় সুচিকিৎসা হইলে রোগ আরোগ্যের পথে না আসিলেও অনেকটা সাম্য থাকে। উগ্র পীড়া আরোগ্য হওয়া সম্ভবপর নয়।

একোনাইট। জরভাব সহ সর্ব্বশরীরে সাংঘাতিক চুলকানি। চর্ম্মে প্রদাহ। পিপাসা। অস্থিরতা।

আর্সেনিক। পুরাতন রোগ। চুলকানি এবং জ্বালা, গরম প্রয়োগে হ্রাস। পিপাসা, বারে বারে অল্প অল্প জল পান। ছট্‌ফটানি।

বেলেডোনা। জ্বালাযুক্ত চুলকানি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়। অপরাহ্ন ৩ টায় বৃদ্ধি। রক্ত প্রধান ও শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুতে বিশেষ উপযোগী।

বোরাক্স্। রক্তবর্ণ মণ্ডল বেষ্টিত সাদা সাদা পীড়কা। শিশু শুকাইয়া যায়। চর্ম্ম ঢিলা হয়। সর্ব্বদাই ঘ্যাণ ঘ্যাণ করে। খেতে চায় না। নিদ্রা যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া উঠে।

কার্ব্ব-ভেজ। দিবারাত্রি সমস্ত শরীরে চুলকানি। ভাল পরিপাক হয় না, পেট ফাঁপে এবং সর্ব্বদাই ঢেঁকুর উঠে।

ডলিকস্। সমস্ত শরীরে অসহ্য চুলকানি। রাত্রে বৃদ্ধি, উহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। শরীরে কোনও ফুস্কুড়ী দেখা যায় না। ন্যাবা সহ পীড়া।

ইগ্নেসিয়া। হুলবিদ্ধবৎ চুলকানি শরীরের একস্থান হইতে অপর স্থানে যায়।

মার্কিউরিয়স্। মুখক্ষত অথবা একজিমার সহিত প্রুরাইগো; রাত্রে এবং বিছানার গরমে বৃদ্ধি। সহজেই ঘর্ম্ম হয় কিন্তু উহাতে উপশম বোধ হয় না।

রুমেক্স্। ছোঁয়াচে প্রুরাইটিস্। গরমে চুলকানির হ্রাস।

রস্-ভেন্। রক্তবর্ণ উন্নত ফুস্কুড়ী; মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং বক্ষস্থলেই বেশী। অসহ্য চুলকানি।

সালফর। নূতন পীড়া। অত্যন্ত চুলকানি। সন্ধ্যার এবং বিছানার গরমে বৃদ্ধি। শুষ্ক চর্ম্ম। স্নান করিতে অনিচ্ছুক।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের এই পীড়া চুরুট খাইলে উপশম হয়।

প্রুরাইটাস্। Pruritus.

এই রোগে শরীরে চুলকানি হয় অথচ কোনও ইরাপসন্ দেখা যায় না। নিম্নলিখিত কারণ সমূহ হইতে চর্ম্মে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

বাতরোগ, যকৃতের গোলযোগ, কৃমির দোষ, মূত্রে ইউরিক্ এসিডের আধিক্য, ব্রাইটস্ ডিজিজ (Bright's disease), সশর্কর বহুমূত্র, কর্কট রোগ, টিউবারক্লোসিস্, ডিম্বকোষ অথবা জরায়ুর গোলযোগ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, পিত্ত নিঃসরণের গোলযোগ, পাকস্থলীর গোলযোগ, বসিয়া কাটান স্বভাব, উত্তেজক খাদ্য আহার, বার্দ্ধক্যতা হেতু শরীরের চর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, পাকস্থলী এবং হজম শক্তির গোলযোগ। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটী কারণেই অধিক লোক পীড়িত হয়। এই রোগের সঙ্গে প্রায়ই জণ্ডিস্ থাকে। কোনও কোনও খাদ্য অথবা ঔষধ সেবনে বিশেষতঃ অহিফেন অথবা অহিফেন সংক্রান্ত ঔষধ এবং কোকেন সেবনে এই রোগ হইতে দেখা যায়। কোকেন সেবন করিলে কেবল যে প্রুরাইটাস্ হয় এমত নয়; শরীরে পোকায় চষা অথবা পোকা হাঁটার ন্যায় অনুভব হয়। ডাঃ ব্রণসনের মতে ইহাতে শরীরে বোধাধিক্যতা জন্মে। হিষ্টিরিয়া অথবা চিত্ত বিকার গ্রস্থ ব্যক্তিদেরও এই রোগ হইতে পারে।

ইহা চর্ম্মের ক্রিয়া বিকার ঘটিত রোগ বিশেষ; ইহাতে কণ্ডুয়ণ জ্বালা এবং কণ্টকবিদ্ধবৎ যাতনা হয়। কখনও কখনও চুলকানি হঠাৎ আরম্ভ হইয়া হঠাৎ তিরোহিত হয় এবং প্রায়ই উহা একটী নিরূপিত সময়ে প্রকাশ পায় (marked tendency to periodicity)।

কণ্ডুয়ণই এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ, কোনও ফুস্কুড়ী অথবা কণ্ডু চর্ম্মের উপর প্রকাশ পায় না তবে উগ্র জাতীয় পীড়ায় বারংবার আঁচড়ান ও ঘর্ষণ দ্বারা লোমকূপে প্যাপিউল উঠে এবং চর্ম্ম সামান্য পুরু হয় ও উহা হইতে রুস বাহির হইতে পারে।

সাধারণতঃ ইহাতে মৃদু অথবা অত্যুগ্র এবং প্রায়ই অসহ্য কণ্ডুয়ণ হয়। কোনও কোনও রোগীর শিহরণের ভাব, কণ্টকবিদ্ধবৎ যাতনা, হুলবিদ্ধবৎ উষ্ণতা এবং জ্বালা অনুভব হয়। অনন্যসাধারণ রোগে চর্ম্মের উপর অথবা নীচে পোকা চলার ন্যায় অনুভব হয়। ইহার উপসর্গ প্রায় সর্ব্বদাই থাকে, যদিও কখনও কখনও কিছু মৃদু হয় এবং সন্ধ্যা ও প্রথম রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

এই রোগ একাঙ্গীক অথবা সর্ব্বাঙ্গীক হইতে পারে। সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া রোগের সংখ্যা খুব অল্প কিন্তু প্রায়ই ইহা শরীরের অনেক স্থান যেমন কাণ্ড, পদ ব্যাপিয়া হইতে দেখা যায়, অপর পক্ষে ইহা শরীরের সামান্য স্থান যেমন নাসিকা, কর্ণ, হাত পায়ের তালু প্রভৃতিতে হয়। সর্ব্বাঙ্গীক রোগ কোনও পীড়ার সংশ্রবে হইয়া থাকে।

এই রোগ প্রায়ই জননেন্দ্রিয়ে হইতে দেখা যায়। অণ্ডকোষে এই রোগ হইলে (P. Croti) কখনও কখনও উহা পেরিনিয়াম্ (গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান) পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। কখনও ইহা কেবল মূত্রনলীর মূলে আবদ্ধ থাকে। এই পীড়া বয়স্ক লোকদের কর্ম্মজীবনেই অধিক হইয়া থাকে (more frequent during active adult life)।

কখনও কখনও স্ত্রীলোকের সমস্ত যোনি ব্যাপিয়া (Pruritus valvae), কেবল ভগোষ্ঠ, ভগলিঙ্গ অথবা যোনির বহির্ভাগে সময় সময় কণ্ডুয়ণ হয়। অল্প বয়স্ক বালিকাদের ক্রিমির দোষে এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু স্বভাবতঃ ইহা অধিক বয়স্ক অথবা প্রৌঢ় স্ত্রীলোকদেরই হইতে দেখা যায়। ইহাতে এত চুলকানি হয় যে রোগিণীকে বাধ্য হইয়া নির্জ্জন স্থানে থাকিতে হয়। কখনও কখনও চুলকাইতে চুলকাইতে পীড়িত স্থানে একজিমার সৃষ্টি হয়।

গুহ্যদ্বারে এই রোগ হইলে (P. Ani) উহার কণ্ডুয়ণ আবেশিক এবং উগ্রভাব ধারণ করে। ইহাতে পীড়িত স্থানটী সিক্ত থাকে, উহা হইতে দুর্গন্ধ

রসক্ষরণ হয় এবং প্রায়ই উহা অর্শ পীড়ার সংশ্রবে হইয়া থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেরই সব বয়সে এই রোগ হইতে পারে কিন্তু পুরুষদের কর্ম্মজীবনে এবং প্রৌঢ় বয়সেই অধিক হয়।

প্রুরাইটাস্ হেমালিস্ P. Hiemalis) (winter itch or frost itch)।

ইহা একটী স্বতন্ত্র ধরণের রোগ। সাধারণতঃ ইহা শরীরের নিম্নশাখায় আবদ্ধ থাকে যদিও ক্বচিৎ কখনও বাহুদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেবল বয়স্ক লোকেরাই এই রোগ দ্বারা **শীত ঋতুতে** আক্রান্ত হয়। **ইহা অক্টোবর অথবা নবেম্বর মাসে প্রকাশ পাইয়া বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত স্থায়ী** হয়। রাত্রে রোগী যখন কাপড় ছাড়ে অথবা বিছানায় শয়ন করে স্বভাবতঃ তখনই এই পীড়া প্রকাশ পায়, অন্য সময় থাকে না। বার কতক কয়েক মিনিট পরপর চুলকানির উদ্রেক হয় এবং কিছুক্ষণ চুলকানির পর উহার বিরাম হয়। পর দিবস রাত্রেও পুনরায় ঐরূপ হয়। কখনও কখনও রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে পুনরায় চুলকানির উদ্রেক হয়। মোট কথা ইহাতে সমস্ত রাত্রিই চুলকানি থাকিতে পারে। ইহাতে পীড়িত স্থানের চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত স্থূল হয়। ঐ স্থানের লোম পড়িয়া যায়, আদৌ থাকে না। কখনও কখনও হাঁটু হইতে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য লোম শূন্য হইয়া যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই রোগ মাত্র কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

শরীরের আভ্যন্তরিক অথবা বাহ্যিক উত্তেজনা হেতু এই রোগের বৃদ্ধি হইতে পারে।

রোগের কারণ। শিশুদিগের পীড়া কৃমির জন্য হয়। গুহ্যদ্বারের পীড়া ক্ষুদ্র কৃমির উত্তেজনা হেতু হয়; কখনও কখনও যোনির পীড়াও এই কারণে হয়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও এইটী খাটে। ইহা লিউকোরিয়ার স্রাব এবং ডিম্বকোষ অথবা জরায়ুর উত্তেজনা হেতু হইতে পারে। বহুমূত্র রোগীর, তাহার মূত্রের সংস্পর্শে ইহা হইতে পারে। স্ত্রীলোকের রজঃবন্ধ সময়ে ডিম্বকোষ অথবা জরায়ুর উত্তেজনা হেতু এই রোগ হইতে পারে।

স্ত্রীলোক এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের পীড়াই রতিজ মূত্ররোগ সম্ভূত পলিপি অথবা ষ্ট্রিক্‌চার হইতে মূত্র পাথরী জন্মিয়া এই রোগ হইতে পারে।

গুহ্যদ্বারের পীড়ায় প্রায়ই রক্তস্রাব থাকে, উহা ঐ স্থানের কাটা ফাটা অবস্থা, ফিস্‌চুলা এবং অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইতে, হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুদ্রক্রুমি এবং ঐ স্থান পরিষ্কার করণার্থ (for toilet) শক্ত দ্রব্য ব্যবহার হেতুও হইতে পারে।

প্রুরাইটাস্ হেম্যালিস্ অর্থাৎ শীত ঋতুর পীড়া, যাহাদের ঘর্ম্ম কম হয়, গাউটের স্বভাব, ভাল হজম হয় না এবং চর্ম্মোপরি কর্কশ পশম নির্ম্মিত কাপড় পরিধানে হইতে পারে।

স্নানের প্রুরাইটাসের, জলই প্রধান কারণ এবং উহার সহিত কোনও তীব্র জাতীয় সাবান ব্যবহারে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। মৃদু সাবান ব্যবহার করিয়া উহা শরীর হইতে মলিয়া না উঠাইলেও এই রোগ হইতে পারে। অনেকক্ষণ জলে থাকিলে, অতি গরম, অথবা অতি ঠাণ্ডা জল ব্যবহারেও এই রোগ হইতে পারে।

ভ্রমাত্মক পীড়া।

এই রোগের বাহ্য কোনও রূপ ফুস্কুড়ী না থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত চুলকানি হয়, তজ্জন্য অন্য পীড়ার সঙ্গে ইহার ভ্রম হইতে পারে না। উগ্র জাতীয় পীড়ার পরে ফুস্কুড়ী প্রকাশ হওয়ায় ভ্রম হইতে পারে কিন্তু রোগের ইতিহাস সংগ্রহ করিলে সে ভ্রম দূর হয়।

স্ক্যাবিজের ফুস্কুড়ী এবং শরীরে তাহাদের স্থিতির (distribution) বিষয় বিবেচনা করিলে উহার সঙ্গে এই রোগের ভ্রম হইতে পারে না।

ভাবিফল। রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া উহা অপসারিত করার উপর এই রোগ আরোগ্য হওয়া নির্ভর করে। যদিও এই রোগ অতিশয় অবাধ্য তথাপিও সুচিকিৎসায় ইহা আরোগ্য হইতে পারে।

যোনি ও গুহ্যদ্বারের পীড়া বড়ই অবাধ্য। শীতকালের রোগ এবং স্নানের রোগ ঔষধ সেবনে সাম্য থাকে।

পথ্য। লঘুপাচক, অনুত্তেজক খাদ্য আহার। মদ্যাদি পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আর্জেন্টাইন-মেটা। শরীরে বিশেষতঃ মস্তকে অসহ্য কণ্ডুয়ন উহা চুলকাইলে নিবৃত্তি হয় না। অণ্ডকোষের পীড়া।

আর্জে-নাই। বিছানার গরমে উরু এবং বগলের কণ্ডুয়ন।

অর্সেনিক। পুরাতন পীড়া। বৃদ্ধ বয়সের জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তির পীড়া। জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি। অত্যন্ত জ্বালা।

ইথুজা। যোনি কপাটের উপর ফুস্কুড়ী। শরীর গরম হইলে উহাতে চুলকানি।

এলোজ। গুহ্যদ্বারের মধ্যে চুলকানি ও জ্বালা, উহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত। লিঙ্গাগ্রচর্ম্মে কণ্ডুয়ন। চুলকানি বিশেষতঃ পদের।

এলুমেন্। মূত্রনলীর মুখের কণ্ডুয়ণ। স্ত্রীলোকের যোনির কণ্ডুয়ণ। চক্ষের পাতা, গুহ্যদ্বার, অণ্ডকোষ এবং স্কন্ধের চুলকানি। শরীরের চর্ম্ম কর্কশ। কোষ্ঠবদ্ধ।

এমন-কার্ব্ব। চর্ম্মে অসহ্য চুলকানি। আঁচড়ানের পর জ্বালাকর ফোস্কা দেখা যায়। গুহ্যদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা। জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ণ, স্ফীততা এবং জ্বালা। চুলকানিতে নিদ্রার ব্যাঘাত।

এণ্টিম-ক্রুড। চর্ম্মে চুলকানি। লিঙ্গ এবং লিঙ্গমুণ্ডের চুলকানি। অণ্ডকোষের বামদিকে চুলকানি এবং জ্বালা।

এণ্টিম-টার্ট। বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের উগ্র কণ্ডুয়ণ, জননেন্দ্রিয়ের বাহিরে ফুস্কুড়ী।

কষ্টিকাম। শরীরের স্থানে স্থানে কণ্ডুয়ণ। নাসিকার অগ্রভাগ, নাসাপক্ষ, মুখমণ্ডল, অণ্ডকোষ, পৃষ্ঠ, বাহু, হস্তের তালু, পায়ের তালুতে কণ্ডুয়ণ, উহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত। মূত্রনলীর মুখ, অণ্ডকোষ এবং পুরুষাঙ্গের চর্ম্মে চুলকানি।

কফিয়া। অত্যন্ত চুলকানি। চুলকাইলে নিদ্রার ব্যাঘাত।

কলিনসোনিয়া। যোনির প্রুরাইটাস্ তৎপর রক্তস্রাব। গর্ভাবস্থা অথবা রজঃকৃচ্ছতা হেতু অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ। শয়নাবস্থায় পীড়িতস্থান স্ফীত হয় এবং উহাতে কম্প হয়। অসহ্য চুলকানিতে রোগিনীকে পাগল করিয়া তোলে। ঠাণ্ডাজলে স্নানে হ্রাস।

কোনিয়াম। যোনির বহির্দ্দেশ এবং যোনির মধ্যে দিবারাত্রি অসহ্য চুলকানি। রজঃস্রাবের পর বৃদ্ধি।

কুপ্রম-এসি। চর্ম্মে কাপড়ের ঘর্ষণ সহ্য হয় না। কণ্ডুয়ণ বিশেষতঃ বাহু এবং পদের। গুহ্যদ্বারের পীড়া। অণ্ডকোষ সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকে (কুপ্রম-আর্স)।

ক্রোটন। অণ্ডকোষ কুঞ্চিত, উহাতে প্রবল কণ্ডুয়ণ। বেড়াইবার সময় অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গমুণ্ডে বারংবার ক্ষতকর কণ্ডুয়ণ। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের অসহ্য চুলকানি, রাত্রে উহার বৃদ্ধি। সমস্ত শরীরে ইরাপসন, উহাতে আঁচড়ান সহ্য হয় না। উহার উপর ডলিয়া দিলে চুলকানির নিবৃত্তি হয়।

চেলিডোনিয়াম। চর্ম্মে চুলকানি। গুহ্যদ্বারের মধ্যে এবং গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চুলকানি এবং সড়্ সড়ানি। গুহ্যদ্বারের চুলকানি এবং সূচ ফোটান বেদনা। অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গমুণ্ডে চুলকানি এবং সড়্ সড়্ করা।

ইউফরবিয়াম। যোনিপিড়ির কণ্ডুয়ণ। সমস্ত শরীরের চুলকানি।

ডলিকস্-প্রু। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সমস্ত শরীরের অসহ্য চুলকানি। চর্ম্মে কোনও ফুস্কুড়ী দেখা যায় না। কোষ্ঠবদ্ধ। জণ্ডিস্। ফুস্কুড়ীশূণ্য কণ্ডুয়ণ, প্রথমে পদতলে তৎপর প্রত্যেক শীত ঋতুতে তদূর্দ্ধদেশে, এই প্রকারে সপ্তম বৎসরে হিপ্ এবং তলপেট পর্য্যন্ত উঠে। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত। ম্যালেরিয়া জ্বরে যকৃতের অপকর্ষতা হেতু কণ্ডুয়ণ।

ফ্লোরিক-এসিড। গুহ্যদ্বারের পীড়া। গুহ্যদ্বারের ভিতরে, চতুর্দ্দিকে এবং পেরিনিয়ামে কণ্ডুয়ণ।

ফেরম্-মেট। গুহ্যদ্বারের পীড়া। কণ্ডুয়ন হেতু রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত। রাত্রে গুহ্যদ্বারে সূত্রক্রিমি বাহির হয় (মার্ক, স্পাইজে, সিপিয়া)।

গ্রাফা। অণ্ডকোষের কণ্ডুয়ণ। গুহ্যদ্বারের পীড়া, পীড়িত স্থান ভিজা ভিজা এবং উহাতে ফুস্কুড়ী। যোনির কণ্ডুয়ণ, ঋতুস্রাবের অনতিপূর্ব্বে (অনতিপরে-কোনি) বিশেষতঃ স্থূলকায় স্ত্রীলোকের।

হ্যামামেলিস। গুহ্যদ্বারের কণ্ডুয়ণ। ভগ কণ্ডুয়ণ।

হেলোনিয়াস্। যোনি কপাটের আরক্ততা, উত্তাপ ও স্ফীততা সহ তীব্র অসহ্য কণ্ডুয়ণ। কণ্ডুয়ণে ত্বক উঠিয়া যায়। দুর্গন্ধযুক্ত প্রদরস্রাব এবং কখনও কখনও রক্তস্রাব।

হিপার। পুরুষাঙ্গে কণ্ডুয়ণ।

হাইড্রাসটীস্। প্রভূত প্রদর স্রাব সহ ভগ কণ্ডুয়ণ। অত্যন্ত সঙ্গমের ইচ্ছা।

আইওডিয়াম। রাত্রে অত্যন্ত চুলকানি তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত। অজীর্ণ রোগগ্রস্থ শীর্ণ ব্যক্তির পীড়া। গণ্ডমালা গ্রস্থ শিশুর পীড়া। গ্রন্থি বিবর্দ্ধন।

ক্যালি-কার্ব্ব। যোনিপীড়ির উগ্র কণ্ডুয়ণ। জ্বালা এবং চুলকানি। আঁচড়াইলে স্থানটী আর্দ্র হয়।

ক্রিয়োজোট। সন্ধ্যার সময় কণ্ডুয়ণে রোগীকে পাগল করিয়া তোলে। ভগাধার এবং ভগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কণ্ডুয়ণ, টাটানি এবং জ্বালা। দুর্গন্ধস্রাব। বিদাহি প্রদর স্রাব, উহা লাগিয়া বাহ্য স্ত্রী অঙ্গ চুলকায় ও কামড়ায়।

ল্যাকেসিস্। গুহ্যদ্বারে কণ্ডুয়ণ। হলুদ অথবা বেগুনি বর্ণের ফুস্কুড়ীসহ সমস্ত শরীরে চুলকানি। নিদ্রার পর বৃদ্ধি। মলত্যাগকালে ও তৎপরে মলদ্বারে জ্বালা।

লিডাম। পায়ের গোড়ালী এবং পদতলের পশ্চাৎদিকে উগ্র কণ্ডুয়ণ, বিশেষতঃ রাত্রে।

লিলিয়াম। স্ত্রী অঙ্গে পূর্ণতানুভব সহকারে যোনির সুখকর কণ্ডুয়ণ। রজঃস্রাবের পরবর্ত্তী উগ্র পীড়া (কোণি)। বাম ডিম্বাধার প্রদেশে হুল বিদ্ধবৎ যাতনা।

লাইকোপোডিয়াম। প্রাত্যহিক (diurnal) কণ্ডুয়ণ (স্থাট্র-মুর)। দিবসে শরীর গরম হইলে চুলকানির বৃদ্ধি। গুহ্যদ্বারের চুলকানিযুক্ত ফুস্কুড়ী। লিঙ্গাবরক চর্ম্মের ভিতর দিকে এবং অণ্ডকোষের উপরিভাগে কণ্ডুয়ণ। অপত্যপথ হইতে বায়ু নিঃসরণ।

ম্যাগনেসিয়া-মুর। জননেন্দ্রিয় এবং অণ্ডকোষে চুলকানি, উহা গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। সমস্ত শরীরে কীট চলার ন্যায় অনুভব (বসিয়া থাকিলে)। শরীর চালনায় হ্রাস।

মার্কিউরিয়স। জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডুয়ণ, মূত্রের সংস্পর্শে উহার আতিশয্য। হস্তে খোসের ইরাপসনের মত আর্দ্র ফুস্কুড়ী। রাত্রে বিছানার গরমে বৃদ্ধি।

মেজেরিয়ম্‌। লিঙ্গমুণ্ড কণ্ডুয়ণ। রাত্রে অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ এবং জ্বালাসহ দীর্ঘকাল স্থায়ী পীড়া, বিশেষতঃ শরীরের সামান্য চর্ব্বিযুক্ত স্থান সমূহে। সন্ধ্যায় এবং উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

মিউরিয়েটিক-এসিড। অণ্ডকোষের কণ্ডুয়ণ, উহা আঁচড়াইলে হ্রাস হয় না। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতা। লিঙ্গ শিথিল।

ন্যাট্‌ম্‌-মুর। অণ্ডকোষের উপরে এবং নিম্নে কণ্ডুয়ণ। প্রাত্যহিক কণ্ডুয়ণ। উরু এবং অণ্ডকোষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চুলকানি, টাটানি এবং আর্দ্রতা। স্ত্রীলোকের যোনির বহির্দ্দেশের কণ্ডুয়ণ। চুল পড়িয়া যায়। চর্ম্মে চুলকানি কিন্তু কোনও ফুস্কুড়ী উঠেনা।

ন্যাট্রম্‌-সলফ। পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ণ। পরিচ্ছদ ছাড়ার কণ্ডুয়ণ। অণ্ডকোষে এবং দক্ষিণ উরুর মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মামড়ী, উহা চুলকায়। মস্তকোপরি, কপালে এবং বক্ষস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলকানিযুক্ত মামড়ী। সাইকোটিক ধাতু।

নাই-এসিড। সিফিলিস্‌ এবং সোরা ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তি। মেঢ্রত্বক এবং অণ্ডকোষের কণ্ডুয়ণ। গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিকের চর্ম্ম শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা, চুলকাইলে উহা হইতে রক্ত বাহির হয়। জননেন্দ্রিয়ের চুল পড়িয়া যায়। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ণ, জ্বালা এবং স্ফীততা। চর্ম্ম মলিন এবং শুষ্ক।

ওলিয়েণ্ডার। পরিচ্ছদ ছাড়ার সময় কণ্ডুয়ণ। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে, গুহ্যদ্বারের ভিতরে এবং বাহিরে কণ্ডুয়ণ এবং জ্বালা। চর্ম্মে কাপড়ের ঘর্ষণও সহ্য হয় না।

পেট্রোলিয়ম্‌। অণ্ডকোষে, অণ্ডকোষ এবং উরুর মধ্যস্থলে এবং পেরিনিয়ামে সিক্ত হার্পিস। বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গে কণ্ডুয়ণ, আর্দ্রতা এবং টাটানি। স্তনাগ্রে কণ্ডুয়ণ এবং শল্কযুক্ত আবরণ। মলদ্বারে জ্বালাকর কণ্ডুয়ণ।

প্লাটিনা। জড়ায়ুর মধ্যে উগ্র কণ্ডুয়ণ। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ণ, উহাতে শিহরণ তৎসহ উৎকণ্ঠা এবং বুক্ ধরফরানি। শরীরের স্থানে স্থানে টাটানি, শিহরণ, জ্বালা এবং কণ্ডুয়ণ অনুভব এবং উহাতে আঁচড়াইবার ইচ্ছা।

সোরিণাম। রজঃ লোপ অথবা থাইসিস্ হেতু প্রুরাইটাস। গর্ভাবস্থায় স্তনের বোটার চতুর্দ্দিকে ফুস্কুড়ী উঠে, উহা অত্যন্ত চুলকায় এবং উহা হইতে রসক্ষরণ হয়। হস্তের অঙ্গুলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে চুলকানিযুক্ত ফুস্কুড়ী। পায়ের তালুতে উষ্ণতা এবং কণ্ডুয়ণ। দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ।

পালসেটিলা। লিঙ্গাবরক চর্ম্মের বাহির এবং ভিতর দিকে দংশন ও কণ্ডুয়ণ। বৃদ্ধ বয়সের পীড়া। রাত্রে পিষ্টকাদি আহারে এবং রজঃ স্রাবের বিলম্ব হেতু বৃদ্ধি। ঠাণ্ডাজল প্রয়োগে হ্রাস।

রস-ভেন। মশক দংশনের ন্যায় কণ্ডুয়ণ। অণ্ডকোষ কণ্ডুয়ণ ও উহাতে অধিক উত্তাপ।

রোডোডেণ্ড্রণ। অণ্ডকোষে ঘর্ম্ম। অণ্ডকোষ এবং উরুর মাঝখানে টাটানি।

সাইলিসিয়া। ঋতুকালে ভগে কণ্ডুয়ণ, জ্বালা ও স্পর্শদ্বেষ। জননেন্দ্রিয়ের ভিজাস্থান সমূহ বিশেষতঃ অণ্ডকোষে কণ্ডুয়ণ। অণ্ডকোষে ঘর্ম্ম। বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি। পায়ের তলায় চুলকানিতে রোগীকে পাগল করিয়া তোলে।

ষ্টাফিসেগ্রিয়া। নব বিবাহিত ব্যক্তিদের জননেন্দ্রিয়ের পীড়া, তৎসহ বারংবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা। অণ্ডকোষের উগ্র কণ্ডুয়ণ। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে হুল ফুটান বেদনা ও কণ্ডুয়ণ।

সালফর। লিঙ্গমুণ্ডের কণ্ডুয়ণ। নাভির নিম্নদেশে বিরক্তিকর কণ্ডুয়ণ। উগ্র কণ্ডুয়ণ এবং জ্বালা। পুরাতন রোগ। গুহ্যদ্বারে চুলকানি, জ্বালা এবং হুলফুটান বেদনা। সন্ধ্যায় বিছানার গরমে বৃদ্ধি।

ট্যারেণ্টুলা। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের উগ্র পীড়া।

টিউক্রিয়ম্। গুহ্যদ্বারের প্রবল কণ্ডুয়ণ, তুড়তুড়ী ও চুলকানি হেতু রাত্রে ঘুমাইতে পারে না, বিছানায় এপাশ ওপাশ করে।

জিঙ্কাম্। মলদ্বারের কণ্ডুয়ণ। কৃমির ন্যায় সুড়সুড়ি। পৃষ্ঠ এবং তলপেটে মক্ষিকা দংশণের ন্যায় উগ্র কণ্ডুয়ণ। ঋতুস্রাবের সময় অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ উহাতে হস্ত মৈথুনের প্ররোচনা মানে।

এলুমিনা। সমস্ত শরীরে অসহ্য চুলকানি বিশেষতঃ বিছানার

গরমে। আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে রক্ত বাহির হয় তৎপর উহাতে বেদনা হয়। কণ্ডুয়ণযুক্ত অর্শ, যোনির মধ্যে চুলকানি, সূচ্ ফুটান ব্যথা এবং স্পন্দন।

এগ্রাগ্রিসিয়া। অণ্ডকোষে অসহ্য কণ্ডুয়ণ। জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগে অত্যন্ত চুলকানি, তজ্জন্য ঐ স্থান ঘর্ষণ করিতে হয়। কণ্ডুয়ণ সহ যোনি কপাট স্ফীত। গর্ভাবস্থায় যোনির পীড়া।

ক্যালেডিয়াম্। গর্ভাবস্থায় এবং গর্ভস্রাবের পর স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের পীড়া। যোনির কণ্ডুয়ণে হস্ত মৈথুণের প্ররোচনা আনে। যোনির চতুর্দ্দিকে ফুস্কুড়ী এবং উহা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব। অণ্ডকোষের উগ্র কণ্ডুয়ণ। পুরুষাঙ্গের স্ফীততা। ঠাণ্ডাজলে বৃদ্ধি।

ক্যান্থারিস্। অতিশয় সঙ্গমপ্রবৃত্তিসহ ভগ কণ্ডুয়ণ। যোনি কপাটের পীড়া বিশেষতঃ হস্ত মৈথুণের পর উহাতে অত্যন্ত চুলকানি। স্ত্রীলোকের রজঃ নিবৃত্তিকালে মৈথুণের প্রবল ইচ্ছা সহ পীড়া। প্রবল যোনি কণ্ডুয়ণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব। যোনির ভিতরে এবং বাহিরে চুলকানি এবং সূচ্ ফুটান বেদনা। সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিলে স্থানে স্থানে চুলকানি। বক্ষ, পৃষ্ঠ, গ্রীবা, স্কন্ধ, পায়ের রলার পশ্চাৎদিকে অত্যন্ত উত্তেজনা তৎপর লোহিত বর্ণ ফুস্কুড়ী। রাত্রে বৃদ্ধি।

ক্ষৌরকণ্ডু।

সমসংজ্ঞা। সাইকোসিস্ (Sycosis)।

গোঁফ এবং দাড়িমূলের প্রদাহ, যাহার সঙ্গে উপদংশ রোগের কোনও সংশ্রব নাই, তাহাকে ক্ষৌরকণ্ডু বলে।

ইহা মুখমণ্ডলের চুলযুক্ত স্থানের কতকাংশ অথবা সমস্ত অংশ আক্রমণ করিতে পারে এবং উগ্র প্রকৃতির রোগ চক্ষের ভ্রূ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকে। গোঁফ অপেক্ষা দাড়ি বিশেষতঃ গণ্ডস্থল এবং চিবুক এই রোগের দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। প্রথমে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ ফুস্কুড়ী দেখা

৮-নং চিত্র।

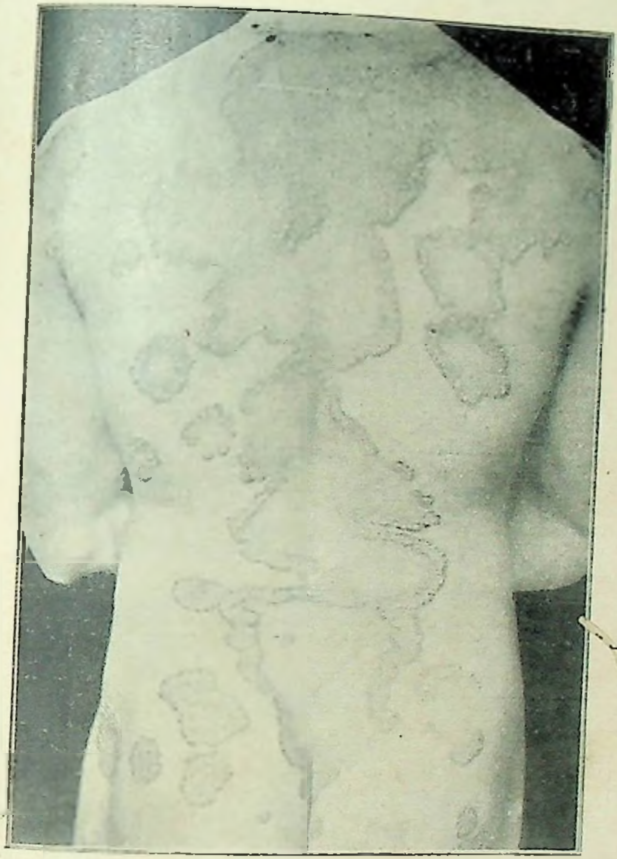

সোরাএসিস্। ২৩০ পৃষ্ঠা। Psoriasis.

৯নং চিত্র।

ক্ষৌরকণ্ডু। ২৪৫ পৃষ্ঠা। Sycosisvulgaris.

৭নং চিত্র।

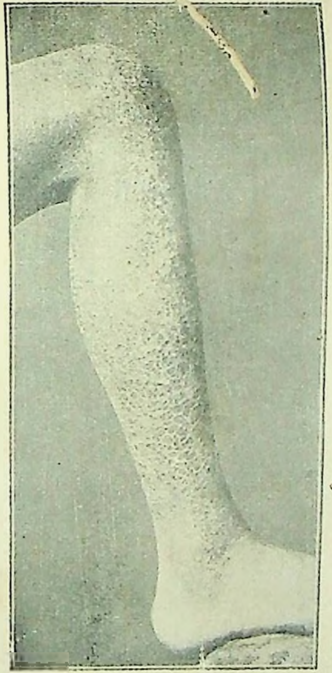

ইকথিয়োসিস্। ১২২ পৃষ্ঠা। Ichthyosis.

দেয় এবং উহারা আস্তে আস্তে পূঁযযুক্ত হয়। ফুস্কুড়ীগুলি প্রথমে অসংযুক্ত থাকে কিন্তু উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নূতন ফুস্কুড়ীর উদ্ভব হওয়ায়, উহারা লেপা আকার ধারণ করে এবং উহাদের মধ্যে রসসঞ্চার হওয়ায় পীড়িত স্থান স্ফীত দেখায়। প্রত্যেকটী ফুস্কুড়ী এক একগাছি চুল মস্তকে লইয়া প্রকাশ পায়। উগ্র প্রকৃতির রোগে কতক চুল পড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু সাধারণ রোগে সেরূপ হয় না এবং চুল টানিলে সহজে উঠে না। ইহাতে পীড়িত স্থানটী কিছু ফুলা ফুলা, উজ্জ্বল লাল অথবা গাঢ় লাল হইলেও, দদ্রুরোগে আক্রান্ত স্থানের ন্যায় তত ফুলিয়া উঠে না।

ইহাতে পীড়িত স্থানে সামান্য বেদনা, কণ্ডুয়ণ অথবা জ্বালা ব্যতীত অন্য কোনও বিরক্তিকর গুরুতর উপসর্গ হয় না।

কাহারও কাহারও মতে কীটাণুই এই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ। কেহ কেহ বলেন পাইয়োজেনিস্ কোকাই (Pyogenie Cocei) নামক কীটাণু এই রোগ উৎপত্তির কারণ, তজ্জন্য উহাকে সাইকোসিস্ ককোজেনিকা (Sycosis cocogenica or S. Staphilogens) বলে।

ইহা স্পর্শ সংক্রামক রোগ, তজ্জন্য প্রায়ই ক্ষৌরকারের ক্ষুর অথবা ব্রাসের সহযোগে এই রোগ সংক্রামিত হয়; সেই জন্য ইহাকে ক্ষৌরকণ্ডু বলে।

এই রোগ কেবল পুরুষদেরই ২০ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে হইয়া থাকে তবে ইহার সংখ্যা অতি কম। ইহা সব রকম লোকেরই হইতে পারে। দরিদ্র বিশেষতঃ যাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, তাহাদেরই অধিক হয়। যাহাদের শরীরে গাউট, বাত, অজীর্ণ প্রভৃতি ধাতুগত দোষ আছে, তাহাদেরও এই রোগ হইতে পারে। নাকের সর্দ্দীর সংশ্রবে উপরোষ্ঠে এই রোগ হইতে পারে।

৯নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

ভ্রমাত্মক পীড়া। একজিমার সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে কিন্তু একজিমা চুলযুক্ত স্থানের সীমা অতিক্রম করিয়া চুলশূন্য স্থানেও আক্রমণ করে এবং উহার ফুস্কুড়ীগুলি চুল মাথায় করিয়া জন্মে না। একজিমা পীড়িত স্থানের সমস্ত চর্ম্ম প্রদাহিত করে কিন্তু ইহাতে কেবল চুলের গোড়া আক্রমণ করে। একজিমায় অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ হয় কিন্তু এই রোগে সামান্য চুলকানি হইতে পারে।

দদ্রু রোগের সঙ্গে ইহার ভ্রম হইতে পারে কিন্তু উহা একটী অথবা কতকগুলি অঙ্গুরীয়ের আকারে প্রকাশ পাইয়া তদ্রূপই থাকিয়া চুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং উহা সহজেই উঠিয়া যায়, এই রোগে তাহা হয় না।

বয়ব্রণের সঙ্গে ইহার ভ্রম হইতে পারে, তবে উহা সমস্ত মুখমণ্ডলে ছিটা অবস্থায়, মাথায় একটী কাল দাগ লইয়া উঠে। এই রোগে তদ্রূপ হয় না।

উপদংশ রোগের ইরাপসনের সঙ্গে ইহার ভ্রম হইতে পারে কিন্তু উহার উৎপত্তির কারণ ও উহার অন্যান্য লক্ষণ সংগ্রহ করিয়া বিবেচনা করিলে ভ্রমের কোন কারণ থাকে না।

ভাবিফল। সাধারণ রোগ সুচিকিৎসায় আরোগ্য হইতে পারে কিন্তু উগ্র জাতীয় পীড়া সত্বর আরোগ্য হইতে চায় না। রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার ধাতুগত দোষ দূর করিতে পারিলে আরোগ্যের সুবিধা হয়।

রোগ আরোগ্য হইলে কয়েক মাস পর্য্যন্ত দাড়ি বারংবার কামাইয়া ফেলা উচিত, অন্যথায় এই রোগের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

এক ভাগ গন্ধক দশ ভাগ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে উপকার হইতে পারে।

লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে :—এন্টিম্-টার্ট, ক্যালি-মুর, ক্যাল-কার্ব্ব, গ্রাফাইটিস্, লাইকোপোডিয়াম্, মার্ক-সল্, মার্ক-আইওড্, সালফর, সাইকুটা, ন্যাট্রম-সলফ, ফাইটোলাক্কা।

আর্টিকেরিয়া। Urticaria.

সমসংজ্ঞা। **রক্তপিত্ত, শীতপিত্ত, নেট্‌লর‍্যাস্** (Nettle rash)।

গাত্রচর্ম্মে নানা আকৃতি এবং গঠনের সাদা পিংশে অথবা লালবর্ণ চাকা চাকা একপ্রকার কণ্ডুপ্রকাশ পায়, তাহাকে শীতপিত্ত বলে। ইহা কখন কখন শরীরের কোন একটী বিশেষ অবয়বে অল্প সংখ্যক অথবা সমস্ত শরীরে বহু সংখ্যক প্রকাশ পায়।

পীড়িত স্থানে প্রথমে একটু উষ্ণতা এবং কণ্ডুয়ণ অনুভব হয়। যদি ঐ স্থান ঘষিয়া দেওয়া হয় অথবা চুলকান যায় তবে কণ্ডুগুলি চাপ চাপ আকারে

চর্ম্মোপরি প্রকাশ পায়। এই সমস্ত কণ্ডু কেবল মাত্র কয়েক মিনিট অথবা কয়েক ঘণ্টা চর্ম্মোপরি থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন উহাদের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। পুনরায় ঐ দিনই অথবা তৎপর দিবস শরীরে প্রকাশ পাইয়া পূর্ব্ববৎ বিলীন হইয়া যায় এবং এই প্রকার বহুদিন অথবা বহুমাস পর্য্যন্ত হইতে থাকে, তখন ইহা পুরাতন পীড়া বলিয়া গণ্য হয়। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কণ্ডুগুলি কয়েক দিবস, এক সপ্তাহ অথবা ততোধিক কাল চর্ম্মোপরি বিদ্যমান থাকিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরের অন্য কোন স্থানে কণ্ডুয়ণ উঠুক বা না উঠুক, হস্ত, হস্তের অঙ্গুলী এবং পায়ের তালু সামান্য স্ফীতভাব ধারণ করিয়া উহাতে অত্যন্ত জ্বালা ও চুলকানি হয়। এই পীড়ার সহিত উষ্ণতা, জ্বালা, কণ্ডুয়ণ এবং চিন্ চিন্ ভাব অথবা এই সমস্ত উপসর্গের এক সঙ্গে সমাবেশ হয়। কখন কখন এই পীড়ার সহিত জ্বর ও বমন থাকে।

এই পীড়া দুই প্রকার, তরুণ এবং পুরাতন, তন্মধ্যে পুরাতন পীড়ার সংখ্যা অতি বিরল। পুরাতন পীড়ার কণ্ডুগুলির সংখ্যা সাধারনতঃ অল্প এবং তরুণ পীড়ার কণ্ডুর ন্যায় ক্রমে বিলীন হওয়ার স্বভাব যুক্ত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কণ্ডুয়নগুলি বিলীন না হইয়া কয়েক দিবস অথবা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তখন উহাকে আর্টিকেরিয়া পারষ্ট্যাণ্ড (Urticaria perstand) বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে কতকগুলি কণ্ডু চর্ম্মোপরি বিদ্যমান থাকিয়া চক্রাকার এবং মণ্ডলাকার (assuming annular & gyrateform) ধারণ করে; তখন উহাকে আর্টিকেরিয়া পারষ্ট্যাণ্ড এনুলাটা এবং জাইরাটা (U. perstand annulata & gyrata) বলে, কিন্তু তখন ইহাদিগকে এরিথেমা বলাও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

কখন কখন কণ্ডুগুলি এই পীড়ার নিরূপিত শ্রেণীর না হইয়া অন্য আকার ধারণ করে তখন উহাকে জায়েণ্ট আর্টিকেরিয়া (Giant Urticaria), প্যাপুলার আর্টিকেরিয়া (papular U.), হেমোরেজিক আর্টিকেরিয়া (Haemorrhagic U.) এবং বুলাস আর্টিকেরিয়া (Bullous U.) বলে।

সাধারণ জাতীয় আর্টিকেরিয়ার ইবাপসনের সহিত টিউমারের ন্যায় কতক

কণ্ডু শরীরে বিশেষতঃ চক্ষের পাতার নিকট, মুখ এবং কর্ণে প্রকাশ পাইলে উহাকে জায়েণ্ট আর্টিকেরিয়া (Giant Urticaria) বলে।

এই পীড়ার কণ্ডুগুলি কেবল শরীরের শাখা প্রদেশে ছিটাভাবে দেখা দিলে উহাকে প্যাপুলোসা আর্টিকেরিয়া (U. Papulosa) বলে।

এই পীড়ার কণ্ডুর মস্তকে রসবটী অথবা ফোস্কা দেখা দিলে উহাকে বুলাস আর্টিকেরিয়া (U. Bullous) বলে।

কখন কখন চর্ম্মের ত্বক ফাটিয়া এই পীড়ার কণ্ডু হইতে কস বাহির না হইয়া রক্ত বাহির হয়, তখন উহাকে আর্টিকেরিয়া হেমরেজিয়া (U. Haemorrhagia) বলে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডুযুক্ত পীড়া যাহাতে ভয়ানক চুলকানি থাকে তাহাকে আর্টিকেরিয়া এভানেডা (U. Evaneda) বলে।

যখন এই পীড়া স্বয়ম্ভূত (ideopathy) না হইয়া কোন বস্তুর সংশ্রব হেতু উত্তেজনার দ্বারা উৎপন্ন হয় তখন উহাকে ফ্যাকটিসাস্ আর্টিকেরিয়া (Factitious U.) বলে।

শরীরের সমস্ত স্থানেই এই পীড়া হইতে পারে কিন্তু শরীরের আবৃত স্থান সমূহে বিশেষতঃ কাণ্ড, নিতম্ব, বক্ষস্থল এবং বগলের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সমূহ এই পীড়ার প্রিয় স্থান।

এই পীড়া যে কেবল শরীরের উপর ভাগে প্রকাশ পায় এমত নয়; মুখ-মধ্য, গলমধ্য, স্বরযন্ত্র এবং পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেও ইহা প্রকাশ পাইতে পারে। গলমধ্য এবং স্বরযন্ত্র আক্রমিত হইলে উহার লক্ষণগুলি অনেক সময় ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

এই পীড়া সব দেশেই সব বয়সেই স্ত্রী এবং পুরুষের হইয়া থাকে তবে শিশু হইতে মধ্য বয়স্ক লোকদের এবং স্ত্রী লোকেরই অধিক হয়।

পীড়ার কারণ। এই পীড়া হওয়ার স্বভাব যুক্ত লোকদের বাহিরের কোন উত্তেজনা হেতু এই পীড়া প্রকাশ পাইতে পারে। কচ্ছু কীট, মক্ষিকা, ছারপোকা, মশক, উকুণ, ফ্লানেল কাপড়, চোতরা গাছ, প্রভৃতির সংশ্রব উত্তেজনার কারণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

পাকস্থলীর গোলযোগ, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, কাঁকড়া, গলদা চিংড়ি,

ঝিনুক, শশা আহার, জরায়ুর উদ্দীপনা, শিশুদের দন্ত উঠা, গর্ভাবস্থা, ঋতুস্রাবের গোলযোগ এবং পিত্তবৃদ্ধি, শরীর গরম থাকিতে শীতল জল পান, এই পীড়া উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই পাকস্থলীর এবং জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনাই, এই পীড়ার কণ্ডূদ্বারা শরীরোপরি প্রতিফলিত হয়। পৈত্রিক দোষ বশতঃ এই পীড়া হইতে পারে।

এই পীড়ার কণ্ডুগুলি হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া অল্প সময় মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। ইহার এই চঞ্চল স্বভাব, চর্ম্মে চিন্‌চিন্ অনুভব, তৎসঙ্গে পাকস্থলীর গোলযোগ ইত্যাদি বিবেচনা করিলে অন্য কোন পীড়ার সঙ্গে এই পীড়ার ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ভাবিফল। এইটী দুরারোগ্য পীড়া নয় তবে পুরাতন হইলে ইহা রোগীকে বড়ই কষ্ট দেয়।

গরমে বৃদ্ধি ও খোলা বাতাসে হ্রাস।

একোনাইট। সর্দ্দীজ্বরের সঙ্গে শীতপিত্ত। পিপাসা, নিদ্রাশূণ্যতা, ভয় এবং শঙ্কা, নাড়ি দ্রুত। কণ্ডুয়ন সহ লালবর্ণ চাকা চাকা ইরাপসন্। শরীরের উদ্বেগ।

এলিয়াম-সেপা। তরুণ সর্দ্দীর সঙ্গে উরুদেশে শীতপিত্ত, উহাতে কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনা এবং জ্বালা।

এনাকার্ডিনাম। মানসিক উত্তেজনা হেতু পীড়া। সর্ব্ব শরীরে গোঁজ বিদ্ধবৎ অনুভব। স্মরণ শক্তির হ্রাস।

এণ্টিম-ক্রুড। চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ মণ্ডলসহ সাদা চাপ চাপ উহাতে সূচ ফুটান ব্যথা এবং চুলকানি। পাকস্থলীর গোলযোগ, জিহ্বায় সাদা কোটিং, পিপাসা এবং বিবমিষা। মুখমণ্ডল এবং গ্রন্থিতে কোনও পোকার দংশনের মত চাকা চাকা চুলকানি সহ প্রকাশ পাইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়।

এণ্টিম্-টার্ট। কণ্ডুয়ণ সহ সাদা চাপ চাপ, উহার চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ। ইরাপসন্ প্রকাশ পাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় কিন্তু রোগীর মেজাজ অত্যন্ত খিট্‌খিটে, গাত্র চর্ম্ম উষ্ণ ও পিপাসা হয়। **আহারের পর বৃদ্ধি।**

এপিস্-মেল। জ্বালা এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণাসহ লালবর্ণ উচু চাকা চাকা শীতপিত্ত। হঠাৎ সমস্ত শরীরে হুলবিদ্ধবৎ যাতনা সহ হাতের তালু, পায়ের

তালু, বাহু মস্তক এবং গ্রীবায় সাদা এবং লাল দাগ সমূহের উৎপত্তি। সুনিদ্রার পর হ্রাস। জরায়ু হইতে শ্লেষ্মাক্ষরণ। স্বল্প ও লোহিত বর্ণ মূত্র। গরমে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা প্রয়োগে হ্রাস।

আর্সেনিক। অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত একগুঁয়ে (obstinate) রোগ। গরম প্রয়োগে চুলকানির হ্রাস এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে অথবা আঁচড়াইলে বৃদ্ধি। পাকস্থলীর উত্তেজনা। কণ্ডুর ন্যায় ইরাপসন। মুখমণ্ডল এবং গ্রীবায় উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ শীতপিত্ত।

আর্নিকা। কণ্ডুয়ণযুক্ত চাকা চাকা দাগ, উহা আঁচড়াইলে উপশম।

অরাম্। পদ এবং পায়ের তলায় জ্বালাযুক্ত লোহিত বর্ণের চাকা চাকা শীতপিত্ত। গরম ঘরে হ্রাস। বিমর্ষ স্ক্রফুলাস্ ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া।

এষ্টাকুস্-ফ্লু (Astacus Flue)। পুরাতন পীড়ায় যখন অন্যান্য ঔষধে উপকার হয় না। মেটে বর্ণের মল।

কফিয়া। অনিদ্রা ও স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু পীড়া।

বেলেডোনা। বাঙ্গাকপি খাইয়া পীড়া। চতুর্দ্দিকে সাদা আঁইসযুক্ত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ফুলা ফুলা উচ্চ স্থান সমূহ।

বার্ব্বেরিস্। স্কন্ধ এবং দক্ষিণ বাহুর রোগ, উহাতে হুল ফুটান যন্ত্রণা এবং জ্বালা। পীড়িত স্থানে ক্ষণিকের তরে শীত বোধ। সাবানের ফেনার ন্যায় মুখের স্বাদ। বুক জ্বালা।

ব্রায়োনিয়া। বাতের বেদনা ও জ্বরসহ পীড়া। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর পরিবর্ত্তনের সময়, নড়া চড়াতে এবং অগ্নির উত্তাপে বৃদ্ধি।

ক্যালাডিয়াম। হাঁপানি কাশির সঙ্গে পর্য্যায় ক্রমিক পীড়া। হঠাৎ অল্পস্থানে চুলকায় ও উহাতে ক্ষতকর অত্যন্ত জ্বালা অনুভব। রাত্রে বৃদ্ধি।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। পুরাতন পীড়া। সাদা, উচ্চ, কঠিন আর্টিকেরিয়া, উহা ঠাণ্ডা বাতাসে বিলীন হইয়া যায়। জঙ্ঘাস্থীর্তে (tibia) উচ্চ লাল ডোরা ডোরা, ঘষিলে উহাতে অত্যন্ত জ্বালা ও চুলকানি। স্থূলকায় শিশুর পীড়া। শিশুর দন্তোদগম সময়ের পীড়া। দুগ্ধপানে বৃদ্ধি। খোলা বাতাসে গেলে মিলাইয়া যায়। যাহাদের অম্বলের পীড়া আছে তাহাদের রোগ।

কার্ব্ব-ভেজ। পায়ের ধলা, পদতল এবং হাতের কব্জীর রোগ। রাত্রে বিছানায় শুইলে শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালা করে। আহারের পর পেট ফাঁপে, উদ্গার উঠে। বিকৃত ধাতু এবং অজীর্ণ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে উপকারী।

কষ্টিকাম। পুরাতন পীড়া। হাঁটুর উপর হইতে উরুস্থলের পীড়া। খোলা বাতাসেও দিবাভাগে বৃদ্ধি। বিছানার গরমে চুলকানির বৃদ্ধি। আর্দ্র বায়ুতে উপশম।

ক্লোরাল। ডাঃ হিউজ পুরাতন শীতপিত্ত রোগে ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। বাহু এবং পায়ের পীড়া। মুখমণ্ডল, গণ্ডস্থল, চক্ষুর পাতা এবং কর্ণ ফুলা ফুলা ভাব সহ ঠাণ্ডার সময় পীড়ার হঠাৎ উৎপত্তি (উষ্ণতায় নয়)। সামান্য মদ্যপানে বৃদ্ধি। বিছানার গরমে উৎসের প্রকাশ।

সিমিসিফিউগা। ঋতুস্রাবের গোলযোগ অথবা বাতের রোগীর পীড়া। দুর্ব্বল হিষ্টিরিয়া গ্রস্থ স্ত্রীলোকের পীড়া। শরীরে স্পর্শানুভবকতা। মস্তিষ্কটী মাথার খুলির অনুপাতে বৃহৎ বলিয়া মনে হয়।

সিনা। সাদা, চাপ চাপ, উহার চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ। প্রথমে নাসিকা তৎপর সমস্ত শরীরে প্রকাশ পায়। কৃমি রোগ হইতে উৎপন্ন পীড়া।

ককুলাস্। শরীরের শাখা সমূহে, হাতের কব্জী এবং হস্তাঙ্গুলীর পৃষ্ঠে লালবর্ণ মণ্ডল বেষ্টিত কঠিন চাকা চাকা, উহাতে জ্বালা এবং কণ্ডুয়ণ।

কোপাইভা। প্রথমে মুখমণ্ডলে বিশেষতঃ কপালে, তারপর হস্তপৃষ্ঠ, তৎপর সমস্ত শরীরের স্থানে স্থানে শীতপিত্ত দেখা দেয়। উহার সহিত জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ,মাথাধরা এবং গায়ে ব্যথা, ডিলিরিয়ম্, নিদ্রাচ্ছন্নতা, স্বল্প লোহিত বর্ণ মূত্র এবং অত্যন্ত অস্থিরতা।

কোনিয়াম্। মক্ষিকা দংশনের ন্যায় জ্বালা। এক সময়ে মাত্র একটী স্থানে যন্ত্রণা। ক্রমশঃ অদৃশ্যমান কণ্ডুয়ণ।

চায়না। আঁচড়ানের পর চাকা চাকা হইয়া উঠা। প্রাতঃকালে মুখমণ্ডল, সম্মুখ বাহু ও হস্তে শঙ্কাজনক ফুলা। শরীরে রসরক্তাদি তরল বিধানের অভাব হেতু দুর্ব্বলতা ম্যালেরিয়া বিষযুক্ত পীড়া।

কণ্ডুরাঙ্গো (Condurango)। পুরাতন শীতপিত্ত। পাকস্থলীতে বেদনা।

ফাগোপাইরাম (Fagopyrum)। গ্রীবা এবং স্কন্ধে মুরগীর ডিম্বাকার ফুলা, উহাতে ভয়ানক হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এবং কণ্ডুয়ণ।

ডালক্যামেরা। ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়ার উৎপত্তি। সমস্ত শরীর ব্যাপি পীড়া, অথচ জর থাকে না। ঋতুস্রাবের পূর্ব্ববর্ত্তী শীতপিত্ত। পেট কামড়ান সহ বিবমিষা এবং উদারাময়। বাহু এবং উরুতে লালবর্ণ মণ্ডল বেষ্টিত সাদা চাকা চাকা, উহাতে ঘর্ষণ করিলে হুল বিদ্ধবৎ বেদনা, কণ্ডুয়ণ এবং জ্বালা।

গ্রাফাইটিস্। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ পায়ের রলা এবং পায়ে মক্ষিকা দংশনের ন্যায় লালবর্ণ শীতপিত্ত। চর্ম্ম শুষ্ক এবং ফাটা স্বভাবযুক্ত। ঘর্ম্ম শূন্যতা। সন্ধ্যায় এবং রাত্রে বেশী চুলকায়। যে সমস্ত স্ত্রীলোকের বিলম্বে ঋতুস্রাব হয়।

হিপার। প্রাচীন পীড়া। সবিরাম জ্বরের মধ্যে হস্ত এবং অঙ্গুলীর পীড়া।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব। স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাব কালীন শক্ত চাকা চাকা যুক্ত, বিশেষতঃ রাত্রিকালে রজঃস্রাবের আধিক্য।

মার্কিউরিয়স্। জননেন্দ্রিয়ে, পেটে, বক্ষস্থলে এবং উরুদ্বয়ের ভিতরদিকের লালবর্ণ ছোট ছোট চাকা চাকা উদ্ভেদ। সহজেই ঘর্ম্ম হয় কিন্তু উহাতে রোগের উপশম হয় না।

ন্যাট্রম্-মুর। বাহু এবং হস্তে সাদা সাদা, চাকা চাকা হইয়া উঠে এবং উহা চুলকান মাত্র লালবর্ণ ধারণ করে। সমস্ত শরীরে লালবর্ণ চাকা চাকা শীতপিত্ত। উহা অত্যন্ত চুলকায়।

নক্স-ভমিকা। শীতপিত্তের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথা ঘুরান এবং শিরঃ পীড়া থাকিলে এই ঔষধে উপকার হয়।

পডোফাইলাম। প্রথমে সমস্ত শরীরে এবং বাহুতে অসহ কণ্ডুয়ণ এবং চুলকাইলে চাকা চাকা হইয়া উঠে।

সোরিণাম। সামান্য পরিশ্রমে পীড়ার উৎপত্তি। কোনও কণ্ডু শরীরে লুপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ আর্টিকেরিয়ার আক্রমন এবং তাহাদের মস্তকে ছোট ফোস্কা উঠিয়া উহা শুকাইয়া শল্কের মত পড়িয়া যায়।

পালসেটিলা (Pnlsatilla-Nut)। দক্ষিণ বক্ষস্থলের শীত-পিত্ত, উহা হামের পীড়কার ন্যায় রক্তবর্ণ স্থানের উপর অবস্থিতি করে। অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

পালসেটিলা। তৈলাক্ত মাংসাদি আহার ও ঋতুর বৈলক্ষণ্য জনিত পীড়া। পীড়িত স্থান ঈষৎ লাল ও উষ্ণ। বাতের পীড়ার সংশ্রব থাকা।

হ্রাসটক্স। জলে ভিজিয়া পীড়ার উৎপত্তি অথবা বাতরোগ ভোগ কালীন পীড়া। ডাঁশের কামড়ের ন্যায় পীড়কা। চর্ম্ম ফুলা এবং রক্তবর্ণ। কণ্ডুয়ণ এবং জ্বালা। জ্বর ও পিপাসা। চুল সংযুক্ত স্থানের এবং সন্ধিস্থানে চুলকানির আধিক্য। ঠাণ্ডা বাতাসে এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি।

রোবিনিয়া। পরিপাক প্রক্রিয়া হ্রাস হইয়া যাহাদের অত্যন্ত অম্লত্ব জন্মে—তাহাদের রোগে উপকারী। মুখমণ্ডলের কোনও স্থান স্পর্শে কণ্ডুয়ণ এবং জ্বালা। কোনও স্থানের চর্ম্মের উপর কোনও বস্তু রাখিলে তথায় চুলকানি।

হাইপারিকম্। উভয় হস্তে বেলা ৪টার সময় শীত পিত্ত দেখা দেয়। হস্ত, পদতল অবশ এবং উহাতে পিপিলিকা চারণের ন্যায় অনুভব হয়।

ইগ্নেসিয়া। সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থায় প্রকাশিত পীড়া। বারংবার জলের মত প্রস্রাব ত্যাগ। মানসিক অবসাদ বা জড়তা।

ক্যালি-কার্ব্ব। স্ত্রীলোকদের ঋতুস্রাব কালীন পীড়া, গরমের সময় বৃদ্ধি। জীবনী শক্তির অপক্ষয়ে রক্তশূন্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

লাইকোপাস্। অত্যন্ত কষ্টদায়ক পীড়া বিশেষতঃ আহারের পূর্ব্বে বাম সম্মুখ বাহু এবং দক্ষিণ পদের পীড়া।

লাইকোপোডিয়াম্। পুরাতন শীতপিত্ত। শুক্তি অথবা কাঁকড়া ভক্ষণ হেতু পীড়া। কোষ্ঠবদ্ধ, আহারের ইচ্ছা সত্ত্বেও অল্প আহারে পেট ভরিয়া যায়। শরীরের শাখা সমূহে কণ্ডুয়ণ সহ শীত পিত্ত।

লিডম্। মশক ও ছারপোকাদির দংশন হেতু পীড়া।

সারসাপেরিলা। পারদের অপব্যবহারের পর পীড়া হইলে।

সিপিয়া। পুরাতন পীড়া। জরায়ুর গোলযোগ হেতু পীড়ার উৎপত্তি। ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়াইলে শরীরে আর্টিকেরিয়া দেখাদেয় এবং গরম ঘরে গেলে অদৃশ্য হয়, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, বাহু এবং চক্ষু কোটরের পীড়া। দুগ্ধ অথবা শুকরের মাংস আহারে বৃদ্ধি।

সোলোনাম-ওলার (Solonum oler)। জরজাত রোগ।

ষ্ট্যানম্। কোমরের নীচে পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলকানি যুক্ত কণ্ডু দিবাভাগে প্রকাশ পায়। কণ্ডুগুলি ঘষিলে চুলকানি বৃদ্ধি পায়। যক্ষ্মা রোগীর পীড়ায়

স্পাইজেলিয়া। অঁচড়ানের পর নিম্নশাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা।

সালফর। জ্বরভাব সহ সমস্ত শরীরে চুলকানি ও জ্বালাসহ আর্টিকেরিয়া। যখন কোনও সুপ্রযোজ্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও সুফল দর্শে না। বাত রোগ। ক্রিমির লক্ষণ। পলসেটিলা ব্যবহারের পর প্রয়োগে অধিক উপকার হয়। পুরাতন পীড়া।

টেট্রাডিমাইট্ (Tetradymite)। কাঁকড়া আহারের পর মুখমণ্ডলের আর্টিকেরিয়া।

ট্রিয়স্টিয়াম পার্ফ (Triosteum perf)। পাকস্থলীর গোলযোগ সহ পীড়া।

আর্টিকা-ইউরেন্স। বাতরোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে অথবা রোগ ভোগের সময় পীড়া। সমস্তগুলি অঙ্গুলী ফুলিয়া যায় এবং চুলকায়। প্রতি বৎসর একই সময়ে পীড়ার উৎপত্তি। গরম করিলে কণ্ডুগুলি অদৃশ্য হইয়া যায় এবং চুলকানির শান্তি হয়। সকালে বিছানা ছাড়িলে বৃদ্ধি হয়।

আষ্টিলেগো (Ustilago)। রাত্রে ভয়ানক কণ্ডুয়ন। ডিম্বকোষের উত্তেজনা হইতে ঋতুস্রাবের গোলযোগ। স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হওয়ার সময়ের পীড়া (during the climax)।

ভেরেট্রম্-ভি। আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ।

ভেরেট্রম্-এলবাম্। কেবল গ্রন্থি সমূহের পীড়া।

জিঙ্কাম। হাঁটুর নীচ ও কনুইয়ের ভাঁজে আর্টিকেরিয়া হইলে। সামান্য সুরা পানেও পীড়ার উৎপত্তি।

ষ্ট্রফিউলাস্। Strophulus.

কেহ কেহ এই পীড়াকে শিশুদের লাইকেন পীড়ার মধ্যে গণ্য করেন কিন্তু সেটা ভুল, কারণ ইহা কেশগহ্বরের চতুর্দ্দিকস্থ অধস্তকের প্যাপিলারি স্তরের পীড়া, কিন্তু স্ত্রফিউলাস্ ঘর্ম্ম গহ্বর সংক্রান্ত পীড়া। ইহাতে পিনের মস্তক হইতে মটরাকৃতি সাদা অথবা লাল প্যাপিউল নিচয়, এলোমেলো ভাবে কখনও বা সামান্য সম্মিলিত ভাবে, শিশুর শরীরে প্রকাশ পায়। ইহাতে চুলকানি ও সামান্য রসক্ষরণ হইয়া পীড়িত স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া উঠিয়া যায়।

ইহা শরীরের অনাচ্ছাদিত অংশে বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, গ্রীবা, বাহু এবং অন্যান্য অঙ্গে পর পর দলে দলে দেখা দেয়।

এই পীড়া দুই জাতীয়। এক জাতীয় পীড়া, শিশুর জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, উহাকে আবশ্যকের অধিক কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে হয়। অপর জাতীয় পীড়া শিশুর দাঁত উঠার সময় হইতে দেখা যায়। এই শেষোক্ত জাতীয় পীড়া অধিকদিন স্থায়ী হয় এবং ইহার সহিত শিশুর পাকস্থলীর গোলযোগ থাকে।

শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে, উহার শরীরে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় জড়ান এবং উহাকে পরিষ্কার করিতে কোনও সাবান ব্যবহার করা উচিৎ নয়। শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে।

এমন-কার্ব্ব। পীড়কা দক্ষিণাঙ্গেই অধিক দেখা দেয়। বারংবার ঘুমের মধ্যে চমকিয়া উঠে, মনেহয় যে শিশু ভয় পাইয়াছে।

এণ্টিম্-ক্রুড। শিশু, কেহ তাহাকে স্পর্শ করা কি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা সহ্য করিতে পারে না। হজমের গোলযোগ, বিবমিষা, বমন এবং উদরাময়। জিহ্বাতে গাঢ় দুগ্ধবৎ শুভ্র লেপ।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব। পীড়কা উঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্লাণ্ড ফুলে। শরীরে তাপ, পিপাসা এবং ক্ষুধাহীনতা। স্ত্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ শিশুর এবং দাঁত উঠার সময়ের পীড়া।

ক্যামোমিল্লা। লাল কণ্ডুর উৎপত্তি। রাত্রে চুলকানির বৃদ্ধি। স্নায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত অনুভবাধিক্য এবং উত্তেজনা। বেদনা এবং বাতাস সহ্য করিতে পারে না। শিশু অতিশয় বিরক্ত চিত্ত, কোলে করিয়া না বেড়াইলে শান্ত হয় না।

লাইকোপোডিয়াম। শরীরের চর্ম্ম কর্কশ এবং উষ্ণ। কৃশ। পীড়কাগুলি চুলকায়। বিকালে ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। মূত্রে লালবর্ণের তলানি পড়ে।

নাইট্রিক-এসিড। জ্বালাকর পীড়কা। চুলকানি এবং ব্যথা। রাত্রে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং ঘর্ম্মে বৃদ্ধি। অশ্ব মূত্রের ন্যায় ঝাঁঝাল মূত্র।

ইহাদের মধ্যে ক্যামোমিলাই প্রধান আভ্যন্তরিক ব্যবহারের ঔষধ মধ্যে গণ্য।

স্ক্রফিউলা। Scrofula.

সমসংজ্ঞা। গণ্ডমালা।

এই রোগে চর্ম্মের মিউকাস্ ঝিল্লির সন্ধিপ্রদেশ এবং অস্থি প্রভৃতির নানা প্রকার অবস্থান্তর প্রকাশ পায়। ইহাতে নাসাপ্রাচীর এবং উপরের ওষ্ঠ স্থূল, দন্ত ক্ষয়শীল, শুভ্র, সরু ও দীর্ঘ; চিবুকাস্থি প্রশস্ত; কেশস্থূল, কোমল ও কটা; চক্ষুদ্বয় আয়ত; উদর স্ফীত এবং কঠিন অর্থাৎ ঘটোদর (pot belly); মাংস পেশী শীতল, কোমল এবং লোলিত; মুখমণ্ডল লাবণ্যশূন্য, মস্তক বৃহৎ, ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ এবং চক্ষের শ্বেত পটল কৃষ্ণাভ হইয়া থাকে। ইহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসামঞ্জস্য, মানসিক বৃত্তি ক্ষীণ এবং গ্রীবার গ্রন্থি নিচয় স্ফীত হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং অন্ত্র হইতে স্রাব প্রবণতা জন্মে।

গণ্ডমালা গ্রস্থ শিশুর চর্ম্মে একজিমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ দেখা যায়। প্রায়ই চক্ষের শুক্ল মণ্ডলের প্রদাহ হয়, কান পাকে, সর্দ্দী হয়, তালুমূল বিবর্দ্ধন হয় এবং সামান্য কারণে শরীরে স্ফোটক ও পূঁয জন্মে। এই রোগ গ্রস্থ শিশুদের অনেক কঠিন পীড়া হয় এবং সামান্য রোগও গুরুতর আকার ধারণ করে।

ইহাতে গ্রাবাদেশের গ্রন্থি নিচয়ের স্ফীতি জন্মে, কিন্তু উহাতে বেদনা হয় না। রোগ অচিকিৎসিত অবস্থায় থাকিলে গ্লাণ্ডগুলি ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং উহা থ্যাবড়া হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় এদিক ওদিক সরিয়া না গিয়া একস্থানে দৃঢ় হইয়া থাকে। গ্লাণ্ড পাকিয়া উহাতে পূঁয জন্মে, চর্ম্ম ফাটিয়া পূঁয বাহির হয় এবং ঐ ক্ষত শুকাইলে নিচুপনা কোঁচকান দাগ ক্ষতস্থানে

থাকিয়া যায়। এই রোগ এক জাতীয় পোষণাভাব জনিত, গণ্ডমালা কুল-দোষ জাত শারীরিক ধাতুবিকার।

রোগের কারণ। এই রোগ স্বোপার্জ্জিত, বংশানুক্রমিক গণ্ডমালা দোষজাত অথবা মাতাপিতা হইতে, হইতে পারে। মাতাপিতার থাইসিস্, ক্যান্সার এবং উপদংশ রোগ থাকিলে, অথবা তাহাদের বৃদ্ধ বয়সে যে সন্তান জন্মে তাহাদের এই রোগ হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, সগোত্র অথবা নিকট সম্পর্কীয়দের মধ্যে বিবাহিত মাতাপিতার সন্তানের এই পীড়া হইয়া থাকে। যে সব শিশু অনেক সময় সেত্‌সেতে, আলো বাতাস শূন্য গৃহে বাস করে এবং মোটা শ্বেতসারময় খাদ্য আহার করে, তাহাদের এই রোগ হইতে পারে। টিউবারক্লোসিস্ গ্রস্থ স্বামী দ্বারা কোনও ক্ষতের সংশ্রবে, তাহার স্ত্রীর শরীরে এই রোগ প্রবেশ করিতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিদেরও মধ্য বয়সের পূর্ব্বে এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে।

পথ্যাপথ্য। বিমল বায়ু সেবন, সমুদ্র তীরে বাস, মৃদু ব্যায়াম, স্নান, পুষ্টিকর লঘুপাক খাদ্য—পথ্য। জলীয় খাদ্য, যাহাতে অম্ল জন্মে এরূপ দ্রব্য, অতিশয় লবণাক্ত, মিষ্ট এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য—অপথ্য।

প্রায় প্রত্যেক জাতীয় চর্ম্ম রোগগ্রস্থ কোনও কোনও রোগীর গণ্ডমালা ধাতুর সংশ্রব থাকে, তজ্জন্য এই রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা এই পুস্তকে লিখিত হইল। **লাইকেন স্ক্রফিউলা দ্রষ্টব্য।**

ইথুজা-সাই। গ্রীবা এবং বগলের গ্লাণ্ড ফুলা। কান পাকা, অক্ষিপুট প্রদাহ, চক্ষু উঠা, চক্ষের শ্বেত পটলে ফুস্কুড়ী। একজিমা। অক্ষিপত্রের ধারের পুরাতন প্রদাহ। সকালে চক্ষু বুঁজিয়া থাকা। দক্ষিণ কর্ণ হইতে হলুদ বর্ণ পুঁযস্রাব তৎসহ বেদনা, মনে হয় যেন কর্ণ হইতে গরম কিছু বাহির হইতেছে।

আর্সেনিক-আইওড্। সর্দ্দী লাগার স্বভাব। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পীড়া। সর্দ্দীস্রাবে নাসিকা এবং ওষ্ঠ হাঁজিয়া যায় এবং উহা ফুলিয়া উহাতে চটা পড়ে।

আর্সেনিক-মেটা। অত্যন্ত শীর্ণতা। মাটির বর্ণ মুখমণ্ডল, চক্ষের চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ দাগ। সমস্ত শরীরের দুর্ব্বলতা। কোনও কিছু করিতে আগ্রহের অভাব। গ্রীবার গ্লাণ্ড ফুলা। পেট মোটা। উদরাময়। শরীরে শল্কযুক্ত ইরাপসন্ এবং ক্ষত। চক্ষু প্রদাহ।

এসাফেটিডা। গ্লাণ্ড শক্ত, ফুলা এবং উষ্ণ। অস্থি প্রদাহ এবং অস্থি ক্ষত। শ্রবণ শক্তির হ্রাস এবং কর্ণ হইতে ঘন দুর্গন্ধ পূঁয স্রাব।

অরাম-মেটা। গ্লাণ্ডগুলি ফুলা এবং উহাতে বেদনা, নাসিকায় ও গণ্ডস্থলের অস্থি ক্ষত। টন্‌সিল লালবর্ণ এবং ফুলা।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব। শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা। পেটমোটা (pot belly) ; গ্লাণ্ডগুলি ফুলা এবং শক্ত। কৃমির জন্য পাছায় সুড়সুড়ী। মূত্র ধারণে অক্ষম। জীর্ণ শীর্ণ। শিশু এবং বৃদ্ধের পক্ষে উপযোগী।

ব্রোমিয়ম্। গ্লাণ্ডগুলি ফুলা এবং শক্ত। মুখমণ্ডল এবং বাহুতে ফোড়া। বাম কর্ণমূল ফুলা এবং উহাতে পূঁয জন্মে। টন্‌সিল প্রদাহ। তরল দ্রব্য গিলিতে কষ্ট।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। বিলম্বে দাঁত উঠে, বিলম্বে ব্রহ্মরন্ধ্র সংযোজিত হয় এবং বিলম্বে হাঁটিতে শিখে। গণ্ডমালা এবং রিকেট্ গ্রস্থ শিশু। শরীরের পরিপোষণের অভাব। হস্ত এবং পদতলে সহজেই ঘর্ম্ম হয়। কুঞ্চিত মুখমণ্ডল, জ্যোতিহীণ চক্ষু। মস্তকে অত্যন্ত ঘর্ম্ম—এইটী রিকেট রোগের একটী প্রধান লক্ষণ। অস্থিমণ্ডল বিকাশের ন্যূনতা। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই শিশু মস্তক কণ্ডুয়ণ করে। গণ্ডমালাগ্রস্থ শিশুর যকৃত বিবর্দ্ধন।

ক্যালকেরিয়া-ফস্। শীর্ণতা প্রাপ্ত। মাথার চাঁদি নরম। মিষ্ট এবং লবনাক্ত জিনিষ খাইতে ভালবাসে। সহজে দাঁত উঠে না। মাথার হাড় পাতলা। টিউবারক্লোসিস্ হওয়ার স্বভাব।

চিমাফিলা। গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি। স্তনে টিউমার।

সিনা। সর্ব্বদা নাসিকা খোঁটা। মুখমণ্ডলের শ্রী কাহিল কাহিল। আহারের পরক্ষণেই ক্ষুধা এবং পিপাসা। উদর বৃহৎ এবং শক্ত। গুহ্যদ্বারে কণ্ডুয়ণ। মূত্র ধারণে অসমর্থ।

গ্রাফাইটীস। গ্লাণ্ডগুলি ফুলা এবং শক্ত। সমস্ত মস্তকে একজিমা উহাতে মামড়ী পড়ে এবং চুল জড়াইয়া যায়। বিলম্বে এবং অত্যল্প ঋতুস্রাব।

হিপার-সলফ। গ্লাণ্ডগুলি প্রদাহিত এবং উহাতে পূঁয হওয়া। সামান্য আঁচড় লাগিলেও ঐ স্থান পাকিয়া যায়। কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূঁয স্রাব। রাত্রে মস্তকে ঘর্ম্ম।

আইওডিয়াম্‌। গ্লাণ্ডের বেদনা শূণ্য ফুলা, উহা শক্ত এবং বৃহৎ। স্তন হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং অণ্ডকোষ ছোট হইয়া যায়। শিশু সর্ব্বদাই খাইতে চায়। ক্ষুধা থাকা সত্বেও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়। ঘোলের ন্যায় সাদা মলসহ ডাইরিয়া। চক্ষু প্রদাহ। কর্ণ হইতে পূঁয স্রাব এবং উহাতে বেদনা। সর্ব্বদাই সর্দ্দী লাগে।

লাইকোপোডিয়াম্‌। গ্লাণ্ড ফুলা এবং উহাতে পূঁয জন্মা। সর্ব্বদাই সর্দ্দী লাগে। চক্ষু প্রদাহ, কর্ণে বেদনা, কর্ণ হইতে হাজাকর দুর্গন্ধ পূঁয স্রাব। পুরাতন টনসিলের বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধ, হাড় কোমল হওয়া। শরীরের উর্দ্ধাংশ কাহিল এবং নিম্নভাগ ফুলা ফুলা।

ম্যাগ নেসিয়া-মুর। বিকৃত অস্থিযুক্ত শিশুর যকৃতের বিবৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়স্‌। বৃহৎ মস্তক, খোলা ব্রহ্মরন্ধ্রযুক্ত শিশুর গণ্ডমালা রোগ। শিশু শীঘ্র হাঁটিতে শিখে না, দাঁত ধীরে ধীরে উঠে। মস্তকে দুর্গন্ধ, তৈলাক্ত ঘর্ম্ম। গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি। টনসিলের ক্ষত।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব। গ্লাণ্ড কঠিন এবং ফুলা। পূঁয পূর্ণ হার্পিস। গ্রীবার গ্রন্থি স্ফীত। মুখের চতুর্দ্দিকে, ওষ্ঠে এবং নাসিকার ভিজা হারপেটিক্‌ ইরাপসন্‌। পীতবর্ণ অঙ্গুরীয় আকার অথবা পূঁয বিশিষ্ট দদ্রু। নীচ ওষ্ঠে জ্বালাকর কাটা। শীর্ণতা।

ন্যাট্রম-ফস্‌। অম্ল অথবা কৃমির জন্য নাক খোঁটা। ঘুমের মধ্যে দন্ত কড়্‌মড়্‌ করা। চাপ চাপ দুর্গন্ধ বমিসহ কলিক্‌। সবুজ বর্ণ টক গন্ধযুক্ত উদরাময়। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ শিশুর চক্ষু উঠা।

নাইট্রিক-এসিড্‌। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ শিশুর কনিনিকায় ক্ষুদ্র ফোস্কা ও ক্ষত, উহাতে কর্ণিয়া নষ্ট হইবার উপক্রম। কান পাকা, শুষ্ক ও শক্ত সংযুক্ত ত্বক। শিশুদের মস্তকের অস্থি ক্ষত। পুরাতন উদরাময়। পৈত্রিক উপদংশ, প্রাচীন গণ্ডমালা এবং পারদ সেবন জনিত ব্যাধি।

পেট্রোলিয়ম্‌। বগল এবং পদে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। গ্রন্থির স্ফীততা ও কাঠিণ্য। চর্ম্মের অসুস্থাবস্থা, সামান্য আঘাতেই চর্ম্মে ক্ষত জন্মে ও উহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রসস্রাবী পুরাতন একজিমা।

ফাইটোলাক্কা। সর্ব্ব শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে, গোলাকার স্রাবহীন দদ্রু।

গ্লাণ্ডের স্ফীতি। টনসিলের বিবৃদ্ধি। নাসিকা হইতে হাজা কর স্রাব, উহাতে ওষ্ঠ হাজিয়া যায়।

সোরিণাম্। গণ্ডমালা এবং সোরাবিষ জনিত রোগ। ধাতু দোষ বশতঃ সুনির্ব্বাচিত ঔষধে ফল না হইলে তখন ইহা দেওয়া উচিত। রোগা, জীর্ণশীর্ণ শিশু যাহার শরীরের দুর্গন্ধ শিশুকে স্নান করাইলেও যায় না। শরীরের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, হস্ত, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জলপূর্ণ, পূঁয পূর্ণ পাঁচড়ার ন্যায় পীড়কা। মস্তকে ফোড়া, আলোকাতঙ্ক, কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূঁযস্রাব। কর্ণের পশ্চাতে একজিমা। নিম্ন চোয়াল এবং লিঙ্গুয়ান্ গ্লাণ্ডের স্ফীতি এবং উহাতে হাত ছোয়াইলে বেদনা। পুরাতন উদারাময় এবং অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

হ্লাসটক্স। পর্য্যায়ক্রমে দদ্রু, বক্ষে বেদনা এবং রক্তাতিসার। মুখমণ্ডলের হার্পিস এবং অন্যান্য ইরাপসন্ হইতে পূঁযস্রাব হইয়া মামড়ী পড়ে। গ্রন্থির স্ফীততা। উদর কঠিন এবং স্ফীত, সর্ব্বদাই কর্ণ পাকে, চক্ষু উঠে, সর্দ্দী লাগে এবং উদরাময় হয়। শীতকালে উত্তর পূর্ব্ব দিকের বায়ু প্রবাহিত হইলে অসুখ করে।

স্যাচারাম (Saccharum Offic)। শিশু লোভী এবং স্বেচ্ছাচারী, কেবল মিষ্ট এবং এটা ওটা খাইতে ভালবাসে। কোনও পুষ্টিকর জিনিষ খায় না। গণ্ডমালা গ্রস্থ শিশু।

সাইলিসিয়া। ইহা গণ্ডমালা রোগের একটী প্রধান ঔষধ। আহারের অভাবে নয় কিন্তু উহার অসম্পূর্ণ সমীকরণে গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ শিশুদের পরিপোষণের অভাব। বৃহৎ মস্তক, শীর্ণ দেহ, বৃহৎ উদর অর্থাৎ ঘটোদর। খিট্‌খিটে এবং স্নায়বিক লোকদের দুর্জ্জয় ক্ষুধা। কেবল গরম জিনিষ খাইতে ভালবাসে। গ্রীবা এবং কর্ণমূল প্রদাহ এবং স্ফীত। দাত উঠিতে বিলম্ব। মস্তক এবং পদের দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম। কঠিন ধারযুক্ত ক্ষত। কর্ণস্রাব। অস্থিক্ষত এবং অস্থিবেষ্ট প্রদাহ। বিমুক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র।

সারসাপেরিলা। অত্যন্ত শীর্ণতা। কুঞ্চিত ও লোলিত চর্ম্ম। হার্পিসের ক্ষত উহাতে মামড়ী পড়ে না। বসন্তকালে বৃদ্ধি। গ্রীবা সরু। শরীরে মাংসহীন শিশু।

স্পঞ্জিয়া। গ্লাণ্ডের স্ফীতি এবং কাঠিণ্য। কর্ণস্রাব। অদম্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। শিথিল ত্বক এবং পেশী বিশিষ্ট শিশু এবং স্ত্রীলোক। গলগণ্ড শিশু এবং আসন্ন যৌবন বালক বালিকার রোগেও ইহা উপযোগী।

সালফর। জীর্ণ শীর্ণ শিশু দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায়। গণ্ডমালা এবং রিকেটের লক্ষণ। মস্তকে ঘর্ম্ম বিশেষতঃ নিদ্রাকালে। রুগ্নচর্ম্ম, চক্ষু প্রদাহ, কর্ণের পশ্চাতে আর্দ্র পীড়কা বা কর্ণস্রাব। কক্ষ গ্রন্থি, তালুমূল, নাসিকা ও ওষ্ঠের স্ফীততা। শরীরের অনুপাতে মস্তক বৃহৎ। ব্রহ্মরন্ধ্র অনেক দিন পর্য্যন্ত নরম থাকে। পদতলে জ্বালা উহা অনাবৃত রাখিতে ইচ্ছা। পা ঠাণ্ডা, পদে শীতল ঘর্ম্ম। অস্থিক্ষত, রিকেট, মেরুদণ্ড বক্র হইয়া যায়। শিশু অত্যন্ত ক্ষুধাতুর, যাহা পায় তাহাই খাইতে চায়। স্নান করিতে অনিচ্ছুক। ক্রিমি রোগগ্রস্থ। রাত্রে বিছানায় মোতে। ক্ষত হইতে সহজেই রক্তস্রাব। গ্লাণ্ডের স্ফীতি ও কাঠিণ্য এবং উহাতে পূঁয জন্মা। ইরাপসনে কণ্ডুয়ণ এবং জ্বালা।

হেরিডিয়ম্। শিশু সর্ব্বদাই কর্ণের পশ্চাতে চুলকাইয়া ক্ষতবিক্ষত করে। পুরাতন সর্দ্দী, দুর্গন্ধি, গাঢ় পীতবর্ণ অথবা পীত মিশ্রিত হলুদ বর্ণ স্রাব। লবৃদ্ধি, গণ্ডমালা এবং রিকেটি শিশু।

LIBRARY DEPT. COLLEGE

দশম অধ্যায়।

উপদংশ।

সমসংজ্ঞা। গরমি, সিভিলিস্ (Syphiles), ফিরিঙ্গি রোগ।

এই পীড়া কেবল যে শরীরের চর্ম্মকে জড়িত করে এমত নহে, ইহাতে শরীরের প্রত্যেক যন্ত্র এবং উপাদনও জড়িত হয়, কিন্তু আমরা কেবল চর্ম্ম সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

উপদংশ পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির সহিত সঙ্গম করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এইরূপ সঙ্গমের দশ হইতে কুড়ি দিনের মধ্যে সঙ্গমেন্দ্রিয়ে একটী ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ ইরাপসন্ উৎপন্ন হয়। অনন্তর চতুর্থ দিবসে উহা একটী জলপূর্ণ ফোস্কার আকার ধারণ করে, ইহাকেই উপদংশের শ্যাঙ্কার (chancre) বলে। ইহা দুই প্রকার—

(১) সফ্ট শ্যাঙ্কার (Soft chancre) কোমল উপদংশ এবং (২) হার্ড শ্যাঙ্কার (Hard chancre) কঠিন উপদংশ।

কোমল উপদংশ। ইহা সঙ্গমের ২৫ হইতে ৫০ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ পায়। ইহা হইতে অধিক পরিমাণ পূঁয রক্ত নির্গত হয়। ইহা প্রথমাবস্থায় অপরিষ্কার এবং সাদা দেখায় এবং ক্ষতের প্রান্তভাগ উন্নত ও কঠিন হয় না। ইহাতে শরীরের রস রক্তাদি ধাতুনিচয় বিষাক্ত হয় না। ইহা তিন হইতে আট সপ্তাহ সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়।

কঠিন উপদংশ। ইহার ক্ষতের আকার গোল, প্রান্তভাগ কঠিন এবং উন্নত, মধ্যস্থল নিচু এবং নিম্নভাগ ধুসরবর্ণ। অধিকাংশ স্থলে এই ক্ষতের উপর পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় একটী শক্তপনা স্তর থাকে, তজ্জন্য অনেকে ইহাকে পার্চমেণ্টক্ষত বলিয়া থাকেন। এই ক্ষত প্রকৃত উপদংশ বিষ হইতে উৎপন্ন এবং সিভিলিস্ পীড়া বলিতে এই রোগই বুঝায়। স্ত্রীলোকের এই জাতীয় পীড়ার ক্ষত প্রয়ই শক্ত পনা হয় না। এই জাতীয় পীড়াব ক্ষতের সংখ্যা প্রায়ই একটী হয় কিন্তু কোমল উপদংশের ক্ষতের সংখ্যা একাধিক হইয়া থাকে। সঙ্গমের এক সপ্তাহ হইতে চারি সপ্তাহের মধ্যে, এই পীড়া প্রকাশ

পায়। ইহা প্রথমে মটরবৎ অথবা ফাটা অবস্থায় প্রকাশ পায় এবং ইহার ক্ষত হইতে অধিক পূঁয পড়ে না। এই জাতীয় পীড়াতেই, পুরুষানুক্রমে সন্তান সন্ততির শরীর, উপদংশ বিষের দ্বারা বিষাক্ত হয়। উপদংশ রোগগ্রস্থ ব্যক্তির কন্যার যে ঘরে বিবাহ হয়, সেই বংশও এই রোগের দ্বারা বিষাক্ত হইতে পারে। ইহাই ধাতুগত (constitutional) উপদংশ, কিন্তু কোমল উপদংশ সেরূপ নয়।

সাধারণতঃ এই শ্যাঙ্কার পুরুষদের জননেন্দ্রিয়ের কোনও স্থানে বিশেষতঃ লিঙ্গমুণ্ড, লিঙ্গাগ্র চর্ম্ম এবং লিঙ্গের শরীরে এবং স্ত্রীলোকের বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র ভগৌষ্ঠে, ভগলিঙ্গে, যোনিদ্বারে অথবা উহার উপরিভাগে উৎপন্ন হইতে পারে।

অল্প সময় মধ্যেই ক্ষতের নিকটস্থ তন্তুগুলি শক্তপনা হয়, শ্যাঙ্কারটী দুইটী অঙ্গুলীর মধ্যে স্থাপন করিয়া চাপ দিলে উহার নীচটা শক্তবোধ হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের শ্যাঙ্কারে প্রায়ই এই কঠিণত্ব জন্মে না। শ্যাঙ্কার প্রকাশ পাওয়ার দুই অথবা তিন সপ্তাহের পর কোনও কোনও লিম্ফ্যাটিক্ গ্লাণ্ড এই পীড়াদ্বারা জড়িত হইয়া কঠিণ হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ কুচ্‌কী সম্মুখ বাহু, গ্রীবা পশ্চাৎ এবং কর্ণের পশ্চাতের গ্লাণ্ডগুলিই ইহাদ্বারা জড়িত হয়।

ক্ষত উৎপত্তির দুই হইতে আটমাস পর্য্যন্ত নূতন কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না, এই সময়কে সেকেণ্ডারী উপদংশের অঙ্কুরায়মানাবস্থা বলে। ইহার পর রোগের বিষ শরীরে চর্ম্মোপরি প্রকাশ পায় ইহাকে সিভিলাইড্‌স্ (Syphilidas) বলে। ইহা ম্যাকুলার (Macular), প্যাপুলার (Papular), টিউবারকুলার (Tubercular), প্যাস্‌টুলার (Pastular), স্কোয়েমাস (Squamous), বুলাস্ (Bullous), গোমাটাস (Gummatous) আকৃতি হইতে পারে। ক্ষত সহ ইহাদের একটী অথবা অনেকগুলি একসঙ্গে প্রকাশ পায়। চর্ম্মোপরি এই ইরাপসন দেখা দিলেই তাহাকে সেকেণ্ডারী (Secondary) সিভিলিস বলে।

প্রথমে যে ইরাপসন উঠে সাধারণতঃ উহা ম্যাকিউল জাতীয় গোলাপী রংয়ের ছোট ছোট চিহ্ন অথবা দাগ, উহাকে উপদংশ রেজিওলা (SyPhilitic Reseola) বলে। এই সমস্ত দাগ চর্ম্ম হইতে একটু উন্নত হইতেও পারে নাও হইতে পারে এবং উহার উপর অঙ্গুলীর দ্বারা চাপ দিলে

উহারা ক্ষণেকের তরে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহারা প্রায়ই কাণ্ড এবং শাখা প্রদেশে প্রকাশ পায় এবং কোনও ঔষধ প্রয়োগ না হইলেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

ইরাপসন প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে কিছুদিন পর্য্যন্ত শরীরের দুই একটী গ্রন্থিতে বেদনা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, নিউর্যালজিয়া, অস্থিতে বেদনা, ওজন হ্রাস, চর্ম্মের অস্বাস্থ্যকর দৃশ্য, জ্বর, সর্ব্বাঙ্গিক অবসন্নতা এবং ধাতু বিকৃতির ভাব প্রকাশ পায়। কখনও কখনও এই জ্বর উগ্র ভাব ধারণ করিয়া অন্যান্য জাতীয় জ্বরে পরিণত হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহাদের কোনও লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়াও কেবল চর্ম্মে ইরাপসন প্রকাশ পায়।

উপদংশ রোগের চর্ম্মের ইরাপসনের অবস্থা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এত মৃদুভাবে দেখা দেয় যে, রোগী তাহা অনুভব করিতেও সক্ষম হয় না এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা এত ভীষণ তেজের সহিত দেখা দেয় যে উহাতে অত্যন্ত রক্তাল্পতা, শীর্ণতা এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করে।

সেকেণ্ডারী অবস্থার ইরাপসন গুলি সাধারণতঃ কপালে চুলের ধারে, মুখের কোনে, হস্ত এবং পদতল, গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায়। ইহারা সংখ্যায় অল্প অথবা অনেকগুলি প্রকাশ পাইয়া অধিকদিন স্থায়ী হয়। পুনরাক্রমনের সময় খুব অল্প সংখ্যক ইরাপসন এলোমেলো ভাবে উঠে। টার্শিয়ারী অবস্থার ইরাপসন সাধারণতঃ শরীরের এক অথবা কয়েকটী স্থানে দলবদ্ধভাবে প্রকাশ পায়।

উপদংশের ইরাপসন মলিন, অপরিষ্কার, মলিন লাল এবং প্রায়ই তাম্রবর্ণের হয়। ম্যাকিউল জাতীয় ইরাপসন্ প্রথমে উজ্জল ও প্রদাহিত থাকে কিন্তু শীঘ্রই ধুসর বর্ণে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

প্যাষ্টিউল জাতীয় ইরাপসনের ক্ষতগুলি চর্ম্মের উপত্বকে জন্মে এবং খণ্ডাকৃতি অথবা গোলাকৃতি হয়। উপদংশের ক্ষত শুকাইয়া গেলে চর্ম্মে যে দাগ থাকে, তাহা সাধারণতঃ কোমল, নমনীয় এবং কতকটা তুচ্ছভাবাপন্ন।

স্থায়ীকাল। উপদংশ পীড়ার সেকেণ্ডারী অবস্থায় ইরাপসন্‌গুলি খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাইয়া দুই এক সপ্তাহের মধ্যে সত্বরই পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়। ম্যাকিউল জাতীয় পীড়া ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় চর্ম্মরোগে, কখন নূতন

ইরাপসনও প্রকাশ পাইতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রথমে ছিটাভাবে অল্প সংখ্যক ইরাপসন্ বাহির হইয়া তৎপর অল্প সময়ের মধ্যেই অপরিমিত সংখ্যায় প্রকাশ পায়। কয়েক সপ্তাহ পরে ম্যাকিউল জাতীয় ইরাপসন্গুলি বিলীন হইয়া যায় এবং অন্যান্য জাতীয় ইরাপসন্ মাসাধিক কাল একই ভাবে শরীরে বিদ্যমান থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহারা কয়েক মাসের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও অধিক সময় লাগে। কখনও কখনও শরীরের অন্যান্য অবয়বের ইরাপসন্গুলি বিলীন হওয়ার পরও হস্তের তালু প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি থাকিয়া যায়। প্যাপুলার জাতীয় ইরাপসন্ কয়েকমাস পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাওয়ার স্বভাবযুক্ত। টার্শিয়ারী উপদংশের ইরাপসন প্রায়ই আপনা আপনি বিলীন হয় না।

আনুসঙ্গিক লক্ষণ নিচয়। অনেক সময় চর্ম্মে ইরাপসন্ উঠাকালে উপদংশের শ্যাঙ্কার অথবা উহার শুষ্ক দাগ শরীরে বিদ্যমান থাকে। সহানুভূতিক গ্রন্থিগুলির বিবৃদ্ধি, গলক্ষত, ওষ্ঠের ভিতরদিকে ক্ষত, মুখগহ্বর এবং গলকোষে অগভীর ক্ষত অল্পাধিক দৃষ্ট হয় এবং অল্প সংখ্যক রোগীতে এইসব উপসর্গ আদৌ থাকেনা। চক্ষের উপতারার প্রদাহ, মস্তিষ্ক প্রদাহ অথবা শিরঃপীড়া, অস্থি বেদনা, কখনও কখনও দৃষ্ট হয়। গাত্রচর্ম্ম অপরিষ্কার দেখায় এবং রক্তহীনতা জন্মিয়া রোগীর মাংস ক্ষয় হয় কিন্তু একই রোগীতে এই সমস্ত উপসর্গ একসঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় না। রোগের টার্শিয়ারী অবস্থায় প্রায়ই বিশেষ কোনও আনুসঙ্গিক লক্ষণ থাকে না, তথাপিও কখনও কখনও অস্থিবেদনা, চুলউঠা, জিহ্বা প্রদাহ এবং শোথ, ইহাদের মধ্যে একটী অথবা একাধিক উপসর্গ হইতে পারে। শরীরে শুষ্ক দাগ এবং আইরাইটীস্ রোগের মন্দফল প্রভৃতি প্রায় রোগীতেই থাকিয়া যায়।

চুলউঠা (alopecia)। সেকেণ্ডারী উপদংশের প্রথম অবস্থায় সমস্ত মস্তকের চুল বিশেষতঃ চাঁদির চুল উঠিয়া, চুল পাতলা হইয়া যায় কিন্তু মাথায় টাক পড়ে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এত সামান্য সংখ্যক চুল উঠে যে রোগী উহা বুঝিতে পারে না আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রত্যহ অনেকগাছি চুল উঠিয়া যায়। অল্প সংখ্যক রোগীর মস্তকের পশ্চাৎদিকের চুল উঠিয়া স্থানে স্থানে মস্তক চুলশূণ্য হইয়া যায়। চুলের সজীবতা এবং চাকচিক্য নষ্ট

হইয়া উহা শুষ্ক এবং জ্যোতিহীন হইয়া যায়। রোগীর বৃদ্ধ বয়স এবং তাহার পৈত্রিক টাকপড়া দোষ না থাকিলে চুল পুনরায় উঠে, নচেৎ নয়। টার্শিয়ারী উপদংশ হেতু মস্তকে ক্ষত হইলে কেশ গহ্বর নষ্ট হইয়া যায় তজ্জন্য ঐ সব স্থানে চুল উঠে না।

নখক্ষত। এইরোগে হস্ত এবং পদের নখ কখনও দুই একটী, কখনও অনেকগুলি জড়িত হয়। রোগের সেকেণ্ডারী অবস্থায় স্বোপার্জ্জিত এবং পৈত্রিক উভয় জাতীয় রোগেই আঙ্গুলহাড়া এবং নখশূল প্রায়ই হয়। নখগুলি পুরু, ক্ষণভঙ্গুর, চূর্ণনীয়, অসচ্ছ, কুঞ্চিত এবং খর্ব্বাকৃতি ধারণ করে। কখনও কখনও নখমূলে ক্ষত জন্মিয়া উহা পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে নখ পুনরায় গজায় কিন্তু প্রথম প্রথম বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া গজায়। কখনও উহা গদার আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং এই লক্ষণটী শিশুদের পৈত্রিক রোগে অধিক হয়।

সেকেণ্ডারী উপদংশের ইরাপসন্ বিলীন হইয়া গেলে রোগী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ থাকিতে পারে অর্থাৎ উহার চর্ম্মে আর কোনও ইরাপসন্ উঠে না, তৎপর যদি ইরাপসন্ উঠে তবে উহাকে রোগের টার্শিয়ারী (Tartiary stage) অবস্থা বলে। **সেকেণ্ডারী অবস্থায় ইরাপসন্ শরীরের দক্ষিণ এবং বাম উভয় দিকেই উঠে কিন্তু টার্শিয়ারী অবস্থায় ইরাপসনের এরূপ কোনও তুষ্ট স্বভাব থাকা দৃষ্ট হয় না।**

টার্শিয়ারী অবস্থায় ইরাপসন্ টিউবারকুলার অথবা ক্ষতযুক্ত অবস্থায় সচরাচর দলবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পায়, প্রত্যেক দলে ৬টী অথবা তদূর্দ্ধ সংখ্যক ইরাপসন্ থাকে এবং এইরূপ একটী অথবা কতকগুলি দল শরীরে প্রকাশ পাইতে পারে, যদিও সাধারণতঃ দলের সংখ্যা কমই হয়। ইরাপসন্গুলি শুকাইয়াই যাউক অথবা ক্ষতে পরিণত হউক, উভয় অবস্থায়ই চর্ম্মোপরি চিরস্থায়ী দাগ থাকিয়া যায়। রোগের এই অবস্থায় গামা (Gumma) দেখা দেয়। প্রথমে ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমারের আকৃতিতে প্রকাশ পাইয়া ক্রমে কোমল হইয়া ক্ষতে পরিণত হয়। ইহা কেবল চর্ম্মকে জড়িত করে না, শরীরের যে কোনও যন্ত্রকে জড়িত করিতে পারে।

উপদংশ একটী **সংক্রামক** (infectious) ব্যাধি; ইহা স্বোপার্জ্জিত

অথবা পৈত্রিক উভয়ই হইতে পারে। সাধারণতঃ পতিতা রমণী অথবা এই রোগ গ্রস্থ কোনও রমণীর সহিত সহগমনের ফলে এই পীড়া সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহার বিষ জননেন্দ্রিয়ের শ্যাঙ্কার অথবা অন্য কোনও ক্ষত হইতে সংক্রামিত হওয়া (বেশ্যালয় হইতে এইরূপ সংক্রামন হওয়ার অধিক সম্ভাবনা), চুম্বন করা, জলের গ্লাস এবং দুধের বাটী, সংক্রামিত ক্ষুর, চিকিৎসকের দ্বারা অস্ত্র চিকিৎসার সময় এবং অন্যান্য প্রকারে সংক্রামিত হইতে পারে। দন্ত চিকিৎসকের অপরিষ্কার যন্ত্র হইতে মুখে এবং অস্ত্র চিকিৎসকের অপরিষ্কার অস্ত্র হইতে তাহার হাতে শ্যাঙ্কার জন্মিতে পারে।

পৈত্রিক উপদংশ।

এইরোগ মাতাপিতা হইতে বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয় তজ্জন্য ইহাকে **কঞ্জিনিয়াল সিফিলিজ (Congenial syphilis)** এবং **ইন্‌ফ্যান্‌টাইল সিফিলিজ (Infantile Syphilis)** বলে। সধারণতঃ ইহা ম্যাকুলার (macular), প্যাপুলার (papular) এবং বুলাস্‌ (bullous) জাতীয় হয়।

পৈত্রিক উপদংশের বিষ, শিশুর জন্মের পূর্ব্বে তাহার মাতা এবং পিতা উভয়, অথবা তাঁহাদের একজনের দ্বারা তাহার শরীরে সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ মাতাপিতার শরীরে রোগ সংক্রামিত হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে এবং রোগের সেকেণ্ডারী অবস্থায় ইহা সংক্রামিত হয় কিন্তু টার্শিয়ারী অবস্থায় সংক্রামিত হইতে পারে কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। মাতা অথবা পিতা, অথবা উভয়েই, সেকেণ্ডারী উপদংশ রোগ ভোগ করা কালীন যে গর্ভ হইয়াছে এবং তাহাতে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারও এই রোগ হয় নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে, তবে তাহার সংখ্যা অতি বিরল; অপর পক্ষে এরূপ দৃষ্টান্তও আছে যে মাতাপিতা উপদংশ গ্রস্থ হওয়ার ১৫ বৎসর পর যে সন্তান জন্মিয়াছে তাহাতেও এই রোগ সংক্রামিত হইয়াছে।

কোনও গর্ভবতী স্ত্রীলোক তাহার গর্ভের ৮ম মাসের পূর্ব্বে এই রোগগ্রস্থ হইলে, গর্ভস্থ সন্তানে ইহা সংক্রামিত হইতে পারে কিন্তু ৮ম মাস হইতে নয়।

মাতাপিতার রোগের সুচিকিৎসা হইলে সন্তানে এই রোগ সংক্রামিত নাও হইতে পারে।

উপদংশ রোগগ্রস্থ মাতাপিতার সন্তান জন্মের পর ৬ মাসের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে আর ভয়ের কারণ থাকে না কিন্তু কখনও কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে।

উপদংশ রোগগ্রস্থ মাতার প্রথম গর্ভধারণের সময় এই রোগের বিষ তাহার শরীরে যত উগ্র অবস্থায় থাকে কিন্তু পর পর গর্ভ ধারণের সময় বিষ তত উগ্র থাকে না, উহা ক্রমে মৃদু হইতে মৃদুতর হয় তজ্জন্য পরের গর্ভস্থ সন্তানে এই রোগ সংক্রামিত নাও হইতে পারে।

কেবল পিতা উপদংশ রোগগ্রস্থ হইলে, সন্তানে এই পীড়া সংক্রামিত নাও হইতে পারে কিন্তু মাতার এই পীড়া থাকিলে সন্তানে উহা সংক্রামিত হইবেই। গর্ভ ধারণের অল্প সময় পূর্ব্বে মাতা এই রোগগ্রস্থ হইলে ভ্রূণ গর্ভেই নষ্ট হইয়া গর্ভস্রাব হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গর্ভও এইরূপে নষ্ট হইতে পারে এবং চতুর্থ গর্ভের সন্তান জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় বটে কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে মারা যায়। মাতার রোগ সংক্রামিত হওয়া এবং তাহার গর্ভ ধারণ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময় যত দীর্ঘ হয় ততই উপদংশ বিষ গর্ভস্থ সন্তানের কম অপকার করে; এই প্রকারে এমত একটী সময় আসে যে তখন উপদংশ রোগগ্রস্থ মাতা পিতার সন্তান সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরাপদে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

উপদংশ গ্রস্থ শিশু মাতার স্তন পান করিলে মাতাতে এই রোগ সংক্রামিত হয় না বটে কিন্তু কোনও নার্সের স্তন পান করিলে তাহাতে এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে।

মাতার শরীরে সেকেণ্ডারী উপদংশের ইরাপসন্ থাকার সময়ে তাহার গর্ভপাত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা এবং এই অবস্থায় সাধারণতঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ মাসে গর্ভপাত হয় এবং ভ্রূণ শীর্ণ অবস্থায় জন্মে। গর্ভের যে কোনও সময়েই গর্ভপাত হইতে পারে।

মাতাপিতার পীড়ার গুরুত্বের উপর সন্তানের পীড়ার প্রকৃতি নির্ভর করে না কারণ মাতা পিতার পীড়ার প্রকৃতি মৃদু হওয়া সত্বেও সন্তানের পীড়া উগ্রভাব ধারণ করিতে পারে।

তৃতীয় পুরুষে এই রোগ সংক্রামিত হয় না এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিশেষ কারণ আছে।

পৈত্রিক উপদংশগ্রস্থ শিশু তাহার জন্মের কিছু পরে ইরিথেমার ফুস্কুড়ী, কোস্কা, সর্দ্দী, মাংসক্ষয় এবং শীর্ণতাগ্রস্থ হইতে পারে অথবা প্রথম যৌবনে পদার্পণ করা পর্য্যন্ত সুস্থ থাকিতে পারে। বিশেষ কোনও উপসর্গ লইয়া না জন্মিলেও প্রায়ই কৃশ, দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় এবং কুঞ্চিত, পাতলা ও মলিন চর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

ফুস্কুড়ীগুলি জলপূর্ণ অথবা কোস্কার আকারে প্রকাশ পায়, উহাতে নীলাভ জলপূর্ণ থাকে এবং প্রায়ই পূঁয জন্মে। ইহা প্রায় সমস্ত শরীরেই জন্মে কিন্তু হাত এবং পায়ের তালু ইহার প্রিয়স্থান। গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়, বিশেষতঃ গুহ্যদ্বারে আর্দ্র প্যাপিউল নিচয়, প্রায়ই লাগালাগি ভাবে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও ইহা সরু অথবা থ্যাবড়া কণ্ডাইলোমেটার আকারে জন্মে। ওষ্ঠের ভিতর দিকে এবং মুখ গহ্বরের অন্যান্য স্থানে ক্ষত জন্মে, শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের হানি হয়, শীর্ণতা বাড়িতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যে শিশু মরিয়া যায়।

ফোস্কাযুক্ত ইরাপসন্ মারাত্মক পৈত্রিক উপদংশ জ্ঞাপক লক্ষণ এবং রোগীর মৃত্যুর ভবিষ্যৎ বাণী সূচক কিন্তু যখন ইহা সামান্য পরিমাণ স্থানে জন্মিয়া পাঁচ অথবা ছয় সপ্তাহের মধ্যে বর্দ্ধিত হয় না তখন রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

পৈত্রিক উপদংশে পূঁযপূর্ণ ইরাপসন্ বাহির হয় না, যদিও রসপূর্ণ ফুস্কুড়ী এবং ফোস্কাতে পূঁয জন্মিয়া উহারা পূঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ীতে পরিণত হইতে পারে। সচরাচর কতকগুলি পূঁযপূর্ণ থ্যাবড়া ধরণের ফুস্কুড়ী মুখ, নাসিকা এবং জননেন্দ্রিয়ের ছিদ্রে অন্যান্য জাতীয় ইরাপসনের সহিত প্রকাশ পায় এবং যখন ইহারা অধিক পরিমাণে জন্মে তখন ভয়ের কারণ ঘটে। গামা (gumma) নামক ইরাপসন্ সাধারণতঃ জন্মের পর তৃতীয় অথবা চতুর্থ বৎসরে প্রকাশ পায় কিন্তু জন্মের পরই প্রকাশ পায় না।

শিশুর ক্ষুধামান্দ্য, বদহজম, বমি এবং উদরাময় হয়। দিনের বেলায় যেমনই হউক শিশু রাত্রে অত্যন্ত কাঁদে এবং ঘুমায় না, সম্ভবতঃ উহার অস্থিতে বেদনা হয়। উহাদের হাঁটিতে এবং কথা বলিতে অনেক বিলম্ব হয়, স্বাভাবিক শিশুর ন্যায় ঠিক সময়ে হয় না, এবং এই সমস্ত লক্ষণ তাহাদের জীবনের ভাবিফল জ্ঞাপন করে।

প্রায়ই শিশুর দন্ত অত্যন্ত বিলম্বে উঠে, উহার চক্ষুতে আইরাইটীস্ হয়, ছয় সপ্তাহ হইতে ১৬ মাস বয়সের মধ্যে এই পীড়া হয়।

শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তন্মধ্যে অল্প বয়সেই দাম্পত্য আকর্ষণ বিকসিত হয় এবং তাহার মেজাজ ও মানসিক শক্তি বালকের ন্যায় থাকে। যুবকদের অণ্ডকোষ ছোট থাকে এবং দাড়ি ভালরূপ উঠে না এবং যুবতীদের বক্ষ ভালরূপ প্রসারিত হয় না এবং উপযুক্ত বয়সে ঋতুবতী না হইয়া অনেক বিলম্বে হয়।

উপদংশের **চতুর্থ অবস্থায়** প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ বয়সে আংশিক পক্ষাঘাত, মৃগীরোগ, ক্যান্সার এবং স্নায়বিক প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পায়।

উপদংশ রোগ কাহারও জীবনে একবারের অধিক হয় না।

ভ্রমাত্মক পীড়া। দীর্ঘ অঙ্কুরায়মানাবস্থা, কোমল স্বভাব, নীচটা শক্তপনা, উহা হইতে সামান্য ক্ষরণ এবং সংখ্যায় একটী অথবা সামান্য কয়টী এই লক্ষণও উপদংশের শ্যাঙ্কার থাকায় জননেন্দ্রিয়ের অন্য কোনও ক্ষতের সহিত উহার ভ্রম হইতে পারে না।

কোমল শ্যাঙ্কার রমনের অল্প কয়েকদিন পর প্রকাশ পায়। ইহার নীচটা শক্তপনা নয় এবং এক রোগীতে এক ডজনও হইতে পারে।

উপদংশে গ্লাণ্ড ফুলিয়া শক্ত হয় এবং উহা পাকে।

এই সমস্তের সঙ্গে রোগ সংক্রমনের ইতিহাস যোগ করিয়া বিবেচনা করিলে অন্য পীড়ার সঙ্গে এই পীড়ার ভ্রম হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু অনেক সময় শিশুর মাতাপিতা তাহাদের পীড়ার কথা গোপন করেন তখন চিকিৎসকের অন্যান্য লক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

ভাবিফল। রোগের সেকেণ্ডারি অবস্থায় হস্ত এবং পদতলের ইরাপসন্ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের ইরাপসন্ আপনা আপনিই বিলীন হইতে পারে। হস্ত এবং পদতলের ইরাপসন্ কনষ্টিটিউসনাল চিকিৎসায় প্রায়ই আরোগ্য হয়, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরোগ্য হয় না।

পথ্যাপথ্য। লঘু পুষ্টিকর খাদ্য, লুচি, টাটকা তরকারী ঘৃত পক্ক খাদ্য, কাগজী ও পাতি লেবু, জ্বর না থাকিলে স্নান, বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা—পথ্য। অতিরিক্ত পরিশ্রম, মৎস্য মাংস, গরম মসল্লাযুক্ত

শাক, পেঁয়াইজ, রশুন এবং অধিক মিষ্ট দ্রব্য, বিলাতী কুমড়া, কলাইয়ের ডাল, দধি, অম্ল, অধিক মদ্যপান, দিবা নিদ্রা, মৈথুন—অপথ্য।

শ্যাঙ্কার জন্মার পর ৩ বৎসর মধ্যে পুরুষের বিবাহ করা উচিত নয়। স্ত্রীলোকের আরও অধিক কাল অপেক্ষা করা উচিৎ।

আর্সেনিক। জননেন্দ্রিয়টী প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত। গলিত (Phegedenic) এবং পচনশীল (Gangrenous) শ্যাঙ্কার। জননেন্দ্রিয়ে তাম্রবর্ণ ইরাপসন্। চর্ম্মোপরি জ্বালাযুক্ত ফুস্কুড়ী। জীর্ণশীর্ণ শরীর, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। চক্ষুর প্রাচীন প্রদাহ। চোখ মুখ বসিয়া যাওয়া। হাতের কিংবা পায়ের নখের অগ্রভাগে জ্বালাযুক্ত ফোস্কা। রাত্রিতে, ঠাণ্ডায়, পরিশ্রমে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে পীড়ার বৃদ্ধি।

আর্সেনিক-আইওড। সেকেণ্ডারী এবং টার্শিয়ারী উপদংশ, চর্ম্মে-ক্ষত উহা হইতে হাজাকর পূঁযস্রাব। উপদংশ জনিত যক্ষা। হার্পিস্।

এনাকার্ডিনাম। উপদংশগ্রস্থ ব্যক্তির মানসিক শক্তির লোপ।

এসাফিটিডা। টার্শিয়ারী উপদংশ বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারের পর। ক্ষত, বিশেষতঃ যখন উহাতে অস্থি আক্রমণ করে এবং উহা হইতে হাজাকর দুর্গন্ধময়, পাতলা পূঁযস্রাব। অস্থিক্ষত, অস্থিনাশ, উহা হইতে রক্তযুক্ত দুর্গন্ধময় পূঁযস্রাব। ক্ষত স্থানে অত্যন্ত স্পর্শানুভবকতা, রাত্রে বেদনা। স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত। অক্ষিগোলকে প্রদাহ, চক্ষুর পাতায় এবং চক্ষুর চতুর্দ্দিকে বেদনা। জঙ্ঘার অস্থির উপদংশ উহাতে রাত্রে বেদনা।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রাম্। রাত্রে চর্ম্মে হুল বিদ্ধবৎ বেদনা এবং কণ্ডুয়ণ। প্রাতে মাথা ঘোরা ও শিরঃপীড়া। জননেন্দ্রিয় শিথিল ও ছোট হইয়া যায়। বামদিকের পীড়া।

আর্নিকা। চর্ম্মে এবং জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডুয়ণযুক্ত ইরাপসন্। দক্ষিণ দিকের পীড়া।

অরাম-মেটা। সেকেণ্ডারী অবস্থাযুক্ত উপদংশ বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারের পর। বিষন্ন চিত্ত। জীবনে বিতৃষ্ণা। আত্মহত্যার ইচ্ছা। শয়নাবস্থায় মস্তকের অস্থি বেদনাযুক্ত। মস্তকের অস্থিতে অস্থিময় টিউমার। ম্যাস্টয়েড অস্থির ক্ষত এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূঁয নির্গত। নাসিকার অস্থি

মধ্যে ক্ষত এবং নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ পুঁযস্রাব। মুখমণ্ডলের অস্থির প্রদাহ, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং তালুর অস্থির ক্ষত। শিশু উপদংশ। পদে গ্রন্থি সমূহ (nodes)। আইরাইটিস্। চক্ষের চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনা। মুখে ক্ষত। ধাতু বিকৃতি, অণ্ডকোষ প্রদাহ। স্মরণ শক্তি, শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তির হ্রাস। নাসিকা আক্রমিত হইয়া যখন উহা হইতে অস্থিখণ্ড পড়িতে থাকে তখন ইহা আরও উপযোগী। প্রাতে ঠাণ্ডা লাগিলে এবং শয়নাবস্থায় পীড়ার বৃদ্ধি। উত্তাপ প্রয়োগে এবং চলিয়া বেড়াইলে উপশম।

অরাম-মিউর। উপদংশ জনক গণোরিয়া। লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষের শ্যাঙ্কার। বাম কুচকীতে বাগী। লিঙ্গ, গুহ্যদ্বার এবং জিহ্বার কণ্ডাই-লোমেটা। সেকেণ্ডারি উপদংশে হাঁটুর নিম্নে, পায়ের তলায়, হাতে অস্থিবৃদ্ধি এবং অস্থিতে বেদনা। পৈত্রিক উপদংশগ্রস্থ শিশুর নাক সেঁটেধরা। অণ্ডকোষে ক্ষত, উহা হইতে হাজাকর দুর্গন্ধস্রাব নিঃসরণ। গণোরিয়ার স্রাব সহ যোনী প্রদাহ তৎসহ উভয় কুচকী স্ফীত।

ইথিওপস্-এণ্টি (Aetheopos)। ধাতুগত উপদংশ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর উহার শরীরে উপদংশজাত ক্ষত।

বেলেডোনা। বেদনা যুক্ত অতি বৃহৎ আকারের বাগী, উহা রক্তবর্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত প্রদাহ। ফাইমোসিস্ এবং প্যারাফাইমোসিস্। বেদনা যুক্ত ইরাপসন্। দক্ষিণদিকের পীড়া।

ব্যাডিয়াগা। শিশুদের উপদংশ হইতে অধিকাংশ গ্রান্থের বিবৃদ্ধি। বাম কুচকীর প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বাগী, রাত্রে উহাতে জ্বালা এবং সূচফুটান ব্যথা, মনে হয় যেন উহার মধ্যে গরম সূচ প্রবিষ্ট হইতেছে। পারদাদির দ্বারা শ্যাঙ্কার লুপ্ত করা। ধাতু বিকৃতি এবং শরীরের স্থানে স্থানে অবদরণ। কুচিকিৎসিত কঠিন বাগী।

বেঞ্জয়িক-এসিড। শরীরে উপদংশের দাগ এবং চিহ্ন। উপদংশজাত বাতের পীড়া। গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিকে আঁচিল। মূত্রে দুর্গন্ধ।

বার্ব্বেরিস। দীর্ঘকাল স্থায়ী টাশিয়ারী উপদংশ। গাত্রত্বক খস্‌খসে তামাটে বর্ণ।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোর। উপদংশের শ্যাঙ্কার কঠিন এবং দৃঢ়।

ক্যালকেরিয়া-সলফ। ইহাদ্বারা বাগীতে পূঁয জন্মা নিবারণ হয়, পুরাতন উপদংশে পূঁয সঞ্চার।

কার্ব্ব-এনিমেলিস। ধাতুগত অথবা টার্শিয়ারী উপদংশ। পাথরের ন্যায় কঠিন বাগী, বিশেষতঃ কুচিকিৎসা এবং কাঁচা অবস্থায় উহাতে অস্ত্রোপচারের পর এবং বামদিকের। চর্ম্মে তামাটে লালবর্ণ দাগ সমূহ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে। নাসিকার উপদংশ। কুচকী এবং বগলের গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি উহা পাষাণের ন্যায় শক্ত এবং এই কঠিনতা চতুর্দ্দিকস্থ টিস্থ সমূহে বিস্তারিত হয়। মুখমণ্ডল এবং শরীরে তাম্রবর্ণ অসংখ্য স্ফোটক।

কার্ব্ব-ভেজ। উপদংশের ক্ষত সমূহের ধারগুলি উচু যাহা বাহ্যিক চিকিৎসায় উত্তেজিত হয় এবং উহা হইতে পাতলা দুর্গন্ধময় পূঁযস্রাব হয়। ক্ষত হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়। লিঙ্গাগ্র চর্ম্মে ফোস্কা। যোনি কপাটে জালা। চর্ম্মে জ্বালাযুক্ত ইরাপসন্। পারদের অপব্যবহার। পরিপাক এবং জীবনী শক্তির হ্রাস।

কষ্টিকাম। লিঙ্গাগ্র চর্ম্মের নিচের রসগুটীগুলি পূঁযযুক্ত ক্ষতে পরিণত হওয়া। গলিত শ্যাঙ্কার, উহাতে ঝাঁকিমারা বেদনা সহ জলের ন্যায় সবুজ হাজাকর স্রাব।

সিয়োন্যান্থাস (Chionanthus)। টার্শিয়ারী উপদংশ। পূর্ব্বে পারদের দ্বারা চিকিৎসিত না হইলে ইহার দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

সিনেবারিস্। উপদংশ এবং গণোরিয়ার সংযোগ। মস্তক এবং চুল স্পর্শে বেদনা। পাথার আকৃতি বিশিষ্ট আঁচিল। পুরুষাঙ্গ স্ফীত। প্রিপিউস্ স্ফীত, রক্তবর্ণ প্রদাহ যুক্ত এবং উহাতে চুলকানি। লিঙ্গমুণ্ড হইতে অত্যন্ত পূঁয নির্গত এবং উহাতে ভয়ানক চুলকানি। লিঙ্গমুণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জল লালবর্ণ বিন্দু সমূহ। পুরাতন প্রমেহ। সন্ধ্যার সময় ভয়ানক লিঙ্গোচ্ছাস। তালু, জিহ্বার অগ্রে এবং উহার দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষত। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গম। অণ্ডকোষ শক্ত। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ রোগীর পক্ষে অধিক উপযোগী।

কোনিয়াম্। বহুকাল স্থায়ী কঠিন শ্যাঙ্কার। উপদংশজাত অণ্ডকোষের মাংস বৃদ্ধি (Sarcocele)। অণ্ডকোষে প্রদাহ এবং স্ফীতি। অণ্ডকোষ

হইতে লিঙ্গ পর্য্যন্ত বেদনা। মাঢ়ী স্ফীত এবং উহা রক্তস্রাব শীল। মাথা ঘোরা।

কোরালিয়ম-রুব্রাম। উপদংশ এবং সোরার সংমিলন। লিঙ্গাগ্রের শ্যাঙ্কার এবং গণোরিয়া। হাতের তালু এবং অস্থিতে মসৃন তাম্রবর্ণ দাগ সমূহ। ফ্রিনামে (Fraenum) সূচ বিদ্ধবৎ বেদনা। ক্ষত হইতে দুর্গন্ধময় পূঁযস্রাব।

করিড্যালিস্ (Corydalis)। মস্তকে উপদংশের উচ্চ গুটীকা। মুখ এবং গলমধ্যের অভ্যন্তরস্থ গহ্বরে ক্ষত। অত্যন্ত শ্লেষ্মা ক্ষরণ। জিহ্বা ক্লেদযুক্ত। নিশ্বাসে দুর্গন্ধ।

কুপ্রম-সলফ্। চর্ম্মে উপদংশ জনিত ইরাপসন্। মুখমধ্যে উপদংশ জনিত ক্ষত।

ফেরাম-ফস্। বাগীতে উষ্ণতা। দপ্দপানি অথবা স্পর্শানুভবকতা।

ফ্লোরিক-এসিড। মুখ এবং গলগহ্বরে উপদংশজাত ক্ষত। সঙ্গমের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। রোগীর স্বভাব মন্দ, দোষ অনুসন্ধারী এবং কল্পনা প্রসূত ভয়পূর্ণ। উপদংশ জনিত স্কেরিজ এবং নিক্রোসিস্, উহাতে আবেসিক জ্বালা, বেদনা এবং উহা হইতে পাতলা কসানি নির্গত হয়। পদ এবং বাহুর অস্থিতে নিরন্তর ক্লেশদায়ক বেদনা। সেক্রামের অস্থিমধ্যে বেদনা। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব। (ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুরেটা)।

গোয়েকম্। চর্ম্মে উপদংসজাত অপচ্যমান ইরাপসন্। সমস্ত স্রাবে অসহ্য দুর্গন্ধ। অস্থিতে স্ফীতি সহ বেদনা। পারদ অপব্যবহারের পর।

হেলকা-লাভা। নাসিকার অস্থির ধ্বংসকর ক্ষত।

হিপার-সলফ্। পারদের অপব্যবহার এবং উপদংশ হেতু দন্তের মাঢ়ীর পীড়া। অস্থিতে বেদনা। শ্যাঙ্কার মধ্যে বেদনা নাই তবে উহা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়। ক্ষতের ধারগুলি উচ্চ এবং স্পঞ্জের ন্যায় দেখায়। পারদ ব্যবহারের পর বাগী। মূদা হইতে পূঁযস্রাব এবং উহাতে দপ্দপানি। পুরুষাঙ্গ এবং তাহার মস্তকে চুলকানি। প্রিপিউসে ক্ষতবৎ শ্যাঙ্কার। জননেন্দ্রিয়, অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষ ও উরুর মধ্যস্থলের ভাঁজে আর্দ্র ক্ষত। চর্ম্মে খুস্কী। জলের ন্যায় পূঁয। চুল উঠা। রাত্রে বেদনা বৃদ্ধি এবং শীত,শীত ভাব। দক্ষিণ অঙ্গের পীড়া।

হাইড্রাস্টিস্। নাসারন্ধ্রের পচা ঘা, উহা হইতে রক্ত অথবা রক্ত মিশ্রিত পূঁয ক্ষরণ। পারদ ব্যবহার হেতু লালা স্রাব।

জাকারাণ্ডা। পুরুষাঙ্গে শ্যাঙ্কার অথবা শ্যাঙ্কারের ন্যায় লালবর্ণ ক্ষত। উপপ্রমেহ (Balanorrhoea)। উৎকট উপদংশ।

জ্যাবোরেণ্ডা। সেকেণ্ডারী উপদংশ। লিঙ্গমুণ্ড স্ফীত এবং উহা হইতে হলুদ পূঁয স্রাব।

ক্যালি-বাই। মুখ এবং গলার ভিতর উপদংশ জনিত ক্ষত। অস্থি মধ্যে সূচ ফুটান বেদনা। বেদনা কখনও কখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলিয়া বেড়ায়। চর্ম্মোপরি উপদংশ জনিত ক্ষত, উহা একত্রে সংলগ্ন হইয়া উহাতে চটা পরে এবং উহাতে বেদনা ও উত্তেজনা অনুভব হয়, বিশেষতঃ রাত্রিকালে। নাসিকার ক্ষত। নাসিকা হইতে শক্ত সবুজ শ্লেষ্মা স্রাব, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে। গলদেশ, মুখ এবং নাসিকায় ক্ষত হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়। গভীর ক্ষত যুক্ত হার্ড শ্যাঙ্কার। পুরুষাঙ্গ মধ্যে কণ্ডুয়ণ। গ্লীট (gleet)। সমস্ত শরীরে বসন্তের ন্যায় ইরাপসন্ উহা না গলিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। দক্ষিণ দিকের পীড়া।

ক্যালি-হাইড্রো। সেকেণ্ডারি এবং টার্শিয়ারী উপদংশ। পারদের অপব্যবহারের পর।

ক্যালি-মুর। সফ্ট শ্যাঙ্কার। পুরাতন উপদংশ।

ক্যালি-ফস। গলিত শ্যাঙ্কার এবং বাগী।

ক্যালি-সলফ্। হলুদ এবং পিচ্ছিল আবরণযুক্ত উপদংশ। জিহ্বা হলুদ লেপাবৃত। সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। পুরাতন উপদংশ।

ক্যালি-আইওড। স্নায়ুতন্তুর গুমেটা। উপদংশজ রুপিয়া। গভীর স্থান ভেদকর ক্ষত। শ্যাঙ্কারের ধারগুলি শক্ত এবং উহা হইতে জমাট পূঁয ক্ষরণ। শিরঃ পীড়া। গ্লাণ্ডের স্ফীতি। স্ক্রফিউলাস্ ধাতু। প্যাপিউল গুলিতে ক্ষত হয়। অস্থির মধ্যে চিবান ব্যথা। নাসিকা এবং মস্তকের সম্মুখদিকের অস্থি মধ্যে জ্বালা এবং বেদনা। ডাঃ ডিউয়ি বলেন, ইহা দ্বারা উপদংশের প্রাইমারি এবং সেকেণ্ডারি অবস্থায় কোনও উপকার হয় না, কিন্তু টার্শিয়ারী অবস্থায় উপকার হয়। উপদংশজাত স্নায়ু বিকৃতি এবং পারদের অপব্যবহার।

ক্রিয়োজোট। টার্শিয়ারী উপদংশ। রাত্রে অস্থি মধ্যে ভয়ানক-বেদনা। গুমেটা। বধিরতা। মনমরা এবং প্রবল মৃত্যু কামনা। মস্তকের উপরি ভাগে বেদনা এবং চুল উঠিয়া যাওয়া। চুল ব্রাসকরা কালে মস্তকে বেদনা। গ্রীবার গ্লাণ্ড বিবৃদ্ধি এবং স্ফীতি। জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা। ধ্বজভঙ্গ। উপদংশ রোগগ্রস্থ শিশুদের কর্ত্তন দন্ত অসমান, উহার অগ্রভাগ সূক্ষ ও ছুঁচ কাটা।

ল্যাকেসিস্। পচনশীল শ্যাঙ্কার। লিঙ্গমুণ্ড এবং যোনি পিড়ির গ্যাংগ্রিণ অবস্থা। গলার ভিতর এবং টনসিল মধ্যে ক্ষত। টিনিয়া মধ্যে ক্ষত। রাত্রে অস্থিতে বেদনা। নিম্ন শাখার অগভীর ক্ষত। উপদংশ পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির বাক্‌রোধ। বাম দিকের পীড়া।

লাইকোপোডিয়াম্। শ্যাঙ্কারের ধারগুলি উচ্চ। শ্যাঙ্কারের ক্ষত নিস্তেজ, উহার ধারগুলি পুরু এবং উচ্চ, উহাতে মাংসাঙ্কুরের অভাব, যদিও দুই একটা থাকে তাহাও অস্বাস্থ্যকর। স্থানে স্থানে কণ্ডাইলোমেটা, উহাদের অগ্রভাগ কাটা ফাটা। পায়ের ক্ষত উহা আরোগ্য হইতে চায় না, উহাতে জ্বালা এবং ছিঁড়িয়াফেলার ন্যায় বেদনা। হলুদবর্ণ পূঁয। গলার ক্ষত। কপালের মলিন তাম্র বর্ণ ইরাপসন্। ডাঃ জার এই ঔষধের অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

মেডোরিনাম্। সাইকোসিস্ ধাতু। পায়ের তলায় বেদনা। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিরঃ পীড়া। গণোরিয়া বিলুপ্ত হইয়া হাঁপানি।

মার্ক-কর। অত্যন্ত বেদনা, প্রদাহ এবং স্ফীতি। হার্ড শ্যাঙ্কার উহার নীচটা বসাবৎ। নাসিকা রক্তবর্ণ এবং স্ফীত। ওজিনা (Ozaena) সফ্ট শ্যাঙ্কারের ধারগুলি কাল্‌চে লাল, উহা বেদনা যুক্ত ও উহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে। উহার নিকটস্থ স্থান উষ্ণ, বেদনাযুক্ত ও স্ফীত। শ্যাঙ্কারের মধ্যে যে কসানি অথবা পূঁযবৎ পদার্থ লাগিয়া থাকে উহা ধৌত করিলেও উঠান যায় না। মুখ, মাঢ়ী এবং গলার ভিতর গলিত ক্ষত। নিশ্বাসে দুর্গন্ধ। টন্‌সিল ক্ষত যুক্ত এবং স্ফীত। বাগী এবং সাধারণ গ্লাণ্ডগুলির বিবৃদ্ধি।

মার্ক-ডলসিস্। স্ত্রীলোকের যোনির বহির্দ্দিকের চতুর্দ্দিকে, গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং গুহ্যদ্বারের থ্যাবড়া, আর্দ্র এবং জ্বালাযুক্ত

কণ্ডাইলোমেটা। সমস্ত শরীরের স্থানে স্থানে তাম্রবর্ণের দাগসমূহ, উহার মধ্যস্থলে শুষ্ক প্যাপিউল, উহা হইতে চর্ম্ম উঠিয়া পরিধির প্রান্ত পর্য্যন্ত যায়। ডাঃ ডিউয়ি বলেন, শিশু উপদংশে ইহার নিম্নশক্তিতে উপকার হয়।

মার্ক-আইওডেটাস্-রুব্রা। হাণ্টারিয়ান হার্ড শ্যাঙ্কার। প্যারাফাই-মোসিস্ হইয়া লিঙ্গমুণ্ডটী পচিয়া যাইবার উপক্রম। মুখমণ্ডলের অস্থিতে ক্ষত। লিঙ্গের অগ্রভাগে চিড়িক মারা বেদনা। পুরাতন বাগী হইতে বহু বৎসর পর্য্যন্ত পূঁযরক্ত ক্ষরণ হওয়া।

মার্কবিন-আইওড। উপশংশ হেতু কোষ বৃদ্ধি।

মার্ক-সল, অথবা ভাইভাস্। লিঙ্গাগ্রচর্ম্মে লালবর্ণ শ্যাঙ্কার, লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গত্বকে প্রসারিত হওয়ার এবং গভীরতর প্রদেশ বিদারিত হওয়ার স্বভাবযুক্ত ক্ষত। লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গত্বকে মলিন লালবর্ণ ফুস্কুড়ী, উহা ফাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতে পরিণত হয়। বেদনাযুক্ত, রক্তস্রাব প্রবণ শ্যাঙ্কার, উহার নীচটা পণিরের ন্যায় এবং ধারগুলি উচ্চ এবং লাল। লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গত্বকের ক্ষত, উহার নীচটা চর্ব্বির ন্যায় এবং ধারগুলি শক্ত। মাঢ়ী প্রদাহ উহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে। দন্ত প্রদাহ এবং নড়া দন্তের গোড়া ফুলা। মস্তকে ইরাপসন্, মাথায় চুল উঠিয়া যাওয়া। চক্ষু প্রদাহ। স্বপ্নদোষ। বীর্য্যে রক্ত মিশ্রিত। কণ্ডাইলোমেটা। হ্যানিমান প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপদংশের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে উপদেশ দেন।

মার্ক-নাই (Merc nitr)। তাড়াতাড়ি বিস্তারিত হওয়ার স্বভাবযুক্ত ক্ষত। মুখ এবং জিহ্বা শ্লেষ্মাযুক্ত। রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি।

মেজেরিয়াম্। উপদংশজাত অস্থি বেষ্ট প্রদাহ। মাথার খুলি পর্য্যন্ত প্রসারিত সর্ব্বদার তরে শিরঃপীড়া। উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার হেতু অথবা উভয় কারণে রাত্রে অস্থিতে বেদনাসহ সমস্ত শরীরে বেদনা। উপদংশ জনিত অস্থিরোগ বিশেষতঃ জঙ্ঘাস্থির রোগে, রোগাক্রান্ত স্থানে অল্প অল্প জ্বালাকর বেদনা এবং স্পর্শে উহার বৃদ্ধি। মস্তকে খুস্কি। উপদংশ রোগীর রাত্রিকালে অস্থি বেদনায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। জঙ্ঘার সমুখাস্থির স্ফীতি এবং বেদনা। উপদংশজাত নিউর‍্যালজিয়া এবং প্যাস্টুলার ইরাপসন্ সমূহ। মাথা ঘোরা। জীবনে বিতৃষ্ণা।

ন্যাট্রম্-মুর। পুরাতন উপদংশ। কসানির ন্যায় নিঃসরণ।

ন্যাট্রম্-সলফ। সাইকোসিস্ ধাতু। গুহ্যদ্বারে উপদংশজাত কণ্ডাই-লোমেটা। (বাহ্য প্রয়োগ হইতে পারে)। মস্তকের সম্মুখ এবং পশ্চাৎদিকে অত্যন্ত শিরঃপীড়া তৎসহ মাথাঘোরা এবং মুখ দিয়া টক্ ঢেকুর উঠা। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধঃনির্গত হওয়া।

নক্স-ভমিকা। শ্যাঙ্কার। ক্ষতের নীচটা অগভীর এবং সমতল। উহা বিস্তার হওয়ার স্বভাবযুক্ত। উহা হইতে শীতল কসানি স্রাব।

নাইট্রিক-এসিড। গলিত শ্যাঙ্কার। ক্ষত চতুর্দ্দিকে যত বিস্তারিত হয়, তলার দিকে তত বর্দ্ধিত হয় না। ঘর্ম্ম, মূত্র, বিষ্ঠা এবং নিশ্বাসে দুর্গন্ধ। সহজেই সর্দ্দী লাগে। মাথা ঘোরা, চুল উঠিয়া যায়। স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতা। রাত্রে অস্থিতে বেদনা। মলিন বর্ণ রক্তস্রাব। মূত্র নলীতে ক্ষত, উহা হইতে পূঁয ও রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব। ফুলকপির পর অথবা কুক্কুট শিখাকার অথব সরবৃন্তের উপর আর্দ্র কণ্ডাইলোমেটা। যোনির মধ্যে ক্ষত, তাহাতে হলুদপনা পূঁয এবং জ্বালা ও চুলকানি। গুহ্যদ্বারে তাম্র বর্ণ দাগ সকল। মুখে উপদংশের ক্ষত। উপদংশজাত এপিলেপ্সি এবং বিষাদোন্মত্ততা। অঙ্গুলীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে হার্পিস্। পারদের অপব্যবহার। সেকেণ্ডারি উপদংশ। ওষ্ঠের কোণ কাটা।

ফস্ফরিক-এসিড। শ্যাঙ্কারের চতুঃপার্শ্ব উচ্চ। শ্যাঙ্কারের ক্ষত বোকা ক্ষতের ন্যায়, উহার ধারগুলি পুরু, গোলাকার এবং উচু, মাংসাঙ্কুর ফেকাসে বর্ণ অথবা মাংসাঙ্কুরের অভাব। প্রিপিউস্ মধ্যে প্রসারণ শীল এবং চুলকানিযুক্ত হার্পিস্। লিঙ্গমুণ্ডে কোকা এবং কণ্ডাইলোমেটা। সাইকোটিক্ উপমাংস, উহাতে জ্বালা এবং উষ্ণতা, এবং বসিয়া থাকা অথবা চলিয়া বেড়ানের সময় বেদনা। রাত্রে অস্থিমধ্যে বেদনা।

ফাইটোলাক্কা। সেকেণ্ডারি উপদংশ। গলার ভিতর এবং জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত। উপদংশজাত বাত এবং ইরাপসন্। বেদনা একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিচরণ করে, শরীরের গাঁইট স্ফীত এবং রক্তবর্ণ। অস্থি আবরক প্রদাহ। দীর্ঘাস্থির মাঝখানে অথবা মাংসপেশীর সংযোগস্থলে বেদনা; বিশেষতঃ রাত্রে এবং আর্দ্র বাতাসে। গ্রাণ্ডগুলি প্রদাহিত এবং

স্ফীত। অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শয্যাশায়ী কিন্তু প্যারালিসিসের কোনও লক্ষণ থাকে না।

সিপিয়া। নিস্তেজ বোধশূন্য শ্যাঙ্কার। প্রিপিউস্ মধ্যে হার্পিস্, উহাতে জ্বালা ও চুলকানি। ফাটা ফাটা হার্পিস্, উহা হইতে চর্ম্ম উঠিয়া যায়। লিঙ্গমুণ্ড এবং ভগোষ্ঠে চুলকানিযুক্ত ইরাপসন্। জননেন্দ্রিয়ে চুলকানিযুক্ত শুষ্ক ইরাপসন্। কণ্ডাইলোমেটা। লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গচর্ম্মে শ্যাঙ্কার। বাতের বেদনা স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায়।

সাইলিসিয়া। উচ্চ ধারযুক্ত শ্যাঙ্কার। বেদনা, প্রদাহ এবং উত্তেজনাযুক্ত শ্যাঙ্কার, উহা হইতে রক্তযুক্ত পাতলা পূঁয স্করণ। সামান্য মাংসাঙ্কুর অথবা উহার অভাব। জননেন্দ্রিয়ের উপরিস্থ কেশযুক্ত স্থানে বেদনাযুক্ত ইরাপসন্। জননেন্দ্রিয়ে আর্দ্র অথবা শুষ্ক চুলকানিযুক্ত ফুস্কুড়ী অথবা দাগ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে কোন ফুস্কুড়ীসমূহ, উহা হইতে রসস্করণ। বৃন্তযুক্ত শুষ্ক ফিগ্ওয়ার্ট (Figwarts)। দন্তের মাঢ়ীর মাংসবৃদ্ধি অথবা অস্থিবৃদ্ধি। স্ত্রী অঙ্গ স্পর্শে বেদনা বিশেষতঃ বসিয়া থাকা সময়। পারদের অপব্যবহার। কণ্ডাইলোমেটা। দুর্ব্বলতা। মুখ এবং পায়ের অস্থিতে স্ফীতি। মিউকাস্ টিউবারকলস্। মুখ গহ্বরে ও গালে আঁচিলের ন্যায় উদ্ভেদ নিচয়।

ষ্টিলিঞ্জিয়া। সেকেণ্ডারি উপদংশ। নাসিকা মধ্যে ক্ষত এবং সর্দ্দী। অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ অস্থি বেদনা। মস্তকে এবং পদে গুটিকা নিচয়। উপদংশ-জনিত স্নায়ুশূল।

সালফর। জননেন্দ্রিয়ের স্ফীতি এবং প্রদাহ, উহাতে গভীর অবদরণ। লিঙ্গাগ্র চর্ম্মে জ্বালা এবং উহা লালবর্ণ। লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গাগ্র চর্ম্মে গভীর পূঁযযুক্ত ক্ষত, উহার ধারগুলি স্ফীত। ফাইমোসিস্, উহাতে দুর্গন্ধময় পূঁয। গ্রন্থির স্ফীতি উহা কঠিন অথবা পূঁযযুক্ত। সর্ব্বাঙ্গে চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ।

সিফিলিনাম। উপদংশজনিত মুখক্ষত, অস্থিক্ষত, শিরঃপীড়া, চক্ষের পীড়া, দন্তের পীড়া। রাত্রিকালে সব উপসর্গের বৃদ্ধি।

থুজা। শ্যাঙ্কার মধ্যে কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনা। লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গাগ্র চর্ম্মে সাইকোটিক্ আর্দ্র মাংস বৃদ্ধি এবং কণ্ডাইলোমেটা। চুলকানিযুক্ত ক্ষত।

ভাইওলা-ট্রি। তালু এবং গলার ভিতর উপদংশজনিত ক্ষত। স্তন, বগল এবং যোনি কপাটে বেদনা যুক্ত ফুস্কুড়ী। উপদংশ রোগ জনিত স্বরভঙ্গ।

রুপিয়া। Rupia.

এই পীড়ায় পৃথক্ পৃথক্ ফোস্কানিচয় শরীরের চর্ম্মের উপরিভাগে প্রকাশ পায়। প্রথমে এইসব ফোস্কার মধ্যে লালবর্ণ পূঁযবৎ পদার্থ দেখা দেয়, পরে উহা শুষ্ক হইয়া উহার উপরিভাগে পুরু মলিনবর্ণ চটা পড়ে এবং উহার নিম্নস্থ ক্ষত হইতে অবিরাম পূঁয সঞ্চিত হইয়া উহা শুষ্ক হওয়ায় নূতন নূতন চটা বান্ধিয়া, সর্ব্বাগ্রে পুরাতন চটাখানি পুরু, কঠিন এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই চটা উঠাইয়া ফেলিলে তন্নিম্নে গভীর ক্ষত দেখা যায়।

রুপিয়ার সংখ্যা খুব অধিক হয়না, একডজন হইতে ২০টী পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরের স্থানে স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হইতে পারে। সুচিকিৎসার দ্বারা এই রোগের গতিরোধ না করিলে ইহা রোগীর পক্ষে বড়ই ক্লেশদায়ক এবং বিরক্তিকর হয় কারণ ইহা হইতে অত্যন্ত পূঁয ক্ষরণ হইয়া রোগীর হজমশক্তি ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া শারীরিক বলক্ষয় হয় এবং ক্ষয়কর উদরাময় প্রকাশ পাইয়া রোগীর আসন্ন মৃত্যু ঘোষণা করে।

এই রোগ দুষ্ট উপদংশ হইতে জন্মে, ইহার চিকিৎসাও ঐ রোগ নাশক উপায়ের দ্বারা করিতে হয়। এই রোগ আরোগ্য হইলে ইহার ক্ষত চিহ্ন শরীরে থাকিয়া যায়।

ক্লেমাটিস্। মাংস বৃদ্ধি। ক্ষত মধ্যে জ্বালা ও চিটমিট্ করা। রক্ত-যুক্ত হলুদবর্ণের ক্ষত কর পূঁয। শয্যার উত্তাপে চুলকানির অত্যন্ত বৃদ্ধি। শুক্ল-পক্ষে এবং শীতল জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি।

ক্যালি-আইওড। উপদংশ জাত রুপিয়া।

মার্ক। অত্যন্ত চুলকানি, শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলকানি যুক্ত ফুস্কুড়ী নিচয়, উহাতে ক্ষত হইয়া মামড়ী পরে। চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া। চর্ম্ম উঠিয়া যে ক্ষত জন্মে উহা হইতে রসক্ষরণ এবং চুলকাইলে সহজেই রক্ত নির্গত হয়।

নাইট্রিক-এসিড্। শরীরে তাম্র অথবা ভায়লেট বর্ণ দাগ সমূহ। পীড়িত স্থানে ছুরিকাবিদ্ধবৎ জ্বালা ও বেদনা এবং সহজেই রক্ত বাহির হয়। বিদাহী জলবৎ রক্তমিশ্রিত রসক্ষরণ। পারদ ব্যবহারের পর।

সালফর। জ্বালা ও চুলকানি সহ চটাযুক্ত ফুস্কুড়ী, উহার চতুর্দ্দিকে হলুদ অথবা কটা বর্ণের মণ্ডল বেষ্টিত। রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধ হলুদপনা পুঁযস্রাব। ফুস্কুড়ীপূর্ণ স্থান সমূহ হইতে রস ক্ষরণ।

থুজা। কটা অথবা লাল বর্ণে চিত্রিত দাগ সমূহ, সন্ধ্যা বেলায় তন্মধ্যে ভয়ানক চুলকানি। ভার্ণিসের ন্যায় পুঁযপূর্ণ ফুস্কুড়ী।

উপরোক্ত ঔষধ ব্যতীত নিম্নলিখিত ঔষধগুলি লক্ষণ ভেদে ব্যবহার হইয়া থাকে।

এলুমিনা, আর্স, বোভিষ্টা, ক্যাল্কে, গ্রাফা, হিপার, ক্যালি-আইওড, ষ্ট্রাম-সলফ্, ফাইটো, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সিফিলিনাম, সারসাপ্যারিলা।

কণ্ডাইলোমেটা। Codylomata.

সমসংজ্ঞা। ফিগ্ওয়ার্ট (Figwarts), ভেরুচা একুমিনাটা (Verruca Acuminata), ভেনারাল ওয়ার্ট (Venerial wart), সাইকোসিস্ (Cycosis)।

জননেন্দ্রিয় এবং মলদ্বার প্রভৃতির চতুর্দ্দিকে, গাঁদা ফুলের পাপড়ী প্রভৃতির ন্যায় উৎপন্ন হইলে তাহাকে কণ্ডাইলোমেটা বলে।

এই রোগের বাহ্যিক আকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে যখন ইহা উপচর্ম্ম দ্বারা আবৃত থাকে, তখন ইহা শুষ্ক, কঠিন এবং শৃঙ্গবৎ সাধারণ আঁচিলের মত দেখায়। যখন পাতলা উপত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে অথবা সম্পূর্ণ অনাবৃত, হাঁজিয়া যাওয়া অবস্থায় জন্মে, তখন ইহা নরম ও ভিজা দেখায় এবং ইহা হইতে স্বল্পাধিক পিচ্ছিল এবং তিক্ত দুর্গন্ধ স্রাব হয়। এই শেষোক্ত প্রকারই প্রকৃত উপদংশজাত অথবা টিউবারকল (Tubercule mucosa) সংক্রান্ত পীড়া।

ইহাদের আকৃতিগত পার্থক্য আছে। কতকগুলি থ্যাবড়া, কতকগুলি বৃন্তের উপর মোচার আকৃতি ধারণ করে এবং কতকগুলির মুরগীর ঝুটির আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া জন্মে। থ্যাবড়া ফিগ্‌ওয়ার্ট (Figwart) আকৃতি বিশিষ্ট কণ্ডাইলোমেটা প্রধানতঃ গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিক, উভয় নিতম্বের মধ্যস্থলের মাংসপেশী, গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান, অণ্ডকোষ, পুরুষের লিঙ্গের চর্ম্ম, লিঙ্গমুক্ত এবং স্ত্রীলোকের ভগোষ্ঠের বহির্ভাগে প্রকাশ পায়। বৃন্তযুক্ত মোচার আকৃতি বিশিষ্ট রোগ, সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের যোনির প্রবেশ পথ, ভগলিঙ্গের উপরিভাগে এমনকি যোনির কতকটা ভিতরে, জরায়ুগ্রীবার এবং পুরুষের লিঙ্গাগ্র চর্ম্মের ভিতর দিক, উহার গর্ত্তপনা স্থানে এবং উভয় নিতম্বের ভিতরে জন্মে। কখনও কখনও ইহারা এত অধিক সংখ্যক জন্মে যে উহা দ্বারা যোনি এবং পুরুষের লিঙ্গাবরক চর্ম্ম ঢাকিয়া যায়। তৃতীয় প্রকারের রোগের আকৃতি ক্ষুদ্র পিনের মস্তকের ন্যায়। ইহা সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের ভগোষ্ঠের ভিতরে এবং পুরুষের লিঙ্গমুণ্ডের চতুর্দ্দিকে জন্মে।

ইহা একটী অথবা কতকগুলি, সুক্ষাগ্র, থোপাধরা, গদার আকার, বৃন্তহীন অথবা বৃন্তসহ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মুরগীর ঝুটীর ন্যায় অথবা গাঁদা ফুলের পাপড়ির ন্যায় জন্মে। উৎকট পীড়ায় ফুলকপির পাপড়ির আকারে প্রকাশ পাইয়া উচু হইয়া উঠে এবং সমস্ত স্থানটী আবৃত করে।

রোগের কারণ। পৈত্রিক এবং স্বোপার্জ্জিত উপদংশই এই রোগ উৎপত্তির কারণ। উপদংশ রোগের সেকেণ্ডারী অবস্থায় ইহা শরীরের অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ জিহ্বা, মুখের কোণ, চিবুক, মুখমণ্ডল, কপাল, অক্ষিপত্র, চক্ষের উপতারা, মস্তক, কর্ণ, কর্ণ কুহর, বগল, স্তনের বোঁট এবং পদাঙ্গুলীর মধ্যস্থলে জন্মে। সাধারণতঃ উপদংশের ক্ষত হইতে যে স্রাব হয় তাহার উত্তেজনার দ্বারাই ইহা জন্মে।

এরূপও জানা গিয়াছে যে, কয়েকটি লোকের মধ্য বয়সে উহাদের মুখমণ্ডলে, হস্তের অঙ্গুলীর পরিমিত লম্বা উপন্যাংশ অর্থাৎ গ্যাঁজ বাহির হইয়া উহাদিগকে হাস্যাস্পদ করিয়াছিল।

সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিলে এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

সিনাবেরিস। চর্ম্মরোগসহ পাখার আকৃতি বিশিষ্ট ফিগ্ ওয়ার্টস্। স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ শিশু এবং বালক বালিকার পীড়া।

ইউফ্রেসিয়া। গুহ্যদ্বারের ফিগ্ ওয়ার্টস্।

মার্ক-কর। শুষ্ক কণ্ডাইলোমেটা, উহা হইতে দুর্গন্ধ রস নির্গত হয়। কোমল থ্যাবড়া কণ্ডাইলোমেটা।

মার্ক-নাইট্রি। সূত্রাকার ফিগ্ ওয়ার্টস্।

মার্ক-প্রি-রুবার। কাটা কাটা কণ্ডাইলোমেটা।

মার্ক-সল্। মোচার আকৃতি বিশিষ্ট ফিগ্ ওয়ার্টস্। চুলকানি যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী, উহাতে ক্ষত হয় এবং মামড়ী পড়ে। মৃদু জাতীয় পীড়া।

নাই-এসিড্। বৃন্তযুক্ত পেনের আকৃতি বিশিষ্ট আর্দ্র কণ্ডাইলোমেটা। লিঙ্গমুণ্ডের উপরে ফিগ্ ওয়ার্টস্। খোঁচামারা ব্যথা এবং আর্দ্রতা সহ গুহ্যদ্বার এবং পেরিনিয়মে (গুহ্যদ্বার এবং যোনির মধ্যবর্ত্তীস্থান) কণ্ডাইলোমেটা।

ফস্ফরাস্। স্ত্রীলোকের যোনির উপর শুষ্ক এবং কর্কশ বৃহদাকার কণ্ডাইলোমেটা হইয়া অপত্যপথ জুড়িয়া যাওয়া। বৃন্তযুক্ত কণ্ডাইলোমেটা।

স্যাবাইনা। অসহ্য চুলকানি এবং জ্বালাযুক্ত কণ্ডাইলোমেটা।

সায়সা-পেরিলা। থ্যাবড়া ফিগ্ ওয়ার্টস্।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। মোরগের ঝুটি অথবা মোরগ বহুল ফুলের ন্যায় ফিগওয়ার্টস্।

সালফর। কোমল স্পঞ্জের ন্যায় ফিগওয়ার্টস্।

থুজা। ফুলকপির পত্রের ন্যায় উপমাংস। পুরুষাঙ্গ, যোনি কপাট, গুহ্যদ্বারের প্রশস্ত এবং থ্যাবড়া কণ্ডাইলোমেটা। চক্ষের উপতারা প্রদাহের পর আইরিসে আঁচিল অথবা গুটিকা।

অরাম-মিউর। লিঙ্গচর্ম্ম, গুহ্যদ্বার এবং জিহ্বার কণ্ডাইলোমেটা। বিবর্ষতা।

মার্ক-ডলসিস্। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগে পেরিনিয়ম্ এবং গুহ্যদ্বারে থ্যাবড়া, আর্দ্র এবং জ্বালাযুক্ত কণ্ডাইলোমেটা।

ফসফরিক-এসিড। লিঙ্গমুণ্ডের উপর কণ্ডাইলোমেটা।

সিপিয়া। জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডুয়নযুক্ত শুষ্ক কণ্ডাইলোমেটা।

লুপাস্। Lupus.

সমসংজ্ঞা—বৃকরোগ।

এই পীড়া তিন প্রকার,

(১) লুপাস্ ভল্গেরিস্ (Lupus Vulgaris).

(২) লুপাস্ এরিথেমেটোসাস্ (Lupus Erythematosus).

(৩) লুপাস্ একজিডেনস্ (Lupus Exedens).

লুপাস্ ভল্গেরিস্ (L. Vulgaris) অথবা গভীর জাতীয় পীড়া। ইহাতে প্রথমে কপোল প্রদেশ এবং নাসিকার পক্ষের উপর কটা বর্ণের দাগ পড়িয়া চর্ম্মে রক্তাভ গুটি গুটি উচুপনা নোডিউল প্রকাশ পায়। ইহা যতই বহির্দ্দিকে প্রবর্দ্ধিত হয় ততই উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ হইতে থাকে। এই রোগ যুবকদিগেরই অধিক হয়। কর্ণ, গ্রীবা, নাসিকার পক্ষ, কপোলদেশ অর্থাৎ গণ্ড, ওষ্ঠ এবং চক্ষুর পাতায় এই রোগ অধিক হয়। এই রোগ অতি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় এবং রোগাক্রান্ত স্থানের সীমা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই রোগ দ্বারা কোমল বিধান সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অস্থি আক্রান্ত হয় না। আক্রান্ত স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও এই জাতীয় লুপাসে কোনও ক্ষত প্রকাশ পায় না এবং ইহাতে কোনও ব্যথা বা চুলকানি হয় না।

ইহা কদাচ মাত্র একটী প্রকাশ পায়। সচরাচর ৬টী অথবা একডজন নিকটে নিকটে অথচ একটী হইতে অন্যটী পৃথক ভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানের চর্ম্ম সুস্থাবস্থায় থাকে ক্রমে পীড়া বর্দ্ধিত হইয়া টিউবারকল্‌গুলি মিলিত হইয়া একটী প্যাচে পরিণত হয় এবং এই প্রকারে এক অথবা ততোধিক প্যাচের সৃষ্টি হয়। এই টিউবারকল্‌গুলি কোমল, কখনও কখনও জেলির ন্যায় আকৃতি এবং ঘনত্ব বিশিষ্ট হয়। ইহারা অতি আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য ইহাদের একটী নির্দ্দিষ্ট আকৃতিতে উপনীত হইতে বহুবৎসর লাগে। ইহাতে ক্ষত হইলে ঐ ক্ষতের ধার এপিথেলিওমাতে (Epithelioma) পরিণত হয়।

লুপাস্ এরিথেমেটোসাস্ (L. Erythematosus) অথবা অগভীর জাতীয় পীড়া। এই রোগ মুখমণ্ডল এবং মস্তকের চর্ম্মে প্রকাশ পায়। প্রথমে নাসিকার মধ্যস্থলে একটী লাল বর্ণ দাগ রূপে দেখা দিয়া ক্রমশঃ উভয়দিকের গণ্ডে বিস্তৃত হয়। কখন কখন এই রোগ কর্ণ দেশেও হয়। মস্তকে এই রোগ হইলে পীড়িত স্থানের চুল উঠিয়া গিয়া ঐ স্থানে স্থায়ী টাক পড়ে। এই রোগ ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় এবং ইহাতে কোনও জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। পীড়িত স্থানের মেদক্ষরণ হইয়া চটা বান্ধিয়া যাইতে পারে। এই রোগের ক্ষত বহুমাস অথবা বহুবৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলেও একটী মুদ্রা হইতে বৃহৎ আকার ধারণ করে না। ইহাতে যক্ষ্মা বীজ পাওয়া যায় না তবে সিবেসাস্ গ্লাণ্ড গুলির বিবৃদ্ধি এবং ক্ষরণাধিক্য হইতে পারে।

সাধরণতঃ এই পীড়া যুবতীদেরই হয়। কখনও কখনও ইহা দ্বারা যুবকেরাও আক্রান্ত হইয়া থাকে।

লুপাস্ একজিডেনস্ (Lupus Exedens) অথবা অত্যন্ত ধ্বংসকারী রোগ। এই রোগ সচরাচর ১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়সে প্রকাশ পায়। ইহাতে চর্ম্মোপরি একটী মাত্র কোমল টিউমার প্রকাশ পাইয়া ধীরে ধীরে উহার আকৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক বৎসর পর উহাতে ক্ষত হয়। এই ক্ষত ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া উহার ভিতরটা গর্ত্তপনা হইয়া উহার দ্বারা চর্ম্মের নিম্নস্থ টীস্থ সমূহ আক্রান্ত হয়। ক্ষতের ধারগুলি অসমান ও নরম হয় এবং ভিতরটা অসমান গর্ত্তপনা হয়। সুচিকিৎসার দ্বারা পীড়ার গতিরুদ্ধ না করিলে বিপদের আশঙ্কা থাকে।

কোনও কোনও গ্রন্থকার ইহাকে পৃথক জাতীয় পীড়া বলিয়া স্বীকার করেন না, ইপিথেলিয়োমেটা জাতীয় রোগের মধ্যে গণ্য করেন।

সব বয়সেই এই রোগ দ্বারা গলগহ্বর আক্রান্ত হইতে পারে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরাই এই রোগ দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয় এবং শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিরাই ইহাদ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। ইহা পৈত্রিক রোগ নহে।

হস্তের অঙ্গুলী এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট

হইয়া যায় কিন্তু অঙ্গুলীর নখ অথবা উহার ছাঁচ এই পীড়া দ্বারা কখনও আক্রান্ত হয় না। অঙ্গুলীগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া খাট হইতে থাকে কিন্তু নখগুলি অবিকৃত অবস্থায় থাকে, অবশেষে অঙ্গুলীগুলি সম্পূর্ণ রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, নখগুলি কজী এবং অঙ্গুলীর মধ্যস্থ হাড়ের উপর অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়।

স্বরযন্ত্রে এই রোগ হইলে উহা যদি তেজের সহিত বৃদ্ধি পায় তবে নিশ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং উহার গতি মন্দ হয়, কিন্তু পীড়িত স্থানের অনুভূতির কোনও ব্যতিক্রম হয় না।

এই রোগের ক্ষত কখনও কখনও আস্তে আস্তে কিন্তু সাংঘাতিকভাবে বর্দ্ধিত হয়, কখনও কখনও আশ্চর্য্য দ্রুত গতিতে বর্দ্ধিত হয়।

এই পীড়াক্রান্ত রোগীর পারিবারিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, তাহার কোনও নিকট আত্মীয় থাইসিস্ পাল্‌মোনারিস্ (Phthisis pulmonaris) দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ভ্রমাত্মক রোগ। এই পীড়াক্রান্ত স্থান, পীড়িত স্থানের বর্ণ, রোগের মৃদুমন্দ গতি, জ্বালা যন্ত্রণার অভাব, বহু পুরাতন পীড়ার দাগ এবং সুচিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের পুনরাক্রমন, এই কয়টি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিলেই এই রোগ চিনিতে কষ্ট হইবে না।

উপদংশ রোগের ক্ষতের সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে। উপদংশের ক্ষত অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃত হয় কিন্তু ইহার ক্ষত বিস্তৃত হইতে বহুবৎসর আবশ্যক হয়।

ভাবিফল। রোগের প্রথম অবস্থা হইতে সুচিকিৎসা চলিলে আরোগ্য হওয়া সম্ভব।

লক্ষণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ঔষধ এই রোগে উপকারী।

এগারি-কাস্, য়্যালাম্, এন্টিম-ক্রুড, আর্স, আর্স-আইওড্, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, বেল, ক্যাল্-আর্স, ক্যাল্-কার্ব্ব, এসিড-কার্ব্বলিক, কার্বুরেট-সলফ (Carburet sulph), কষ্টি, সাইকিউটা, সিস্‌টুস, গ্রাফা, গুয়ারে-কো, হিপার, হাইড্রো-কোটাইল, ক্যালি-বাই, ক্যালি-কার্ব্ব, ক্রিয়োজোট, নাইট্রিক-এসিড, ফাইটো, হ্রাস, স্যাবাইনা, সিপি, সাইলি, স্পঞ্জিয়া, ষ্ট্যাফি, সালফর, থুজা, সিফিলিনাম্।

কুষ্ঠ । Leprosy.

সমসংজ্ঞা—মহারোগ, মহা ব্যাধি, মহাকুষ্ঠ, লেপ্রা (Lepra), এলিফ্যান্টায়েসিস্ গ্রিকোরাম (Elephantiasis graecorum)।

ইহা একটী দৈহিক (যাহা বহু ব্যাপি নয়), পুরাতন, সাংঘাতিক, ধাতু বিকৃতি জনিত পীড়া। ব্যাসিলাস্ লেপ্রি (Bacillus Leprae) নামক কীটাণুই এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ মধ্যে গণ্য।

এই রোগ নিম্নলিখিত প্রকারের বর্ণিত হইয়া থাকে।

১। লেপ্রা ম্যাকিউলোসা (Lepra maculosa)।

২। লেপ্রা টিউবারকুলোসা অথবা নডোসা (Lepra Tuberculosa or Nodosa)।

৩। লেপ্রা এনেস্থিটিকা (Lepra Anaisthitica)।

৪। লেপ্রা মিক্সড্ (Lepra mixed), ইহা মিশ্র জাতীয় রোগ।

অঙ্কুরায়মানাবস্থা (period of iucubation)—এই অবস্থার সময়ের অনেক তারতম্য দেখা যায় কারণ বিষ রোগীর শরীরে সংক্রামণ হওয়ার পর রোগ প্রকাশ পাইতে কয়েক মাস অথবা কয়েক বৎসর লাগিতে পারে। ডাঃ মরো বলেন, তাঁহার একটী রোগীর রোগ প্রকাশ পাইতে কয়েক সপ্তাহ লাগিয়াছিল, অপর একটী রোগীর ১০ মাস সময় লাগিয়াছিল। ১০ হইতে ৪০ বৎসর সময় লাগিয়াছে এইরূপ রেকর্ড ও আছে। রোগীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য, আহার্য্য সামগ্রীর প্রচুরতা, বাসস্থানের জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তাহার রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তির উপর এই সময়ের স্বল্পাধিক্যতা নির্ভর করে। ইহাও অসম্ভব নয় যে দীর্ঘ অঙ্কুরায়মানাবস্থা, রোগের মৃদুগতি হেতু দ্রুত লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ার জন্যও হইতে পারে।

আক্রমনাবস্থা (Period of invasion)—ইহার সময়েরও ন্যূণাধিক্যতা দেখা যায়। ইহাতে কয়েক মাস হইতে এক বৎসর সময় লাগে। সবিরাম প্রকৃতির জর, অসুস্থ বোধ, কোনও কার্য্য করিতে অনিচ্ছা, মনের অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব তৎসহ বেদনা, সামান্য পরিশ্রমে দুর্ব্বলতা অনুভব, এই সমস্ত লক্ষণের কোনও একটী, কয়েকটী অথবা সমস্তগুলি

কোনও কোনও রোগীতে প্রকাশ পায়, কিন্তু সচরাচর সর্দ্দি, জর, অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা এবং বেদনা, বিশেষতঃ শাখা সমূহে আবেশিক ভাবে অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পায়। কোনও কোনও রোগীর মাথাঘোরা এবং শিরঃপীড়াও হইয়া থাকে। স্পর্শজ্ঞানশূণ্য জাতীয় পীড়ায় শীত সহ জর এবং স্নায়ু দুর্ব্বলতা থাকে। আক্রমনাবস্থায় অত্যুগ্র কণ্ডুয়ণ একটী সাধারণ লক্ষণের মধ্যে গণ্য। শরীরে সুড়সুড়ি, শিহরণ এবং জ্বালা অনুভব, কণ্টকভেদবৎ বেদনা, কোনও কোনও স্থানে টাটানি, স্পর্শদ্বেষ, অসাড় ভাব এবং দৃঢ়তা সহ বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক নিউর্যাল্‌জিক্ বেদনা থাকে। শরীরের চর্ম্মোপরি রোগের বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত রোগী এই সমস্ত লক্ষণের প্রতি প্রায়ই উদাসীনতা প্রকাশ করে। কখনও কখনও এই সব লক্ষণ এত মৃদু এবং অস্পষ্ট ভাবাপন্ন হয় যে উহারা রোগীর মনযোগ আর্কষণ করে না অথবা উহারা আদৌ প্রকাশ পায় না। ডাঃ মরো প্রভৃতির গবেষণার ফলে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই রোগ চর্ম্মোপরি প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বে, স্বরযন্ত্র এবং উর্দ্ধবায়ুপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রকাশ পাইয়া, রোগীর কণ্ঠস্বর কর্কশ, নাসিকা প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত সর্দ্দিস্রাব এবং অত্যন্ত লালাস্রাব হয়।

ম্যাকিউলোসা অর্থাৎ **বর্ণ সংযুক্ত জাতীয় কুষ্ঠ,** প্রথমে অসুস্থতা বোধ সহ জরের ভাব হইয়া, তৎপর শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাভ অথবা কটাবর্ণের দাগ লক্ষিত হয়। এই সমস্ত দাগ উচুপনা ½ ইঞ্চি হইতে ৩।৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত আয়তনের হইয়া থাকে। আক্রান্ত স্থান সমূহ কখনও কাল কখনও শ্বেতবর্ণে পরিণত হয়। অনেকে ইহাকে টিউবারকুলার জাতীয় এবং কখনও কখনও এনেস্থেটিক জাতীয় কুষ্ঠের পূর্ব্ব সূচনা বলিয় গণ্য করেন এবং ইহার নিজস্ব কোনও জাতি নাই বলেন। আক্রমণাবস্থায় যে সব উপসর্গ দেখা দেয় তাহার কতক অথবা সবগুলি ইহাতে থাকিতেও পারে নাও থাকিতে পারে। ইহার আক্রমনাবস্থায় চর্ম্ম স্বাভাবিক, কখনও পুরু এবং উচু, কিছু স্পর্শাধিক্যতা অথবা স্পর্শলোপযুক্ত হয়।

টিউবারকুলা অথবা **নডোসা জাতীয় কুষ্ঠ** রোগে চক্ষের ভ্রূ, নাসিকা, গণ্ডস্থল এবং কর্ণের নতি অত্যন্ত স্থূল হইয়া প্রকাশ পায়। ইহাতে রোগীর মুখখানি বিকৃত হইয়া সিংহের মুখের আকৃতি ধারণ করে তজ্জন্য

ইংরাজীতে ইহাকে (Lionteasis) বলে। মুখগহ্বর, নাড়ী, তালু এবং হস্ত পদ প্রভৃতিও এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহাতেও পীড়িত স্থান অবশ হইয়া যায়। ইহার কতকগুলি গুঁটি ক্ষতে পরিণত হয় এবং অপর কতক গুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। এই রোগে চুল, বিশেষতঃ চক্ষের ভ্রু পড়িয়া যায়, কিন্তু মস্তকের উপরিভাগের চুল ঠিক থাকে, **এইস্থান এবং হাতের তালুতে এই রোগ প্রায়ই হয় না।** অঙ্গুলীর নখও এই পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হয় না, তবে পোষণের অভাবে উহা পাতলা অথবা পুরু, ভঙ্গপ্রবন এবং অস্বচ্ছ হইয়া যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় ঘর্ম্মাধিক্যতা হয় কিন্তু তৎপর কখনও সমস্ত শরীরে কখনও কোনও কোনও অংশে আদৌ ঘর্ম্ম হয় না। এই জাতীয় রোগকেই গলিত কুষ্ঠ বলে।

এনেস্থিটিকা অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানলুপ্ত কুষ্ঠে শরীরের শাখা এবং কাণ্ডের নানাস্থান আক্রমণ করে। ইহাতে পীড়িত স্থান স্পর্শজ্ঞান শূন্য হইয়া অসাড় ভাবাপন্ন হয়। এমনকি উহাতে সূচ বিদ্ধ করিলেও রোগী টের পায় না। রোগাক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম মসৃণ এবং চকচকে হয়, তথাকার চুল উঠিয়া যায় অথবা উহা আকারে খাট হয়। হস্ত এবং পদের অঙ্গুলীর ক্ষীণতা জন্মে, উহাদের সন্ধিগুলি ফাটিয়া উহাতে ক্ষত জন্মে এবং উহাদের অস্থির খণ্ড সকল খসিয়া পড়ে। এই প্রকারে অঙ্গুলীর সমস্ত অস্থি এবং কখনও কখনও উহার নিচের হস্তের পাতার কতক অস্থিও খসিয়া পড়ে। কখনও কখনও অঙ্গুলীর মূলদেশের পর্ব্বগুলি অক্ষত থাকিয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে শুকাইয়া যায়। কখনও কখনও অঙ্গুলীগুলি সঙ্কুচিত এবং বাঁকা হইয়া থাবার আকৃতি ধারণ করে। উহাকে 'লেপার-ক্ল' (Leper claw) বলে। শরীরের স্থানের স্থানের শিরাসমূহ এই রোগের কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং আমরা শিরা হস্ত দ্বারা টিপিলে একগাছি রজ্জুর ন্যায় অনুভব হয় এবং উহাতে চাপ দিলে বেদনা অনুভব হয়।

ইহাতে শরীরের স্থানে স্থানে ত্বকের উপর ফোস্কা হয়, তৎপর ঐ সব স্থান সাদা হয় এবং উহাদের স্পর্শ শক্তির লোপ হয়।

এই রোগের ইরাপসন্ সাধারণতঃ পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহুর পৃষ্ঠদেশ, উরু, কনুই, হাঁটু এবং পায়ের গোড়ালীতে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও উহা মুখেও প্রকাশ পায়।

প্রথমে ঐ সব স্থানে সামান্য জ্বালা অথবা কণ্ডুয়ণ হয় কিন্তু উহাতে অতিরিক্ত স্পর্শজ্ঞান অথবা স্পর্শজ্ঞান শূন্যতা থাকে না, অবশেষে ঐ সব স্থানের চর্ম্ম পুরু হইয়া কটা অথবা হলুদ বর্ণ ধারণ করে ও উহাদের স্পর্শজ্ঞান লোপ হয়।

এই রোগ দ্বারা চক্ষের পাতার মাংস পেশী আক্রান্ত হওয়ায় এবং উহার রোঁয়াগুলি পড়িয়া যাওয়ায়, চক্ষু ঠিকমত রক্ষিত না হওয়ায় উহাতে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে এবং উহার স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া যায়।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিশেষতঃ মুখ গহ্বর কোমল তালু, অলি জিহ্বা এবং নাসা-কোষের পৃষ্ঠভাগের স্পর্শজ্ঞান লোপ হওয়ায়, গলাধিকরণের শক্তির হ্রাস হয়, তজ্জন্য প্রায়ই খাদ্য দ্রব্য নাসিকা দ্বারা বাহির হইয়া পড়ে।

পুরুষ রোগীদের কখনও একটী কখনও উভয় স্তনের বোঁটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই জাতীয় কুষ্ঠকে টুণ্ডা কুষ্ঠ (Lepra mutilans) বলে। এই জাতীয় পীড়াই আমাদের দেশে অধিক দেখা যায়।

অবশেষে এই রোগের বিষ, অবসাদ, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ, বহুদিনের অজীর্ণ দোষ এবং অন্যান্য জটিলতা হেতু রোগীর মৃত্যু হয়।

মিশ্র জাতীয় (Mixed type) রোগে উপরোক্ত সর্ব্ব জাতীয় পীড়ার লক্ষণ রোগীর শরীরে প্রকাশ পায়। ইহাতে প্রথমে ম্যাকিউলার জাতীয় পীড়া প্রকাশ পাইয়া তৎপর টিউবারকুলার অথবা এস্থাস্‌টিক্ জাতীয় রোগ প্রকাশ পায় এবং অবশেষে উহা ক্ষতে পরিণত হয়।

রোগের কারণ। ব্যাসিলাস্ লেপ্রি (Bacillus leprae) নামক কীটাণু এই রোগ উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া আজকাল গণ্য হয়। পুরুষানুক্রমে এই রোগ হওয়ার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে বিশ্বাস করিলেও এক্ষণে সে ধারণা সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়াছে, তবে কোনও ব্যক্তি অথবা পরিবারের লোক এই রোগের বিষ দ্বারা সংক্রামিত হইলে তাহাদের স্বাভাবিক রোগ প্রবণতা হেতু, তাহারা সহজেই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহাও নিশ্চিত যে রোগীর বাসস্থানের জল বায়ু, মৃত্তিকা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং স্বভাব প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তক প্রভাবের দ্বারা শরীরযন্ত্রে রোগ প্রবণতা অনেকটা বৃদ্ধি করে। এই পীড়া গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই অধিক হয় যদিও কোনও কোনও শীত প্রধান দেশেও এই রোগের আধিক্য দেখা যায়। এই রোগ সমুদ্রতীর, জলের নিকট

বাসী এবং যাহারা কেবল মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাদেরই অধিক হয়। আরমার হানসেন (Armer Hausen) নামক এক ডাক্তার এই রোগের কীটাণু আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এইটী স্পর্শ সংক্রামক পীড়া কিন্তু ইহার বিষ কি প্রকারে সংক্রামিত হয় তাহা অদ্যাপিও জানা যায় নাই। যে সব নার্স পীড়িত ব্যক্তিদের শুশ্রূষা করে এবং পীড়িত ব্যক্তিদের সন্তান সন্ততিরা এই রোগ দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হয় না, ইহাতে বুঝা যায় যে এই রোগের বিষ সহজে সংক্রামিত হয় না। কেহ কেহ বলেন সঙ্গমের দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হয়, আবার কেহ কেহ সেটা স্বীকার করেন না। এনেসথেটিক (anesthetic) জাতীয় রোগ অপেক্ষা টিউবারকুলার (tubercular) জাতীয় রোগ সহজে সংক্রামিত হয়।

ডাঃ মরো প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের গবেষণার ফলে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, নাসিকা এবং মুখ গহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। ইহাও অসম্ভব নয় যে শরীরের চর্ম্মে কোনও অবদরণ থাকিলে, উহার সাহায্যে এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। ডাঃ গিল (Geill) বলেন যে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের প্রায় লোকই খালি পায়ে চলাফেরা করে তজ্জন্য প্রায় অধিকাংশ রোগীরই পদ এই রোগের দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হয়। ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে রোগীর বিষ্ঠার এই রোগের জীবাণু থাকে এবং উহা মক্ষিকার পায়ের সংযোগে সংক্রামিত হয়। খাদ্য দ্রব্যের সহিত এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। সুসভ্য সমাজের লোক যাহারা ভাল খায় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া শরীরের যত্ন করে তাহাদের মধ্যে এই রোগের সংখ্যা খুবই কম।

এই রোগ বহুকালাবধি সর্ব্ব ঋতুতে সকল জাতীকেই আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। ইহা একটী পুরাতন ব্যাধির মধ্যে গণ্য। এই রোগে শরীরের রক্তের বিকৃতি জন্মে। রোগ চর্ম্মোপরি প্রকাশ পাওয়ার বহু বৎসর পূর্ব্বে রোগীর শরীরে ইহার সূচনা হয়। রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়ার পরও রোগী ১৫।২০ বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ডাঃ গুডলো বলেন যে এই রোগ গলকোষ, স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনলী, চক্ষের কনীনিকা ও ফুস্‌ফুস্‌, যকৃত, প্লীহা, লিম্ফ্যাটিক গ্লাণ্ড এবং অণ্ডকোষ আক্রমণ করিতে পারে।

ডাঃ কক্স এবং গ্রাহাম এই রোগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। ইহা ধাতুগত এবং পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি।

২। ইহার বিষ শরীরে প্রবেশ করাইলে ছুতি স্পর্শতার দোষ জন্মে।

৩। অন্য কোনও প্রকারে এই রোগ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই।

৪। কতকগুলি কারণে এই রোগ অন্যের শরীরে সংক্রামিত নাও হইতে পারে।

৫। উপদংশ রোগের প্রথম অবস্থায় উহা অপরের শরীরে সংক্রামিত হইবার যেরূপ ভয় থাকে, ইহাতে সেরূপ ভয়ের কারণ নাই। এই দুই রোগের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নাই।

৬। ইহা একটা সাংঘাতিক রোগ। ইহার স্থিতিকাল ১০ হইতে ১৫ বৎসর।

৭। বহুকাল পর্য্যন্ত এই রোগ শরীরে বিদ্যমান থাকিলে ইহা খুব কমই আরোগ্য হয়।

৮। এই রোগ অনারোগ্য বলিয়া ঘোষণা করার বিশেষ কোনও কারণ নাই।

৯। সুচিকিৎসায় রোগীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে এবং রোগ কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হইতে পারে।

১০। এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে এইরূপ বিবেচনা করিবার কারণ আছে, অন্ততঃ ইহার গতি রোধ করা সম্ভবপর।

ডাঃ পেরি বহুবৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া এই রোগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। ইহা একটী দৈহিক (যাহা বহু ব্যাপি নয়) সাংঘাতিক, ধাতুগত এবং ক্রম বর্দ্ধিত পীড়া। দেহতন্তুর টিউবারকলের অপকর্ষতা জন্মিয়া উহার সহিত স্পর্শজ্ঞান শূন্যতা, ক্ষত এবং গ্যাংগ্রিণ উৎপন্ন হইয়া, অবশেষে বলক্ষয়, রক্ত দুষ্টতা, অথবা ধমনী বিদারিত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে।

২। এই রোগের উৎপত্তি কোনও বিশেষ জীবাণু হইতে হইয়াছে কিনা তাহা এইক্ষণও ঠিক হয় নাই।

৩। কোনও সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে এই রোগের বীজ সংক্রামিত হইলে এই রোগ সেই ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে। পীড়িত ব্যক্তির কাপড়, অস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহারে এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে।

৪। সমুদ্রের তীরবাসীলোক, যাহারা কেবল মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের এই রোগ অধিক হয়।

৫। ইহা একটি অচিকিৎস্য রোগ, তবে সুচিকিৎসার দ্বারা কতকটা সাম্য থাকিতে পারে।

৬। রোগ সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাওয়ার পর রোগী ১০ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কাহারও কাহারও খুব শীঘ্র মৃত্যু হয়, কেহ কেহ অধিকদিন বাঁচিয়া থাকে।

৭। রোগের অঙ্কুরায়মানাবস্থা এক বৎসরের কম কিন্তু রোগ শরীরে প্রকাশ পাইতে ৫ বৎসরের অধিক সময় লাগে। মুখ সিংহের মুখাকৃতি ধারণ করিতে প্রায় ১২ মাস সময় লাগে।

৮। বিশেষ কোনও উত্তেজনার কারণ না জন্মিলে বংশানুক্রমিক রোগ, রোগী যৌবণাবস্থায় পদার্পন করার পূর্ব্বে, সাধারণতঃ প্রকাশ পায় না। প্রদাহযুক্ত চর্ম্ম পীড়া, পূঁযযুক্ত ক্ষত অথবা দীর্ঘকাল কোনও রোগ ভোগ করা, উত্তেজনার কারণ মধ্যে গণ্য হয়।

ডাঃ ফক্স এই রোগসংক্রামক হওয়ার নিম্ন লিখিত কারণ প্রদর্শণ করিয়াছেন।

১। এই পীড়াগ্রস্থ স্ত্রী অথবা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ।

২। পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হওয়া।

৩। সুস্থ ব্যক্তির শরীরের রক্তের সহিত এই রোগের বীজ সংযোগ হওয়া। এই রোগগ্রস্থ স্ত্রী অথবা পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করা।

৪। এই রোগ গ্রস্থ কোনও ব্যক্তির শরীর হইতে বীজ লইয়া গোবীজে টীকা দেওয়া। এইরূপ ঘটনা খুব বিরল।

যাহাদের রোগ অধিকদিন স্থায়ী হয় কেবল তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান সন্ততির এই রোগ হইতে পারে।

এনাকার্ডিয়াম্। পীড়িত স্থান ঠাণ্ডা এবং স্পর্শজ্ঞান শূন্য, উহাতে পিন্ অথবা সূচ ফুটান অনুভব। বাহুদ্বয় এবং মুখমণ্ডলের চর্ম্মে উন্নত প্যাচ সমূহ। রোগাক্রান্ত স্থান সমূহের সম্পূর্ণ স্পর্শজ্ঞান লোপ। দুর্ব্বলতা এবং অবসাদ।

এণ্টিম্-ক্রুড। পাকাশয়ের পীড়া বিশিষ্ট কুষ্ঠ। পূঁযস্রাবী ক্ষত বিশিষ্ট কুষ্ঠ।

এলুমিনা। মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ টিউবারকল সমূহ। পদে কুষ্ঠগ্রস্থ স্থান সমূহ। ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত। নাসিকা মোটা। কণ্ঠস্বর কর্কশ। বোধাধিক্য। পদতলে ক্ষত।

আর্সেনিক। হলুদ অথবা সাদা দাগ সমূহ। নাসিকার গুটিকার ন্যায় স্ফীত। হস্তাঙ্গুলীর অগ্রে, পায়ের অঙ্গুলী, পায়ের তলা, নাভিস্থল এবং গণ্ডস্থলে জ্বালাকর ক্ষত। উন্নত গুটিকা সমূহ। চুল এবং চক্ষুর ভ্রু পড়িয়া যায়। শরীরের কোনও কোনও স্থানে কাল বর্ণ টিউবারকল। প্রথমে দদ্রুর ন্যায় হইয়া প্রকাশ পায়, তদুপরি অভ্রচূর্ণবৎ আঁইস সমূহ থাকে। পীড়িত স্থান বৃত্তাকার দেখায়। পর্য্যায়ক্রমে স্পর্শাধিক্যতা ও স্পর্শজ্ঞান লোপ। সর্ব্বাঙ্গীক অবসাদ।

আর্সেনিক-আইওড। চর্ম্মে কণ্টক বিদ্ধবৎ অনুভব। স্বরভঙ্গ। গ্লাণ্ড সমূহের বিবৃদ্ধি। কর্কশ কাশি। হস্ত এবং পদের অঙ্গুলী খসিয়া পড়া। নাসারন্ধ্রে ক্ষত। টিউবারকলগুলি কদর্য্য দেখায়।

অরাম। বিমর্ষভাব। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব। নাসিকার অস্থির ক্ষয়। পীড়া সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।

ক্যালোট্রোপিস্-জিগ্ (Calotropis gig)। টিউবারকুলার কুষ্ঠ। অবসন্নতা। নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা। শক্তিক্ষয়। কৈশিকনলী (capillaries) বদ্ধ এবং সংজ্ঞাশূন্য। সমস্ত শরীরে অসহ্য চুলকানি।

ক্যারিকাপ্যাপেয়া (Caricapapaya)। টিউবারকলযুক্ত কুষ্ঠ।

কলোসিন্থ। সমস্ত উপচর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া। বগলের ফোড়া।

কার্ব্ব-এনি। কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ স্থান সমূহ সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল এবং মসৃণ; উহাতে পূঁয জন্মে।

ক্রোটালুস্। দেহ কাণ্ড অথবা অঙ্গস্ফীতি। গ্যাংগ্রিণের ন্যায় দাগ সমূহ প্রকাশ পায়।

কুপ্রম। কুষ্ঠযুক্ত ইরাপসন্। খিলধরা। শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

কুপ্রম-এসি। পীড়িত স্থানে চুলকানি নাই।

ডিক্টেমোক্র্যাডিয়া। চর্ম্ম সাদা এবং উহা উজ্জ্বল শল্কদ্বারা আবৃত, ফাটা ফাটা এবং উহা হইতে রসানি স্রাব।

গ্রাফাইটিস্। মুখমণ্ডল, কর্ণ, নিতম্ব, পদ এবং পায়ের তলায় তাম্রবর্ণ, চক্রাকার কুষ্ঠগ্রস্থ স্থান সমূহ। পদাঙ্গুলীতে ক্ষত। নাসিকা শক্ত। নাসারন্ধ্রে চটা পড়া। চর্ম্ম ফাটা ফাটা এবং উহা হইতে আঠাল রসস্রাব।

হাইড্রোকোটাইল। আদত টিউবারকুলার লেপ্রসি। সিংহের ন্যায় মুখাকৃতি। নাসিকা স্ফীত এবং চেপ্টা। কানের লতি দোদুল্যমান এবং স্ফীত। মুখের কোণ এবং নাসিকার মধ্যে ক্ষত। কর্ণ স্রাব। হস্ত এবং পায়ের তলা স্ফীত তজ্জন্য অঙ্গুলী সব ফাঁক হইয়া যায়। শরীরের স্থানে স্থানে চুলকানি। অবসাদ বোধকরা। কাণ্ড এবং শাখা সমূহে হলুদ অথবা লাল দাগ সমূহ।

আইওডিয়াম। সম্পূর্ণ অস্থিচর্ম্ম সার। গ্লাণ্ডের স্ফীতি। অত্যধিক পারদ সেবনের পর। স্বরভঙ্গ এবং কর্কশ স্বর। দুর্দ্দমনীয় ক্ষুধা।

ক্যালি-বাই। ধূসরবর্ণ দাগ সমূহ। কদর্য্য ক্ষত সমূহ। শরীরের শাখা সমূহে ফোস্কা সকল। শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ফোঁড়া অথবা পাসটিউল সমূহ। নাসিকা হইতে ঘন এবং আঠাল স্রাব। নাসিকার ভিতর শক্ত টিপ্লা। কর্ণ হইতে হলুদবর্ণ ঘন, পচা স্রাব। জিহ্বা এবং কর্ণিয়াতে ক্ষত।

ক্যালি-আর্সেনিকোসাম। চর্ম্ম বিবর্ণ।

ক্রিয়োজোট। নাসিকার উপর ক্ষত। মাড়ী স্ফীত। বেদনাযুক্ত ক্ষত সমূহ। আর্টিকেরিয়া। শরীরের স্থানে স্থানে অসাড়।

ল্যাকেসিস্। হলুদ, লাল, সবুজ, সীস এবং তাম্রবর্ণ এবং মলিন কৃষ্ণবর্ণ দাগ সমূহ। মলিন বর্ণ কঠিণ স্ফীতি। বৃহৎ ফোঁড়া। গ্রন্থি এবং ফুস্কুড়ী বেষ্টিত ক্ষত সমূহ। হাড় হইতে টুকরা টুকরা পেশী খসিয়া পড়ে। মুখ,

নাসিকা এবং কর্ণ হইতে রক্তযুক্ত কসানি স্রাব। অবাধ্য ক্ষত, উহার মাংসাঙ্কুরে কাল দাগ সমূহ। পীড়িত স্থান অসাড়।

ম্যাডারু-এলবাম (Madaru Album)। শরীরের সমস্ত চর্ম্ম কুষ্ঠগ্রস্থ। নীলবর্ণ এবং পচনশীল টিউবারকলস্। সমস্ত শরীরের চর্ম্ম পুরু।

মার্কিউরিয়স্। দন্তগুলি পড়িয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মাঢ়ী স্ফীত। জিহ্বাতে ক্ষত। সমতল বোকা ক্ষত।

ন্যাট্রম-কার্ব্ব। মুখমণ্ডল, বাহু, উরু এবং পদের সমস্ত স্থানে দাগ এবং টিউবারকল, উহাতে ক্ষত। নাসারন্ধ্রের ভিতর এবং পায়ের গোড়ালীতে ক্ষত।

পেট্রোলিয়াম। মুখমণ্ডলে টিউবারকল। শরীরে হারপেটিক এবং টিউবারকুলাস্ দাগ সমূহ। অঙ্গুলী এবং দীর্ঘাস্থিতে (tibia) ক্ষত। চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া গভীর ভাবে ফাটিয়া যায়। চুল পড়িয়া যায়। শ্বাস রোধকর কাশি। শাখা সমূহের অসাড়তা। মস্তকের উপরিভাগ এবং কর্ণের, প্রথমে বোধাধিক্য হইয়া পরে, স্পর্শশক্তির লোপ।

পাইপার-মেথ (Piper meth)। চর্ম্ম বৃহৎ শল্কদ্বারা আবৃত হইয়া উহা পড়িয়া গেলে ঐ সব স্থান সাদা হইয়া থাকে এবং উহাতে ক্ষত হয়, বিশেষতঃ হস্ত এবং পদে। মুখমণ্ডল এবং কপালে ঢেলাপনা স্থান নিচয়, উহা ফোড়ায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা হয়।

ফস্ফরাস্। সমতল স্থানে কটা বর্ণের দাগ সমূহ। নিতম্ব এবং কাঁধে টিউবারকল। মুখমণ্ডল এবং বাহুতে পুরু প্যাচ্ সমূহ। সাদা দাগ সমূহের চতুর্দ্দিকে বিকৃত বর্ণের পাড়। চুল পড়িয়া যায়। অঙ্গুলী সমূহে টান্ টান্ ভাব এবং উহার অগ্রভাগের দিকে জড়ভাব (dullness)। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা সহ সঙ্গমের প্রবল ইচ্ছা।

হ্রাস্টক্স। ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস। মুখমণ্ডল স্ফীত হওয়ায় রোগীকে চিনিতে পারা যায় না। উজ্জল লালবর্ণ চর্ম্ম, অত্যন্ত চুলকানি।

সিকেলি। জিহ্বা রোগীর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে না তজ্জন্য কথা বলিতে অক্ষম। হস্ত পদের অঙ্গুলী সমূহ খসিয়া পড়িয়া যায়। চুল উঠিয়া যায়। চক্ষু বুজিয়া যায়। চর্ম্ম শুষ্ক এবং শীতল।

সিপিয়া। কপাল এবং শঙ্খ দেশের (temple) চতুর্দ্দিক স্ফীত।

মুখমণ্ডল ভারি এবং উহা টিউবারকল দ্বারা আবৃত। সিংহের ন্যায় মুখ, কর্ণের নতি ঝুলিয়া পড়া, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, রুক্ষ এবং জলভরা। নাসিকা হইতে পূঁযস্রাব। সমস্ত শরীরে টিউবারকল এবং দাগ সমূহ। হস্ত এবং পদের অঙ্গুলীতে ক্ষত, উহাতে চিবানের ন্যায় বেদনা। জিহ্বার অগ্রভাগ হাজিয়া যায়। স্ফীত কর্ণ হইতে স্রাব নিঃসরণ। নাসিকা এবং নিচের ওষ্ঠ স্ফীত। কনুই এবং হিপে লাল হারপেটিক দাগ সমূহ। হারপেটিক ক্ষত। অঙ্গুলীর অস্থি সন্ধিতে সাদা দাগ এবং ক্ষত। সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ নিতম্ব এবং বগলে তাম্রবর্ণ গুটীযুক্ত দাগ সমূহ। মুখমণ্ডল, কাণ্ড, নিতম্ব এবং লিঙ্গাগ্র চর্ম্মে টিউবারকল। মুখমণ্ডলে কটা দাগ সমূহ। হস্ত এবং পায়ের তলার চর্ম্ম উঠিয়া যায়। নখ বিকৃত এবং শুষ্ক। চুল এবং চক্ষের ভ্রু পড়িয়া যায়। ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস। নিশ্বাসে দুর্গন্ধ।

সাইলিসিয়া। নাসিকার কাঠিণ্য, উহাতে ক্ষত এবং স্রাব। হস্তদ্বয়ে পক্ষাঘাত। চিবুকে সাদা দাগ সমূহ। অণ্ডকোষ এবং নিতম্বে তাম্রবর্ণ দাগ এবং কঠিণ টিউবারকলস্। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ক্ষত। জঙ্ঘার শীরা সমূহ খাট হইয়া যায়।

সালফর। এণ্টিসোরিক ঔষধের ন্যায় ব্যবহার্য্য। হাঁপানি এবং কুষ্ঠ রোগের পর্য্যায় ক্রমে বৃদ্ধি অথবা প্রকাশ।

উরালী (Woorali)। ফোড়া কিছুতেই শুকায় না। ধীরে ধীরে প্রকাশিত পূঁযযুক্ত ফুস্কুড়ী। চর্ম্ম কদর্য্য। চর্ম্ম দিয়া রক্ত চুয়াইয়া পড়ে। নাসিকার উপর গুটি। নাক বন্ধ এবং স্ফীত। চুল উঠিয়া যায়। কানের নতি স্ফীত। দাঁত পড়িয়া যায়। কর্ণ হইতে পূঁয স্রাব। টনসিল প্রদাহিত এবং পূঁযযুক্ত।

লক্ষণ ভেদে নিম্নলিখিত ঔষধ এই রোগে উপকারী—

ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যাল, কার্ব্ব-ভেজ, কষ্টি, কোনা, ক্যালি-কার্ব্ব, ম্যাগ-কার্ব্ব, ন্যাট্র-মূর, নাইট্রিক-এসিড, হুরা-ব্রাস (Hura Bras), গুয়ানো (Guano), হেলিবোরাস, ভেরোনিকা (Veronica Quinquifolia), মুগ্ড়া-অডোরাটা-জিঙ্ক (Moogra Odorata Zinc).

রিপার্টরি

আঙ্গুলহাড়া।

অগভীর পীড়া (Whitlow)—গ্রাফা, ক্লোরিক-এসিড, হিপার, ল্যাকে, লিডম, মার্ক, ন্যাট্রম-সলফ, র‍্যানান্, হ্লাস, সাইলি, সালফর।

গভীর পীড়া (Felon)—এমন-কার্ব্ব, ক্যালকে, ক্যান্থা, ক্লোরিক-এসিড, মেজেরিয়ম, ফস্, সাইলি, সালফর,

গভীর পীড়া হওয়ার স্বভাব—ডায়োস্কোরিয়া।

গভীর আঙ্গুল হাড়া দ্বারা হাড় পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়—ক্লোরিক এসিড্।

পূঁষ (পীড়িত অঙ্গুলী হইতে করতল পর্য্যন্ত)—নক্স-ভমিকা।

বেদনা উপশম করিয়া পূঁষ জন্মায়—ষ্ট্রামোনিয়ম্।

,, বাহু দিয়া বগল পর্য্যন্ত—বিউফো।

,, ঠাসিয়া ধরার ন্যায়—ব্রায়ো।

,, অসহ্য জ্বালাকর—এন্থ্রাসিনাম্।

,, সূচ্ ফুটান—এপিস্।

,, দপ্ দপ্ কর—এপিস্।

পচন আরম্ভ—এন্থ্রাসিনাম্, ল্যাকে।

বিকারের লক্ষণ—এন্থ্রাসিনাম্।

ফুলা। আঙ্গুলটী তাড়াতাড়ি ফুলিয়া যায়—এপিস্।

বর্ণ—(পীড়িত স্থানের) সাদা—এপিস্।

সম্মুখ বাহু পর্যন্তে চক্চকে লালবর্ণ—এপিস্।

বেগুনে—ল্যাকে।

অস্থি—পীড়িত স্থানের অস্থিনাশের সম্ভাবনা—এসাফিটিডা।

গ্রন্থিস্ফীতি—বগলের—হিপার।

পুরাতন কুচিকিৎসিত পীড়া—হিপার, ফস্, সাইলি, ষ্ট্রামো, সালফর।

স্থান—(পীড়িত)—

নখের গোড়ায়—কষ্টি, গ্রাফা। **নখের ধারে**—লিথিয়াম্। **নখের নীচে**—এলুমিনা, কষ্টি, ককুলাস্, সালফর। **নখের চতুর্দ্দিকে**—এলুমিনা, বিউফো, কষ্টি, ক্রোটা, হিপার, মার্ক, প্লাম্বাম্, রুটা।

কারণ—(পীড়ার)—

আঘাত লাগিয়া—লিডম্। **নখের নীচে সূচ্ ফোটায়**—সেপা, বোভিষ্টা, সালফর। **নখের নিকট সূচ্ ফুটা**—আইওড। **কুঁচি কিংবা চলা বিদ্ধ হওয়ায়**—ব্যারা, হিপার, আইওড, ল্যাকে, নাই-এসিড্, পেট্রো, সাইলি, সালফর। **কঠিন পরিশ্রম হেতু**—হ্রাস, সিপি।

বৃদ্ধি—রাত্রে—এসাফিটিডা।

হস্ত নীচের দিকে ঝুলাইয়া রাখিলে—নক্স-ভমিকা।

হ্রাস—হস্ত উচু করিয়া রাখিলে—হিপার।

আঙ্গুল।

আক্রমণ—পুনঃপুনঃ—গ্রাফা, ষ্ট্যাফি, সালফর, থুজা।

এই স্বভাব নষ্ট কারক—গ্রাফা, পিকরিক-এসিড।

অক্ষিপত্র ফুলিয়া যায়—পালস্।

পূঁয হওয়ার স্বভাব—লাইকো।

পূঁয না জন্মিয়া শক্তপনা হইয়া থাকা—ষ্ট্যাফি।

চক্ষু—চক্ষের জল চিটমিট কারক—গ্রাফা।

বেদনা—দপদপ কর—হিপার।

„ **টেনে ধরার মত**—গ্রাফা।

„ **জ্বালাকর**—পালস্।

„ **ছিড়িয়া ফেলার মত**—ষ্ট্যাফি।

স্থান—(পীড়ার)—চক্ষের কিনারায়—গ্রাফা। **নিচের পাতায়**—গ্রাফা, ফস্, পালস্, হ্রাস, সেনিগা। **উপর পাতায়**—এলিউমিনা, কষ্টি,

ফেরম, মার্ক, ফস-এসিড, সালফর, ষ্ট্যাফি। বামদিকের অক্ষিপত্রের পীড়া—কলচি, লাইকো, পালস্, ষ্ট্যাফি, ইউরেন। দক্ষিণ অক্ষিপত্রের পীড়া—ক্যালকে, ক্যান্থা, ন্যাট্র-মিউর। চক্ষের কোণের পীড়া—লাইকো, পালস্, ষ্ট্যাফি। চক্ষের ভিতর কোণের নিকটে—লাইকো।

কারণ—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু—ষ্ট্যাফি।

আঁচিল।

বালিকাদের—সিপিয়া, সালফর, থুজা।

সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পর—ক্যাল-কার্ব্ব।

হস্ত মৈথুনকারীর—এসিড-নাইট্রিক, সিপিয়া, সালফর, থুজা।

আকৃতি—(আঁচিলের)—

থ্যাবড়া—এন্টি-ক্রুড, বারবেরিস্, ডালকা, ল্যাকে, রুটা, সিপিয়া, ভেরুসিনাম।

ফাঁপা (Hollow)—ক্যাল-কার্ব্ব।

বৃন্তযুক্ত—কষ্টি, ডালকা, লাইকো, মেডড়, নাই-এসিড, ফস্-এসি, হ্রাস, সিপিয়া, ষ্ট্যাফি।

গোলাকার—ক্যাল-কার্ব্ব।

নিরেট (Smooth)—এন্টি-ক্রুড, ডালকা, সোরিণাম, রুটা।

শৃঙ্গের মত—এন্টি ক্রুড, বোরাক্স, ক্যালকে, গ্রাফা, নাই-এসিড, সালফ, থুজা।

খাঁচ্‌কাটা—ফস্-এসি, থুজা।

ক্ষতযুক্ত—আর্সে, ক্যালকে, কষ্টি, হিপার, ন্যাট্রম, ফস্, সাইলি, থুজা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (সমস্ত শরীরে)—কষ্টিকাম।

বড়—কষ্টি, নাই-এসিড, সিপি।

ক্ষুদ্র—ক্যালকে, ফেরম, হিপার, ল্যাকে, নাই-এসিড, হ্রাস, সারসা, সালফ্, থুজা।

প্রকৃতি—

ভঙ্গপ্রবণ—এন্টিম-ক্রুড।

দলবদ্ধভাবে প্রকাশ পায়—ডালকা, ল্যাকে, স্থাট্র-মিউর, সোরিণাম, সিপিয়া, থুজা।

একক প্রকাশ পায়—ক্যাল, কষ্টি, লাইকো, ন্যাট্র-কার্ব্ব।

রক্তস্রাবযুক্ত—সিনাবেরিস্, ম্যাগনেনাম, অষ্ট, ন্যাট্‌ম, নাই-এসি, থুজা।

প্রদাহিত—এমন-কার্ব্ব, ক্যাল-কার্ব্ব, কষ্টি, ন্যাট্রম, নাই-এসিড, হ্রাস, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফর।

কণ্ডুয়নযুক্ত—ইউক্রে, নাই-এসিড, ফস্, থুজা।

বেদনাযুক্ত—ক্যাল-কার্ব্ব, কষ্টি, হিপার, লাইকো, ন্যাট্-মুর, নাই-এসিড, পেট্রল, ফস্, হ্রাস, সিপিয়া, সাইলি, সালফর।

বর্ণ—(আঁচিলের)—

গাত্রচর্ম্মের ন্যায়—ক্যালকেরিয়া।

মলিন—সিপিয়া, থুজা।

লাল—আর্স, বেল, ক্যাল্, কষ্টি।

ডোরাডোরা—বেল।

স্থান—

কর্ণের পশ্চাতে—ক্যালকে, থুজা।

মস্তকের উপর—কষ্টিকাম, সিপিয়া। ওষ্ঠে—কষ্টিকাম, কোনায়াম, ন্যাট্র-মিউর, নাই-এসিড, থুজা। নাসিকার উপর—কষ্টিকাম, লরোসেরাস, নাই-এসিড, থুজা। জিহ্বার উপর—অরম্-মিউর, ম্যাঙ্গেনাম, থুজা। মুখের কোণে—কণ্ডুরাঙ্গ। চিবুকে—লাইকো। দাড়িতে—লাইকো। বাম গণ্ডস্থলে—ক্যালকে, সিপিয়া, থুজা। কপালের উপর—নাই-এসিড। গ্রীবার উপর—এন্টি-ক্রুড, ক্যালকে, লাইকো, নাই-এসিড, সিপিয়া, সিফিলিস, থুজা।

চক্ষের ভ্রুর উপর—এনাকার্ডি, কষ্টি, থুজা।

চক্ষের পাতার উপর—ক্যালকে, কষ্টি, ম্যাগ-সলফ্, নাই-এসিড, সালফর, থুজা।

চক্ষের নীচে—সালফর।

হস্ত (দক্ষিণ)—আর্সেনিক।

হস্ত (বাম)—ফেরম্-মেটা।

হস্ত পৃষ্ঠে—আর্সে, ডালকা, ফেরম্, ন্যাট্রম্-কার্ব্ব, নাই-এসিড, থুজা।

হস্ত পাতায়—এনাকার্ডি, ন্যাট্র-মিউর, রুটা।

অঙ্গুলী—বৃদ্ধ—ল্যাকে, র‍্যানান, থুজা।

তর্জ্জনী—কষ্টি। (দক্ষিণ)—লাইকোপডিয়াম, (বাম)—থুজা। মধ্যমা—বার্ব্বেরিস, ল্যাকে। অনামিকা—ন্যাট্র-সলফ্। কনিষ্ঠা—কষ্টি, ল্যাক-ক্যানা। অঙ্গুলী পৃষ্ঠে—ডালকা, ল্যাকে।

অঙ্গুলীর ধারে—ক্যাল কে, সিপিয়া, থুজা।

অঙ্গুলীর মস্তকে—কষ্টি, থুজা।

অঙ্গুলীর গিরার চতুর্দ্দিকে—সারসা।

নখের নিকটে—কষ্টি।

বাহুর উপর—এন্টি-ক্রুড, আর্সে, ক্যালকে, কষ্টি, ডালকা, লাইকো, ন্যাট্র-কার্ব্ব, ন্যাট্র-সলফ্, নাই-এসিড, হ্রাস, সিপিয়া, সাইলি, সালফর, থুজা।

বাম সম্মুখ বাহুর—থুজা।

বাম হস্তের কব্জীর উপর—ফেরম্-মেটা।

কনুই—কনুইয়ের ভাঁজে—ক্যালকে।

বক্ষস্থলের উপর—অরম্, ক্যালকে, নাই-এসিড।

পৃষ্ঠের উপর—ন্যাট্র- কার্ব্ব।

পদে—ক্যালকে, সালফর।

পদতলে—সিপিয়া।

পদের অঙ্গুলীতে—স্পাইজেলিয়া।

গুহ্যদ্বারের নিকটে—অরম্, থুজা।

নিতম্বে—কোনিয়াম।

জননাঙ্গের উপর—ক্যালকে, সিনাবেরিস্, ইউক্লিপটাস্, নাই-এসিড, ফস্-এসিড, সিকেলি, থুজা।

লিঙ্গমুণ্ডের উপরে—নাই-এসিড, ফস্-এসিড, থুজা।

লিঙ্গমুণ্ডের আঁচিলে জ্বালাকর বেদনা—স্যাবাইনা।

জড়ায়ুর উপর – ক্যালকে, নাই-এসিড, সিকেল, থুজা।

মূত্র ত্যাগের সময় জ্বালাকর ও হুলফুটান ব্যাথা—থুজা।

উরুর উপর—মেডোরিনাম।

কারণ—

উপদংশজাত—অরম্, সিনাবে, ক্যালি-আইওড, থুজা।

সাইকোটিক জাত—এলুমিনা, অরম্, সিনাবে, মেডোরিনাম, মিলি, ন্যাট্রম্, সালফর, ফস্-এসিড, সারসা।

আর্টিকেরিয়া

কারণ—(পীড়ায়)—

সর্দ্দি জ্বরের সঙ্গে—একোনাইট।

মানসিক উত্তেজনা হেতু—এনাকার্ডিনাম।

বাতের বেদনা ও জ্বর সহ—ব্রায়োনিয়া।

হাঁপানি কাশির সহিত পর্য্যায়ক্রমে—ক্যালাডিয়াম।

শিশুর দন্তোৎগম্ সময়ে—ক্যালকে।

অম্বলেরপীড়াগ্রস্থ ব্যাধি—ক্যালকে, রোবিনীয়া।

বাঁধা কপি খাইয়া—বেলেডোনা।

ঋতুস্রাবের গোলযোগহেতু—সিমিসিফিউগা, পলসেটিলা, অষ্টিলেগো।

বাতগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—সিসিমিফিউগা, হ্রাস, পালস্, আর্টিকা-ইউরেন্স।

হিষ্টীরিয়াগ্রস্থ স্ত্রীলোকের পীড়া—সিমিসিফিউগা।

ঋতুস্রাবের পূর্ব্ববর্ত্তী পীড়া—ডালকা।

ঠাণ্ডা লাগিয়া—ডালকা।

সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থায়—ইগ্নেসিয়া।

ঋতুস্রাবকালীন পীড়া—ক্যালি-কার্ব্ব, ম্যাগনেসিয়া-কার্ব্ব।

শুক্তি অথবা কাঁকড়া ভক্ষণহেতু—লাইকো।

কোনও কণ্ডু শরীরে লুপ্ত হওয়া হেতু—সোরিণাম্।

তৈলাক্ত মাংসাদি আহার হেতু—পালস্।

জলে ভিজা হেতু—হ্রাস।

পারদের অপব্যবহার হেতু—সারসা।

জড়ায়ুর গোলযোগ হেতু—সিপিয়া।

জ্বরজাত পীড়া—সোলেনাম-ওপার।

যক্ষ্মারোগীর পীড়া—ষ্ট্যাণম্।

কাঁকড়া ভক্ষণ হেতু—টেট্রাডিমাইট।

পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু—টি্রস্‌টিরম্-পার্ফ।

স্ত্রীলোকের ঋতুবন্ধ হওয়া হেতু—অষ্টিলেগো।

সুরাপান হেতু—জিঙ্ক।

অনিদ্রা এবং স্নায়বিক উত্তেজনা হেতু—কফিয়া।

মশক ও ছারপোকার দংশন হেতু—লিডম্।

স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—অরাম।

ম্যালেরিয়া বিষযুক্ত পীড়া—চায়না।

প্রকৃতি—

সমস্ত শরীরে গোজবিদ্ধবৎ অনুভব—এনাকার্ডি।

লালবর্ণ মণ্ডল সহ সাদা চাক্‌চাক্—এন্টি-ক্রুড্, এন্টি-টার্ট, সিনা

লালবর্ণ উচু—চাকাচাকা—এপিস্।

পীড়ার স্থানে ক্ষণিকের তরে শীত বোধ—বার্ব্বেরিস্।

জ্বালা ও কণ্ডুয়ণ যুক্ত কফুলাস্।

মুরগীর ডিম্বাকার কুলাসহ—ফাগোপাইরাম।

কণ্ডুগুলির মস্তকে ক্ষুদ্র ফোস্কাসহ পীড়া—সোরিণাম।

পুরাতন পীড়া—ক্যালকে, কষ্টি, ক্লোরাল, কণ্ডুর্য্যাঙ্গ, হিপার, লাইকো, সিপিয়া, সালফর।

স্থান –

উরুদেশ—এলিয়াম-সেপা। পা এবং পায়ের রলা—অরম্, কার্ব্ব-ভেজ, গ্রাফা। পায়ের তালু—কার্ব্ব-ভেজ। হাতের কজী—কার্ব্ব-ভেজ, কফুলাস্। হাঁটুর উপর হইতে উরুস্থল পর্য্যন্ত পীড়া—কষ্টিকাম্। হস্তাঙ্গুলীর পৃষ্ঠের—কফুলাস্। কেবল গ্রন্থি সমূহের পীড়া—ভেরেট্রম-এলবাম্।

বৃদ্ধি—

গরমে—এপিস্।

ঠাণ্ডা প্রয়োগে—আর্সেনিক।

অগ্নির উত্তাপে—ব্রায়োনিয়া।

দুগ্ধপানে—ক্যালকে, সিপিয়া।

বিছানার গরমে—কষ্টিকাম্।

দিবাভাগে—কষ্টি।

খোলা বাতাসে—কষ্টি, সিপিয়া।

আহারের পূর্ব্বে—লাইকোপাস্

আহারের পর রোগাক্রমণ—এন্টিম্-টার্ট।

সামান্য পরিশ্রমে পীড়ার উৎপত্তি—সোরিণাম।

শুকরের মাংস আহার হেতু—সিপিয়া।

প্রতি বৎসর একই সময়ে পীড়ার উৎপত্তি—আর্টিকা ইউরেনস্।

হ্রাস—

ঠাণ্ডাজল প্রয়োগে—এপিস্।

গরম প্রয়োগে—আর্সে।

খোলা বাতাসে—ক্যালকে।

শয়ন করিলে—আর্টিকা-ইউরেনস্।

সুনিদ্রার পর—এপিস্।

ইন্ট্রিথিমা।

প্রকৃতি—(রোগের)

শিশুদের পীড়া—(উদারাময় সহ) বোরাক্স, সালফর।

স্ত্রীলোকের পীড়া—ক্রোকাস্, কঞ্চুর্‌ন্যাঙ্গ, ল্যাকটিক্-এসিড।

চুলকানি যুক্ত—গছিপাম্।

স্থান—

কপাল প্রদেশের পীড়া—এইলানথাস্।

মুখমণ্ডলের পীড়া—আর্সে, বেলেডোনা।

দন্তের মাঢ়ীর পীড়া—ব্রায়োনিয়া।

কর্ণের পশ্চাতের পীড়া—গ্রাফাইটীস্।

শিশুর জঙ্ঘার ক্ষতোৎপাদক পীড়া—তৎসহ উদারাময় মার্ক-সল, সালফর।

পদের পীড়া—(বৃদ্ধদের) মেজেরিয়ম্।

পদের পীড়া—মেজেরিয়ম্।

কারণ—

সূর্য্যতাপ লাগা হেতু—একোনাইট।

ইন্‌টারট্রিগো।

শিশুদের পীড়া—ক্যালকে, কার্ব্ব-ভেজ, ক্যাম, গ্রাফা, হিপার, লাইকো, মার্ক-সল্, সোরিণাম, সিপিয়া, সালফর।

ইম্পিটিগো।

প্রকৃতি—

পুরাতন পীড়া—এন্টি-ক্রুড, সাইকুটা।

মুখের কোণ ফাটাসহ—এন্টি-ক্রুড।

জ্বালা ও চুলকানি সহ—আর্সে।

গ্রীবা ও চোয়ালের নিম্ন গ্রন্থিস্ফীতি সহ—ব্যারাইটা-কার্ব্ব।

বৃদ্ধদের পীড়া—ব্যারাই-কার্ব্ব, কোনিয়াম্।

গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—ব্যারাই-কার্ব্ব।

ইম্পিটিগো পারসা—সাইকুটা।

চিত্তবিকারগ্রস্থ অবিবাহিতের পীড়া—কোনিয়াম্।

সন্তান স্তনপান করাকালে স্তন বৃন্তে বেদনাসহ পীড়া—ক্রোটন।

কণ্ডু হইতে আঠাল রসস্রাব—গ্রাফা।

হস্ত এবং পদাঙ্গুলীতে ক্ষতকর ফোস্কাসহ—গ্রাফা।

কর্ণের পশ্চাৎ এবং হস্ত ফাটা ফাটা সহ—হিপার।

ঘুমের মধ্যে চিৎকার করিয়া উঠা—লাইকো।

হাজাকর রস নির্গমন সহ—নেজেরিয়ম।

চুল পড়িয়া যাওয়া সহ—হ্রাসটক্স, মার্ক-সল, হিপার, গ্রাফা, সাইলি, ন্যাট্র-মিউর।

ইরাপসন্‌গুলি জলবসন্তের গোটার ন্যায়—সাইলি।

মূত্রে বিড়ালের মূত্রের গন্ধ—ভাইওলা-ট্রিকলার।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ—ভাইওলা-ট্রিকলার।

স্থান—

মুখমণ্ডলের পীড়া—এন্টি-ক্রুড, সাইকুটা।

যোনির চতুর্দ্দিকস্থ পীড়া—কোনিয়াম।

চুলের সীমান্তবর্ত্তী স্থানের পীড়া—হাইড্রাস্‌টিস্, ন্যাট্রম-মিউর।

স্তনের পীড়া—পেট্রল।

কারণ—

দাঁত উঠার সময়—ক্যাল-কার্ব্ব।

পারদ সেবনের পর—হিপার, লাইকো, নাই-এসিড।

পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু—মার্ক-সল।

পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু বমন ও বিবমিষা সহ—আইরিস-ভার্স।

টীকা লওয়ার পর—থুজা।

বৃদ্ধি—

ধৌত করিলে—এন্টি-ক্রুড, ক্যাল্কে, ক্লেমেটিস।

রোগের বিষয় চিন্তা করিলে—ব্যারাই-কার্ব্ব।

অমাবস্যায়—ক্যাল্কে।

শুক্লপক্ষে—ক্লেমেটিস।

হ্রাস—

কৃষ্ণপক্ষে—ক্লেমেটিস।

ইরিসিপেলাস।

সহজ (Simple) পীড়া—একন্, বেল, হিপার, ল্যাকে।

শোথযুক্ত (Oedematous)—আর্স, এপিস্, চায়না, হেলিবোরাস, লাইকো, মার্ক, হ্রাস, সালফর।

পচনশীল (Gangrenous)—আর্স, কার্ব্ব-ভেজ, ল্যাকে, ক্যাম্ফর, চায়ণা, মিউরেটিক-এসিড, হ্রাস, সিকেল, সাইলি।

বিচরণশীল (Erratic)—আর্নিকা, বেল, ম্যাগ্নে, পলস্, স্থাবাই, সালফ।

ফ্লেগমোনাস্ (Phlegmonous)—একণ, আর্নিকা, বেল, ব্রায়ো, কার্ব্ব-এনি, ক্যাম্ফো, গ্রাফা, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, জিঙ্ক।

ফোস্কাযুক্ত—আর্স, বেল, গ্রাফা, ল্যাকে, পালস্, র‍্যাণান্, হ্রাস, সিপিয়া, সালফর।

স্থান-

মুখমণ্ডলে—এপিস্, বেল, চেলিডো, কার্ব্ব-এনি, গ্রাফা, হিপার, ল্যাকে, পালস্, সিপিয়া, সালফর।

কর্ণ—ল্যাকে, মেকাইটিস্।

নাসিকা—ক্যাম্ফ, গ্রাফা, প্লাম্বাম্।

স্তনে—ক্যামমিলা, কার্ব্ব-এনি, ফস্, সালফর।

জননেন্দ্রিয়ের স্থানে—মার্ক, সিপিয়া, সালফর।

কেশযুক্ত স্থানে—আর্নি, আর্স, বেল্, গ্রাফা, হিপার, হ্রাস, সালফ্।

কাণ্ডদেশে—আর্স, গ্রাফা, মার্ক, পাল্স্, হ্রাস।

শাখাসমূহে—বোরাক্স, ক্যালকে, গ্রাফা, হিপার, পেট্রো, পালস্, হ্রাস, জিঙ্ক।

অণ্ডকোষ—কার্ব্ব-ভেজ, ক্রোটন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের—বেল, ক্যাম্ফ, মার্ক, সিপিয়া, ষ্ট্রামো।

গণ্ডস্থলের—বোরাক্স।

মুখমণ্ডলের বামদিকের—বোরাক্স।

সন্ধিস্থান সমূহের পীড়া—ব্রায়োনিয়া।

সমস্ত মুখমণ্ডল ও মস্তক আক্রান্ত—হাইড্রাসটীস্।

উভয় গণ্ডস্থলে মটর আকৃতি ফোস্কানিচয়—ইউফরবিয়াম্।

মূত্রগ্রন্থি এবং মূত্রাশয় আক্রান্ত—ক্যান্থা।

নাসিকার বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত—হাইড্রাসটীস্।

পায়ের গোড়ালী হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধদিকে প্রসারিত—হ্রাস্-র‍্যাডিক্যানস্।

মুখের বামদিকে আরম্ভ হইয়া দক্ষিন দিকে প্রসারিত—হ্রাস।

দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হইয়া বামদিকে প্রসারিত—এপিস্, গ্রাফা, ক্যালি-কার্ব্ব।

কারণ—

আঘাত জনিত পীড়া—এপিস্, ক্রোটালুস্।

মক্ষিকা এবং পোকার দংশন হেতু—লিডম্।

অম্বলের পীড়া হেতু—নক্স-ভমিকা।

কোনও ক্ষতের সহিত পীড়ার সংশ্রব থাকিলে—রুটা।

অন্যস্থানের পীড়া লুপ্ত হইয়া মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হইলে—এপিস্, বেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো, ব্রাইয়ো, ক্রোটালুস, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস, সালফর, ষ্ট্রামো।

শিশুদের পীড়া—(প্রায়ই নাভি রজ্জু কাটার গোলযোগ হেতু) আর্স, বেল, ব্রায়ো, ল্যাকে, লাইকো, হ্রাস্, হ্রাস-র‍্যাডি, সালফ্।

উপসর্গ—জ্বর—একোনাইট, এপিস্।

অজ্ঞানতা এবং বোধ শূন্যতা—এইলেনটাস্।

টাইফয়েড লক্ষণ যুক্ত—এইলেনটাস্, এন্থাসিনাম, ক্যান্থারিস্, ইউক্লিপটাস্, ষ্ট্যামোনিয়ম।

চক্ষের পাতা জলপূর্ণ থলির ন্যায়—এপিস্, ক্রোটন, হাইড্রো-ফিলাম্, ক্যালি-কার্ব্ব।

বিসর্প বৃহৎ ফোস্কায় পরিণত হয়—আর্নিকা।

আক্রান্ত স্থানে প্রবল জ্বালা—আর্স, এন্থ্রাসিনাম্।

অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব—আর্সে।

দক্ষিণ পার্শ্বের পীড়া—বেলে।

পীড়া ডোরা ডোরা সহকারে বিস্তারিত হয়—বেল।

মনে হয় যেন মুখমণ্ডল মাকড়সার জালদ্বারা আবৃত—বোরাক্স।

অত্যন্ত পতনাবস্থা—ক্যাম্ফর।

অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ—চায়না।

ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ফোকাযুক্ত বিসর্প—ক্রোটন।

হঠাৎ ফুলা অন্তর্হিত হয়—কুপ্রম্।

পীড়িতস্থান হইতে গঁদের আঠার ন্যায় কসানি পড়ে—গ্রাফা।

ইরাপসন্ লুপ্ত হইয়া বমি—ইপিকাক।

প্রকৃতি—

ধীর গতি বিশিষ্ট পীড়া—আর্নিকা, ব্রায়ো।

পুনঃ পুনঃ আক্রমনশীল—এপিস্, আর্কটিয়ন-ল্যাপ্পা, বোরাক্স, গ্রাফা।

বৃদ্ধদের পীড়া—এমন-কার্ব্ব।

ইকথিয়োসিস্।

উপসর্গ—গ্লাণ্ডের স্ফীতি সহ—আর্স-আইওড, ক্লেমে, পটাস্-আইওড।

শল্কযুক্ত চর্ম্ম—আর্স-আইওড, ক্লেমে।

স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—আর্স-আইওড, আইওডিয়াম্, মার্ক।

চুল উঠিয়া যায়—ফস্।

উপদংশের পর—পটাস্-আইওডাইট।

উপদংশ।

প্রাইমারি—আর্সে, মার্ক-কর, মার্ক-আইওড্, নাই-এসিড, সালফর।

সেকেণ্ডারী এবং টার্সিয়ারী—আরজে-নাই, আর্স-আইওড, অরম্, কার্ব্ব-ভেজ, সিয়ানোথাস্, ক্লোরি-এসিড, হিপার, ক্যালি-বাই, ক্যালি-

আইওড, ল্যাকে, লাইকো, মেজেরি, ফস্-এসিড, ফাইটো, সিপিয়া, ষ্টিলিঞ্জিয়া, সালফর, থুজা।

টার্সিয়ারী—এসাফিটিডা, কার্ব্ব-এনি, সিয়ানোথাস্, ক্রিয়োজোট।

সাইকোসিস্—মেডোরি, থুজা, সিনাবেরিস্, ক্যালি-বাই, ন্যাট্রম-সলফ্, পেট্রো, পলস্, সারসা, ষ্ট্যাফি।

মুদা (Phimosis)—একন্, আর্নিকা, বেল, ব্রায়ো, ক্যান, ক্যান্থারিস্, ক্যাপসিকম্, সিনাবেরিস্, কলোসিন্থ, হিপার, মার্ক, হ্রাস, সিপিয়া, থুজা।

উল্টা দা (Para phimosis)—একন্, আর্নিকা, আর্স, বেল, কলোসিন্থ, ল্যাকে।

শিশুদের পীড়া—অরম্-মিউর, ইথিয়োপস্-এন্টি, ব্যাডিয়াগা, ফেরম্-আইওড, ক্যাল-কার্ব্ব, ক্যাল-আইওড, ক্যালি-আইওড, হিপার, মার্ক, মেজে, মার্ক-ডলসিস্, ল্যাকে, নাই-এসিড, ফাইটো, সাঙ্গুইনা, থুজা, ভাইওলা-ট্রি।

কণ্ডাইলোমেটা (উপদংশজাত)—অরম্, অরম্-মিউর, কষ্টি, সিনাবেরিস্, লাইকো, নাই-এসিড, ফস্-এসিড, স্যাবাইনা, সিপিয়া, ষ্ট্যাফি, মার্ক-ডলসিস্, মার্ক-সল্, ন্যাট্রম্-সলফ্, থুজা।

আইরাইটিস্ (উপদংশজাত)—একন্, আর্নিকা, আর্স, বেল, ব্রায়ো; ক্যাম, সিনাবেরিস, কলোসিন্থ, ডিজিটে, ক্যালি-আইওড, মার্ক-কর, নাই-এসিড, স্পাইজে।

স্বরভঙ্গ (উপদংশজাত)—ক্যালি-বাই, ক্যালি-আইওড, আর্স-আইওড, পড়ো, ফস্, হিপার, সালফ, ভাইওলা-ট্রি।

প্রকৃতি।

গলিত শ্যাঙ্কার—আর্স, কষ্টিকাম, ক্যালি-ফস্, নাই-এসিড।

পচণশীল (Gangrenous)—আর্স, ল্যাকে।

অঙ্গুলীর অগ্রভাগে জ্বালাযুক্ত ফোস্কা—আর্স।

উপদংশযুক্ত গণোরিয়া—অরম্-মিউর, সিনাবেরিস্, কোরালিয়ম্।

সদ্যজাত শিশুর শরীরে উপদংশ ক্ষত—ইথিওপস্-এটি।

শ্যাঙ্কার কঠিণ এবং দৃঢ়—ক্যালকে-ক্লোর।

বীর্য্যে রক্ত মিশ্রিত—মার্ক-সল।

বৃন্তযুক্ত ফিগ্‌ওয়ার্টস্—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

অন্যান্য উপসর্গ (উপদংশজনিত)—

যক্ষ্মা—আর্সে-আইওড।

বধিরতা—ক্রিয়োজোট।

বাক্‌রোধ—ল্যাকে।

মৃগী (Epelepsy)—নাই-এসিড।

বিষাদোন্মত্ততা—নাই-এসিড।

স্নায়ুশূল—ষ্টিলিঞ্জিয়া।

বাতরোগ—ফাইটোলাকা।

চুল উঠিয়া যাওয়া—হিপার, লাইকো, নাই-এসিড, পেট্রো, ফস্‌ফরাস।

স্থান—

অস্থির পীড়া-এসাফিটিডা, অরম, অরম্-মিউর, আর্সে, ক্যালকে-আইওড, ফ্লোরিক-এসিড, হেক্কালাভা, ক্যালি-আইওড, মার্ক, মেজে, নাই-এসিড, ফস্-এসিড, ফাইটো, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ষ্টিলিঞ্জিয়া, সালফর, সিফিলিনাম্।

বামদিকের পীড়া—আর্জ্জে-নাই।

দক্ষিণ দিকের পীড়া—আর্নিকা।

মস্তকে অস্থিময় টিউমার—অরম্।

অণ্ডকোষ শক্ত—সিনাবেরিস্।

অণ্ডকোষ বৃদ্ধি—মার্কবিন-আইওড্।

নাসিকার পীড়া—হেলকালাভা, হাইড্রাস্‌টিস্, ক্যালি-বাই, ষ্টিলিঞ্জিয়া।

গলদেশ, মুখ এবং নাসিকায় ক্ষত হইয়া ছিদ্র হয়—ক্যালি-বাই।

একজিমা।

শুষ্ক পীড়া—আর্সে, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফ, ফ্লোরিক-এসিড, ক্যালি-আর্স, ক্যালি-কার্ব্ব, লাইকো, সিপিয়া, সাইলি, সালফর।

আর্দ্র পীড়া—ক্যালকে, ক্লেমে, ডালকা, গ্রাফা, হিপার, লাইকো, মার্ক, মেজে, ন্যাট্র-মিউর, কাইটো, পেট্রল, হ্রাস, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফ, ভিনকা।

আর্দ্র পীড়া অপেক্ষা শুষ্ক পীড়া আরোগ্য হইতে অধিক সময় লাগে।

শুষ্ক শল্কযুক্ত—আর্সে, সোরিনাম্, সাইলি।

কণ্ডুয়ণযুক্ত—আর্সে, এরাণ্ডো, এলুমিনা, ক্রোটন, ক্লোরিক-এসিড, হাইপার, বুগল্যাম্স, ক্যালি-আর্স, লাপ্পামেজর, ডালকা, হিপার, মার্ক, মার্ক-আইওড, মেজে, কাইটো, সোরিণাম্, নক্স-জগল্যান্স, ওলিএণ্ডার, হ্রাস, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফর, ভিনকা, ভাইওলা-টি্।

জ্বালাযুক্ত-এনন-মিউর, আর্সে, কষ্টি, ক্লোরিক-এসিড, ক্রিয়োজোট, মেজে, নক্স-জগল্যান্স, হ্রাস, সাইলি, সালফর, থুজা।

পূঁযযুক্ত—এন্টি-ক্রুড, এন্টি-টার্ট, গ্রাফা, হিপার, ক্যালি-মুর, মার্ক-পেরি, মেজে, পেট্র, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ভিনকা-মাইনর।

জলের ন্যায় রস ক্ষরণ—ক্যান্থারিস্, ডালকা, ন্যাট্র-সলফ, হ্রাস।

আঠাল রস ক্ষরণ—কোনিয়াম, গ্রাফা।

রক্তক্ষরণ—(চুলকাইলে)—এলুমিনা, ইথুজা, লাইকো, নাই-এসিড।

হাজাকর রসক্ষরণ আর্সে, ক্লেমে, গ্রাফা, মার্ক-আইওড, ন্যাট্র-মিউর, সালফর।

দুর্গন্ধ রসক্ষরণ—আর্সে, গ্রাফা, হিপার, লাইকো, মার্ক, মেজে, সোরিণাম্, হ্রাস, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফর, ভিনকা।

শুষ্ক চটা পড়া—আর্সে, ক্যালকে, মার্ক, সিপি, সাইলি, সালফর।

আর্দ্র দুর্গন্ধ চটা—গ্রাফা, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্র-মিউর, ওলিএণ্ডার, হ্রাস, সাইলি, সালফর।

স্থান—

মস্তক—এনাকার্ডি, আর্সে, ক্যালকে, ক্লেমেটিস্, গ্রাফা, ক্লোরিক-এসিড, হিপার, লাইকো, মার্ক, মেজে, ন্যাট্-মিউর, নাই-এসিড, ওলিএণ্ডার, পেট্, হ্রাস, সাইলি, সালফর ভিনকা-মাইনর।

মস্তকের আর্দ্র মামড়ী—গ্রাফা, লাইকো, সোরি, ক্লেমে, হিপার, ন্যাট্র-মিউর, ষ্ট্যাফি, হ্রাস, রুটা, সাইলি, সালফর, থুজা।

মস্তকের পশ্চাৎ হইতে মুখমণ্ডল—ক্যালকে, ক্লেমে, গ্রাফা, লাইকো, সোরি, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফর।

কপালে——আর্স, ক্যালাডিয়াম্, হাইড্রাস, মার্ক, হ্রাস, সিপি, সালফর।

মুখের কোণে—অরাম, গ্রাফা, হিপার, লাইকো, হ্রাস, সাইলি।

মুখমণ্ডল—এনাকার্ডি, এমন-মিউর, ক্যালকে, ক্রোটন, কোনিয়াম্, ডালকা, ফ্লোরিক-এসিড, হাইপারিকম, লাইকো, নাই-এসিড, পেট্র, সিপিয়া, ভিনকা।

গ্রীবা—এনাকার্ডি, এন্টি-টার্ট, ক্যালকে, ক্লেমে, ফ্লোরিক-এসিড, লাইকো, ন্যাট্র-মিউর, সালফর।

চুলের ধারে—আর্স, ন্যাট্রম্-মিউর, সালফর।

চিবুক—(পুরুষের)—সাইকুটা।

অক্ষিপত্র—এনাকার্ডিনাম্।

নাসিকা—এন্টি-টার্ট, বোভিষ্টা, মেজে, ভিনকা।

কর্ণ—এন্টি-টার্ট, ক্যালকে, গ্রাফা, হিপার, নাই-এসিড, সিপিয়া।

এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্ত—ন্যাট্র-মিউর, সালফর।

কর্ণের পশ্চাৎ—এরাণ্ডো, ন্যাট্র-মিউর, ওলিএণ্ডার, পেট্র, সাইলি, ভিন্‌কা।

ওষ্ঠদেশ—মেজে, পাইপার-নাই।

হস্ত—ক্যালকে, হাইপারি, বুগল্যান্স, লাইকো, পেট্র, সিপিয়া, সাইলি।

বাম হস্তের ভিতরে—নাই-এসিড্।

হস্তাঙ্গুলী—এনাকার্ডি।

হস্তপৃষ্ঠ—বোভিষ্টা, ন্যাট্র-কার্ব্ব, পেট্রল।

হস্তের তালু—গ্রাফা।

অঙ্গুলী—(দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী)—লাইকো।

অঙ্গুলীতে ফোস্কা—এমন-মিউর।

অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ফাটা ফাটা—রস-ভেনে।

অঙ্গুলীর (হস্তের) চামড়া উঠিয়া যায়—এমন-মিউর।

বাহু—এন্টি-টার্ট, কোনিয়াম, সিপিয়া।

বগল—ব্রোমিয়ম্, সিপি।

কনুই—ন্যাট্র-মিউর।

বক্ষস্থল—এনাকার্ডি, এরাণ্ডো, ক্যালাডিয়াম্।

পৃষ্ঠ—এন্টি-টার্ট।

হস্ত পদের সন্ধিস্থান—এমন-কার্ব্ব।

কুচ্‌কী—এমন্-কার্ব্ব, ক্যানো, হ্রাস, সিপিয়া।

কোমর—এমন্-মিউর।

হাঁটু—ন্যাট্র-মিউর। —

হাঁটুর ভাঁজ—বোভিষ্টা।

তলপেট—ক্যালি-কার্ব্ব।

নাভি—ক্যালকে, মার্ক-পেরেসিস্।

স্তন—কষ্টি, ক্রিয়ো, ক্যালি-কার্ব্ব।

উরু—হিপার।

অণ্ডকোষ—এনাকার্ডি, ক্রোটন, হিপার, হ্রাস, সাইলি।

গুহ্যদ্বার—এমন-কার্ব্ব, ব্রোমিয়ন্, গ্রাফা, মার্ক-পেরেসিস, ন্যাট্র-মুর, সিপিয়া।

জননেন্দ্রিয়—এমন-কার্ব্ব, আর্সে, আর্জ্জে-নাই, ব্রোমিয়ম্, ক্যালকে, ক্রোটন, হিপার, নাই-এসিড, পেট্র, সিপিয়া।

যোনী—ক্যালাডিয়াম্, কোনিয়াম্।

পৃষ্ঠ—সিপিয়া।

পদ—ক্যালি-ক্রম, ল্যাকে, পেট্র।

পায়ের তালু—পেট্র।

চক্ষের ভাজ—ক্যালকে, হিপার, ন্যাট্র-মুর।

শরীরের বন্ধনীর ভাঁজ—মার্ক-পেরে, সিপিয়া।

শিশু—

শিশুর পীড়া—আর্সে, ক্যালকে, ক্রোট, এলুমিনা, এনন-কার্ব্ব, এন্টি-ক্রুড, এন্টি-টার্ট, বেল, ব্যারা, ব্রোমা, ক্যাল-ফস্, কষ্টি, কিউবেয়ার, ডালকা।

শিশুর দন্তোদগম সময়ের পীড়া—ইথুজা, বেল, গ্রাফা, হিপার, লাইকো, মেজে, সোরিনাম, হ্রাস, স্ট্যাট্র-মিউর, নাই-এসিড, ওলিএণ্ডার, সাইলি, সালফর।

শিশু অধিক খাইতে চায়—আর্জে-নাই, নাই-এসিড, অক্‌জ্যালিক-এসিড।

শিশু ঘনঘন মূত্র ত্যাগ করে—বোভিষ্টা।

শিশু অন্ধকার ঘরে একা থাকিতে ভয় করে—কষ্টিকাম্।

শিশুর মস্তকের বামদিকের পীড়া—সমবুল।

শিশুর কর্ণের সম্মুখদিকের পীড়া, উহাতে চক্ষু আক্রমণ করে—টেরিবিণথিনা।

পুরাতন পীড়া—আর্সে, অরম্, ব্যারা, ক্লেমে, গ্রাফা, হিপার, হাইড্রোনা, ক্যালি-আর্স, লিডম্, মার্ক, পেট্রল, ফস্, সারসা, সালফর।

স্ক্রফিউলাস্ ধাতু—এনন-কার্ব্ব, ক্যালকে, ক্যালকে ফস্, মেজে।

গ্লাণ্ডের স্ফীতি—ব্যারা-কার্ব্ব, ব্রোমিয়ম্, ক্রোটন, হিপার, যুগল্যান্স, মার্ক-আইওড, মার্ক-পেরি, নাই-এসিড, ফাইটো, ভাইওলা-ট্রি।

চুল পড়িয়া যায়—আর্সে, ক্যান্থা, লাপ্পা-মেজর।

চুল জড়াইয়া যায়—বোরাক্স, ফ্লোরিক-এসিড, গ্রাফা, মেজে, স্ট্যাট-মিউর, সোরি, সারসা, ভিন্‌কা।

পর্য্যায়ক্রমে একজিমা ও কর্ণ প্রদাহ—টেরিবিনথিনা।

পর্য্যায়ক্রমে একজিমা ও হাঁপানি—ক্যালেডিয়াম্।

অর্শসহ একজিমা—কার্ব্ব-ভেজ, হাইড্রাস্।

পেট ফাঁপা সহ—কার্ব্ব-ভেজ।

তড়কার ভাব—বেল, কুপ্রম্।

একজিমা বসিয়া গিয়া তড়কা—কুপ্রম্।

একজিমা বসিয়া গিয়া স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতা—সাইকুটা।

একজিমা বসিয়া গিয়া মুখমণ্ডলে বেদনা এবং হাপানি—ডালকা।
জ্বরসহ একজিমা—একন্, বেল, ডালকা, রুস্।
ব্রঙ্কাইটীস্ সহ একজিমা—এন্টি-টার্ট।
পাকস্থলীর গোলযোগ সহ—এন্টি-ক্রুড্।
কোষ্ঠ বদ্ধ সহ—এমন্-মিউর, এলুমিনা, লাইকো।
রক্তপ্রধান ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির তরুণ একজিমা—একন্।
কিডনীর দোষগ্রস্থ ব্যক্তির একজিমা—এপিস্।
পারদ অপব্যবহারের মন্দফল—হিপার, নাই এসিড।
বাত রোগীর একজিমা—কষ্টি, লিডম।
গাউট রোগীর একজিমা—কষ্টি, নাই-এসিড।
শরীরে গণোরিয়া বিষযুক্ত ব্যক্তির পীড়া—মেজে, সালফিউরিক-এসিড।
স্ত্রীলোকের রজঃ নিবৃত্তি কালের একজিমা—ল্যাকে।
মদ্যপায়ীর পীড়া—লিডম্।
উপদংশের সংশ্রবযুক্ত পীড়া—মার্ক-আইওড, নাই-এসিড।
গর্ভাবস্থা এবং প্রসুতাবস্থার পীড়া—সিপিয়া।

মূত্র—

মূত্রযন্ত্রের রোগের সহিত একজিমা—ক্যান্থা, ক্যালি-মূর।
মূত্রে বিড়ালের মূত্রের গন্ধ—ভাইওলা-ট্রি।
মূত্র হইতে হইতে থামিয়া যায়—কোনিয়াম্।
মূত্র ত্যাগের পর প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা—স্বাট্রম-মূর।
মূত্রে তীব্র গন্ধ—নাই-এসিড।
অত্যন্ত প্রস্রাবের বেগ—আর্জে-নাই।

ঘর্ম্ম—

ঘর্ম্ম (অনাবৃত স্থানে)—থুজা।
ঘর্ম্ম (দুর্গন্ধ) জননেন্দ্রিয়ে—সাইলি।
ঘর্ম্মে পেঁয়াজের গন্ধ—বোভিষ্টা।
ঘর্ম্মে মধুর গন্ধ—থুজা।

ঘর্ম্মে মূত্রের গন্ধ—ক্যান্থারিস্।

দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হইয়া পায়ের তলায় বেদনা—নাই-এসিড।

অন্যান্য—

শরীরে সড়্ সড়্ অনুভব—এরাণ্ডো, ক্যালি-আর্স, থুজা।

শরীরে পিপিলিকা চলিতেছে এইরূপ অনুভব—সিপিয়া।

সর্ব্বদা শীত শীত বোধ—মেজে।

উপরের ওষ্ঠ ফুলা—বোভিষ্টা।

নিদ্রা যাইবার সময় মাথা ঘোরা—ক্যালাডিয়াম্।

মাথা ঘোরা—কোনিয়াম্।

একটী আক্রমণ আরোগ্য হইতে না হইতেই পুনরাক্রমণ—যুগল্যান্স।

স্থানটী ফাটা ফাটা হইয়া উহার উপর একজিমা—নক্স-জগল্যান্স।

উকুণ জন্মা—মেজে, ভাইওলা-ট্রি।

স্কন্ধের উপর এবং যকৃত প্রদেশে বড় বড় ফোস্কা—নক্স-জগল্যান্স।

ফোড়া সহ একজিমা—হিপার, লাপ্পা-মেজর।

পাচড়া সহ একজিমা—মার্ক-সল।

পীড়া দক্ষিণ হইতে বামে প্রসারিত—এনাকার্ডি।

ওষ্ঠের চতুর্দ্দিকে লঙ্কার ঝালের জ্বালা—এনাকার্ডি।

মুখের চতুর্দ্দিকের চর্ম্ম উঠিয়া যায়—এনাকার্ডি।

কারণ—

শরীর উত্তপ্ত হইয়া—কোনিয়াম।

ঋতুবতী হওয়ার অনতিপূর্ব্বে—ডালকা।

আমোদ প্রমোদের পর—লিডাম।

গোবীজে টীকাদেওয়ার পর—হ্রাস, থুজা।

বৃদ্ধি—

শীত ঋতুতে—ডালকা, পেট্রো, সোরিনাম, হ্রাস, রস-ভেনে।

গ্রীষ্ম ঋতুতে—বোভিষ্টা, সারসা।

সূর্য্যের উত্তাপে—এন্টি-ক্রুড্।

পুলটীস্ লাগাইলে—এণ্টি-ক্রুড, লাইকো, সালফর।
গরম পুলটীস্ লাগাইলে—এমন-কার্ব্ব।
জলে কাজ করিলে—এণ্টি-ক্রুড্।
জল লাগিলে—ক্যালকে, কার্ব্ব-ভেজ, ক্লেমেটিস, সিপিয়া।
ঠাণ্ডায়—এমন-কার্ব্ব, ডালকা, হিপার, ক্যালি-কার্ব্ব।
গরমে—কার্ব্ব-ভেজ, লিডম্, সারসা।
অমাবশ্যায়—সাইলি।
পূর্ণিমা—সাইলি।
শুক্লপক্ষে—ক্লেমেটিস্।
রাত্রে—হিপার, মার্ক-আইওড, নক্স-জগ্, হ্রাস।
স্নান করিলে—সালফর।
মদ্যপানে—এণ্টি-ক্রুড।

হ্রাস—

ঠাণ্ডাজলে—এপিস্।
ঘর্ম্মে—ক্যালাডিয়াম্।
ঠাণ্ডা প্রয়োগে—এমন-মিউর।
উত্তাপ প্রয়োগে—আর্সে।
কৃষ্ণপক্ষে—ক্লেমেটিস্।
গরমে—হিপার, ক্যালি-কার্ব্ব, পেট্র, সোরিণাম, সিপিয়া, সাইলি
বসন্তকালে - রস-ভেনে।

একথিমা।

সর্দ্দিজ্বর ও পিপাসাসহ পীড়া—ক্যালি-হাইড্রো।
ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট ফুস্কুড়ী—হিপার।
গুটিকা আস্তে আস্তে বাহির হয়—সাইলি।
গুটিকা পাকেনা বা শুকায়না—সাইলি।
গ্যাংগ্রিণ হওয়ার উপক্রম—ক্যাম্ফ, সিকেলি।
নিশ্বাস গ্রহণের সময় বাতাস নাকে ঠাণ্ডা বোধ হয়—এণ্টি-ক্রুড।

ঢেকুরে গন্ধকের স্বাদ—এন্টি-টার্ট।

দুধ খাইতে অনিচ্ছা—এন্টি টার্ট।

স্থান—

মুখমণ্ডল—এন্টি-ক্রুড।

পায়ের তলা—সাইক্লামেন।

পাকস্থলীর—সাইক্লামেন।

সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণ গুটিকা—ক্যালি-হাইড্রো।

বাহুদ্বয়ের—ল্যাকে।

বাহু ও পায়ের—সিকেল।

সমস্ত শরীরের—সাইলি, সালফর।

শরীরের বাম দিকের—ল্যাকে।

বৃদ্ধি—

শীতকালে—হ্রাসটক্স।

গ্রীষ্মকালে—ক্যালিবাই, সিকেল।

স্নানে—এন্টি-ক্রুড।

পান আহারে—ক্রোটন।

মলত্যাগের সময়—ক্রোটন।

হ্রাস—

গরমে—আর্স।

শীতকালে—সিকেল।

কড়া।

কঠিন কড়া—এন্টি-ক্রুড।

নরম কড়া—সালফর।

চাপ লাগার মত বেদনা—লাইকো।

প্রদাহিত—সাইলি।

কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনা—ব্রায়ো, ক্যালকে, সালফর

স্পর্শাধিক্য—লাইকো, সাইলি।

যেন ক্ষত হইয়াছে এইরূপ বেদনা—ইগ্নে, সিপি।

ছিন্ন হওয়া বৎ বেদনা—নাইকো, সাইলি।

পায়ের আঙ্গুলে কড়া, ক্ষত ও পায়ের তলা ফাটা—এনাকার্ডি।

পায়ের কড়া—ফেরম্-পিক্রিক্।

কড়ায় বেদনা—হাইপারিকম্।

কার্ব্বঙ্কল।

প্রদাহ সহ প্রবল জ্বর—একন্।

অত্যন্ত জ্বালা—আর্স, এন্থ্রা।

দপ্ দপ্ কর বেদনা—বেল।

হুলফুটান বেদনা—এপিস্।

চুলকানি (পীড়িত স্থানের চতুর্দ্দিকে)—হাইওস্।

ফোড়া (ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া জন্মে)—ল্যাকে।

কারণ—

আঘাত হেতু পীড়ার উৎপত্তি—আর্ণিকা।

পুরাতন মদ্যপায়ীদের পীড়া—নক্স-ভমিকা।

বৃদ্ধ বয়সের পৃষ্ঠের পীড়া—এন্থ্রাসিস্।

বহুমুত্র রোগীর পীড়া—আর্স।

এলবুমেন যুক্ত রোগীর পীড়া—আর্স।

চর্ম্মরোগগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—মিউরে-এসিড্।

ম্যালেরিয়া বিষ সম্ভূত পীড়া—চায়না।

হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—হাইওস্।

স্থান—

বাহুর উপরের পীড়া—সিকেল।

উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং ঘাড়ের পীড়া—সাইলি।

পৃষ্ঠের পীড়া—এন্থ্রাসি, নাই-এসিড্।

অন্যান্য লক্ষণ—

মস্তিষ্কগত লক্ষণ—এন্থ্রা, ল্যাকে।

পচনাবস্থা—এন্থ্রা, কার্ব্ব-ভেজ, সিকেল।

সাংঘাতিক পীড়া—আর্সে।

স্রাবে দুর্গন্ধ—কার্ব্ব-ভেজ, ক্রিয়োজোট।

দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয—এন্থ্রা।

রক্তে পুঁয শোষিত হইয়া রক্ত দুষিত—এন্থ্রা

নিদ্রালুতা অথচ নিদ্রা যাইতে পারে না—বেলেডোনা, ক্রিয়োজো৹

নিদ্রাহীনতা—হিপার।

দৃষ্টি বিভ্রম—হাইওস্।

মূর্চ্ছা ভাবাপন্ন—ক্রিয়োজোট।

সর্ব্বদাই মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—মিউরি-এসিড্।

পৃষ্ঠে কার্ব্বঙ্কল হওয়ার স্বভাব—নাই-এসিড্।

নিশাঘর্ম্ম—নাই-এসিড্।

মাথাঘোরা—হ্লাস।

অচৈতন্যতা—হ্লাস।

রক্তযুক্ত অথবা ফেনাযুক্ত উদারাময়—হ্লাস।

পীড়া আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয়—সাইলি।

প্রস্রাব বন্ধ—ট্যারেণ্টুলা।

কার্ব্বঙ্কল অথবা ফোড়া আরোগ্য হওয়ার পরও ঐ স্থান শক্তপনা থাকে—সাইলি।

উকুনযুক্ত পীড়া—আর্সে, চায়না।

কমেডো।

বলিষ্ঠ যুবকের পীড়া—বেল্।

মুখমণ্ডলের কাল কাল কমেডো—ডিজিটেলিস্।

নাসিকা এবং গণ্ডস্থলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমেডো—সেজে।

মুখমণ্ডলের বহুসংখ্যক কালছিদ্র—সম্বুল।

চুলদাড়ী উঠিয়া যাওয়ার স্বভাবযুক্ত পীড়া—সেলেনিয়ম্ ।

কণ্ডাইলোমেটা।

প্রকৃতি—

রক্তস্রাবযুক্ত—আর্জে-নাই, মেডোরি, নাই-এসিড, সালফর, থুজা ।

শুষ্ক—এসে-এসিড, সিনাবে, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-ভাই, নাই-এসিড, সারসা, ষ্ট্যাফি, থুজা ।

আর্দ্র (স্রাবযুক্ত)—এসে-এসিড, বেঞ্জ-এসিড, ক্যাল্কে, ইউফ্রে, গ্রাফা, হিপার, ক্যালি-আইওড্, লাইকো, মেডোরি, মার্ক-ডল্, ন্যাট্র-সলফ্, নাই-এসিড, সোরিণাম, স্যানিকুলা, ষ্ট্যাফি, সালফ্, থুজা ।

অত্যন্ত স্রাবযুক্ত—বেঞ্জ-এসিড, মেডোরি ।

দুর্গন্ধ স্রাব—মেডোরি, মার্ক-ডল্, নাই-এসিড, ক্যাল্কে, গ্রাফা, স্যানিকু, হিপার, থুজা ।

জ্বালাযুক্ত—ইউফ্রে, ফস্-এসিড, সোরিণাম, মার্ক-ডল, স্যাবাইনা ।

স্পর্শ করিলে জ্বালা—ইউফ্রে, স্যাবাইনা ।

কণ্ডুয়নযুক্ত—ইউফ্রে, ফাইটো, সোরিণাম, স্যাবাইনা, থুজা ।

চলিবার সময় কণ্ডুয়ণ—ইউফ্রে ।

বেদনাযুক্ত—ইউফ্রে, স্যাবা, থুজা ।

বেদনাশূন্য—লাইকো ।

হুল ফুটান ব্যথা—থুজা ।

সূচ্ ফুটান ব্যথা—ইউফ্রে ।

আকৃতি—

থ্যাবড়া—এসে-এসিড, ইউফ্রে, মার্ক-ডল্, নাই-এসিড, থুজা ।

গোলাকার—এলুমিনা ।

ফুল কপির মত—ষ্ট্যাফি, থুজা ।

মোরগের ঝুঁটীর মত—ইউফ্রে, ষ্ট্যাফি, সালফর ।

মোচার আকৃতি—ক্যালি-মিউর, মার্ক-ভাই, থুজা ।

পাখার আকৃতি—সিনাবে, থুজা ।

সূত্রাকার (Filiform)—ষ্ট্যাফি।

বৃন্তের উপর—লাইকো, নাই-এসিড, স্থাবা, ষ্ট্যাফি।

চেড়া চেড়া—লাইকো, নাই-এসিড, থুজা।

সাদা—লাইকো।

কারণ—

পারদের অপব্যবহারের পর— অরম্, লাইকো, নাই-এসিড, ষ্ট্যাফি।

বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পীড়া—মার্ক-ডল, স্থাবাইনা।

উপদংশ সম্ভূত শ্যাঙ্কারের সহিত জড়িত—আর্জে-নাই, সিনাবে, ক্যালি-বাই, মার্ক-সল্, ন্যাট্র-সলফ্, নাই-এসিড, ফস্-এসিড্, ষ্ট্যাফি, থুজা।

শ্যাঙ্কারের পর—ক্যালি-আইওড।

গণোরিয়ার সহিত জড়িত—সিনাবে, কোনি, ক্যালি-মুর, লাইকো, মার্ক-কর, নাই-এসিড, পিক্রিক-এসিড, পালস্, সারসা, সালফর, থুজা।

স্থান—

চক্ষের ভ্রুর উপর অথবা নিকটে—থুজা।

চক্ষের পাতার উপর অথবা নিচে—সিনাবে, নাই-এসিড, থুজা।

চক্ষের নিচের পাতার উপর—নাই-এসিড।

চক্ষের উপতারার উপর অথবা নিকটে—সিনাবে, মার্ক-সল, থুজা।

স্বর যন্ত্রের উপর অথবা নিচে—মার্ক-কর, নাই-এসিড, থুজা।

মুখের মধ্যে—ফস্-এসিড।

গ্রীবার উপর অথবা নিচে—নাই-এসিড।

জিহ্বায়—অরম্-মিউর।

গুহ্যদ্বারে অথবা নিকটে—অরম্, অরম্-মিউর, বেঞ্জ-এসিড, ইউফ্রে, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-ডল, নাই-এসিড, স্থাবা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সিপিয়া, থুজা।

জননেন্দ্রিয়ের উপর অথবা নিকটে—এলুমিনা, বেঞ্জ-এসিড, লাইকো, মেডোড়ি, থুজা।

ঐ স্ত্রীলোকের—মার্ক-ডল, থুজা।

ভগাঙ্কুরের উপর অথবা নিকটে—থুজা।

প্রস্রাবদ্বারের মধ্যে—মেডোড়ি, নাই-এসিড, ফস্, ট্যারেণ্টুলা, থুজা।

যোনি কপাটের উপর—মার্ক-ডল।

জড়ায়ুর উপর—ল্যাকে।

জড়ায়ু গ্রীবায়—ক্রিয়ো, মার্ক-সল, নাই-এসিড, ট্যারেণ্টুলা, থুজা।

জড়ায়ুর মুখে—ক্যালকে, ক্রিয়োজোট, মার্ক-সল।

পুরুষের লিঙ্গের উপর অথবা নিকটে—এণ্টি-টার্ট, অরম্, অরম্-মিউর, সিনাবে, ক্যালি-আইওড, ক্যালি-মুর, লাইকো, মার্ক-কর, নাই-এসিড, নক্স-ভমিকা, ফস্-এসিড, স্যাবাইনা, স্যানিকুলা, সিপিয়া, ষ্ট্যাফি, সালফর, থুজা।

লিঙ্গমণির উপর—এণ্টিম-টার্ট, সিনাবে, ক্যালি-আইওড, ক্যালি-মুর, লাইকো, নাই-এসিড, নক্স-ভমিকা, ফস্-এসিড, স্যানিকুলা, ষ্ট্যাফি, সালফর, থুজা।

লিঙ্গমুণ্ডের উপর শ্যাঙ্কার হওয়ার পর—ক্যালি-মুর।

উহার চতুর্দ্দিকে—আরম্।

উপরে অথবা পিছনদিকে—ষ্ট্যাফি।

উহা বেষ্টন করিয়া—সিপিয়া।

লিঙ্গাগ্র চর্ম্মের উপর—অরম্, অরম্-মিউর, সিনাবে, লাইকো, নক্স-ভমিকা, মার্ক-কর, নাই-এসিড, স্যাবা, থুজা।

গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে—মার্ক-ডল, থুজা।

অণ্ডকোষে—অরম্-মিউর, থুজা।

বৃদ্ধি—

শুক্লপক্ষে—থুজা।

কুষ্ঠ।

প্রকৃতি—

পূযস্রাবী—এণ্টিম-ক্রুড, কার্ব্ব-এনি।

স্পর্শজ্ঞান লোপযুক্ত—এনাকার্ডি, পেট্র।

বোধাধিক্যতা—এলুমিনা, পেট্র।
সমস্ত শরীরে অসহ্য চুলকানি—ক্যালেট্রোপিস্।
শরীরে খিল ধরা—কুপ্রম্।
পীড়িত স্থানে কণ্ডুয়ণ যুক্ত—কুপ্রম-এসি, হ্বাস্।
চর্ম্ম শল্কাবৃত এবং ফাটা ফাটা—কমোক্ল্যাডিয়া।
শরীরে ফোস্কা—ক্যালি-বাই।
পীড়িত স্থান অসাড়—ক্রিয়োজোট, ল্যাকে।
হস্ত এবং পদের অঙ্গুলী খসিয়া পড়া—আর্স-আইওড, সিকেল।
হাড়ের টুকরা খসিয়া পড়া—মার্ক-উরালি।
চর্ম্ম শল্কদ্বারা আবৃত—পাইপার।
কণ্ঠস্বর কর্কশ—এলুমিনা, আইওড।
চুল পড়িয়া যায়—আর্সে, পেট্র, ফস্, সিকেল, সিপিয়া, উরালী।
ভ্রু পড়িয়া যায়—আর্সে, সিপিয়া।
স্বর ভঙ্গ—আর্সে-আইওড, আইওড।
দন্তগুলি পড়িয়া যায়—মার্ক, উরালী।
কথা বলিতে অক্ষম—সিকেল।
চক্ষু বুজিয়া যায়—সিকেল।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ—সিপিয়া।
হস্তদ্বয়ের পক্ষাঘাত—সাইলি।
জঙ্ঘার শিরাসমূহ খাট হইয়া যায়—সাইলি।
নাসিকা মোটা—এলুমিনা।
ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত—এলুমিনা।
কর্ণের নতি দোদুল্যমান—হাইড্রো-কোটা, সিপিয়া।
হস্ত এবং পায়ের পাতা স্ফীত—হাইড্রো-কোটা।
সিংহের মুখাকৃতির ন্যায় মুখ—সিপিয়া।
গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি—আর্স-আইওড, আইওডিয়াম।
টিউবারকুলার কুষ্ঠ—এলুমিনা, ক্যালোট্রপিস্, হাইড্রো-কোটা, ক্যারিকা-প্যাপেয়া, ম্যাডারু-এলবাম, হ্যাট্র-কার্ব্ব, পেট্রল, ফস্, সিপিয়া।

পর্য্যায়ক্রমে স্পর্শাধিক্যতা এবং স্পর্শ লোপ—আর্সে।

পর্য্যায়ক্রমে হাঁপানি এবং কুষ্ঠ—সালফর।

আর্টিকেরিয়া সহ কুষ্ঠ—ক্রিয়োজোট।

ঘ্রাণশক্তির হ্রাস—হ্লাস্, সিপিয়া।

সঙ্গমের প্রবল ইচ্ছা—ফস্।

পীড়া সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক—অরম।

স্থান—

মুখমণ্ডল—এনাকার্ডি, এলুমিনা, গ্রাফা, ন্যাট্র-কার্ব্ব, পেট্র, ফস্, সিপিয়া।

নাসিকা—আর্সে, আর্স-আইওড, অরম্, উরালী।

কর্ণ—গ্রাফা।

বগল—সিপিয়া।

গণ্ডস্থল—আর্সে।

বাহু—এনাকার্ডি, ন্যাট্র-কার্ব্ব, ফস্।

হস্তাঙ্গুলী—আর্স।

পদাঙ্গুলী—আর্স।

নাভিস্থল—আর্সে।

উরু—ন্যাট্র-কার্ব্ব।

পদতল—এলুমিনা, আর্সে, গ্রাফা।

লিঙ্গাগ্র চর্ম্ম—সিপিয়া।

নিতম্ব—গ্রাফা, ফস্, সিপিয়া।

পদ—ন্যাট্র-কার্ব্ব।

কাণ্ড—ফস্, সিপিয়া।

স্ক্রফিউলা।

কানপাকা—ইথুজা, ব্রোমিয়ম্, আইওডিয়ম্, নাইকো, নাই-এসিড, হ্লাস, সাইলি, স্পঞ্জিয়া, সালফর।

কর্ণ হইতে হলুদবর্ণ পূয স্রাব—ইথুজা।

„ „ হাজাকর পূযস্রাব—নাইকো।

কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূঁযস্রাব—এসাফিটিডা, গ্রাফা, সোরিণাম, সাইলি, টেলিউরিয়াম্, হিপার, লাইকো।

" " **ঘন পূঁয স্রাব**—এসাফিটিডা, ক্যাল-সলফ, পালস্।

" " **পাতলা হাজাকর পূঁযস্রাব**—আর্সে, আর্স-আইওড।

" " **দুর্গন্ধ রক্তমিশ্রিত পূঁযস্রাব**—হিপার, ক্রোটে।

নাসিকার ক্ষত—অরম্।

মস্তক বৃহৎ—মার্ক, সাইলি, সালফর।

ব্রহ্মরন্ধ্র খোলা—ক্যাল্কে, মার্ক।

শিশুর বিলম্বে দাঁত উঠে—ক্যাল্কে, ক্যাল-ফস্, মার্ক, সাইলি।

শিশুর হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব হয়—চায়না, সিনা, ফেরম্, বেল, ক্যাল্কে।

শিশুর মাথার হাড় পাতলা—ক্যাল-ফস্।

শিশু সর্ব্বদাই খাই খাই করে—সিনা, আইওড, সাইলি, স্পঞ্জিয়া, সালফর।

শিশু মিষ্টি খাইতে ভালবাসে—আর্জ্জে-নাই, স্যাচারাম, ক্যালকে- ফস্।

শিশু গণ্ডমালা গ্রস্থ—ক্যাল্কে, স্যাচারাম্, ন্যাট্র-ফস, নাই-এসিড্, সাইলি, স্পঞ্জিয়া, সালফর, থিরিডিয়ন্।

শিশুর পেট মোটা (Pot bellied)—আর্সে-নেটা, ব্যারা-কার্ব্ব, বেল, ক্যাল্কে, সিনা, লাইকো, হ্রাস, সাইলি, সালফর।

গ্লাণ্ডের স্ফীতি—ইথুজা, আর্স-মেটা, এসাফিটিডা, অরম্, ব্যারা, ব্রোমিয়ম, চিমাফিলা, গ্রাফা, আইওড, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রম্-কার্ব্ব, পেট্র, ফাইটো, হ্রাস, স্পঞ্জিয়া, সোরি, সালফর!

সর্দ্দিলাগার স্বভাব—আর্স-আইওড, লাইকো, হ্রাস।

শরীরে শল্কযুক্ত ইরাপসন্—আর্স-মেটা।

টনসিল প্রদাহ—অরম, ব্রোমিয়ন্, মার্ক, ফাইটো।

ক্রিমির জন্য পাছায় সুড় সুড়ি—ব্যারাইটা, সিনা, ইগ্নেসিয়া।

অণ্ডকোষ ছোট হইয়া যায়—আইওডিয়াম।

স্তন হ্রাস প্রাপ্ত হয়—আইওডিয়াম্।
যকৃতের বিবৃদ্ধি—ম্যাগ-মুর, ক্যালকে।
ঘর্ম্ম (রাত্রে মস্তকে)—হিপার।
„ (মস্তকে দুর্গন্ধ তৈলাক্ত ঘর্ম্ম)—মার্ক।

ক্যানসার।

প্রকৃতি—

কঠিন অর্ব্বুদ—বেল, বিউফো, হাইড্রাস্।
অদৃশ্য ক্যানসার—বিউফো।
কলয়েড ক্যানসার, যাহা হইতে আঠার মত রস নির্গত হয়—কার্ব্বি-এনি।
কৃষ্ণ কর্কট রোগ—ল্যাকে।
শিরিষবৎ স্রাবযুক্ত ক্যানসার—ল্যাকে।
মস্তিস্কের ন্যায় কোমল ক্যানসার—ল্যাকে।
ফুল কপির ন্যায় উদ্ভেদ—থুজা।
এপিথেলিওমা, প্রথমে কঠিন হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া পরে নরম হইয়া যায়—থুজা।
অত্যন্ত রক্তস্রাবের স্বভাবযুক্ত পীড়া—ক্রটালুস্।

বেদনা—

তীব্র জ্বালাকর বেদনা—আর্স।
বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়—বেল।
স্তন হইতে বগল পর্য্যন্ত সূচ্ ফুটান বেদনা—ব্রোমিয়ম।
পাকস্থলীতে নখাঘাত ও আঁকড়িয়া ধরার ন্যায় বেদনা—কার্ব্বি-এনি, চেলিডো।
যোনি কপাট ও উরুতে বেদনা—কিউরেয়ার।
জড়ায়ুতে তীর বিদ্ধবৎ বেদনা—কিউরেয়ার।
বেদনায় রোগিণী কাঁদে এবং বেড়াইয়া বেড়ায়—লাইকো।

পৃষ্ঠ হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত ঠেলা মারা বেদনা—স্পাইজে।
পাকস্থলী ও তল পেটে জ্বালাযুক্ত উগ্র বেদনা—এসে-এসিড।
বংশীবাদকদের ওষ্ঠের ক্যানসার—কোনিয়াম।
থেতলাইয়া যাওয়া অংবা পেষিত হওযার মন্দফলহেতু ক্যানসার—কোনিয়াম।

বমন—

আহারের পর রক্তবমন—এসে-এসিড।
বমন—বিস্মাথ, আইওড।
পিত্ত, পূঁয এবং চাপ চাপ রক্ত বমন—লাইকো।
রক্তবমন—মেজেরি, ফস্, লাইকো, এসে-এসিড।
অত্যধিক বমনোদ্রেক—মেজেরি।
টক্ গন্ধ, শ্লেষ্মা এবং জ্বালাকর বমন—নক্স-ভমিকা।
সামান্য জলপান এবং আহারের পর বমন—ফস্।
আহারের পর অত্যধিক বমন—আইওডিয়াম।
জল সহ দুগ্ধ ব্যতীত আর যাহা খায় তাহা বমি হইয়া যায়—হাইডাস্টীস্।

মূত্র—

প্রচুর মূত্র—এসে-এসিড।
মূত্র যন্ত্রের অস্বাভাবিক উপদাহ—এপিস্।
মূত্রে অশ্ব মূত্রের গন্ধ—নাই-এসিড, ন্যাট্র-কার্ব্ব, সিপিয়া।

গ্লাণ্ড—

বগলের গ্লাণ্ড স্ফীত—অষ্টারিয়স্, কোনিয়াম্।
বগলের গ্লাণ্ড শক্ত কার্ব্ব-এনি।
বাম বগলের গ্লাণ্ড স্ফীত—আর্স-আইওড।
গ্লাণ্ডের স্ফীতি—বেল, ব্রোমিয়াম।
স্ত্রীলোকের স্তনে গাঁইট গাঁইট শক্ত গ্লাণ্ড সমূহ—ক্যাল-ফ্লোর।

জিহ্বা—

রক্তশূণ্য ও লোলিত—এসে-এসিড।

ফুলা এবং শক্ত—অরম।

স্তন—

স্তনের বোটা ডুবিয়া যায়—অষ্টারিয়স, কণ্ডুর‍্যাঙ্গ।

স্তনের চতুর্দ্দিকের চামড়া মসৃন হইয়া স্তনের সঙ্গে আঁটিয়া যায়—অষ্টারিয়স্।

স্তন ঝুলিয়া পড়া—আইওডিয়াম।

স্তন ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া—আইওডিয়াম।

স্তনের পুরাতন ক্যানসারের শুষ্ক দাগের উপর নূতন ক্যানসারের উৎপত্তি—গ্রাফা।

জড়ায়ূ—

জড়ায়ূর কাঠিন্য এবং নির্গমণ—অরম্।

মনে হয় যেন জড়ায়ু স্ফীত হইতেছে—বিউফো।

প্রত্যেকবার মলত্যাগের সময় জড়ায়ু হইতে রক্তস্রাব—আইওডিয়াম্।

ঋতুস্রাবের সময় সর্ব্বদাই শীত শীত ভাব—ক্রিয়োজোট।

মনে হয় যেন ভগপথ দিয়া সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে—নাই-এসিড্।

নিয়মিত সময়ের মধ্যভাগে রক্তস্রাব এবং বারংবার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হওয়ার আতিশয্য—সাইলি।

অন্যান্য উপসর্গ—

গাত্রচর্ম্ম দেখিতে মোমবৎ—এসে-এসিড্।

সর্ব্বদাই আত্মহত্যার ইচ্ছা—অরম্।

চোয়ালের হাড় ফুলা এবং শক্ত—ক্যাল ফ্লোর।

অণ্ডকোষ শক্ত—ক্লেমেটিস্।

মুখে পচাক্ষত, উহা হইতে রক্ত ও লালা স্রাব—ক্রটালুস্।

ওষ্ঠ উলটান—কণ্ডুর‍্যাঙ্গ।

মুখের কোণ ফাটা—কণ্ডুর‍্যাঙ্গ।

চিবুকে ঢেলার আকৃতি—কণ্ডুর‍্যাঙ্গ।

ক্যানসারের স্রাবে দুর্গন্ধ—ইউকেলিপ্টাস্।

যোনির চুলকানি—ইলাপস্ (Elaps)।

চর্ম্ম বিচিত্র, কোঁচকান এবং শরীরের সঙ্গে আঁটা—হাইড্রাস্।

যোনিদ্বয় স্ফীত এবং উহা হইতে প্রচুর স্রাব—আর্স-আইওড।

প্লীহা এবং যকৃতের বৃদ্ধি—আর্স-আইওড।

জ্বর—আর্স-আইওড্।

নিশাঘর্ম্ম—আর্স-আইওড।

মুখের ঘায় চিবুক ছিদ্র হইয়া যায়—ক্যালি-মুর।

বিছানা হইতে উঠিলে মূর্চ্ছা—ক্রিয়োজোট।

পীড়িতস্থানে অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ—সাইলি।

স্থান—

নাসিকার ক্যানসার—অরম্, আর্সে, অরম-আর্স, ক্রিয়োজোট, কার্ব্ব-এনি, ক্যালকে, ক্যালি-সলফ, মার্ক, সিপিয়া, সাইলি, সালফর, থুজা।

নাসিকার বামত্বকের বহির্দ্দিকের ক্যানসার—কণ্ডুর্যাঙ্গ।

কপালের ক্যানসার—কার্ব্ব-এনি, নক্স-ভমিকা।

জিহ্বার রক্তস্রাবী ক্যানসার—ক্রটালুস্।

জিহ্বার ক্যানসার—কণ্ডুর্যাঙ্গ, ক্যালি-সিয়ানেটার, মিউরিয়েটিক-এসিড, নাই-এসিড, ফাইটো, সিপিয়া, সালফর।

জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বে ক্যানসারের ন্যায় ক্ষত—সাইলি।

জিহ্বার উপত্বকের ক্যানসার—আর্সে।

চক্ষের ক্যানসার—আর্সে, বেল, ক্যালকে, কোনি, লরোসে, লাইকো, সিপিয়া, সাইলি।

চক্ষের নিচের পাতার বহির্ত্বকের ক্যানসার—কণ্ডুর্যাঙ্গ।

ওষ্ঠের ক্যানসার—অরম্, কষ্টি, কোনি, কণ্ডুর্যাঙ্গ, ক্যালি-মুর, ফাইটো, সিপিয়া।

উপর ওষ্ঠের কঠিন অর্ব্বুদ—সাইলি।

নীচ ওষ্ঠের ক্যানসার—আর্সে, অরম্, কণ্ডুর্যাঙ্গ, ক্যালি-মুর, ক্যালি-সলফ্, ক্রিয়োজোট, লাইকো, সিপিয়া, সাইলি।

মুখমণ্ডলের ক্যানসার—আর্সে, সাইলি।

গলনলীর ক্যানসার—স্পাইজেলিয়া।

স্বরযন্ত্রের ক্যানসার—স্পাইজেলিয়া।

গণ্ডস্থলের ক্যানসার—কিউরেরার।

গণ্ডস্থলের ভিতর দিকের বেদনাযুক্ত আঁচিল অথবা আব—ষ্ট্যাফিসে।

স্তনের পীড়া—এপিস্, অস্টারিয়স্, আর্স, আর্সে-আইওড, অরম-মিউর, ব্যাডিয়াগা, ব্যারা, ব্রোমিয়ম্, বিউফো, কার্ব্ব-এনি, চিমাফিলা, ক্লেমে, কোনি, কণ্ডুর‍্যাঙ্গ, হিপার, ল্যাকে, ল্যাপিস্, লাইকো, ফস্, ফাইটো, ট্যারেণ্টুলা।

দক্ষিণ স্তনের শক্ত অর্ব্বুদ—ব্রোমিয়ম্।

বাম স্তনের পীড়া—আর্স-আইওড।

শরীরের চর্ম্মের ক্যানসার—ক্যালি-সলফ।

হাড়ের অদৃশ্য ক্যানসার—কোনিয়াম।

জরায়ুর ক্যানসার—আর্সে, বিউফো, ক্লেমে, ক্রোটালু, আইওড, ইল্যাপস্, ল্যাকে, ল্যাপিস্, মিউরেক্স, নাই-এসিড, ফস্, সাইলি, স্পাইজে।

ডিম্বাধারের পীড়াসহ স্তনের বোঁটা নিম্নগামী—এপিস্।

ডিম্বকোষের পীড়া—গ্রাফা।

গুহ্যদ্বারে ক্যানসার—এলিউমেন, কণ্ডুর‍্যাঙ্গ, হাইড্রাস্, সিপিয়া।

হৃদ প্রকোষ্ঠের ক্যানসার—লাইকো।

অণ্ডকোষের ক্যানসার—আর্স, অরম, বেল, কার্ব্ব-এনি, কোনি, ফস্, ফাইটো, সাইলি, সালফর, থুজা।

পাকস্থলীর ক্যানসার—এসে-এসিড, আর্সে, অরম, বিসমাথ, কোনি, ক্রটালুস্, কণ্ডুর‍্যাঙ্গ, হাইড্রাস্, ল্যাকে, মেজে।

দন্তমূলের মাংসাঙ্কুর অথবা বেদনাযুক্ত অর্ব্বুদ—ষ্ট্যাফি।

পাকাশয়ের নিম্নদিকের মুখের ক্যানসার—এসে-এসিড, স্পাইজে।

শরীরের যে কোনও স্থানের শক্ত অর্ব্বুদ—জিঙ্ক।

বৃদ্ধি—

রাত্রে—আর্সে।

তাপ প্রয়োগে—সিকেলি, আইওড।

খালিপেটে—ল্যাকে।

ঠাণ্ডা পানীয় সেবনে—আর্সে।

মধ্য রাত্রের পর—নাই-এসিড।

স্ত্রীলোকের রজঃ নিবৃত্তি সময়—ল্যাকে।

শুক্ল পক্ষে—ক্লেমে।

হ্রাস—

গরম পানীয় সেবনে—আর্সে।

আহারে—ল্যাকে।

খুস্কী।

ময়দার ভুষির ন্যায়—আর্সে, ক্যালকে।

বড় বড় আঁইসের ন্যায়—ক্যান্থা।

সাদা আঁইস যুক্ত—ক্যালি-মিউর, ন্যাট্রম-মিউর, থুজা।

হলুদ আঁইস যুক্ত—ক্যালি-সলফ্।

মস্তকে স্পর্শানুভব—আর্সে, ব্যাডি, ব্রায়ো, ন্যাট্র-মিউর।

মাথা ঘোরা—ব্যাডি।

কণ্ডুয়ন—গ্রাফা, ক্যালি-মিউর, মেজে, ফস্, ষ্ট্যাফি।

কেশ পতন—আর্সে, এলিয়াম, ন্যাটাইবা, ক্যান্থা, ক্যালি-সলফ্, মেজে, ফস্, সিপি, থুজা।

চুল স্পর্শ করিলেই পড়িয়া যায়—ন্যাট্র-মুর।

দাড়ির চুল স্পর্শ করিলেই পড়িয়া যায়—ন্যাট্র-মুর।

মস্তকের উপরিভাগের এবং দুইধারের চুল সাদা হইয়া যায়—গ্রাফা।

দাড়ির খুসকি—ক্যালকে।

কপাল কর্ণ এবং গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তারিত খুসকি—আর্সে।

পীড়িত স্থান হইতে রক্তস্রাব—নক্স-ভমিকা।

রক্তস্রাবী পাকুই—পেট্র।

পীড়িত স্থানে জ্বালা এবং কণ্ডুয়ন—এগারিকস্, নক্স-ভমিকা, পেট্র, হ্রাস।

হস্তের পীড়ায় অসহ্য চুলকানি—জিঙ্কাম্।

প্রত্যেক শীত ঋতুতে রোগের পুনঃ প্রকাশ—নক্স-মশ্চাটা।

হস্তের তালু এবং অঙ্গুলীতে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ—র‍্যানান।

পদাঙ্গুলীর মধ্যে ফোস্কা—প্লাম্বাম্।

চুল উঠা।

চুল উঠা—কার্ব্ব-ভেজ্, চায়না, কলচিকাম, ক্লোরিক-এসিড, গ্রাফা, পেট্র, সেলেনিয়ম্, ষ্ট্যাফি, সালফর, থুজা।

-টাক পড়া—ক্লোরিক-এসিড।

চক্ষের পাতার চুল পড়িয়া যায়—এলো

চক্ষের ভ্রু উঠিয়া যায়—হেলিবোরাস্, সেলেনিয়ম্।

অল্প বয়স্ক ব্যক্তির মস্তকের মধ্য স্থানে টাক পড়া—ব্যারাইটা-কার্ব্ব।

অল্প বয়সে চুল পাকা—আর্সে, লাইকো, ফস্-এসিড,সাইলি, স্থাট্র-মুর।

চুলের গোড়া সাদা হইয়া যায়—ফস্।

কোনও স্থানের চুল পড়িয়া গিয়া তথায় সাদা চুল গজান—ভিন্‌কা-মাইনর।

চুল সাদা হওয়ার স্বভাবগ্রস্থ—গ্রাফা, লাইকো, ফস্-এসিড, সালফিউরিক্-এসিড।

গোছে গোছে চুল উঠা—এলোজ, ফস্।

মাথার স্থানে স্থানে টাক পড়া—আর্সে, হিপার, ফস্।

চুল খাড়া হইয়া থাকা—একন্, ক্যাম্ফা, নরোসে, হ্রাস, মেনিএনথাস্, ভেরে-এলবাম্, জিঙ্ক।

জট পাকান—এন্টি-ক্রুড, উষ্টিল্যাগো (ustilago), ভিন্‌কা, ভাওলা-ট্রি।

চুল চিড়িয়া যাওয়া—থুজা।

চুল শক্ত হওয়া (Stiff)—সেলেনিয়াম্।

চুলে গাঁইট পড়া বা জড়াইয়া যাওয়া—লাইকো, মেডোরি, ন্যাট্র-মি।

সমস্ত শরীরে অতিরিক্ত চুল হওয়া—আইয়ো।

স্থান—

দাড়ির চুল উঠা—ক্যাল্কে, গ্রাফা, ন্যাট্র-মিউর, প্লাম্বাম্, সেলেনিয়ম্, ক্যালি-কার্ব্ব।

গোঁফ পড়িয়া যাওয়া—ক্যালি-কার্ব্ব, ন্যাট্র-মিউর, প্লাম্বাম্, সেলেনিয়ম্।

জননেন্দ্রিয়ের চুল উঠিয়া যায়—হেলিবোরাস্, ন্যাট্র-কার্ব্ব, ন্যাট্র-মিউর, হ্রাস, সাইলি, সেলেনিয়ম্।

মস্তকের ধারের চুল উঠা—গ্রাফা।

কপালের চুল উঠা—আর্সে, ন্যাট্রম্-মিউর, ফস্।

মস্তকের চূড়ার অথবা মুর্দ্ধাদেশের চুল উঠা—ব্যারা, গ্রাফা, লাইকো, সিপি, জিঙ্ক।

মস্তকের পশ্চাৎদিকের চুল উঠা—কার্ব্ব-ভেজ, পেট্রল, ফস্, সাইলি।

কপালের দুই পার্শ্বের (temple) চুল উঠা—ক্যালকে, ক্যালি-কার্ব্ব, লাইকো, ন্যাট্র-মিউর।

কারণ—

অত্যন্ত শোক হেতু চুল পাকা—ফস্-এসিড।

আঁচড়াইবার সময় চুল উঠা—ক্যালকে, ক্যাম্ফা, ন্যাট্র-মিউর, সেলেনিয়ম্।

সামান্য টানিলেই চুল উঠিয়া যায় উহাতে কোনও যন্ত্রণা হয় না—ষ্ট্যাফি।

সর্ব্বদা ঘর্ম্ম হেতু চুল উঠা—মার্ক।

খুসকী হেতু চুল উঠা—এনন্-মিউর, ক্যালি-কার্ব্ব।

স্নায়বিক অথবা **হিষ্টিরিয়া জড়িত শিরঃ পীড়া হেতু চুল উঠা**—এণ্টি-ক্রুড, বিউফো, ক্যালকে, ম্যানসিনেলা (mancinella), নাই-এসিড, ফস্, হিপার, সিপিয়া, সাইলি, সালফর।

স্নায়বিক পীড়া হেতু চুলউঠা—এণ্টি-ক্রুড, ক্যালি-কার্ব্ব, ফস্-এসিড।

উপদংশহেতু চুলউঠা—অরম্, ফ্লোরিক-এসিড, সারসা, থুজা।

বহুকালব্যাপি শোকহেতু চুলউঠা—ইগ্নে, ল্যাকে, ফস্-এসিড, ষ্ট্যাফি, সেলেনিয়াম্।

আতুর ঘরে প্রসূতি অবস্থায় এবং **সন্তান প্রসবের পর চুল উঠা**—ক্যালকে, ক্যাম্ফা, কার্ব্ব-ভেজ, লাইকো, ন্যাট্র-মুর, সালফর।

উৎকট পীড়া ভোগের পর চুল উঠা—চায়না, ফেরম্, ক্যালকে, কার্ব্ব-ভেজ, হিপার, লাইকো, ম্যানসিনেলা (mancinella), সাইলি।

শিরঃপীড়া হেতু চুলউঠা—হিপার, হাইপারিকম, ম্যানসিনেলা (mancinella), সিপিয়া।

পারদ অপব্যবহারের পর—সারসা।

মস্তক চুলকাইলে চুলউঠা (ইরাপসন্ বসিয়া যাওয়া হেতু)—গ্রাফা, লাইকো, সাইলি, সালফর।

মাথায় খুস্কী জন্মা—এমন-মিউর, আর্স, ক্যাম্ফা, ক্যালি-কার্ব্ব, পেট্র, ফস্, ষ্ট্যাফি, থুজা।

মস্তকে আঁইস জন্মা হেতু—ক্যালকে, গ্রাফা, ম্যাগ্নে, ষ্ট্যাফি।

মাথার অত্যন্ত চুলকানি হেতু—এমন-মিউর, পেট্র, সেলেনিয়ম্, সালফর, ভিনকা।

চুল পাকিয়া উঠিয়া যাওয়ার স্বভাব হেতু—গ্রাফা, লাইকো, ফস্-এসিড, সলফ্-এসিড।

মস্তকে স্পর্শানুভব হেতু—আর্স, ব্যারা, ক্যালকে, কার্ব্ব-ভেজ, চায়না, হিপার, ন্যাট্র-মিউর, সাইলি, সারসা।

ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের মস্তকে এবং জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডুয়ণ হেতু চুলউঠা—সাইলি।

জলে বসন্ত।

~~জোষ্টার~~ ।

জ্বর—একোন।

শিরঃপীড়া ও গলা বেদনা—বেল।

গ্রীবার গ্লাণ্ড স্ফীতি—বেল, কার্ব্ব-ভেজ, মার্ক।

কুন্থন অথবা মূত্র কৃচ্ছ্রতা—ক্যান্থা, কোনি, মার্ক।

গুটিকা বাহির হইতে বিলম্ব—এপিস্, ব্রায়ো।

চক্ষের পাতা ফুলা—এপিস্, হ্রাস।

গুটিকা জলপূর্ণ শরীরে ব্যাথা—হ্রাস।

গুটিকা গুলি চুলকাইলে—এপিস্।

গুটিকা পাকিবার উপক্রম হইলে—মার্ক-সল, এণ্টি-টার্ট।

গলার ভিতর বেদনা ও শিরঃপীড়া—বেলেডোনা।

জোষ্টার।

শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের জোষ্টার—ক্যান্থা, আইরিস্, মার্ক।

শরীরের বাম দিকের জোষ্টার—গ্রাফা।

পৃষ্ঠদেশের জোষ্টার—সিস্টুস্।

পদের জোষ্টার—কমোক্লাডিয়া।

মেরুদণ্ড হইতে নাভি পর্য্যন্ত বড় বড় ফোস্কা—গ্রাফা।

নিউর্য্যালজিয়া—একন্, আর্সে, আইরিস্, ক্যালমিয়া, মেজে, প্রুণাস্, জিঙ্ক।

ঋতুস্রাবের পূর্ব্ববর্ত্তী পীড়া—গ্রাফা।

পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু জোষ্টার—আইরিস্।

অন্য কোন রোগ ভোগ কালীন্ জোষ্টার—ন্যাট্র-মূর।

গ্লাণ্ডের স্ফীতি—ডালকা।

বৃদ্ধদের পীড়া—মেজে।

স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—সিস্টুস্, মেজে।

জ্বরের সঙ্গে নিউর্য্যালজিয়া—একন্।

ষ্ট্রফিউলাস্।

শিশু ঘুমের মধ্যে চমকিয়া উঠে—এনন-কার্ব্ব।
শিশুর গ্লাণ্ড ফুলা—ক্যালকে।
শিশুর দাঁত উঠার সময়ের পীড়া—ক্যালকে।
পীড়কা চুল্‌কানি যুক্ত—লাইকো, নাই-এসিড।
শিশু অত্যন্ত বিরক্ত চিত্ত - ক্যামো।

নখের পীড়া নিচয়।

পদাঙ্গুলীর নখ ভিতরে প্রবেশ করা—কলচিকাম, গ্রাফা, ক্যাল্বি-কার্ব্ব, ন্যাট্রম-মিউর, ফস্, সাইলি, থুজা।
পদাঙ্গুলীর ক্ষত সংযুক্ত কুনি—টিউক্রি।
পদাঙ্গুলীতে হুলকুটান অথবা তীর বিদ্ধবৎ বেদনা—ক্যাল-ফস্।
নখ ভঙ্গ প্রবণ—এলুমিনা, ডাইওস্, গ্রাফা, মার্ক, সিপি, সাইলি, থুজা।
নখের বিকৃতি—এলুমিনা, গ্রাফা, স্যাবা, সাইলি, সালফর।
নখ পুরু—এলুমিনা, এন্টি-ক্রুড্, গ্রাফা, স্যাবা।
হস্তাঙ্গুলীর নখগুলি কাদাকার—থুজা।
নখের অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি—এন্টি-ক্রুড্।
চেড়া নখ—এন্টি-ক্রুড।
নখ ফাটা—এন্টি-ক্রুড।
নখ তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত হয়—ক্লোরিক-এসিড।
নখের বিবৃদ্ধি—গ্রাফা।
নখের বর্ণের বিকৃতি—আর্স, গ্রাফা, মিউরিয়েটিক-এসিড, নাই এসিড, সিপিয়া, সালফর।
নখের উপর সাদা দাগ সমূহ—নাই-এসিড, সাইলি।
নখ সহজে পড়িয়া যায়—আর্স, হেলিবোরাস্, স্কুইলা, মার্ক, সিপিয়া, থুজা।
হ্যাং নেইলস্ (hang nails)—ক্যালকে, লাইকো, ন্যাট্র-মুর, রাস্ সালফর, স্যাবা, ষ্ট্রামো।

নখের চটা উঠিয়া যাওয়া—এলুমিনা, গ্রাফা, মার্ক, স্যাবা, সাইলি, সালফর।

নখের বেদনা—কষ্টি, গ্রাফা, হিপার, মার্ক, নাই-এসিড, সাইলি, সালফর।

সমস্ত অঙ্গুলীর নখের নীচে পূয জন্মা—স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

হস্তাঙ্গুলীর নখ চিড়া অবস্থায় জন্মে—এণ্টি-ক্রুড।

নীলবর্ণ ধারণ করা—নক্স-ভমিকা, ভেরে-এল।

ভঙ্গ প্রবন—লেপ্টেণ্ড্রা, সেনোসিও।

ভাঙ্গিয়া যাওয়া—ক্লোরিক-এসিড্, গ্রাফা।

তীক্ষ্ণ—পেট্রল, সারসা।

বর্ণ বিকৃতি—থুজা।

বিকটাকার হওয়া—এন্টি-ক্রুড্, গ্রাফা, সাইলি, সিফিলিনাম্, থুজা।

পড়িয়া যাওয়া—গ্রাফা, স্কুইলা, সাইলি।

ক্ষয় হওয়া—এলুমিনা, বার্ব্বেরিস্, ল্যাকে, ল্যাপ্পা।

যেন আলগা হইয়াছে—এপো, পাইরো, উষ্টিল্যাগো (ustilago)।

নরম হওয়া—থুজা।

দাগ পড়া—নাই-এসিড্।

পাতলা হওয়া—লেপ্টেণ্ড্রা।

ক্ষত হওয়া—সাইলি।

হলুদ বর্ণ ধারণ করা—কোনি, সিপিয়া, সাইলি।

ভিতরে প্রবেশ করা—ম্যাগ্-ফস্, মেরাম্-ভেরাম্ (Marum-Verum)।

আলযুক্ত (ribbed)—ক্লোরিক-এ, থুজা।

ছাল খসিয়া পড়া এলুমিনা।

দদ্রু।

মস্তকের—আর্সে।

গ্রীবার—কষ্টি।

মুখমণ্ডলের—ক্যালি-হাইড্রো।

সর্ব্ব শরীরের—ফস্।
মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের—ব্যারা।
উপস্থের (পুং)—ডাল্কা।
দদ্রু হেতু চুল পড়িয়া যায়—আর্সে।
শিশুর গ্রাণ্ডের স্ফীতি সহ দদ্রু—ব্যারা।
হলুদবর্ণ আঁইসযুক্ত ইরাপসন্—ব্যারা।
আঁইসযুক্ত দদ্রু—সিপিয়া।
রসস্রাবী দদ্রু—কোনি।
কণ্ডুয়ণশীল দদ্রু—কষ্টি, ক্যাল্কে, ডালকা, ক্যালি-হাইড্রো।
অঙ্গুরীর আকৃতি বিশিষ্ট দদ্রু—টেলুরিয়ম্।
পীড়িত স্থানে ঘর্ম্ম—টেলু।
ধৌত করার পর চুলকানি—ক্লেমেটিস্।
সর্ব্ব শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে গোলাকার, স্রাবহীন দদ্রু—ফস্, ক্যাল-কার্ব্ব, ক্যালি-কার্ব্ব, সালফর।
স্রাব বিশিষ্ট দদ্রু—ক্রিয়ো, লিডাম্, ক্যালি-কার্ব্ব, মার্ক।
দদ্রু পীড়কা লুপ্ত হওয়ায় স্নায়ুশূল—ক্যাক্টুস্।
দদ্রু পীড়কা লুপ্ত হওয়ায় বুক ধড়ফরানি (Palpitaton of the heauf—আর্সে
মুখের চতুর্দ্দিকের দদ্রু এবং অধরের উপর ফোস্কা—প্যারিস্ কুয়াড্রি (Paris quadrifolia).
সামান্য দদ্রু—হ্রাস।
মস্তক ও মুখমণ্ডলের দদ্রু—ডালক্যামেরা।
শিশুদের দদ্রু—ব্যাসিলিনাম।
নাসারন্ধ্রের চতুর্দ্দিকে ও ওষ্ঠে কঠিন আবরণযুক্ত দদ্রু পীড়কা—অরম মেটা।

পাঁচড়া।

অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য পীড়া—আর্সে, সোরিণাম।
কণ্ডুয়ন ও জ্বালাযুক্ত পীড়া—আর্সে, ক্রোটন, সালফর।
অসাড়ে মূত্রত্যাগ—কষ্টি।

পূঁযপূর্ণ চটাপড়া বড় বড় পাঁচড়া—হিপার, মার্ক।
শরীরে কণ্টকবিদ্ধবৎ যাতনা ও চুলকানি—লোবেলিয়া।
একজিমার সঙ্গে পাঁচড়া—মার্ক।
প্রতিবৎসর বসন্তকালের পীড়া—সাল্‌ফিউরিক-এসিড।
সমস্ত শরীরের শুষ্কভাবাপন্ন খুজলী—কার্ব্ব-ভেজ।
পারদের অপব্যবহারের পর—কার্ব্ব-ভেজ, হিপার।
গন্ধক এবং পারদ ব্যবহারে ইরাপসন্ দাবানের পর—কষ্টি।
সালফর অপব্যবহারের পর—সিপিয়া।
কোনও বাহ্যপ্রয়োগে ইরাপসন্ লুপ্ত হইয়া অন্য পীড়ার সৃষ্টি—সালফর।
গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি—সালফর।
জানু সন্ধির ভাঁজের মধ্যের পীড়া—আর্সে।
কনুইয়ের ভিতর দিকের পাঁচড়া—মার্ক, সোরি।
হাতের কব্জীর চতুর্দ্দিকের পীড়া—সোরি।
অণ্ডকোষের পীড়া—ক্রোটন।

বৃদ্ধি—

গায়ের কাপড় ছাড়িলে অসহ্য চুলকানি—কার্ব্ব-ভেজ।
সন্ধ্যার পর—সিপিয়া।
বিছানার গরমে বৃদ্ধি—মার্ক, সালফর।

হ্রাস—

তাপ প্রয়োগে উপশম—আর্সে।

পারপিউরা।

শরীরে বেগুনি বর্ণের দাগ সমূহ—ব্যাপ্টে, ক্রোরাল, চায়না, সিকেল।
শরীরের স্থানে স্থানে দাহযুক্ত বেগুনি দাগ সমূহ—আর্সে।
শরীরে মলিন রক্ত পূর্ণ পীড়কা—সিকেল।
বাহুতে চেতনা বিহীন রক্তবর্ণ দাগ—ব্রায়ো।
অঙ্গুলীর উপরিভাগে কালশিরা দাগ—ককোয়া।

চর্ম্মের নীচে কালশিরা দাগ—ককোয়া।

সম্মুখ বাহুতে নীলবর্ণ দাগ সমূহ—সালফিউরিক্-এসিড।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—ব্রায়ো, চিনি-সলফ্, হ্যামা, টেরিবিন্থিনা।

শরীরের সমস্ত দ্বার হইতে রক্তস্রাব—ক্রোটা, ইরিজিরন, ফস্, সিকেল, সলফ-এসিড।

শরীরের সমস্ত দ্বার দিয়া কালরক্ত চুয়াইয়া বাহির হয়, উহা জমাট বান্ধেনা—ক্রোটা।

দাঁতের মাঢ়ি হইতে রক্তস্রাব—বস-ভেন্।

রক্তবাহু—চিনিনম্-সলফ্।

রক্তময় মূত্র—টেরিবিনথিনা।

স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পরে আঁতুর ঘরের পীড়া—আর্নিকা।

মূত্রাশয়ের পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—বার্কেরিস।

হাম রোগ ভোগ করার সময় পীড়া—ব্রায়ো।

জণ্ডিস সহ পীড়া—চায়না।

বৃক্কের পীড়া সহ পীড়া—টেরিবিন্।

বৃদ্ধ বয়সের রক্তের গুনের বৈলক্ষণ্য বশতঃ রক্তস্রাব—হ্যামা।

স্ত্রীলোকের রজোনিবৃত্তি কালের পীড়া—ল্যাকে।

নিয়মিত সময়ে পীড়ার উৎপত্তি—চায়না, চিনি-সলফ্।

বৃদ্ধদের পীড়া—আর্স, ব্যারা, ব্রায়ো, কোনি, ল্যাকে, ওপিয়াম্, হ্রাস্, সিকেল।

বিছানায় উঠিয়া বসিলে বমি আসে ও মূর্চ্ছাযায়—ব্রায়ো।

দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম বিশেষতঃ রাত্রে—চায়না।

জিহ্বায় ফোস্কা—ক্লোরাল।

চক্ষের পাতা পড়িয়া যায়—ক্লোরাল।

শরীরের কম্পসহ দুর্ব্বলতা—ক্রোটা।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে পদের গুল্‌ফদেশ স্ফীত—হ্রাস-টক্স।

শরীরে তড়িতের ন্যায় আঘাত অনুভব—ভেরে-ভিরিডি।

বৃদ্ধি—

শীত ঋতুতে—ক্লোরাল।

মদ্য পানে—ক্লোরাল।

পেম্ফাইগাস্।

পেম্ফাইগাস্ ফলিয়েসিস্—আর্সে, চিনি-আর্সে, ল্যাকে, লাইকো, ফস্, সিপি, থুজা।

পেম্ফাইগাস্ নেওনাটোরাম্—একন্, বেল, ব্রায়ো, ক্যালকে ক্যাম, ডাল্কা, মার্ক, সোরি, হ্রাস, রুফিউলেরিয়া-নোড, সালফর।

প্রকৃতি—

কণ্ডুয়ণযুক্ত পীড়া—এমন-মিউর, এনাকার্ডি, ক্যাল্থা-প্যালুস্ট্রিস (Caltha Palustris), ক্যালি-কার্ব্ব, হ্রাস্।

জ্বালাযুক্ত পীড়া—আর্সে, ক্যান্থা, ক্লেমে, ডালকা, ক্যালি-কার্ব্ব, হ্রাস।

দুর্গন্ধ রসক্ষরণযুক্ত ফোস্কা—কোপাইবা, চায়না, র‍্যানান-বাল্ব।

পূঁযপূর্ণ রসযুক্ত ফোস্কা—ন্যাট্র-কার্ব্ব।

হাজাকর হল্‌দে রসযুক্ত ফোস্কা—ক্লেমে, চায়না।

জলবৎ রসযুক্ত ফোস্কা—চায়না, ন্যাট্র-মুর, হ্রাস।

দুগ্ধবৎ রসযুক্ত ফোস্কা—হ্রাস।

কাল রক্তপূর্ণ ফোস্কা—ক্রোটা।

রসযুক্ত কসানি পূর্ণ ভেসিকল—টার্টার-এমেটিক।

ইরিসিপেলাসের প্রদাহযুক্ত ফোস্কা—ক্যান্থা।

কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কা—আর্সে, চিনি-সল্ফ।

প্রসারণ শীল ফোস্কা—ক্যালি-কার্ব্ব, মার্ক।

কঠিন বেদনাযুক্ত ফোস্কা—ফস্।

একত্র সংলগ্ন ফোস্কা নিচয়—হ্রাস্।

বেদনা অথবা প্রদাহ শূন্য ফোস্কা—র‍্যাফিনাস্।

শুষ্ক হওয়ার স্বভাব যুক্ত পীড়া—থুজা।

পীড়িত স্থানে এত বেদনা যে রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে—বেল্।

বৃহৎ ফোস্কা—ক্যানথা-প্যালুসট্রিস্।

স্থান—

সমস্ত শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা—এনাকার্ডি।

সমস্ত শরীরে জলপূর্ণ ফোস্কা—ন্যাট্র-সল্ফ।

হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ফোস্কা—ফস্-এসিড্।

পদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগের ফোস্কা—ফস্-এসিড্।

হস্তাঙ্গুলীর ফোস্কা—র‍্যানান-বালব।

বুকের উপরস্থ জলপূর্ণ ফোস্কা—র‍্যাফেনাস।

কর্ণের চারিপার্শ্ব এবং মধ্যের ফোস্কা—স্ক্রফিউলেরিয়া-নোড।

হস্ত এবং বাহুর পীড়া · সিপিয়া।

দক্ষিণ স্কন্ধের মটরের আকার ফোস্কা—এমন-মিউর।

কারণ—

হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া পীড়া—ব্রায়ো।

প্রস্রাবের গোলযোগ হেতু—ক্যাম্ফ।

পারদের অপব্যবহারের মন্দফল হেতু—আইওডিয়াম।

উপদংশজ পেম্ফাইগাস্—মার্ক-কর।

অন্যান্য—

শিশুর গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি—কষ্টি।

পীড়া গ্যাংগ্রিণে পরিণত—আর্স, আইওড, ল্যাকে।

শরীর মোটাসোটা অথচ পা সরু—এমন-মিউর।

নবজাত শিশুর পীড়া—র‍্যানান-বালব।

অসাড়ে মূত্র ত্যাগ—কষ্টি।

প্রুরাইগো।

জ্বরভাব সহ—একন।

ছোঁয়াচে প্রকৃতির পীড়া—ক্লেমে।

পুরাতন পীড়া—আর্সে।
রক্তবর্ণ উন্নত ফুস্কুড়ী—রস-ভেন।
শরীরে ফুস্কুড়ী বিহীণ পীড়া—ডলিকস্।
চুলকানি একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়—বেল, ইগ্নে।
একজিমার সহিত প্রুরাইগো—মার্ক।
সর্ব্বদাই ঢেকুর উঠে এবং পেটফাঁপে—কার্ব্ব-ভেজ।
ন্যাবাসহ পীড়া—ডলিকস।
সাদাসাদা পীড়কা—বোরাক্স্।
চুলকানি সহ জ্বালা—আর্সে, বেল।
পিপাসা—একন্, আর্সে।
মুখক্ষত—মার্ক।
শিশু নিদ্রা যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া উঠে—বোরাক্স।

হ্রাস—

উত্তাপ প্রয়োগে—আর্সে।
গরমে—রুমেক্স্।

বৃদ্ধি—

রাত্রে—ডলিকস্, মার্ক।
সন্ধ্যায়—সালফর।
বিছানার গরমে—মার্ক, সালফর।

প্রুরাইটাস্।

গর্ভাবস্থায় পীড়া—এম্ব্রা, ক্যালেডিয়াম্, কলিন,সোনিয়া, ডলিকস্।
গর্ভস্রাবের পরবর্ত্তী—ক্যালেডিয়াম্।
ঋতুস্রাবের অনতিপূর্ব্বের পীড়া—গ্রাফা।
ঋতুস্রাবের পরবর্ত্তী পীড়া—লিলিয়াম্।
ঋতুস্রাবের সময়ের পীড়া—জিঙ্ক।
রজঃকৃচ্ছ্রতাহেতু—কলিন্, সোরি।
রজঃনিবৃত্তি কালের পীড়া—ক্যাম্ফ।

জণ্ডিস্ সহ পীড়া—ডলিকস্।

ম্যালেরিয়া জ্বরে যকৃতের অপকর্ম্যতাহেতু—ডলিকস্।

নববিবাহিত ব্যক্তিদের জননেন্দ্রিয়ের পীড়া তৎসহ বারংবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—ডলিকস্।

সাইকোসিস্ ধাতু—ন্যাট্র-মুর।

সিফিলিস্ ও সোরা ধাতু—নাই-এসিড।

অজীর্ণ রোগগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—আইওডিয়াম।

পুরাতন পীড়া—আর্স, মেজে, সালফর।

বৃদ্ধ বয়সের পীড়া—আর্স, পাল্‌স।

থাইসিস্ রোগীর পীড়া—সোরিণাম।

প্রাত্যহিক পীড়া—লাইকো, ন্যাট্র-মুর।

প্রত্যেক শীত ঋতুতে আক্রমণ—ডলিকস্।

হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা—জিঙ্ক।

হস্ত মৈথুনের পরবর্ত্তী পীড়া—ক্যাম্ফা।

মৈথুনের প্রবল ইচ্ছাসহ—ক্যাম্ফা, হাইড্রাস্।

যোনির কণ্ডুয়ণে হস্ত মৈথুনের প্রবল প্ররোচণা আনে—ক্যালেডিয়াম।

স্থান—

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—ইথুজা, এলুমেন, এলুমিনা, ক্যালেডিয়াম, ক্যাল্‌কে, কলিনসো, কোনি, ক্রোটন, ইউফরবিয়াম্, হ্যামা, হাইড্রাস্, ক্যালি-কার্ব্ব, সালফর, ষ্ট্যাফি।

গুহ্যদ্বার—এলো, এলুমিনা, এম্ব্রা, এনন-কার্ব্ব, এনাকার্ডি, কুপ্রম, ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-ভেজ, কষ্টি, গ্রাফা, ক্যালি-কার্ব্ব, লাইকো, নক্স-ভমিকা, ফস্, স্যাবাডিলা, সিপিয়া, সাইলি, প্লাইজে, সালফর, টিউক্রি।

পুরুষাঙ্গ—এলো, এন্টি-ক্রুড, কষ্টি, হিপার।

লিঙ্গাবরক চর্ম্ম—এলো, লাইকো, পাল্‌স্।

লিঙ্গমুণ্ড—এন্টি-ক্রুড, চেলিডো, ক্রোটন।

মস্তক—আর্জে-নেট্রা, ন্যাট্র-মুর।

চক্ষের পাতা—এলুমেন।

স্কন্ধ—এলুমেন, ক্যালকে।

বগল—আর্জে-নাই।

কপাল—ন্যাট্র-মুর।

গ্রীবা—ক্যালকে, ন্যাট্র-মুর।

বক্ষ—ক্যালকে, ন্যাট্র-মুর।

নাসিকার অগ্রভাগ—কষ্টি।

নাসাপক্ষ—কষ্টি।

মুখমণ্ডল—কষ্টি।

পৃষ্ঠ—কষ্টি, জিঙ্ক।

তলপেট—জিঙ্ক।

বাহু—কষ্টি, কুপ্রম-এসি।

হস্তের তালু—কষ্টি, ল্যাকে, সালফর।

হস্তের অঙ্গুলীর মধ্যবর্ত্তী স্থান—সোরি, এসিড্-ফস।

উরু—আর্জ্জে-নাই।

পায়ের রলা—ক্যালকে।

পায়ের তালু—কষ্টি, সোরি, সাইলি, ক্যালকে, ল্যাকে।

পদের পীড়া—কুপ্রম-এসি, লিডম্।

পদতলে জ্বালা ও উত্তাপ—ক্যালকে, ফস্-এসিড, সিপিয়া, সালফর।

অণ্ডকোষ—এলুমেন, এম্ব্রা, এন্টি-ক্রুড, কষ্টি, আর্জে-মেটা, ক্যালাডিয়াম, চেলিডো, ক্রোটন, কুপ্রম-এসি, ম্যাগনে-মুর, মিউরিয়েটিক-এসিড, পেট্র।

মূত্রনলীর মুখের—এলুমেন, কষ্টি।

গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান—চেলিডো।

জড়ায়ুর পীড়া—প্লাটিনা।

যোনি কপাট—ক্যাম্বা, হেলোনিয়াস্, ক্রিয়োজোট।

উরু এবং অণ্ডকোষের মধ্যবর্ত্তী স্থানের পীড়া—ন্যাট্র-মুর, পেট্র, হ্রডো।

অন্যান্য—

অণ্ডকোষে ঘর্ম্ম—থ্রুডো, সাইলি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় স্ফীত—এম্ব্রা, হেলোনিয়াস্, নাই-এসিড।

লিঙ্গ শিথিল—মিউরিয়েটিক্-এসিড।

মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারের কণ্ডুয়ন—ওলিয়েণ্ডার।

চর্ম্মে কোনও ফুস্কুড়ী নাই অথচ কণ্ডুয়ণ—ডলিকস্, স্ট্যাট্র-মুর।

রাত্রে গুহ্যদ্বারে কৃমি বাহির হয়—ফেরম্-মেটা।

বাম ডিম্বাধারে হুল ফুটান বেদনা—লিলিয়াম্।

চুল পড়িয়া যাওয়া—ন্যাট্র-মুর।

জননেন্দ্রিয়ের চুল পড়িয়া যায়—নাই-এসিড।

অর্শ (কণ্ডুয়ণযুক্ত)—এলুমিনা।

নিদ্রার ব্যাঘাত হয়—এমন-কার্ব্ব, ককিয়া, ডলিকস্, আইওডিয়াম্, টিউক্রিয়াম্।

কোষ্ঠবদ্ধ—এলুমিনা, ডলিকস্, কলিন্‌সোনিয়া।

প্রদর স্রাব—হেলোনিয়াস্, হাইড্রাস্টীস।

বক্ষস্থল ধরফড় করা—প্লাটিনা।

ফোড়া

স্থান—

নাসিকার ফোড়া—এম্ব্রাসিন্, এমন-কার্ব্ব, ক্যাডমিয়ম, কার্ব্ব এনি।

নাসিকার ফোড়া একদিনে পাকিয়া উঠে—ম্যাগ-মুর,।

কর্ণ—ক্যালকে-পিক্রেটা, মার্ক, সিঙ্কিনিনাম্।

কর্ণ মধ্যে—পিক্‌রিক্-এসিড, সালফর, ক্যাপসিকাম্।

কর্ণের পশ্চাতে—ন্যাট্রম-কার্ব্ব।

কর্ণের চতুর্দ্দিকে—এমন-কার্ব্ব।

তালুতে ফোড়া (Palate)—কস্।

দন্তের মাঢ়ীতে ফোড়া—এফিস, মার্ক, সাইলি।

দাঁতের গোড়ায় ফোড়া—সিস্‌ট্রস্, হিপার, ক্রিয়েজোট, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

মুখমণ্ডল ও মস্তকের ফোড়া (শিশুদের)—সিনা।

মুখমণ্ডল ও কাণ্ডদেশের ফোড়া (অত্যন্ত বিরক্তি কর কণ্ডুয়ণ সহ)—ব্রমাইড অব্ পটাসিয়াম্, (Bromide of potasium)।

মুখমণ্ডল—আর্ণিকা, ব্রমোইন্, জেল, আইরিস্, ল্যাপ্পা, রস্-র‍্যাডি, পিক্‌রিক্-এসিড্।

নীচ চোয়াল—বেলিস্।

চক্ষু—ন্যাট্র-মিউর।

চক্ষের পাতার ফোড়া—ল্যাপ্পা।

কপাল—লিডম্।

ওষ্ঠ—এলুমিনা।

চিবুকের রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ফোড়া—সাইলি।

জিহ্বার ফোড়া—ন্যাট্রম্-কার্ব্ব।

বগলের ফোড়া—ক্যালকে-সলফ, লাইকো, নাই-এসিড, ফস্, ফস্-এসিড।

গ্রীবা—বেলিস্, জেল।

স্কন্ধে প্রত্যেক বসন্ত ঋতুতে ফোড়া—বেল।

হস্ত—ক্যালকে।

হাতের তালু—ট্যারান্।

হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর ফোড়া—নাইট্রাস্।

বাহু—ব্রোমাইন্, নক্স-জগল্যান্স।

সন্মুখ বাহুর ফোড়া—ক্যালকে।

স্তনের ফোড়া—ফস্।

স্তনের ঠুনকা—ব্রায়ো, ফাইটো।

দক্ষিণ বাহুর ফোড়া—নক্স-জগল্যান্স।

পৃষ্ঠের ফোড়া—ইথুজা, ফাইটো।

যকৃতের ফোড়া—বেল, ব্রায়ো, ল্যাকে, নক্স-ভমিকা, প্যাল্‌স, রুটা; সিপিয়া, সাইলি।

তলপেটের ফোড়া—জিঙ্ক-অক্সি।
হাঁটুর উপরে ফোড়া—নক্স-ভমিকা।
উরুর ফোড়া—নাই-এসিড।
উরুর পশ্চাৎ দিকের ফোড়া—সাইলি।
পিণ্ডিকা অর্থাৎ পায়ের ডিমের (Calves of legs) ফোড়া—সাইলি।
কটিদেশের (Small of the back) ফোড়া—ইথুজা।
পায়ের গোড়ালীর ফোড়া—মার্ক।
পদতলের (feet) ফোড়া—ষ্ট্রামোনিয়াম্।
মূত্রাশয় (kidney)—আর্স, এ্যান্থা, হিপার, লাইকো, পালস্, সাইলি।
মূত্রনলীর ফোড়া—ক্যান্থা, পালস্, হ্রাস।
গুহ্যদ্বার—ক্যালকে-কস্, কার্ব্ব-এনি।
মূলাধারের (গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান) ফোড়া—এন্টি-ক্রুড, সিলিকা।
নিতম্বের ফোড়া—ক্যাডমিয়ম্, লাইকো, নাই-এসিড, ফস্-এসিড।
স্ত্রী এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগের ফোড়া—এবসিনথিয়াম্, বেলিস্।
পুরুষাঙ্গের ফোড়া—সিলিকা।
অণ্ডকোষের ফোড়া—সিলিকা।
প্রষ্টেট গ্লাণ্ডের ফোড়া—সিলিকা।
অন্যান্য—
বৃহৎ ফোঁড়া—জেল, নাই-এসিড্।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া—আর্নিকা, এ্যান্থ্রাসিনাম্, ক্যালি-আইওড্, আইরিস্, ন্যাগ্নে।
অন্ধ ফোঁড়া (Blind boil) উহা পাকেনা—রস-র্যাডি, লাইকো।
রক্তপূর্ণ ফোঁড়া—আইরিস্, নক্স-জগ।
শিশুর দাঁত উঠার সময়ের—ইথুজা।
প্রত্যেক বসন্ত ঋতুতে—বেল।

হাম রোগাক্রান্ত হওয়ার পর—বেল।
প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে—লাইকো।
শিশুর পেটের অসুখ সহ—ম্যাগনে-মূর।
দলে দলে উঠে—এচি, সাইলি, সালফর, সিভিলিনা।
ক্রমাগত ফোঁড়া হইতে থাকে—এস্থ্রাসিনাম্, ব্রোমা-পটাস, এচিনেসিয়া।
অনেকগুলি ফোঁড়া একসঙ্গে অসাড়ে উঠিতে থাকে—আরকটিয়ম্-ল্যাপ্পা।
একদল পাকিলে অন্য দলের উৎপত্তি—আর্নিকা।
ফোঁড়া আংশিক পাকিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে—আর্নিকা।
প্রথমে ফোস্কা হইয়া উহা ফোঁড়ায় পরিণত হয়—সিস্‌টুস্।
আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয় এবং বিলম্বে পাকে—হিপার।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনাযুক্ত ফোঁড়া—আর্নিকা, সিকেল-কর, টিউবারকল, ক্যালকে, এসিড-পিক্‌রিক।
শরীরে ফোঁড়ার ন্যায় ফুলা স্থান সমূহ—ক্যান্সমিয়া।
নূতন ফোঁড়া উঠা নিবারণ করে—ক্যাল-মিউর, বার্ব্বেরিস্।
ফোঁড়া হওয়ার স্বভাব নষ্ট করে—এচিনেসিয়া।
ফোঁড়াতে পুঁয সঞ্চয় নিবারণ করে—ক্যাল-হাইপোফস্।
স্ক্রফিউল ধাতু—ক্যালকে, কার্ব্ব-এনি।
স্কার্লেট জ্বরের পরবর্ত্তী উভয় কর্ণের পশ্চাতের ফোঁড়া—ব্যারাইটা-মূর।
গুহ্যদ্বারের বেদনাশূন্য ফোঁড়া—ক্যালকে-সলফ্।
কর্ণের চতুর্দ্দিকে অথবা নিচে ফোঁড়া—ক্যাপ্সিসিকাম্।
গাউট রোগ গ্রস্থ গাঁইটের ফোঁড়া—গোয়েকাম।

বয়ব্রুণ।

প্রকৃতি—

রক্তবর্ণ ব্রুণ—আর্সে, এসিমিনা, অরম্, বেল, কার্ব্ব-ভেজ, ক্রিয়োজোট, ফস্-এসিড, পিক্রিক-এসিড, রুনেক্স, হাইড্রোয়া।

রক্তবর্ণ কুক্কুড়ী—বার্ব্বেরিস্, লিডম্, লাইকো, মেজে।

ব্রুণগুলি কাল ছিদ্র বিশিষ্ট—অরম্, বেল, ব্রাই, ক্যালকে, কার্ব্ব-ভেজ, ডিজি, ড্রসেরা, গ্রাফা, হিপার, হাইড্রাস্, ফ্লাট্র-মুর, নাই-এসিড, সাইলিসিয়া, সিপিয়া, সালফর, থুজা।

কঠিন বয়ব্রুণ—এন্টিম-সাম্ফ্রিউরেটাম্-অরেটাম, আর্সে, বেল, বার্ব্বেরিস্, কার্ব্ব-ভেজ, সোরিনাম, হিপার, ক্যালি-আইওড, লিডাম, নক্স-ভমিকা, পালস্, সাইলি, সালফর সালফ-আইওড।

কণ্ডুগুলি দেখা যায় না কিন্তু হস্তে অনুভব করা যায়—কষ্টি।

বয়ব্রুণের চতুর্দ্দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত বেদনা—ইউজেনিয়া।

বেদনাশূন্য বয়ব্রুণ—হিপার।

বয়ব্রুণের মধ্যবর্ত্তী চর্ম্মের তৈলাক্তবৎ চিক্কণতা—ফ্লাট্র-মুর।

ফোড়া শক্ত হইয়া থাকার স্বভাব—রোবিনিয়া।

সমস্ত শরীরের ব্রুণ ফোড়ায় পরিণত হওয়া—আর্ক-ল্যাপ্পা।

সবুজ বর্ণ পূঁয ভরা ব্রুণ—ক্যাল-কস্।

বড় বড় রক্তফোঁড়া (স্কন্ধ এবং যকৃত প্রদেশের)—নক্স-জগল্যান্স।

মুখে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত—নক্স-ভমিকা।

পুরাতন পীড়া—আর্সে, সালফর।

পীড়ার কারণ—

মদ্যপায়ীদের পীড়া—আর্সে, ব্যারা, ক্রিয়োজোট, লিডম, ল্যাকে হ্রাস, সালফর।

মদ্যপায়ীদের পাকস্থলীর গোলযোগহেতু পীড়া—এন্টি-ক্রুড

হস্ত মৈথুনকারীর পীড়া—অরম্, ফস্-এসিড, সিপিয়া।

উপদংশ গ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—অরম্, মার্ক, পটাস্-আইওডাইড।

বাত রোগগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—হ্রাস।

পারদের অপব্যবহারের পর—অরম্, মেজে, নাই-এসিড, পটাস-আইওড, সারসা।

গনোরিয়া রোগগ্রস্থ ব্যক্তির—সারসা।

বায়ু রোগগ্রস্থ ব্যক্তির—স্যাবাইনা।

হিষ্ট্রিয়া রোগগ্রস্থ ব্যক্তির—ব্যারা।

স্ক্রফিউলা রোগগ্রস্থ ব্যক্তির—ব্যারা, ব্রোমাইন, ক্যালকে, কোনি, মার্ক, সাইলি।

অজীর্ণ পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির—কার্ব্ব-ভেজ।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবন হেতু—ক্যালকে, ইউজেনিয়া, ক্যালি-ব্রম্, হ্রাস।

যাহারা অধিক সময় জলে কাজ করে তাহাদের পীড়া—ক্যালকে।

যকৃতের গোলযোগ হেতু পীড়া—চেলিডোনিয়াম্।

অতিরিক্ত আহারকারী যুবকের পীড়া—ক্যালি-ব্রম্।

ডিম্বকোষ এবং প্রস্রাবের গোলযোগ হেতু স্ত্রীলোকের পীড়া—একটিয়া।

বালিকাদের বিশেষতঃ যৌবন অবস্থায় পদার্পণ সময়ের পীড়া—ক্যালকে-ফস্।

গর্ভাবস্থার বয়ব্রণ—স্যাবাইনা; সিপিয়া।

স্বল্পরজা অথবা বিলুপ্ত রজা স্ত্রীলোকের পীড়া—বার্ব্বেরিস্।

রজস্রাব বন্ধ হইয়া পীড়ার উৎপত্তি—কোনি, ক্যালি-কার্ব্ব।

রজস্রাবের পর—বোভিষ্টা, গ্রাফা।

ঋতুস্রাবের অনতি পূর্ব্বে দক্ষিণ ওষ্ঠের ফুস্কুড়ী—ভেরেট্রম্-এলবাম্।

বালকদের পীড়া—ক্যালকে-পিক্রেটা।

উপদংশগ্রস্থ ব্যক্তির মস্তকোপরি অত্যন্ত বেদনা—ক্যানাবিস্।

টীকা লওয়া হেতু পীড়া—সিপিয়া।

স্থান—

মুখমণ্ডল—এন্টিক্রুড, আর্সে, অরম্, বেল্, ক্যালকে, কার্ব্ব-ভেজ, কোনি, ইউজেনিয়া, ক্যালি-বাই, ক্যালি-ক্রম্, ক্যালি-কার্ব্ব, লিডম্, হ্যাবালুস, নক্স-জগল্যান্স, পটাস্-ব্রো, পটাস-আইওড, সারসা।

কপাল—বোভিষ্টা, হিপার, নাই-এসিড্।

চিবুক—এন্টি-টার্ট, কার্ব্ব-ভেজ, হিপার, হ্যাবালুস, নাই-এসিড, পিক্রিক্-এসিড, সিপিয়া।

নাসিকা এবং জ্রর মধ্যবর্ত্তী স্থান—কষ্টি।

নাসিকা—লিডম্, হ্যাবালুস, পিক্রিক্-এসিড, সারসা, থুজা।

উপরোষ্ঠ—হ্যাবালুস্।

স্কন্ধ—এন্টি-ক্রুড, এন্টি-টার্ট, বেল্, পটাস্-ব্রো, পটাস্-আইওড।

গ্রীবা—ক্যালকে, কার্ব্ব-ভেজ, হিপার, পটাস-ব্রো।

স্কন্ধ এবং গ্রীবার মধ্যবর্ত্তীস্থল—নাইকো।

সম্মুখ বাহু—ফস্-এসিড।

পৃষ্ঠ—বেল, ক্যালি-কার্ব্ব।

বক্ষস্থল—বোভিষ্টা, ক্যালি-কার্ব্ব, ক্যালি-ক্রম্।

উরু—মেজে।

হাঁটু—ফস্-এসিড।

পদ—ফস্-এসিড।

শরীরের সন্ধিস্থানের পেশী—সিপিয়া।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—সিপিয়া।

কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসৃণ রক্তবর্ণ স্থান সমূহ—সমবুল।

মুখমণ্ডলে কালবর্ণ গর্ত্তপন্না স্থান সমূহ—সমবুল।

বসন্ত।

প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর—একন্, বেল, ব্রায়ো, জেলস্, ভেরে-ভিডি।

দ্বিতীয় অবস্থায় জ্বর (Seconcary fiver)—একন্, ম্যালান।

আক্রমনের প্রারম্ভে বমি—এন্টি-ক্রুড্।

মৃত্যু ভয়—একন্, আর্সে, ফস-এসিড।

মনে বসন্ত রোগদ্বারা আক্রমনের ভয়—ভ্যাকসি-নাইনাম।

টীকাদেওয়ার মন্দফল—ক্যালি-মুর, থুজা।

রক্তদল বসন্ত—এমন-কার্ব্ব, আর্সে, কার্ব্ব-এসিড, ক্রোটালুস, হ্যামা, হাইড্রো-এসিড,।

রক্তস্রাবী বসন্ত—চায়না, ক্রোটালুস, হ্যামা।

গুটিকাগুলির মধ্যে রক্ত দেখা যায়—ক্যাম্থা, ফস্, হ্রাস, সোলেনাম্।

প্যাসটিলগুলি দুগ্ধবৎ সাদা—থুজা।

গুটিকাগুলিতে কণ্ডুয়ন ও জালা—কার্ব্ব-এসিড।

গুটিকাগুলিতে কণ্ডুয়ণ ও ফুলা—এপিস্।

গুটিকাগুলিতে কণ্ডুয়ণ—সিমিসিফিউগা, ডিজিটেলিস, হাইড্রাস, সালফর।

গুটিকাগুলি হটাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়—ক্যাম্ফর।

গুটিকাগুলি বাহির হইতে বিলম্ব—ব্রায়ো।

গুটিকাগুলি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত না হইয়া কুচ্কিয়া শুকাইয়া যায়—কার্ব্ব-এসিড।

গুটিকাগুলি হইতে পূযস্রাব হওয়া—ক্যালকে, সলফ্।

গুটিকাগুলি বড় বড় ফোস্কায় পরিণত হওয়া—ফস্-এসিড্।

গুটিকাগুলি বসিয়া যাওয়ায় নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট—এমন-কার্ব্ব, এন্টি-টার্ট, এপিস্।

গুটিকাগুলি শুকাইবার সময় (পীড়ার শেষ অবস্থায়) অত্যন্ত কণ্ডুয়ণ বেল।

শিরঃ পীড়া—বেল, ব্রায়ো, ডিজিটে, ফস্।

কোমরে বেদনা - একন্, ব্যাপটি, হাইড্রাস, সিমিসি, হ্যামা।

পৃষ্ঠে বেদনা—বেল, ফস্।

বিবমিষা ও বমনা—এন্টি-ক্রুড, এপিস, কফিয়া, কুপ্রম, জেলস্, ইপিকাক, স্থারাসিনিয়া।

শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি—বেল, হিপার, হাইয়ো, ফস্।
সমস্ত দ্বার হইতে রক্তস্রাব—এমন-কার্ব্ব, ব্যাপটে, ক্যান্থা, ক্রোটা।
শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত জমা—কার্ব্ব-ভেজ।
ফুস্ ফুস্ হইতে রক্তস্রাব—ফস্।
আলোকাতঙ্ক—বেল, ডিজিটে, ফস্।
চক্ষুউঠা—বেল।
ঘ্রাণ শক্তির প্রখরতা—কার্ব্ব-এসিড, ফস্।
কণ্ঠাবরোধ—ডিজিটে।
গলক্ষত—মার্ক।
গলক্ষতসহ গলা ফুলা—এমন-মিউর।
স্বরভঙ্গ—হিপার।
কন্‌ভাল্‌সন্—বেল, কুপ্রম।
ডিলিরিয়াম—বেল, কুপ্রম, হাইয়ো।
নালীক্ষত—সাইলি।
অস্থিক্ষত—সাইলি।
এল্‌বুমিনুরিয়া—এপিস্, কার্ব্ব-এসিড।
উদরাময়—আর্সে, কুপ্রম, মার্ক, ফস্-এসিড।
আমাশয়—ব্যাপটে, মার্ক।
শ্রবণ শক্তির হ্রাস—ফস্।
প্রস্রাব বন্ধ—হাইও, ওপিয়াম, এপিস্।
স্বল্প মূত্র—এপিস্।
অসাড়ে মূত্র ত্যাগ—হাইও।
অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ—বেল, ক্যাম্ফর।
স্মৃতি শক্তির লোপ—এনাকার্ডি।
পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত—এনাকার্ডি।
পাকস্থলীর উত্তেজনা—এন্টি-ক্রুড।
পাকস্থলীর গোলযোগ—এন্টি-টার্ট।
তন্দ্রাচ্ছন্নতা—এন্টি-টার্ট, কুপ্রম।

CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE. LIBRARY DEPT.

চৈতন্য লোপ ও পতনাবস্থা—হাইড্রো-এসিড, ক্যালি-ফস্।
তরল বস্তু পান করিতে গেলে উহা নাসিকা দ্বারা বাহির হয়—বেল, মার্ক।
হাঁটু হইতে পা পর্য্যন্ত বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা—কার্ব্ব-ভেজ্।
বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রমিত হওয়ার পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতা—চায়না।
তন্দ্রা সহ বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা—ক্রোটালুস, ষ্ট্র্যামো।
রোগ আরোগ্যের পর মুখমণ্ডলের অগ্নিতুল্য আরক্ততা—ফেরাম্।
এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা—হিপার।
রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া যায়—হাইয়ো, হ্রাস।
রোগী গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়—হাইয়ো।
রোগী শূন্যে কোনও বস্তুর অন্বেষণে হাতড়ায়—ফস্-এসিড্।
রোগী সর্ব্বদা পা দুই খানি নাড়িতে থাকে—জিঙ্ক।
বসন্তের ক্ষতচিহ্ন হ্রাস করে—সিমিসি, হাইড্রাস, ভেরিওলাম্।

মাংসার্ব্বুদ। Sarcoma.

মেদার্ব্বুদ (Lepoma)—এগারুকস্, ব্যারা, ক্যালকে, কোনি, গ্রাফা, ফস্।
জটাকার (Fibrous) অর্ব্বুদ—বেল, ক্যালকে, কোনি, সাইলি।
দানাময় (Glandular) অর্ব্বুদ—ব্যারা, ব্রায়ো, কোনি, আইওড, কাইটো, সালফর, সাইলি।
বৃন্ত বিশিষ্ট (Polipy) অর্ব্বুদ—ক্যালকে, ক্যালকে-ফস্, টিউক্রি, সাইলি।
সুত্রাকার (Fibroid) অর্ব্বুদ (ছোট ছোট)—ব্যারা ক্যালকে, হাইড্রাস্, সাইলি।
অসাংঘাতিক সিস্টস্ (cysts)—এপিস, এপোসাই, আর্সে, সাইলি।

স্থান—

গ্রীবার অর্ব্বুদ—আর্স-আইওড, ব্যারা, ফস।

নাসারন্ধ্রের অর্ব্বুদ—ক্যালকে।

জড়ায়ুর অর্ব্বুদ—ক্যালকে।

নাসিকার টিউমার—টিউক্রিয়ান্।

মস্তকের উজ্জল মসৃণ বসার্ব্বুদ—গ্রাফা।

মস্তকের বেদনা যুক্ত টিউমার—ক্যালি-কার্ব্ব।

জিহ্বার অর্ব্বুদ—ক্যালি-আইওড্।

দন্তমাঢ়ির অর্ব্বুদ—সাইলি।

বামদিকের পীড়া—এপিস্।

কোনও উপঘাত হেতু পীড়ার উৎপত্তি—আর্নিকা।

অর্ব্বুদের উপরটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তপূর্ণ—আর্স-আইওড।

বৃদ্ধদের পীড়া—ব্যারা।

প্রদাহযুক্ত টিউমার—বেল।

ছেলেদের মাথার রক্তস্রাব—ক্যাল্-ফ্লোর।

লিঙ্গমুণ্ডের উপরে ও পশ্চাতে কোমল আর্দ্র মাংসাঙ্কুর—থ্যাফি।

লাইকেন (প্লানাস)।

মদ্যপায়ীর পীড়া—এগারুকস্।

মনেহয় যেন বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা সূচ্ চর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতেছে—এগারুকস্।

মনেহয় যেন সমস্ত শরীরে ঝাঁকি মারিতেছে—আইওডিয়াম্।

শরীরে বাতের বেদনা—ক্যালি-বাই।

উভয় পদতলের পৃষ্ঠে অসাধারণ কণ্ডুয়ণ—লিডন্।

শীত অনুভব সহ চুলকানি ও জ্বালা—সারসা।

পুরাতন পীড়া—আর্স, সালফর, আইওড।

লাইকেন (সিম্প্লেকস)

স্থান—

কর্ণ—কাসটানিয়া (Castanea)।

কপাল—ক্রিয়ো ।

চিবুক—সালফর-আইওড ।

ওষ্ঠ—কাসটানিয়া, মার্ক, হ্যাবুলাস্, হ্যাট্র-কার্ব্ব ।

নাসিকা—হ্যাবুলাস্, হ্যাট্র-কার্ব্ব, সালফর-আইওড।

মুখমণ্ডল—হ্যাট্র-কার্ব্ব, নক্স-জগ, সিপিয়া।

গ্রীবা—নক্স-জগ।

হস্ত—বেল।

বাহু—সালফর-আইওড।

স্কন্ধ—এন্টি-ক্রুড।

বক্ষস্থল—হ্যাবুলাস্।

তলপেট—ব্রায়ো ।

উরু—ক্যাসটানিয়া, প্লান্টেগো, সালফর।

পায়ের রলা—রুমেক্স।

পদ—কাইটো, সিপিয়া।

স্ত্রীলোকের যোনির উপরিস্থ লোমাবৃত স্থানের পীড়া—ক্যালাডিয়াম।

পায়ের তলা—বোভিষ্টা।

মদ্যপায়ীদের পীড়া—লিডম।

রক্তবর্ণ পীড়কা—এলুমিনা, এন্টি-ক্রুড, এনাথে, বোভিষ্টা, নক্স-জগ, রুমেক্স, সালফর-আইওড।

শ্বেতবর্ণ পীড়কা—হ্যাট্র-কার্ব্ব।

ভুট্টার দানার ন্যায় পীড়কা—ক্রিয়োজোট, লিডম।

সোরাএসিস্।

বিস্তৃত পীড়া (P. diffusa)—আর্সে-আইওড, বোরাক্স, ক্যাল্কে, ক্লেমে, ডালকা, গোয়েকাম্, গ্রাফা, লাইকো, মার্ক-প্রটো-আইওড, মিউরিয়েটিক-এসিড, হ্রাস, সালফর, থুজা।

উৎকট দীর্ঘকাল স্থায়ী পীড়া (P. invetarata)—ক্যাল্কে, ক্লেমে, ক্যালি-আর্স, মার্ক, পেট্র, হ্রাস, সিপি, সালফর।

কণ্ডুয়ণ ও জ্বালা—আর্সে, আর্স-আইওড, ক্যাল্কে।

শল্কযুক্ত পীড়া—আর্সে, হাইড্রোকো, মেজে, ন্যাট্র-আর্স, সোরিণাম।

চর্ম্ম ফাটা ফাটা—ক্যাল্কে, আইরিস্।

নখ ভঙ্গ প্রবণ—ফ্লোরিক-এসিড্।

নখগুলি ফাটিয়া যায়—সাইলি।

নখ পড়িয়া যায় (হস্তাঙ্গুলীর)—মার্ক।

শাখা সমূহে বাতের বেদনা—ফাইটো।

মূত্রে ঘোটকের মূত্রের ন্যায় গন্ধ—নাই-এসিড্।

পীড়িত স্থানের চুল উঠিয়া যায়—পেট্র, সিপিয়া।

পীড়িত স্থানের গোছে গোছে চুল উঠিয়া যায়—ফস্।

প্রসুতি এবং স্তন্যদাত্রীদের পীড়া—সিপিয়া।

নাক দিয়া রক্ত পড়া (সকালে মুখ প্রক্ষালন সময়ে)—এমন-কার্ব্ব।

স্ক্রফিউলাস্ ধাতুগ্রস্থ শিশু—সাইলি।

শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি—ক্লেমে।

বাহু এবং হস্তদ্বয় অবশ হইয়া যায়—ফস্।

স্থান—

গণ্ডদেশে মটর পরিমাণ সাদা সাদা স্থান সমূহ—এমন-কার্ব্ব।

ভ্রুর উপরিভাগ হইতে কপালের পীড়া—ফ্লোরিক-এসিড।

ভ্রুর উপর লালবর্ণ দাগ সমূহ—ফ্লোরিক-এসিড।

গ্রীবার পীড়া—সাইলি।

গণ্ডস্থলের পীড়া—সাইলি।
হস্তের পীড়া—মিউরিয়েটিক-এসিড।
অঙ্গুলীর ছাল উঠিয়া যায়—মার্ক।
কনুই ও হাঁটুর পীড়া—আইরিস্।
হস্তের তালুতে শুষ্ক আঁইসযুক্ত পীড়কা—সোলেনিয়াম।
দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর পীড়া—টিউক্রিয়ম্।
কক্সিকের (coccyx) পীড়া—সাইলি।

হার্পিস।

প্রথমাবস্থায় সর্দ্দীজ্বর সহ—একণ্।
পুরাতন পীড়া—এগনাস্।
শীত ফাটা—এপিস্।
স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্থ শিশু—হেলিবো।
ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়া—বিউফো।
পারদের অপব্যবহার হেতু—হিপার।
যকৃতে ব্যথা—আইরিস্।
হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়া—মস্কস্।
গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানাবস্থায় পীড়া—সিপিয়া।
পর্য্যায়ক্রমে হার্পিস, বক্ষ বেদনা এবং রক্তাতিসার—হ্রাস।

স্থান—

ওষ্ঠ—এপিস, হানা, ন্যাট্র-মিউর, সিপিয়া।
উপরের ওষ্ঠের বামদিকের পীড়া—উপাস্।
নীচ ওষ্ঠ—ক্লেমে।
চক্ষের চতুর্দ্দিক—সালফর।
জিহ্বা—গ্রাফা, ন্যাট্রম্-মুর।
চিবুক—এগ্নস্, বোরাক্স।
মুখমণ্ডল—কোনা, হিপার।

মুখ—কষ্টি, সালফর।

নাসিকা—হানা, সালফর।

গোঁফ—নাই-এসিড।

নাসাপক্ষ—নাই-এসিড।

বাহু—কোনা, ক্যালি-বাই।

হস্ত—হিপার।

কনুইয়ের ভাজ—হিপার।

অঙ্গুলীর ফাঁক—নাই-এসিড।

গ্রীবা—পেট্র।

বক্ষস্থল—পেট্র।

পৃষ্ঠ—কোনা।

হাঁটু—হিপার।

লিঙ্গাগ্র—হিপার।

লিঙ্গাগ্র চর্ম্ম—অরম-মিউর, কষ্টি, মার্ক, সারসা।

যোনি কপাট—অরম-মুর।

অণ্ডকোষ—ন্যাট্র-মিউর, পেট্র।

গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান—পেট্র

উরুর বাহির দিক—নাই-এসিড।

উরুর ভিতর দিক—পেট্র।

পদ—ক্যালি-বাই।

পায়ের গোড়ালী—পেট্র।

উদরের দক্ষিণ পার্শ্ব—মার্ক।

নিতম্ব—বোরাক্স।

শরীরের রোমাবৃতস্থানের পীড়া—হ্রাস।

নাভি হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বড় বড় ফোস্কা—গ্রাফা।

LIBRARY DEPT.

হাম।

ইরাপসন উঠিয়াই বসিয়া যায় অথবা রীতিমত উঠিতে পারে না—এন্টি-টার্ট।

ইরাপসন ঘন হইয়া সমস্ত শরীরে লেপিয়া যায়—এপিস্।

" বসিয়া যায়—আর্স।

" বসিয়া গিয়া দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা সহ খেচুনী—ব্রায়ো।

" বসিয়া গিয়া ব্রঙ্কাইটিস অথবা নিউমোনিয়া—ব্রায়ো।

" বসিয়া যাওয়া অথবা দুষ্ট ম্যালিগন্যাণ্ট অবস্থায় পরিণত হওয়া - ক্যাম্ফর।

" রীতিমত বাহির না হওয়ায় অনেকদিন রোগভোগ করা—কার্ব্ব-ভেজ।

" গুলি রীতিমত না উঠায় শরীরে চুলকানি—কফিয়া।

" " অনেকদিন পর্য্যন্ত শরীরে বিদ্যমান থাকা অথবা শরীরের স্থানে স্থানে দাগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাওয়া—ক্রোটালুস্।

" " হঠাৎ মিলাইয়া গিয়া কন্ভালসন্—কুপ্রম-এসিটাস।

" " অতি ধীরে ধীরে বাহির হওয়া ও তৎসহ বক্ষ-স্থলে কষ্ট বোধ—ইপিকাক।

" " সহসা অদৃশ্য হইয়া গাত্রবর্ণ শুষ্ক খসখসে ভাব ধারণ করে—ক্যালি-সল্ফ।

" " আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়—ল্যাকে, ভেরেট্রম-এল্বাম।

" " কাল অথবা নীববর্ণ ধারণ করে—ল্যাকে।

ইরাপসন গুলি রীতিমত বাহির না হওয়ায় কাশী, উদরাময় ও আমরক্ত—সালফর।

ইরাপসনগুলি উঠার পূর্ব্বে কনভাল্সন্—ভেরে-ভিরিডি।

" " বাহিরে আনিবার শিশুর শক্তির অভাব—জিঙ্কাম।

ইরাপসন গুলি বসিয়া যাওয়ায় শ্বাস কষ্ট—এমন-কার্ব্ব।
„ „ চেপ্‌পা তৎসহ মুখমণ্ডলের স্ফীতি—ক্রোটালুস্।
„ „ বসিয়া যাওয়া (জলীয় বাতাস লাগিয়া অথবা জলে ভিজিয়া)—ডালকা।

চক্ষে আলোক সহ্য হয় না—একন, আর্স, ইউফ্রে, ইউপেটো, পালস্।
চক্ষের নীচের পাতা জলপূর্ণ থলের ন্যায়—এপিস্
চক্ষু হইতে জল পড়া—ইউক্রেসিয়া, ক্যালি-হাইড্রো, ক্যালিবাই, ল্যাকে।
চক্ষু জ্বালা ও চক্ষু হইতে জল পড়া—মার্ক।
অক্ষিপত্রের ধার চুলকায়—কার্ব্ব-ভেজ।
নাসিকা দিয়া রক্তপড়া—একন্।
নাসিকা হইতে পাতলা রস ও রক্তযুক্ত স্রাব—এইল্যান্।
নাসিকায় চুলকানি সহ প্রচুর সর্দ্দি স্রাব—স্যাবাডিলা।
নাসিকা বন্ধ (অত্যন্ত সর্দ্দি সহ)—এমন্-কার্ব্ব।
অত্যন্ত হাঁচে—আর্স, স্যাবা।
নাসিকার পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত—চেলিডো।
দক্ষিণ নাসারন্ধ্র বন্ধপ্রায়—জেলস্।
কর্ণে বেদনা—এন্টি-ক্রুড, ক্যালিবাই, ল্যাকে।
„ চিড়িকমারা ব্যথা (কিছু গিলিবার সময়)—জেলস্।
কর্ণের মধ্যে চড় চড় করিয়া শব্দ (নাসিকা ঝাড়িবার সময়)—হিপার।
কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূঁযস্রাব—কালি-বাই।
জিহ্বা বাহির করিতে অক্ষম—ল্যাকে।
গ্রীবা ও পৃষ্ঠের স্ফীতভা ও বেদনা—এইল্যান্ থাস্।
গলার স্ফীতি কর্ণমূল পর্য্যন্ত প্রসারিত—এইল্যান্ থাস্।
গলার ভিতর চাঁছা চাঁছা অনুভব—এমন্-কার্ব্ব, হিপার।
গলায় ব্যথা—বেল্।
গলা ভাঙ্গিয়া যায় (শিশু কাঁদিলে)—কফিয়া।

গলা ফুলা—ক্যালি-মিউর।

ঢোক গিলিতে কষ্ট—বেল, ব্যারা, মার্ক।

স্বরভঙ্গ—বেল, কার্ব্ব-ভেজ, ইউপেটো, জেলস্, হিপার, ফস।

কাশি (শুষ্ক)—একণ্, এইল্যাণ্, ব্রায়ো, জেলস্।

কাশি (শুষ্ক আক্ষেপিক)—বেল, ব্রায়ো, ক্যালি-হাইড্রো, ল্যাকে।

কাশিতে কাশিতে শিশু কাঁদিয়া উঠে—ব্রায়ো।

" " " বমি করে—ব্রায়ো।

" " " প্রস্রাব করে—ব্রায়ো।

কাশি (হামের পরবর্ত্তী কষ্টকর)—কার্ব্ব- ভেজ,ড্রসেরা, ষ্টিক্টা।

কাশি (কেবল দিবসে)—ইউফ্রে।

কাশিবার সময় হস্ত দ্বারা বুক চাপিয়া ধরিতে হয়—ড্রসেরা, ইউপেটো।

কাশি (কর্কশ)—ক্যালি-মিউর।

শ্বাসকষ্ট সহ ঘড়্ঘড়্ শব্দ—এন্টি-টার্ট।

শ্বাস কষ্ট—ব্রায়ো, ক্যাম্ফর।

দুর্গন্ধ গয়ার—কার্ব্ব-ভেজ।

হাম (কালচে)—ক্রোটালুস্।

হাম (দুষ্ট)—আর্সে।

হাম (রক্তস্রাবী)—আর্সে।

হামের প্রারম্ভে জ্বর—একণ্, জেলস্।

হামের মধ্যে প্রবল জ্বর—ক্রোটালুস্।

" " মৃত্যু ভয়—একণ্, আর্সে।

হামের সহিত ব্রঙ্কাইটীস্ অথবা নিউমোনিয়া—চেলিডোনিয়াম্।

তন্দ্রাচ্ছন্নতা—এন্টি-টার্ট, এপিস্।

তন্দ্রার মধ্যে সময় সময় চীৎকার করিয়া উঠা—এপিস্।

নিদ্রার মধ্যে চমকিয়া লাফাইয়া উঠা—বেল্।

তড়কা—বেল্।

নিদ্রায় কথা বলে, গালি দেয়, চীৎকার করে কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে স্বাভাবিক—কুপ্রম- এসিটাস্।

নিদ্রাভঙ্গে ভীতি—কুপ্রম্-মেটা।

নিদ্রাশূন্যতা—কফিয়া।

বিকারে চীৎকার করে অথবা বিড়্ বিড়্ করে—কুপ্রম-মেটা।

নিদ্রান্তে উপসর্গের বৃদ্ধি—ল্যাকে।

নিদ্রান্তে সমস্ত উপসর্গের উপশম—ফস্।

নিদ্রায় ইন্দুর অথবা মুষিক সংযুক্ত ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে—ষ্ট্রামোনিয়াম্।

নিদ্রার মধ্যে শিশু চীৎকার করিয়া উঠে—ষ্ট্রামো, জিঙ্কাম।

শিরঃপীড়া—বেল্, ব্রায়ো, কার্ব্ব-ভেজ, ইউপেটো।

পৃষ্ঠদেশে প্রবল বেদনা—বেল্।

পাকস্থলীর গোলযোগ এন্টি-ক্রুড, এন্টি-টার্ট।

উদরাময়—এপিস্, আর্স, ক্যালি-বাই, মার্ক, ফস্।

,, (হামের পরবর্ত্তী)—চায়না, ক্যালি-মিউর, পালস্।

,, (হামের মধ্যে)—সিলা।

কোষ্ঠবদ্ধ—ব্রায়ো, মার্ক।

প্রস্রাব অল্প—এপিস্।

দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব—ক্রোটালুস্।

মুখ এবং জননেন্দ্রিয়ে পচনশীল ক্ষত—ক্রোটালুস্।

গ্লাণ্ডের স্ফীতি—ক্যালি-বাই, ক্যালি-মিউর, মার্ক।

সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা—ব্রায়ো, ইউপেটো।

কৃমির জন্য পাছা চুলকায়—ইগ্নেসিয়া, ক্যালি-মিউর।

দন্ত কিড়্মিড়্ করা—কফিয়া।

সম্পূর্ণ

CALCUTTA HOMOEOPATHIC MEDICAL ... TION

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE
LIBRARY DEPT.

চিত্রসূচী।

		পৃষ্ঠা
১নং	জোষ্টার	৩৩
২নং	লাইকেন	৩৩
৩নং	ইরিথেমা	৪৫
৪নং	ইরিথেমা মালটিফরমি	৪৫
৫নং	পেম্ফাইগাস্	৫১
৬নং	ইম্পিটিগো	৫১
৭ন	ইক্থিয়োসিস্	২৪৫
৮নং	সোরাইএসিস্	২৪৪
৯নং	ক্ষৌরকণ্ডু	২৬৫

সূচীপত্র।

	পৃষ্ঠা
অঙ্গুলীবেষ্টক	১৪২
অঞ্জনী	১৬০
অতিবর্ম্ম	২০৩
অনিকমিকোসিস্	১৪১
অস্মিড্রসিস্	২১৫
আইননি	১৬০
আঙ্গুলহাড়া	১৪২
আঁচিল	১৯০
আঁজনাই	১৬০
আঞ্জন	১৬০
আর্টিকেরিয়া	২৪৬
আব	১৮৭
আংশিক শ্বেতী রোগ	১১৭
ইউরিড্রোসিস্	২১৯
ইকথিয়োসিস্	১২২
ইচ্	১১৩
ইচ্ছা বসন্ত	৫৯
ইন্ গ্রোইং নেইল	১৪২
ইন্দ্রবিদ্ধ	২৭
ইন্টারট্রিগো	৪৬
ইম্পিটিগো	১০৭
ইরিথিমা	৪৪

ইরিসিপেলাস্	৯৬
উকুন	১৩৫
উপদংশ	২৬২
একজিমা	৮
একনি	১৬২
একথিমা	৪০
এন্থ্রাকস্	১৪৯
একেলিস্	১১৮
এবসেস্	১৫৫
এলিফ্যান্টাইসিস্	১৯৫
এলিফ্যান্টাইসিস্ গ্রিকোরা	২৮৭
এলোপেসিয়া	১২৭
ওয়ারটস্	১৯০
ওয়েন	১৯৮
কর্কটরোগ	১৭২
কজেস্থোমা	১৯৭
কজেস্থিল্যাস্মা	১৯৭
কচ্ছু	১১৩
কড়া	১২৬
করদারী	১২০
কওাইলোমেটা	২৮১
কমেডো	১৬৯
কমেডোনস্	১৬৯
করণ্	১২৬
কাউর ঘা	৮
কার্ব্বঙ্কল	১৪৯
কার্ব্বঙ্কিউলাস্ কণ্টিজিয়োসাস	১৭০
কারসিনোমা	১৭২

কাষ্ঠচর্ম্ম	১৯৪
কিলয়েড্	১৯৪
কেনিদাবা	১৪২
কোর্ দাদ	২২১
কুনথ্	১৪২
কুনী	১৪২
কুষ্ঠ	২৮৭
ক্যানসার	১৭২
কৃষ্ণবর্ণ হাম	৮৫
ক্রমিড্রসিস্	২১৬
ক্লোয়েজমা ইউটেরিণাম্	১২২
খোস্	১১৩
খুকসী	১৩৪
খুস্কী	১৩৪
গণ্ডমালা	২৫৬
গর্ভকলঙ্ক	১২২
গর্ভকালী	১২২
গরমি	২৬২
গাজর	১২৬
গুঞ্জন	১২৬
গোঁদ	১৯৫
গ্যাঁজ	১২৬
ঘর্ম্মকৃচ্ছ	২১৮
ঘর্ম্মচর্চিকা	২২০
ঘর্ম্মশূন্যতা	২১৪
ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ	২১৫
ঘামাচি	২২০

চর্ম্মদল	১০৭
চর্ম্মরোগের শ্রেণী বিভাগ	৫
চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে কয়েকটী শব্দের অর্থ	৩
চিকিৎসকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ	১
চিতি	১১৮
চিলব্লেইন্	১২০
চুলউঠা	১২৭
ছইদ্	১১৮
ছোত্র	১১৮
ছুলী	১১৮
জট	১৮৮
জটুল	১৮৮
জতুমনি	১৮৮
জল বসন্ত	৮০
জোষ্টার	৩১
টাঁক	১২৭
টিউবারকল্	৭
টিউমার	৮
ডাইসিড্রসিস্	২১৮
ড্যানড্রাফ	১৩৪
নথকুনী	১৪২
নথবিবৃদ্ধি	১৩৭
নথ খসিয়া পড়া	১৪০
নখের শীর্ণতা	১৩৯
নারাঙ্গা	৯৬
নিভস্	১৮৮
নীহার স্ফোটক	১২০
নেটল্ র‍্যাস্	২৪৬

নেত্রব্রণ	১৬০
নিল	১৮৯
থেইরিয়াসিস্	১৩৫
দদ্রু	২২১
দাহিকা	১৪৯
ধবল	১১৭
ধূম্ররোগ	৫৪
পচনশীল বিস্ফোটক	১৪৯
পদদারী	১২০
পাক্‌লা	১২০
পাকুই	১২০
পাঁচ্‌ড়া	১১৩
পামা	৮
পারপিউরা	৫৪
পাস্‌টিউল	৬
প্যাস্‌টুলা ম্যালিগ্‌না	১৭০
পেডিকুলোসিস্	১৩৫
পেম্‌ফাইগাস্	৪৯
প্রুরাইগো	২৩২
প্রুরাইটাস	২৩৫
প্যানারিটাম্	১৪২
প্যাপিউল	৬
প্যারোনিকেয়া	১৪২
প্রিক্‌লি হিট্	২২০
ফাইব্রোমা	১৮৭
কারাঙ্কল	১৫৫
ফিগ্‌ওয়ার্টস্	২৮১
ফিরিঙ্গি রোগ	২৬২

ফিসার	৮
ফেয়ারা	৮৩
ফেরা	৮৩
ফেলন্	১৪২
ফোট	১৫৫
ফোড়া	১৫৫
স্ফোটক	১৫৫
বর্ণযুক্ত ঘর্ম্ম	২১৬
বয়স্ফোট	১৬২
বয়স ব্রণ	১৬২
বয়স ফোড়া	১৬২
বয়েল	১৫৫
বয়োব্রণ	১৬২
বসন্ত	৫৯
বিউনিয়ণ	১২৬
বিচর্চিকা	২২৬
বিস্বিকা	৪৯
বুলী	৬
বুলী	৪৯
বিসর্প	৯৬
বেথাইজ্	৮
বৃশিকা	১৩৪
ব্রণ	১০৫
ব্রমিড্রসিস্	২১৫
বৃকরোগ	২৮৪
ভিটাইলিগো	১১৭
ভেসিকল্	৫
ভেনারাল ওয়ার্টস	২৮১

ভেরিওলা	৫৯
ভেরিওলা হেমরেজিকা	৬৬
ভেরিওলয়েড	৬৭
ভেরিসেলা	৮০
ভেরুচি	১৯০
ভেরুচা একুমিনাটা	২৮১
ভেলাপড়া	১২২
ভূশিতাত	৫৪
মৎস্যচর্ম্ম	১২২
মরবিলাই	৮৩
মসুরিকা	৫৯
মহাকুষ্ঠ	২৮৭
মহাব্যাধি	২৮০
মহারোগ	২৮৭
মাষক	১৯০
মাংসার্ব্বুদ	১৯৮
মিলিয়েরিয়া	২২০
মীনচর্ম্ম	১২২
মেই	১৯৮
মেলাস্মা	১২২
মেস্তে	১১৮
মোলাস্কাম	১৮৭
মুখদূষিকা	১৬২
ম্যাকিউল	৫
ম্যালিগ্ন্যাণ্ট প্যাস্টিউল	১৭০
বতুক	১৮৮
বমফোস্কা	৯৬
বমকুন্ডুড়ী	১৭০

LIBRARY DEPT.

বনাগ্নি	৯৬
র‍্যানথ্রাকস্ ম্যালিগ্‌না	১৭০
র‍্যানিড্রসিস্	২১৪
র‍্যাল্‌বিনস্	১১৭
রক্তঘর্ম্ম	২১৭
রক্তপিত্ত	২৪৬
রক্তদল বসন্ত	৬৬
রসগত মসূরিকা	৮০
রিং ওয়ারম্	২২১
রোজিওলা	১৪৭
রোমান্তি	৮৩
রুথি	১৩৪
রুবিওলা	৮৩
রুপিওলি	৮৩
রুপিয়া	২৮০
লাইকেন্	৩৫
লিউকোডারমা	১১৭
লিউকোপ্যাথিয়া আঙ্গুইয়াম্	১৪১
লেন্টিগো	১১৮
লেপ্রা	২৮৭
লুন্তি	৮৩
লুপাস্	২৮৪
শব্যাক্ষত	৪৬
শল্কবৎ চর্ম্ম	১২২
শীতপিত্ত	২৪৬
শীতফাটা	১২০
শীতলা গুটি	৫৯
শ্বেত কুষ্ঠ	১১৭
শ্বেত ঘামাচি	২২০

শ্লীপদ	১৯৫
ষ্টাই	১৬০
ষ্টকিউনাস্	২৫৫
স্কল্‌বারন্	১১৮
সারকোমা	১৯৮
সাইকোসিস্ ভলগারিস্	২৪৪
সাইকোসিস্	২৮১
সিন্দুরে মহাবিষ	৯৬
সিরোরিয়া সিক্কা	১৩৪
সিফিলিস্	২৬২
সেন্ট এণ্ড্রুজ্ ফায়ার	৯৬
সোয়াইন্ পক্স্	৮০
সোরাই এসিস্	২২৬
স্যুডানিমা	২২০
স্মল্‌পক্স্	৫৯
স্পিউরিয়াস্ ভেরিওলা	৮০
স্কেলস্	৭
স্ক্যাবিজ	১১৩
স্ক্লেরিয়াসিস্	১৩৬
স্ক্লোরনানিউলাটারাম্	১৩৭
স্ক্রফিউলা	২৫৬
হাইপারিড্রসিস্	২০৩
হার্ডিওলাম	১৬০
হাম	৮৩
হার্পিস	২৭
হেমাটিড্রসিস্	২১৭
হুইট্‌লো	১৪২
ক্ষত	৮
ক্ষৌরকণ্ডু	২৪৪

রিপার্টরীর সূচী।

যে সমস্ত রোগের ঔষধের বিবরণ রিপার্টারীতে দেখান গেলনা, উহাদের ঔষধের বিবরণ ঐ সমস্ত রোগের বিবরণের নিম্নে লেখা হইয়াছে।

আঙ্গুলহাড়া	২৯৮
আঞ্জন	২৯৯
আঁচিল	৩০০
আর্টিকেরিয়া	৩০৩
ইরিথিমা	৩০৫
ইন্‌টারট্রিগো	৩০৬
ই[illegible]টিগো	৩০৬
ইরিসিপেলাস্	৩০৮
ইক্‌থিয়োসিস্	৩১০
উপদংশ	৩১০
একজিমা	৩১২
একথিমা	৩১৯
কড়া	৩২০
কার্ব্বঙ্কল	৩২১
কমেডো	৩২২
কণ্ডাইলোমেটা	৩২৩
কুষ্ঠ	৩২৫
স্ক্রফিউলা	৩২৭
ক্যানসার	৩২৯
খুসকী	৩৩৪
ঘর্ম্ম	৩৩৫
চিল্‌ব্লেইন	৩৩৮

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE. LIBRARY DEPT.

চুলউঠা	৩৩৯
জলবসন্ত	৩৪২
জোষ্টার	৩৪২
ট্রিকিউলাস্	৩৪৩
নখের পীড়ানিচয়	৩৪৩
দদ্রু	৩৪৪
পাঁচড়া	৩৪৫
পারপিউরা	৩৪৬
পেম্ফাইগাস্	৩৪৮
প্রুরাইগো	৩৪৯
প্রুরাইটাস্	৩৫০
ফোঁড়া	৩৫৩
বয়ব্রণ	৩৫৭
বসন্ত	৩৫৯
মাংসার্ব্বুদ	৩৬২
লাইকেন প্লানাস	৩৬৩
লাইকেন সিম্প্লেক্স	৩৬৪
সোরাই এসিস্	৩৬৫
হার্পিস্	৩৬৬
হাগ	৩৬৮

LIBRARY DEPT. THE ... COLLEGE

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২৩	লুপুস্	লুপাস্
৭	৫।১৭।২৮	ঐ	ঐ
৮	৭	ঐ	ঐ
১১	১৫	রক্ষণ	ক্ষরণ
২০	৮	জগ্ল্যাণ	বৃগ্ল্যান্
৬৬	২২	দ্বিতীয় রোগির	রোগীর দ্বিতীয়
৬৯	১৩	জলবসরে	জল বসন্তের
৭৪	১৪	পধ্যে	মধ্যে
৮৭	৭	দ্বিবসে	দিবসে
৮৭	৮	বিসয়	বিষয়
৯১	২১	কাসি	কাশি
৯৬	৩	সিন্দুরে, মহারিষ	সিন্দুরে মহাবিষ
১০৮	১৫	প্রকাষ	প্রকাশ
১১৮	১৫	মধ্যেই	মধ্যেই
১২০	১১	নীহার, স্ফোটক	নীহার স্ফোটক
১২৪	১২	Hystik	Hystrix
১২৭	১৭	Apopecia	Alopecia
১২৯	১২	মথার	মাথার
১৩৬	২৩	ন্যাট্রমমি	ন্যাট্রম্-মিউর
১৩৯	৮	অকসঙ্গে	একসঙ্গে
১৫২	১৯	সাগু দুগ্ধ	সাগু। দুগ্ধ
১৯৮	১৫	স্নায়ু দৌর্ব্বলতো	স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতা
২০১	১৯	জড়ায়ুর	জরায়ুর
২৪৭	১৬	কণ্ডুয়ণগুলি	কণ্ডুগুলি
৩০৪	২২	ক্লোরাল	ক্লোরাল
৩৩৪	২০	এলিয়াম, স্যাটাইবা	এলিয়াম্-স্যাটাইবা
৩৪০	৫	আইরো	থাইরো
৩৪২	১	জোষ্টার	জল বসন্ত
৩৫১	১৯	এলুবিনা	এলুমিনা

—০—

THE CALCUTTA HOMŒOPATHIC MEDICAL COLLEGE
LIBRARY DEPT.